শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিতব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাত

ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

১৩৫৩

প্রকাশক :
শ্রীকালীপদ মৈত্র
৭৭, যতীন দাস রোড
কলিকাতা—২৯

মূল্য ৫৲

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

নিবেদন

জপসূত্রের পঞ্চম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করিল। গত চারিটি খণ্ডে বিবিধ কলাবিতানে জপের প্রসঙ্গটি যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মূল গ্রন্থের কেবল প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদটুকু মাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। অথচ মূল গ্রন্থটি চারি অধ্যায় ও চারি পাদে সম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বিলম্বিত এবং কলেবরও ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হইবে এই সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু যিনি সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষ তিনিই পূজ্যপাদ স্বামিজীকে এবার এই মহাগ্রন্থের সমাপনের দিকে টানিয়া লইয়াছেন। তাই এই পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকী তিনটি পাদ এবং তৃতীয় অধ্যায়েরও দুইটি পাদ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। শেষ আর একটি খণ্ডে তিনি এই মহাগ্রন্থের উপসংহার করিতে পারিবেন এইরূপ তাঁহার অন্তঃপ্রেরণা।

এই খণ্ডটি সেইজন্য পূর্ব পূর্ব খণ্ড হইতে একটু বিলক্ষণ। এখানে প্রধানতঃ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তত্ত্বগুলিকে ধ্যানগম্য করিয়া তোলা হইয়াছে। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রই সংজ্ঞানির্দেশের সুসংযত মহিমায় সমুজ্জ্বল। কোনো তত্ত্বই বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় হয় না যতক্ষণ সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় ও লক্ষণে তাহা নির্দিষ্ট না হয়। লক্ষণের কার্যই হইল 'ইতরযোগব্যবচ্ছেদ' অর্থাৎ অন্য সব কিছুর যোগ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করিয়া শুদ্ধরূপে একান্ত তাহার নিজস্ব রূপটি তুলিয়া ধরা। এখানে অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ লক্ষণের একান্ত সংকীর্ণতা বা ব্যাপকতা ইত্যাদি দোষ সযত্নে পরিহার করিয়া বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়। এখানেই ন্যায়ের পরিভাষার সার্থকতা। অবচ্ছেদক, অবচ্ছিন্ন, প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতি দুরূহ পরিভাষিক শব্দে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মন বিব্রত ও বিপর্যস্ত হইলেও ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না। পূজ্যপাদ স্বামিজীও লক্ষণ-নির্দেশে প্রধানতঃ এই প্রাচীন শৈলীই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য বিশদ বাংলা ব্যাখ্যায় তিনি এই পারিভাষিক শব্দগুলিকে যথাসম্ভব ভাঙিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন। তবু আমাদের দুরূহতাপরাঙ্মুখ মন সহজ ও সরলের বায়না দিয়া বসে বলিয়া এগুলিকে বাতিল করিয়া বা আলস্যভরে উপেক্ষা করিয়াই চলিতে চায়। কিন্তু যে কোনো

সাধনেই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। এবং এই সুস্পষ্ট ধারণার জন্যই লক্ষণাদির এত ঘষামাজা। আমাদের দেশে সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রও শুধু লীলাচিন্তায় বিভোর হইয়াই আপন সার্থকতা প্রতিপাদন করেন নাই, অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাদি শক্তি প্রভৃতি আপন পরিভাষায় নিজ সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পূজনীয় গ্রন্থকার ৺কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়াও এই সকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ প্রথমেই উত্থাপন করিয়াছেন এবং পাছে লীলার সরস বর্ণনা শ্রবণে উৎসুক ও অধীর পাঠকবর্গ এই অংশটি নীরস ও দুর্বোধ্য এবং সুতরাং গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষা করে তাই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিতে ভুলেন নাই। তাহার সেই অমূল্য বাণীটি প্রত্যেক সাধকের কণ্ঠহার করা উচিত :

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় মানস॥

সুতরাং ভক্তিও কেবল তরল উচ্ছ্বাসই থাকিয়া যায় যদি না তাহা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা মনে করেন জ্ঞানের প্রখর তাপে ভক্তির নির্ঝরিণী বিশুষ্ক হইয়া যায় তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ মুখের উক্তি 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে'কেই বিস্মৃত হইয়া যা'ন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও ধ্যানের বিষয় 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সেই 'সত্যং পরং' যিনি 'ন খলু গোপিকানন্দনঃ' কিন্তু 'অখিলদেহিনাং অন্তরাত্মদৃক্'।

এখানে এ প্রসঙ্গটি অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার অবতারণা শুধু ইহাই দেখাইবার জন্য যে আমাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক অলসতা ও তামসিকতা হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মহাজনগণের অনলস নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের স্বাক্ষর ভারতের বিবিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রেই উৎকীর্ণ হইয়া আছে। জপসূত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূজ্যপাদ স্বামিজী একদিকে যেমন আধার, অধিষ্ঠান, নিধান, আশ্রয় প্রভৃতি বেদান্তের তত্ত্বগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই, তেমনি বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদি পৌরাণিক তত্ত্বগুলির রহস্য উদ্ঘাটনেও তৎপর হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের দৃষ্টিতে অকার, ইকার, উকারাদি বর্ণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণেও তাঁহার সমান আগ্রহ। তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্র, এমন কি আধুনিক

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও এক অখণ্ড তাৎপর্যে সমুদ্ভাসিত। তাই জপসূত্র যিনি নিষ্ঠাসহকারে পাঠ করিবেন সমগ্র আর্য সাধনার বিভিন্ন শাখার পরিক্রমাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে এবং নব্য বিজ্ঞানের আলোকে সেই সনাতন সত্যগুলি যে মিথ্যা বা ম্লান হইয়া যায় নাই বরং আরও প্রোজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট হইয়াছে এই প্রত্যয় লাভে ধন্য হইবেন।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইব। পূজ্যপাদ স্বামিজী এই মহাগ্রন্থে বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ বা বিজ্ঞান যাহা কিছু প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছেন সে সকলেরই মূল লক্ষ্য কিন্তু এক : জপবিজ্ঞানকেই নানা ভাবে বুঝিবার প্রয়াস। নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্ব বা লক্ষণ আয়ত্ত করিলাম বা শিখিলাম বা তাহার দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য খ্যাপন করিলাম, ইহা এখানকার লক্ষ্য নয়। যেমন 'নিরপেক্ষাক্ষরত্বম্ আধারত্বম্' (পৃ. ১) এই লক্ষণে 'নিরপেক্ষ' 'অনপেক্ষ' ইত্যাদি শব্দের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্বক আধারকে চিনিলেই হইল না, ওঙ্কারাদি জপে আধারটি কি এবং কেমন করিয়াই বা সে-আধারে জপকে মিলাইতে হয় তাহা জানিলেই আধারকে সঠিক জানা বা বুঝা হইল। তেমনি আধারকে সামান্যতঃ বস্তু দৃষ্টিতে 'বজ্রসত্ত্ব' বা ক্ষয়হীন তলরূপে, শাক্তী দৃষ্টিতে 'মূলাধার'রূপে, আবার মান্ত্রী দৃষ্টিতে ওঙ্কার বা গায়ত্রীরূপে এবং যান্ত্রী দৃষ্টিতে 'হৃল্লেখা'রূপে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে জানিলে বা চিনিলে বোধটি পূর্ণাঙ্গ হয়। জপসূত্রকার বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে আর্য দৃষ্টিতে বোধ তখনই পূর্ণাঙ্গ এবং ফলপর্যবসায়ী হয় যখন 'বিদ্যয়া-শ্রদ্ধয়া-উপনিষদা' তাহা অনুশীলিত হয়। আমরাও আপন আপন জপক্রিয়ায় যদি এই ত্রিতয়ের সম্মিলন সাধনপূর্বক জপের মধ্যে 'আধার' বা 'অধিষ্ঠান'টি কি, জপের মধ্যেই 'বামন' বা 'নৃসিংহ'াদি কোথায় কিভাবে লুকাইয়া আছেন, জপের অক্ষর সমূহে অকারাদি কিসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত রহিয়া আনিতেছে ইত্যাদি ভাবে 'ধ্যান লাগাই' অর্থাৎ গভীর গহনে প্রবেশের প্রয়াস করি তাহা হইলেই গ্রন্থের সার্থকতা, গ্রন্থকারের সুবিপুল আত্মনিয়োগের চরিতার্থতা এবং আমাদের আপন আপন জীবন-সাধনেরও কৃতার্থতা।

কলিকাতা
মহাবিষুব সংক্রান্তি

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক,
সংস্কৃত কলেজ।

জপসূত্রমের আত্মকথা

শেষের মুখে জপসূত্রমের একটুখানি আত্মকথা বলার অবকাশ আসিয়াছে। ষষ্টিবর্ষ পূর্ব্বে—তরুণ জিজ্ঞাসু। বয়ঃ এবং স্বভাবধর্ম্মে বিদ্যারসিক। তখন চিন্তারাজ্যের গগনে এক উজ্জ্বল অপ্রতিদ্বন্দ্বী নক্ষত্র—হার্ব্বার্ট স্পেন্সার। তার বিরাট অবদান—প্রকাণ্ড দশ volume Synthetic Philosophy, তার পাণ্ডিত্য বা বিশালত্ব নয়, কিন্তু তার নিপুণ বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ, আর ব্যাপক, বৈজ্ঞানিক সমন্বয় কতকটা যেন সম্মুগ্ধই করিল। অথচ, তার মূলতত্ত্বদৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইতে অক্ষম। সে মূলবিষয়ে, এদেশের আচার্য্যবর্গের দেওয়া দিব্য জ্ঞানাঞ্জন, এবং ও দেশেরও অন্যমতের আচার্য্যদের দেওয়া নেত্রবর্ত্তিকা, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ রাখিল। তথাপি আচার্য হার্বার্ট স্পেন্সারের কাছ থেকে, একান্ত আস্পৃহার মাঝে মিলিল এক বিরাট সমন্বয়ী পরিকল্পন এবং জীবনে তার সাধনের প্রেরণা। দীক্ষা নয়, প্রেরণা, কেননা, ঐরূপ পরিকল্পনার বীজ, সম্ভবতঃ অঙ্কুরায়িত ভাবেই, গভীর সংস্কার ক্ষেত্রে ছিল। ওদেশের বিজ্ঞানবিদ্যা আর এদেশের অধ্যাত্মবিদ্যা—এ দুয়ের নৈকটিক সঙ্গতি সমন্বয় হইল তরুণ জিজ্ঞাসুর লক্ষ্য ও সাধন। সেই ল্যাবরেটারি আর নৈমিষারণ্যের rapprochement। এর নিমিত্ত দুইক্ষেত্রেই যাঁরা সিদ্ধপীঠাধীশ, তাঁদের পরিপ্রশ্ন এবং নিষ্ঠাসহকারে শুশ্রূষা। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান দুয়ের শ্রবণ-মনন এবং যথাসম্ভব নিদিধ্যাসন।

তারুণ্যের উত্তরপ্রান্তে উপনীত হবার আগেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ লইতে চলিল। প্রথম ইংরেজি ভাষাতেই। গণিতাদি বিজ্ঞান এবং আর্ষ-প্রজ্ঞানের যুগ্মশক্তিসম্পাত ছিল মূলে। The Approaches to Truth, Patent Wonder, এসব এর ফল। কিন্তু প্রধানতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ প্রচেষ্টার ও ভাবের আর অধিক ফল ফলিতে দিল না। তথাপি অনতিবিলম্বেই 'বেদ ও বিজ্ঞান' ইত্যাদি নানা ধারাবাহিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে মূল পরিকল্পনার প্রাণধারা আপনাকে চালু রাখিল।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঐ প্রাণধারার এক মুখ্যশাখা তন্ত্রবিদ্যার গহনদুর্গম রহস্যরাজ্যের দিকে প্রবাহিত হইল। মহামতি সার্ জন উড্রফ সাহেবের মুখে

খ্যাত হইল ভগীরথের শঙ্খ এ অভিনবধারার প্রবর্ত্তনে। মহামায়ার ইচ্ছায় এ ধারা বিশাল হইতে বিশালতর হইয়াও চলিল। তন্ত্রতত্ত্ববিষয়িণী বহু রচনা এ ধারা, তার দুটি তটে সাজাইয়া চলিল, তবু সেই মূলসমন্বয়ী পরিকল্পন যেন মহাসিন্ধুর মত দূর থেকেই শোনাইতে থাকিল তার শাশ্বত আহ্বান।

তারপর, বিপ্লবী সঙ্ঘর্ষ রাজনীতি আর সাংবাদিকের বিসম্বাদ সাগরাভিসারিণী ধারাটিকে কিছুকালের জন্য কৃচ্ছ্রকুটিলগমনাও করিল। তথাপি সে আপাত বাধায় তার আন্তর সম্বেগ বর্দ্ধিতই হইল।

স্বাধীন জাতীয়শিক্ষা প্রবর্ত্তন সূত্রে শ্রীঅরবিন্দ এই শতকের প্রথম ভাগেই দেন তাঁর অসামান্য শক্তিসমৃদ্ধ সহযোগ। জাতীয় শিক্ষায়তনে (বর্ত্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ভারতীয় কৃষ্টিবিষয়ে অনুশীলন ও গবেষণার উদ্দেশ্যে যে 'আসন' শ্রীঅরবিন্দের জন্যই আদৌ উৎসৃষ্ট হইল, সে আসনে উপবিষ্ট হবার সম্মান একসময় এভাগ্যে আসিল। রাজনীতির আবর্ত্ত তখন মুক্তি দিয়াছে। তরুণ জীবনের সেই প্রাণপ্রবাহ এইবার নানাদিকে নানা শাখায় না বহিয়া তার চিরমৃগ্য উদার অখণ্ড একটিমাত্র ধারায় বহিবার নিশ্চিন্ত সুযোগ পাইল।

ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষায় প্রধানতঃ ভারতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে বিষয়বস্তু করিয়া সর্ব্বজাগতিক ভাবরাজ্যের প্রতি পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া, সেই তরুণের পরিকল্পন—Synthetic Philosophy—এইবার হয়ত বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবে। প্রাচীনতম যুগ থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এক একটি মূল ভাব (সৃষ্টি, ব্রহ্ম, কর্ম্ম ইত্যাদি) যে কিভাবে তার বিচিত্র বিকাশ পরিণতিতে আসিয়াছে—এর তথ্য এবং তত্ত্ব বিশ্লেষণ-সমন্বয় পূর্ব্বক ইতিহাস কতিপয় খণ্ডে লেখার বাসনা হয়। কিন্তু ভূমিকাগ্রন্থ—'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি' প্রকাশিত হইবার পর, সৃষ্টি, ব্রহ্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অপরাপর সুবিস্তৃত লেখগুলি কিয়দ্দূর প্রস্তুত হইয়াও প্রকাশ্য আলোকের মুখ নিরীক্ষণের ভাগ্য পায় নাই।

তারপর, সন্ন্যাসজীবনে সমস্ত কিছুর আমূল পট পরিবর্ত্তন। তরুণ এবং পরিণত বয়সের সেই বিদ্যারস, ধ্যানরস, ভাবরসে আপনাকে হারাইল। গ্রন্থাদি পাঠ ও অনুশীলনের সেই প্রবল প্রবৃত্তি যেমন এক দিকে হইল নিঃশেষ, তেমনি অন্যদিকে চাক্ষুষদৃষ্টিরও হইল হ্রাস। ইহাই হইল সংস্কৃতে জপসূত্রমের আধার প্রস্তুতি। জপসূত্রম্ নানাশাস্ত্রে অধীতবিদ্য পণ্ডিতের বিরচিত গ্রন্থ নয়; শ্রদ্ধালু অনুগৃহীতের অনুধ্যাত গ্রন্থ। বাহির থেকে নিবৃত্ত

দৃষ্টিমতি আন্তর অধ্যাত্ম সম্বাদেই নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যানে বিজ্ঞানাদি বহির্বিদ্যার সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ বোঝাপড়া সত্ত্বেও।

জপসূত্রম্ শেষ হইতে চলিল পরমাত্মার ইচ্ছায়। গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিশালও বটে। কিন্তু আরও সুবিশাল হইতে পারিলনা বলিয়া এতেও সেই Synthetic Philosophy এর 'স্বপ্ন' পূর্ণাঙ্গ এক মর্ত্ত বাস্তব হইল না। সূত্র এবং কারিকাবলীতে যে বিরাট সমন্বয়ের দিগ্‌দর্শনসূত্র সম্ভবতঃ মিলিল কিন্তু অনবগাহিত মহা রহস্যবারিধি রহিল ঐ পুরোভাগে। গ্রন্থব্যাখ্যানে বেদ-তন্ত্র পুরাণাদির তত্ত্ব ও চর্য্যা, উভয় বিষয়ক অনন্ত অগাধ রহস্যের কতটুকুই বা 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতে পারা গেল এ গ্রন্থে! প্রসঙ্গতঃ সূত্রের প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ব্যপদেশে, যৎসামান্যই হইল। সে কাজ তো এন্‌সাইক্লোপিডিক। ভাবি-বিধাতা সে কাজের ভার সুযোগ্য করেই দিবেন যথাসময়ে।

'এই' নিজের 'মাধ্যমে' তিনি যেভাবে যতটুকু কাজ করাইয়া লইলেন, তাতে 'এর' ভিতরে অতৃপ্তি, অপ্রসাদের লেশটুকুও তিনি রাখেন নাই। কাজ বিস্তর বাকি, 'এ' তবু, নিজে চরিতার্থ।

জপসূত্রমের ভাব ও রচনা শৈলীতে 'এই' নিজের অধ্যক্ষতা তিনি তেমন রাখেন নাই। তবু মনে হয়—কোন কোন মূল তত্ত্বসূত্রের উপর অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যান সেই শঙ্কর রামানুজাদি প্রাচীন আচার্যদের শিষ্টসমাদৃত ধারানুসরণেই হইয়াছে; যেমন বেদান্তে চতুঃসূত্রীতে, বৃহদারণ্যকাদিতে 'অসদেব সৌম্য' ইত্যাদি স্থলে।

এ জাতীয় গ্রন্থের দুরবগাহতাই স্বাভাবিক। মূলতত্ত্ববিদ্যা 'তপসা মেধয়া' লাভ করিতে হয়; এবং 'তপসা মেধয়া' সে বিদ্যার অনুশীলনও করিতে হয়। এসবের মর্ম্মগ্রাহী রসগ্রাহী চিরদিনই মুষ্টিমেয়। ইতি—

স্বামিজী

সূচীপত্র

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ ১—৭৪ পৃষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ (ক)—অক্ষরপদার্থ

অনুচ্ছেদ (খ)—ভূমির ক্রম

অনুচ্ছেদ (গ)—স্বরবর্ণপ্রকরণ

অনুচ্ছেদ (ঘ)—সবিতৃতত্ত্ব

উপসংহার

(দক্ষিণাবামাদি নিরূপণং)

অনুচ্ছেদ (ক)—সীমা ও ব্যাপ্তি

অনুচ্ছেদ (খ) দক্ষিণা ও বামা

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ ১৬৫—২৬৮

(মুখ্যপ্রাণ প্রৌঢ়িত্ব নিরূপণং)

অনুচ্ছেদ (ক)—বর্ণপরিচয়

অনুচ্ছেদ (খ)—বৃত্তিপ্রকরণ

অনুচ্ছেদ (গ)—অভিব্যক্তি তত্ত্ব

অনুচ্ছেদ (গ)—মন্ত্রের গূঢ়ার্থ

অনুচ্ছেদ (ঘ)—ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ

৪ ॥ নিরপেক্ষাক্ষরত্বমাধারত্বম্ ॥

অক্ষর পদার্থ 'নিরপেক্ষ' হইলে 'আধার' সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

অধিষ্ঠানসূত্রে 'অনপেক্ষ', আধারসূত্রে 'নিরপেক্ষ'। এ দুয়ের ভেদ চিন্তা করিতে হইবে। 'অনপেক্ষ' বলাতে নৈষ্কল্যশূন্যতা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশম, নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন বস্তু অবধি বিবক্ষিত ছিল। 'নিরপেক্ষ' বলাতে বিবক্ষা ততদূর অবধি নয়, বুঝিতে হইবে। সাকল্যশূন্যতা অবধিই বিবক্ষিত। ধর, ক, খ, গ—এই তিন কারক সহগভাবে ক্রিয়মাণ হইয়া কোন ফল উৎপাদন করিতেছে। এখন এদের প্রতিটিকে যদি শূন্যকোটিতে আনি, তবে ফল শূন্য হইল, এবং সে শূন্য নৈষ্কল্যশূন্যতা। আর, প্রতিটি শূন্য না হইয়া তাদের সঙ্ঘাত (resultant) মাত্র যদি শূন্য হয়, তবে সাকল্যশূন্যতা। কেবল সাকল্যশূন্যতা মাত্র নয়, সাকল্যসমতাও লক্ষণে আসিবে।

সুতরাং 'আধার' বলিতে পদার্থের এমন এক সংস্থা বুঝাইল, যেখানে সেই সংস্থায় প্রসজ্যমান বা 'সংস্থিত' সহগকারকসমূহ (assemblage of co-factors) শূন্যতায় না আসিয়াও 'সামান্যে' অবস্থান করে; যার ফলে, উক্ত সংস্থা প্রতিটি কারকব্যাপার সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ' থাকে। স্থির জলরাশি, এবং তার বক্ষে উদিত তরঙ্গাদির দৃষ্টান্ত লইয়া এই নিরপেক্ষ অক্ষর ভাবটি পরীক্ষা কর। বাকের বেলা—নাদ এবং বর্ণাদিরূপে কলাবিতানে।

বহির্বিশ্ব (Physical Universe)-টাকে তার বস্তু, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই তিনসম্বন্ধে এক "সামান্য" আধারে আনিবার চেষ্টা পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে। সে আধার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই ক্রমে অগ্রগা। প্রাণ এবং মন সম্বন্ধে সেরূপ সামান্য আধার (unified dynamic background or field) কল্পনায় এবং মনের ক্ষেত্রে আসিলেও (যথা *anima mundi* ইত্যাদি), আধুনিক

বিজ্ঞানের সমীক্ষা-পরীক্ষাসম্মত সিদ্ধান্তের সীমানায় এখনও আসে নাই। নিখিল ব্যষ্টি প্রাণীর আধারভূতা কোন বিরাট্ প্রাণসামগ্রী আছে কি? এবং নিখিল ব্যষ্টি-মানসের আধারভূতা কোন বিরাট্ মানসসামগ্রী? প্রাণ ও মনের বেলা ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্ব (separate individuality)-ই তথ্য (fact), সামান্য সমগ্রত্ব বা সামগ্রী কি কেবল কল্পিত, আরোপিত মাত্র? 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা'—এ 'জগৎ' কোন্ জগৎ, কোন্ অবধি? 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'—এখানে, 'ইদং সর্ব্বং'-এর ব্যাপ্তি তো সর্ব্বকুণ্ঠালেশশূন্যই মনে হয়। 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—এখানেও জগতের বিশেষণ 'কৃৎস্ন'। আর যেটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেটি স্বয়ং চিতি। তার পূর্ব্বশ্লোকে 'ব্যাপ্তিদেব্যৈ' রহিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য কর।

আর্যপ্রজ্ঞানে সকল ব্যষ্টিপ্রাণ এবং মানসের আধারভূতা প্রাণ এবং মানসসামগ্রী প্রতিষ্ঠিতা। ব্যষ্টিপ্রাণাদি সে আধারে রহিয়া তৎসম্পর্কে, কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিত-লুণ্ঠিত ভাবে বৃত্তিমান্। 'পরাঞ্চি'-মুখীন এই যে অস্মদ-ব্যবহারনির্বহণী সৃষ্টি, তাতে 'ব্যষ্টি' বা 'ব্যক্তি'র এবম্প্রকার কুণ্ঠিতাদিভাবে বৃত্তিমত্তা (functioning subject to veiling and straining conditions) অবশ্যম্ভাবিনী বটে, কিন্তু সেটা তার সম্পর্কে 'তথ্য' নয়, তথ্যের 'আভাস' মাত্র, অথবা, অতথ্যের আরোপ। অর্থাৎ আসলে এটা ভ্রান্তি (pragmatic misapprehension), ভ্রান্তি-নিমিত্ত কুণ্ঠাকার্পণ্যদোষ। প্রত্যঙ্মুখীন হইয়া এই ভ্রান্তিনিরসনের প্রযাসই জপাদি সাধন।

ওঙ্কারাদি যাহাই জপ কর না কেন, অ, উ ইত্যাদি ক্ষরবৃত্তিসমূহকে (কলা) আদৌ নাদরূপ অখণ্ড সামান্য আধারে আনিতে হয়; ব্যক্তনাদকে পরাব্যক্ত বিন্দুতে; এবং অন্তে এই ত্রিতয়কেই পরমাব্যক্তে। দেখা হইয়াছে যে, এটি কেবল বাকের আধার সন্ধানসীমা নয়; প্রাণের এবং চিত্তেরও বটে। যেমন, গায়ত্রীজপে বিলয় ওঙ্কারের গতিটি পুনশ্চ অনুসরণ করিয়া দেখ।

নিখিল চলিষ্ণু, ক্ষরিষ্ণু, খণ্ডিত গতির মাঝে কোথায় অক্ষর, অখণ্ড, কোথায় ধ্রুব—ইহার সন্ধানেই আধারকে মিলাইতে হয়। আধারে আসিয়া সকল ক্ষরবৃত্তি বা গতি বলিবে—"আমরা তো সবাই আসি-যাই, ভাঙ্গি-গড়ি, উঠি-পড়ি; কিন্তু, ওগো মোদের আধার! আমরা তোমাতেই তো আছি; সবাকার 'নিবাস' তোমাতেই। যেমন, তরঙ্গের জল-রাশিতে। তুমি নিজে আমাদের সম্পর্কে

'খাসা' নিরপেক্ষ দেখছি। আমাদের থাকা-না-থাকায় তোমার অপেক্ষা নেই।"

তথাপি, অনপেক্ষ আর নিরপেক্ষ এক কথা নয়। আধারে নানাত্ব এবং তরতমত্ব অনবকাশ নয়। আধার জাতি এবং আধার পরম্পরা আছে। ক, খ, গ ইত্যাদির সজ্ঘাতফল অশেষপ্রকারের হইতে পারে। যদি প্রতিজ্ঞা করি—উক্ত ফলটি শূন্যই হইবে, অথবা—সম (ঠিক একই), তা হইলেও অনেকপ্রকারে সেই শূন্য অথবা সম মিলাইতে পারা যায়। যদি পারা যায়, তবে এমন এক 'অক্ষর' মিলিল, যে বলিবে—'তোমরা তো অনেকরকমই হচ্ছ দেখছি, কিন্তু এই দেখ, আমি ঠিক একই শূন্য অথবা সম আছি; কাজেই আমি নিরপেক্ষ।' বৃত্তি এবং ব্যাপারসমূহের প্রকারতাভেদ সত্ত্বেও এই অক্ষরনিরপেক্ষভাব। সুতরাং এটি নির্ব্যূঢ় এবং নিয়ত নহে। ক, খ, গ ইত্যাদির অশেষ প্রকারের সজ্ঘাতসম্ভাবনার মধ্যে ভূয়িষ্ঠ স্থলগুলি বর্জ্জন করিলাম, কেননা, তারা আমার অভীষ্ট ঐ শূন্য বা সমকে দেয় না। অবশিষ্ট যারা রহিল (residual probabilities), তারা শূন্য বা সম ফলটি দেয় বটে, কিন্তু ঐ সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রেই (in the realm of probability) দেয়। যদি আর যখন, উক্ত অভীষ্ট (required) সম্ভাবনা দেখা দিবে, তবে আর তখন, ঐ অভীষ্ট শূন্য বা সমটি মিলিবে।

অতএব, এরূপ সম্ভাব্যতার অপেক্ষাধীন যে অক্ষরাধার, সেটি আপেক্ষিকমানেই (in the relative sense and context) অক্ষর এবং নিরপেক্ষ। জল তার বক্ষে উদিত তরঙ্গাদি সম্পর্কে নিরপেক্ষ আধার বটে, তবে জলকে তার আপন এবং বাহ্য অনেক কিছু কারক-বৃত্তিব্যাপারের 'অপেক্ষা' রাখিয়া তবে উক্তরূপে নিরপেক্ষ হইতে হয়। সে কারকবৃত্তিব্যাপার সমূহও অন্য 'সমূহে'র অপেক্ষা রাখে; সেগুলি আবার অপরের; ইত্যাকার ক্রিয়াকারকফলের শৃঙ্খল (chain) সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে, সঙ্কীর্ণ থেকে ব্যাপকে আগাইয়া চলিয়াছে।

যে কোন ঘটনাকে 'ঘটিত' ভাবেই দেখ, অথবা 'ঘটক'-এর দিক থেকেই দেখ, তাকে দেখিবে দুটি রূপে :—প্রথমতঃ, বহু সম্ভাবনার মধ্যে সে অন্যতম; দ্বিতীয়তঃ, অনাদি ও অসংখ্যাত ঘটকপুঞ্জ-পরম্পরার অন্তিম ফলসমূহের মধ্যে সে অন্যতম। ঘটিতদৃষ্টিতে যাহা 'সম্ভাবিত', ঘটক দৃষ্টিতে তাহা 'সম্ভূত'। অস্মদ্ ব্যবহারে ও প্রত্যয়ে ঘটনামাত্রেই সম্ভাবিত-সম্ভূতের সংমিশ্রণ—mixture of chance and law. কোন্‌টা গোড়াকার কথা, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে আলোচিত

হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে 'লীলা' না 'কীলা' (বন্ধপাশ)—এই প্রশ্ন। আমরা এখানে দুইদিক দিয়াই পাইতেছি এবং দেখিতেছি। কিছুটা ধরাবাঁধা হিসাবে পাই, বাকিটা, হয়ত আসলটাই পাইনা।

এখন, যে ভাবেই দেখি, ব্যবহার এবং ব্যাপার ক্ষেত্রে কোন আধারকেই খাঁটি এবং পূরা অক্ষর ও নিরপেক্ষরূপে দেখিতেছি না। সুতরাং, যেটি খাঁটি এবং পূরা, তার খোঁজ লাগাইতে হয়। আপেক্ষিক ও খণ্ডিত আধার-পরম্পরা কোথায় যাইয়া বলিবে—'এইবার আমরা আর আপেক্ষিক নই, খণ্ডিতও নই'? শ্রুতির সেই 'আধারমানন্দমখণ্ডবোধম্'—কোথায়, কতদূরে তল্লাস করিতে হইবে? শ্রুতির ঐ শব্দগুলোয় আবারও ধ্যান দাও। 'আনন্দ', 'অখণ্ড', 'বোধ'—এ তিনেই।

রহিয়াছি আপেক্ষিক আধারেই, ব্যবহারে এবং প্রত্যয়ে। স্বরূপে ও স্বভাবে কিন্তু তাহা নয়। এখন আপেক্ষিককে 'নিরপেক্ষ' বলা হইল কেন, কি সর্ত্তে, তা যেন ভুলিয়া না যাই। কেননা, একান্ত অপেক্ষারহিতের খোঁজই তো সত্যকার আধারের খোঁজ—যত্র আনন্দ, অভয় এবং বোধ তিনই অচ্যুত, অখণ্ড, অকুণ্ঠ। অনপেক্ষ অনপায়স্থিতি যাতে হয়, তাই এই 'নিরপেক্ষ'কে সেতু, সন্ধি, সহায়রূপে মিলাও। সর্ব্বসাপেক্ষ আর সর্ব্বানপেক্ষের মাঝে এই নিরপেক্ষ ভাবটি।

'নির্' শব্দটার একটুখানি বর্ণরসায়নে যাও। তবর্গের শেষ বর্ণ 'ন' কি বলে? যে কোন তলবৃত্তিতায় স্থিত ক্রিয়াকে বলে—'এই তো তোমার ফল। এখানেই থামো, আর না।' 'অন'তে এই আর না নির্ব্যূঢ়, আত্যন্তিক। কিন্তু 'নি' কি বলে? ক্রিয়ার ফলকে একবারে খতম হইতে দিলাম না, আপনাতে 'তুলিয়া' রাখিলাম—সম্বেগ সংস্কারাদি রূপে (as potentials), ধরাপৃষ্ঠ থেকে কোন 'ভার' উপরে তুলিয়া রাখিলে যেমন হয়। আর, 'নির্'? শুধু আপনাতে তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না (যেমন, বিশ্রামে, নিদ্রায় ইত্যাদিতে), পরন্তু প্রতিটি সংস্কারের 'ফিউজে' আগুন ধরাইয়াও রাখিলাম। টাইম ফিউজ—সময়ে বিস্ফোরণ হইবে।

সুতরাং, 'নির্' বলে—'এখন দেখিতেছ আমাতে ক্রিয়াফলগুলি যেন নেই, অথবা ঠিক একভাবে আছে, কিন্তু আমি তাদের সম্বেগ বা 'ঝোঁক' আপনাতে তুলিয়া রাখিয়াছি, আর, তাদের নতুন করিয়া সাজিয়া হাজির হবার সময়ও দিয়াছি।' যে পদার্থ, যে কোন ক্ষেত্রে অথবা অবস্থিতিতে, নিজে অক্ষর

পদার্থের 'প্রতিভূ' হইয়া, আপনাতে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে (নির্+অপেক্ষ এই ফরমূলা যেটি নির্দ্দেশ করে) তত্তৎ অবস্থানে প্রসজ্যমান (relevant to those specified situations) ক্ষরবৃত্তি সমূহের আলম্বন হয়, সে পদার্থ সেই সেই স্থলে তাদের 'আধার' গণ্য হইবে।

কাজেই, আধার আপনাতে (ক) কিছু ঘটিতে দিতেছে ; (খ) যা ঘটিতেছে, তার বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ চারিটিরই স্থিতি এবং গতি দুই-ই ধারণ করিতেছে ; (গ) যাহা ঘটিতেছে, তার ঘটক সম্বেগ ও সংস্কারসমূহও ধারণ করিতেছে ; (ঘ) পূর্ব্বোক্ত ক্ষরভাব সম্পর্কে নিজে 'অক্ষর' রহিয়াছে ; (ঙ) এবং অক্ষররূপে তাদের 'প্রশাসন'ও করিতেছে। অর্থাৎ, আধার পদার্থ—static and passive মাত্র নয়। যেমন, দুইটি বস্তু শক্তিকেন্দ্রের মাঝখানে অন্তরীক্ষ নয়। মুক্ত, উদার তেজঃসত্তারূপে দ্যৌঃ পূর্ব্বে বিবেচিত।

ভূরাদির আধারত্ব তত্তৎ-লক্ষণ পুরস্কারে পরীক্ষা করিও। ব্যাহৃতি-সপ্তক আধারসপ্তকও বটে। আধার একান্তঅস্তিতারূপে সৎ ; ভাতিতারূপে চিৎ ; অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্ তিন রূপেই আত্মা। কঠশ্রুতির মহানাত্মার যচ্ছতিস্থলরূপে 'শান্ত আত্মা'। বৃহদারণ্যকের 'অসতো মা' ইত্যাদি অভ্যারোহমন্ত্রে আধারশুদ্ধিপুরঃসর 'তচ্ছুদ্ধং বিমলমশোকমমৃতং সত্যং পরং' রূপ পরম সত্য আধারের সন্ধান রহিয়াছে। আহারাদি শুদ্ধিপঞ্চক প্রকৃত প্রস্তাবে আধারের শুদ্ধি। শুদ্ধিলক্ষণ পুনশ্চ প্রণিধান কর। মূলস্পন্দের যেটি স্বচ্ছন্দঃ তার সঙ্গে বৈরূপ্যাদি পরিহারপূর্ব্বক সারূপ্য সাধনই শুদ্ধিসাধন। প্রথমে দেখিবে তোমার অভীষ্ট আধার কেবল প্রেয়শ্ছন্দে বাঁধা, না শ্রেয়শ্ছন্দে। জপাদি সাধনের প্রথম লক্ষ্যই হইল, আধারটাকে শ্রেয়শ্ছন্দে আনয়ন। গোড়ায় প্রেয়ঃ তাতে বাদ সাধে বটে, কিন্তু ক্রমে শ্রেয়ের অনুগত, এবং অন্তিমে তাতে মিলিয়াই যায়। যেমন, অলবণাদি হবিষ্যান্ন গোড়াতে। পরে তাতে 'স্বাভাবিক রসোল্লাস'।

মূলস্পন্দ ধরিতে গেলে মূলের তল্লাস লাগাইতে হয়। যে সমস্ত আধার ব্যবহারে চলিতেছে, তাদের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতার ক্রম ধরাইয়া যেটি মূল, যেটি শুদ্ধ, যেটি অখণ্ড, তাতে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। মনে রাখিতে হয় যে, সৃষ্টিতে কেবল জীব বলিয়া কেন (যাতে কোষপঞ্চক বা কোষসপ্তকরূপ আধারপরম্পরা নিরূপিত), প্রতিটি পদার্থেই অনেকগুলি আধার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইত্যাকার

সজ্জায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং, প্রতিটি পদার্থেই মূলের সন্ধান করিতে হয়—the basic being and functioning etc. এমন কি, আমাতে যে 'আমি'র আধারে (I-consciousness) আমার সর্ব্ব ব্যবহার নির্ব্বহণ হইতেছে, সে 'আমি'ও এক নয়। এটমে বা জীবকোষে নিউক্লিয়াসের মত তার একত্ব অদ্ভুত অনেকত্ব সঙ্ঘাত মাত্র। এই নিমিত্ত অহং পদার্থের মূল খুঁজিতে অনেক কিছু বর্জ্জন পূরণ পূর্ব্বক শোধন ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। অহং তত্ত্বটি কি জানিতে হানোপাদানবিরহরূপ যে নিষ্ঠিত সামগ্রী, সেইটি জানিতে হয়—এমনটী যাতে আর কিছু যোগ করারও নেই, যা থেকে আর কিছু বাদ দেবারও নেই।

সামান্যতঃ বস্তুদৃষ্টিতে সব কিছুর যেটি নিষ্ঠিত আধার, তাকে বল 'বজ্রসত্ত্ব' —the impregnable, imperishable substratum, শাক্তীদৃষ্টিতে তাকে বল 'মূলাধার' (যেমন কুলকুণ্ডলিনী শক্তির)। ছান্দসী বা মান্ত্রীদৃষ্টিতে বল—ওঙ্কার বা গায়ত্রী। এবং আকৃতি বা যান্ত্রীদৃষ্টিতে বল বিন্দুগর্ভিতা হৃল্লেখা। পরিনিষ্ঠিত আধার ব্রহ্ম, মহামায়া, আত্মা স্বয়ং।

নিষ্ঠিত আর পরিনিষ্ঠিত এ দুয়ের মাঝে 'অতি' এবং 'উপ' এই দুটি উপসর্গের দ্বারা 'অক্ষর'কে তার শোধন সম্পূরণের ক্রম দেখাইতে হয়। 'অতি' বলিবে এটি ব্যবহারে অক্ষর বটে, কিন্তু এরও 'অতীত' হও। 'উপ' বলে—সমীপে আসিল বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক তাতে আসিল না; কাজেই, 'উত্তম' হও। একটা দেয় progression and transcendence এর নির্দ্দেশ; অপরটা immanence and perfection। এই দ্বিবিধ ধারা যথায় নিরতিশয়, নির্ব্যূঢ় পরিসমাপ্ত, তাহা গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব।

সাধারণ দৃষ্টান্তে, একটা বৃত্ত বা প্যারাবোলা। কাগজে বা অন্য কোথাও রহিয়াছে। ঠিক মানে-মর্য্যাদায় সেটিকে রহিতে গেলে চাই এক নির্দ্দিষ্ট নিরূপণাধার—frame of reference; a system of co-ordinates। এইটি সাধারণ যান্ত্রীদৃষ্টি। এর সম্পর্কে 'উপ' এবং 'অতি' দুই প্রকারের 'গতি' আছে। একান্ত শুদ্ধ যে যন্ত্রাধার (Basic World Pattern), সেটি মিলাইবার নিমিত্ত বিন্দু, রেখা, দিক্, সংস্থা, সংখ্যা এ সমস্তকে একেবারে মূলে লইয়া বুঝিতে হইবে (যথা, Yantram নিবন্ধে চেষ্টা হইয়াছে)। মান্ত্রীদৃষ্টিতে বৃত্তাভাস, বৃত্ত প্রভৃতির নিমিত্ত কেবল General Equation of the

Second Degree ছন্দঃ নির্দেশ করিলেই তো হইল না ; সকল ছন্দের মাতা যে 'গায়ত্রী', সেই ছন্দোমাতার অঙ্কেই ধারণ ও পালন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল ওঙ্কার বা গায়ত্রী জপে নয়, পরন্তু বিশ্বের যাবতীয় গতি-স্থিতি-লয় ছন্দের 'মাতা' ঐ ছন্দঃ। The grand Matrix of all matrices, the supreme Rule, Law or Equation। সেটি যে কিরূপ তার আভাষ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। একাধারে শূন্য পূর্ণ কোন বিন্দু থেকে শক্তির ব্যক্তোদয় (actual manifestation), সুষম কলাবিতান (progression as a harmonic series), এবং পুনশ্চ বিন্দুতেই বিলয়, প্রত্যাবর্ত্তন। এই Basic Rhythmicity যেটি স্বয়ং স্বভাবে নিরূপিত করে, তাহাই বিশ্বের, বিশ্বমূল ওঙ্কারের স্বচ্ছন্দ গায়ত্রী। তোমার আমার বিশ্বব্যবহারে প্রতিটি ছন্দঃ বা equationকে এই 'ছন্দসাং মাতা' গায়ত্রীর অনুবৃত্তিতে পাইতে অথবা লইতে হইবে। শাক্তীদৃষ্টি এবং বস্তুদৃষ্টি কোন অমূল মূল পর্য্যন্ত যাইলে তবে একান্ত বিশ্রান্ত হয়, তাও ভাবনীয়।

অত্যক্ষরমতীত্য স্যাৎ প্রায়স্তেন হ্যুপাক্ষরম্।
প্রশাসনমক্ষরস্য সপ্তধা পঞ্চধা ত্রিধা ॥
নৈষ্কল্যশূন্যতাসিদ্ধাবধিষ্ঠানত্বমিষ্যতে।
সাকল্যশূন্যতাসিদ্ধাবাধারত্বঞ্চ গৃহ্যতে ॥ ১-২

পরের শ্লোকের ভাব আগেই বলা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের 'অতি' এবং 'উপ'—এ দুটির প্রসঙ্গও কথঞ্চিৎ করা হইল। 'অতীত' এবং 'সমীপ' (প্রায়ঃ) —এ দুটি উপাধিও অক্ষর প্রশাসন বিশ্বে সর্ব্বত্র লইয়াছেন। শ্লোকে অক্ষর প্রশাসনকে তিনটি মৌলিক সংখ্যাতেও বলা হইতেছে—৭, ৫, ৩। এ তিন সংখ্যার গুণনে মিলে ১০৫, এর সঙ্গে ৩ যোগ করিলে মিলে ১০৮। সুতরাং, প্রশাসনকে বিশ্লেষ দৃষ্টিতে অষ্টোত্তরশত রূপে পাই। ঐ তিনটি সংখ্যাকে তলাইয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই বুঝিবে। যেমন, পরমাক্ষর, অব্যক্তমূলাক্ষর, অধ্যক্ষর—এই তিন। এর সঙ্গে অন্বক্ষর, প্রত্যক্ষর যোগে ৫ ; অত্যক্ষর, উপাক্ষর যোগে ৭। শুধু নাম দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে চলিবে না ; ভাব নিষ্কর্ষ না হইলে এবং সেটির আবার জপাদি সাধনে এবং জীবন ব্যবহারে বিনিয়োগ না হইলে বিশেষ কিছু লাভ নেই।

যেমন, যে কোন গতিরেখা, ঊর্ম্মি ইত্যাদি। তার আধারকে দেশ কাল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপক ছন্দঃ (equation) এবং বস্তুশক্তি, এবং গতি-স্থিতির সংস্থা নিরূপক বিন্দু—এই কয়টিকে 'অক্ষর' রূপে 'পাতিয়া' দেখাইতে হয়। দেশকালকে ৪ সংখ্যায় লওয়া হইল (x, y, z, t)। প্রণবাদি জপে পরমাব্যক্ত, পরাব্যক্ত (বিন্দু), নাদ, সেতু সন্ধি মেরু (৩) এবং কলা, এই সাতটি আধারে লইতে হয়। (৪র্থ খণ্ডে অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্ নিবন্ধটি দেখিয়া লও।)

অতঃপর, নিধানসূত্র।

৫ ॥ অনন্যাপেক্ষাক্ষরত্বং নিধানত্বম্ ॥

অন্যের, কিনা স্বেতর, আপনা থেকে ইতর কিছুর, অপেক্ষা নাই যাতে, এমন যে অক্ষর, তাকে বলে নিধান।

সজাতীয়বিজাতীয়াপেক্ষয়োঃ স্থাপকং স্থিতেঃ।
স্বেতর-নিরপেক্ষং যন্ নিধানং তৎ পরং মতম্।
অশ্বত্থস্যাস্য চৈকাঙ্ঘ্রি নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৩

পূর্ব্বসূত্রে যে সাকল্যশূন্যতা (অথবা সমতা) বিবেচিত হইয়াছে, তাতে 'সাকল্য'কে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয়, এই তিন রকমেই ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, লক্ষণানুযায়ী আধার এরূপ পদার্থ, যেটি ঐ তিন প্রকারের সকল-বৃত্তিবিভেদ সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ অক্ষর'। 'নিরপেক্ষ' এবং 'অনপেক্ষ'—এ দুয়ের পার্থক্য দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, প্রথমটিতে অপেক্ষারহিত ভাবটি একান্ত নিয়ত এবং নির্ব্ব্যূঢ় নাও হইতে পারে ; সুতরাং আধারপরম্পরা এবং তাদের শোধন সম্পূরণ সম্ভাবনীয়।

বর্ত্তমান সূত্রে ঐ তিন প্রকারের সাকল্যের (manifoldness) মধ্যে স্বগতটি রাখা হইতেছে, অপর দুটিকে বাদ দেওয়া হইতেছে। আধার পদার্থ নিজে (এতৎ প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, in those specified situations) বৃত্তিব্যাপারগুলির সঙ্গে কোন বিশেষ সম্পর্কে আসিতেছে না, কাজেই নিরপেক্ষ, unrelated. যথা গণিতে কোন এক System of Co-ordinates বিবিধ প্রকারের রৈখিকাদি আকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু নিধানের বেলা কোন পদার্থ যেন বলিতেছে—"আমি সজাতীয়, বিজাতীয় 'অন্য' বা 'অপর' কিছুর সঙ্গে নিয়ত,

অবিনাভাব সম্পর্ক রাখিতেছি না বটে, কিন্তু নিজেতে যেটি নিষ্ঠ, স্বগত, তার সঙ্গে আমি সম্পর্কিত আছিই। সুতরাং সাকল্য সম্বন্ধ ত্রয়ীর ঐ একটা আমাতে 'নিহিত'; নিহিত বলিয়াই আমি নিধান।" আধান বা আধারে স্বগতটিও (intrinsic) না থাকিতে পারে। আধারে একটা মুক্ত, উদাসীন (free, impartial) ভাব উপলক্ষিত, যেহেতু অদিতি ও দ্যৌঃ-এর দৃষ্টান্ত। নিধানে বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি যেন 'ঘনীভূত' (concentrated, compact)। নাভি, বীজ, চক্র, কোষ ইত্যাদি গূঢ় ব্যূহ-রূপতায় আসিয়াছে। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" আত্মা কলাশক্তি নাদকে দেখাইয়া বলিতেছে—এটি সকল কলিত, ফলিত কলার আধার, আর, বিন্দুকে দেখাইয়া বলিতেছে—এটি নাদ এবং সকল কলার নিধান। আধারে ব্যাপক এবং ব্যাপ্তির যেটি কাষ্ঠা, তার অন্বেষণ; নিধানে সূক্ষ্মত্বের ও অণুত্বের। আধারে যেটি পূর্ণ এবং শুদ্ধ, সেটি নিজেকে 'মহতো মহীয়ান্' ভাবে দেখাইতে চাহিবে; নিধানে নিজেকে 'অণোরণীয়ান্' ক্রমে শূন্য অথচ নিরতিশয় সমর্থ।

যেহেতু, সাকল্যত্রয়ীর একটাকে (স্বগত) ইহা 'নিষ্ঠ' (নিতরাং স্থিতঃ) করিয়া রাখে, অতএব নিধান 'একাজ্যি' (one-dimensional relatedness)। একটা বীজ এর সাধারণ দৃষ্টান্ত। বাহিরের অপেক্ষা নেই এমন নয় বীজে, তথাপি, সেটা নিয়ত নয; তার স্বগতটাই নিয়ত এবং প্রধান।

শুধু তাই নয়। সজাতীয়-বিজাতীয় সকলের (total environing conditions) তার সম্পর্কে যে 'স্থিতি' (actual bearing or context) তার 'স্থাপক'-ও (reactive agent, responsive and selective factor) সে নিজে। আধারের মত নিধানও অক্ষরপদার্থ বটে, তবে লক্ষণানুসারে এখানেও কাষ্ঠার সন্ধান সাবকাশ বুঝিতে হইবে। বীজের দৃষ্টান্তে যদি নিধান বুঝিতে যাই, তবে নিসর্গরূপ এই মহা অশ্বত্থের 'নিধানং বীজমব্যয়ং'-এর খোঁজ অবশ্যই লাগাইতে হয়। কেননা, সেটি জানিলেই 'সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'। সেখানে সজাতীয়-বিজাতীয় স্বতন্ত্রশূন্যতায় আসিয়া স্বগতই হইয়াছে—'out' আর 'out' নেই, পুরপূরি 'in' হইয়াছে। নিধানকে এই কাষ্ঠায় লইয়া তাকে বল—'পর'। 'পরম' শব্দটার প্রয়োগে আরও কিছু কথা আছে।

৬ ॥ ব্যপেক্ষাবিরহাক্ষরত্বমাশ্রয়ত্বম্ ॥

ব্যপেক্ষা, কিনা, বিজাতীয়ের অপেক্ষা, যাতে নাই, এমন যে অক্ষর পদার্থ তাকে বলে আশ্রয়।

বিজাতীয়স্য যাঽপেক্ষা ব্যপেক্ষা সাঽভিধীয়তে।
তদ্‌বিরহেণ যাঽপেক্ষা সা দ্বিপাত্ত্বেন গৃহ্যতে ॥
স্ব-সজাতীয়ভেদেন সমাশ্রয়ব্যপাশ্রয়ৌ।
ব্যতিরেকাদ্ ব্যপাশ্রিত্য স্বান্বয়েন সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪-৫

বিজাতীয়ের যে অপেক্ষা, তাকে 'ব্যপেক্ষা' নাম দেয়া হইতেছে। এই বিজাতীযটি না থাকিলে (বিরহেণ), অপেক্ষা 'দ্বিপদী' রহিয়া যায়—স্বগত এবং সজাতীয়—intrinsic and allied, এক কথায় homologous। 'আশ্রয়' বলিতে এমন এক অক্ষরপদার্থ বুঝাইবে, যেখানে সকল 'আশ্রিত' স্ব-সজাতীয় সম্পর্কেই আছে। তার মধ্যে, স্বগত সম্পর্কে যারা থাকে, তাদের 'সমাশ্রয়', আর, সজাতীয় স্থলে 'ব্যপাশ্রয়'।

'ব্যপাশ্রয়' বলা হয় এই নিমিত্ত যে, এখানে ব্যতিরেক সাবকাশ। 'অনেকটা আমার মতন, কিন্তু একান্তই নয়'—এই ভাবটা (similarity in difference) সজাতীয় স্থলে থাকে বলিয়া, ব্যতিরেকের (negating the difference) প্রয়োজন থাকে। 'ঠিক আপনার মত নয়, কিন্তু তাই এটিকে করি কি করিয়া'—এই সমস্যা রহিয়া যায়। নচেৎ, কোন কিছু সজাতীযকেও পুরা 'আত্মসাৎ' করা সম্ভবে না। আর, যেখানে 'অপর' বা 'ইতরের' লেশটুকুও রহিয়াছে, সেখানে আশ্রয় 'একান্ত' নয়। গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখ। সর্ব্বথা 'স্বান্বয়', স্ব-তে, তত্ত্বে, আত্মায়, আমাতে 'অন্বয়' না হওয়া অবধি কোন কিছুরই 'সমাশ্রয়' নেই জানিবে। অতএব, বিজ্ঞানে এবং সাধনে অন্যাশ্রয় (অ-স্বতন্ত্র—অস্বচ্ছন্দ ভাব), ইতরেতরাশ্রয়, অপাশ্রয়, অনাশ্রয় ইত্যাদি পরিহার পূর্ব্বক ব্যতিরেক মুখে ব্যপাশ্রয় এবং অন্বয়মুখে সমাশ্রয়ে উপনীত হও।

আশ্রয়কে দ্বিপাৎ, অর্থাৎ, two-dimensional relatedness-এর সংস্কারূপে জানিবে।

অপাশ্রয়ে আশ্রয় থেকে অপেতভাবটি থাকে বলিয়া এটি ক্রমে ব্যাশ্রয়ে (বিপরীত, বিরুদ্ধ আশ্রয়ে) লইয়া যায় ; কিন্তু অন্বাশ্রয়, উপাশ্রয়ে অনুগত এবং উপেত ভাব থাকায় এরা ব্যপাশ্রয়ে এবং সমাশ্রয়ে আনয়ন করে। 'ব্যপাশ্রয়' শব্দটি—বিগত হইতেছে অপাশ্রয় যাতে, এইভাবে বুঝিয়া লও। 'সমাশ্রয়ে' তত্ত্বে আশ্রয়ের 'সেতু' পাতিয়া দেয়া হইল ; 'সংশ্রয়ে' সেতু তত্ত্বসন্ধিতে পৌঁছাইয়া দিল।

যেহেতু, আশ্রয়তত্ত্বই সর্ব্বশ্রয়ণের পরিসীমা।

৭॥ সাপেক্ষাক্ষরত্বে ভূমিঃ॥

অক্ষর-পদার্থ পূরা (ত্রিপাৎ, চতুষ্পাৎ ইত্যাদি রূপে) সাপেক্ষতায় আসিলে হয় ভূমি॥

(A 'fieid' as tri-or-multi-dimensional relatedness. Or, a Frame of Reference analysable into any system of Coordinates—সংস্থাসূত্র।)

সাপেক্ষত্বং বিজানীত ত্রিপাত্ত্বাদিবিলক্ষিতম্।
অন্বয়ো ব্যতিরেকশ্চোভৌ চেতি বা ভিদ্যতে ত্রিধা॥
ত্রিপাদাদ্যক্ষরং ভূমিঃ সংস্থা হি সূত্র্যতে যতঃ।
ওঙ্কারাদিষু বীজেষ্বধিষ্ঠানাদীনি পঞ্চ চ।
অপেক্ষা মক্ষরে ন্যস্য যথাক্রমং বিচারয়॥ ৬-৭

অপেক্ষা ('অপেত' হইয়া ঈক্ষা, relatedness) যখন তিন বা ততোধিক সংখ্যামান পরিগ্রহ করে (যেমন, যন্ত্রাকৃতির বেলায়—ত্রিভুজে তিন বাহু বা কোণ ; বৃত্তে কেন্দ্র, ব্যাস, পরিধি ইত্যাদি), সুতরাং ত্রিপাৎ প্রভৃতি লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, তখন তার 'সাপেক্ষ' এই সংজ্ঞা দেয়া যায়। সব কিছু ব্যবহারে এবং প্রত্যয়ে 'তিন' এই সংখ্যামানটি না মেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা যেন 'আর একটা কিছুর অপেক্ষায়' থাকে। তিনে (ভূর্ভুবঃস্বঃ ইত্যাদি) আসিয়া বলে—'এইবার প্রত্যয় এবং ব্যবহার স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকুক।'

সাপেক্ষ হইলেই অন্বয়, ব্যতিরেক এবং অন্বয়-ব্যতিরেক—এই তিন সম্পর্ক

ঘটক সূত্র তৎসম্বন্ধে প্রয়োগে আসিয়া যায়। ধর, কোন সাপেক্ষ বস্তু ক ; অপর কোন বস্তু খ, ঐ 'ক' এর সম্পর্কে কিরূপে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর (১) ক থাকিলে খ থাকে ; (২) ক না থাকিলে খ থাকে না, (৩) ক থাকিলে খ থাকে, না থাকিলে থাকে না,—এই তিন রকমে দেখা যায়। দুয়ের বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এ চারিটি পদার্থ লইয়াই ঐ অন্বয়াদি পরীক্ষা হইতে পারে ; পাদমাত্রাদি চতুষ্টয় লইযাও বটে।

যেমন, বৃত্ত আর প্যারাবোলা লইযা দেখিলাম দুটিতেই (ক) এক স্থিরবিন্দু এবং (খ) ঐ স্থিরবিন্দুব সঙ্গে 'নিযত' এক 'মান' রাখিয়া অপর কোন বিন্দুব গতি—এ দুটি ধর্ম্মের অন্বয় রহিয়াছে। 'মান'টি দুটি ক্ষেত্রে আলাদা।

'ক্লীঁ' এবং 'হ্রীঁ'—এ বীজদ্বয়ে, এবং প্রসঙ্গতঃ সর্ব্ব মন্ত্রেই অন্বয়িনী 'সমানতা' কিসে? সাধারণ মান্ত্রী আকৃতিটি কি?—এটা অত্যাবশ্যক এক অনুসন্ধান। জপসূত্রমে সে সন্ধান চলিতেছে।

'ভূমি'তে সংস্থা ব্যবহারতঃ (concretely, practically) সূত্রিত ও নিরূপিত হইযাছে। 'সূত্রিত' বলিতে 'মন্ত্রিত' (assigned by formulation and equation) ; 'নিরূপিত' বলিতে এস্থলে 'যন্ত্রিত' (designed with respect to a definite or defined frame of reference) বুঝিতে হইবে। অক্ষরবস্তু 'ত্রিপাৎ' ইত্যাদি হইয়া 'সাপেক্ষ' হইলে, অর্থাৎ 'ভূমি' হইলে, এটি সম্ভাবিত হয়।

এইবার অধিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করিয়া ভূমি পর্য্যন্ত অক্ষরবস্তুর পঞ্চপ্রকারেব 'অপেক্ষা' ওঙ্কারাদি বীজে বিচারপূর্ব্বক অবলোকন কর। 'অনপেক্ষ', 'নিরপেক্ষ', 'অনন্যাপেক্ষ', 'ব্যপেক্ষাবিরহবিশিষ্ট', এবং 'সাপেক্ষ'। ওঙ্কারাদি জপে ব্যক্ত (কলিত, ফলিত) যে বিন্দু-নাদ-কলাকৃতি (exhibited actual pattern), সেটি "ভূমি"। এ ভূমি অবশ্য 'সাধারণ' ; বিশেষ বিশেষ কলিত, ফলিত রূপগুলি এই সাধারণ ভূমিতে 'অপেক্ষিত', আর ভূমি তাদের 'সাপেক্ষ'।

এ ভূমি অবশ্য বাক্, মন এবং প্রাণ এই তিনের অনুবন্ধেই ধরিতে হইবে। তিনকে মিলাইয়া আবার আলাদা করিয়াও বটে। এখানে বাকের দিক থেকে ভূমির কথা হইতেছে। বাকেরও বৈখরী প্রভৃতি চারিটি ভূমি, মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং, জপ কোন্ ভূমিতে চলিতেছে এটি অনুসন্ধেয়। জপ যে

ভূমিতে চলিতেছে তা থেকে 'উত্তর' ভূমিতে কি আরুরুক্ষু, অথবা, 'অধর'-ভূমিতে অবরুরুক্ষু ?

ভূমিপরম্পরা থাকিলে সেতুসন্ধি থাকিতে হয়। সেতু 'আশ্রয়' ব্যতিরেকে এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে আরোহ অথবা অবরোহ হয় না। এর মধ্যে আবার সেতুর 'অবর' সন্ধিটি মিলিলে (যেমন, মধ্যমায়) আশ্রয় ; সেতুর বরসন্ধি পর্য্যন্ত মিলিলে সমাশ্রয় ; আর সন্ধিপারে অন্য ভূমিতে স্থিতিতে সংশ্রয়। ভূমি বা সংস্থাগত সর্ব্ববিধ পরিণামে এই আশ্রয়াদি তিনটিকে বুঝিয়া লইবে। দীক্ষাদিদ্বারা গুরু-ইষ্ট-সাধনের আশ্রয় মেলে ; কিন্তু সমাশ্রয়, সংশ্রয় অনেক কৃতি আর কৃপা লভ্য। সামান্যতঃ মান্ত্রীদীক্ষাতে আশ্রয়, শাক্তীদীক্ষায় সমাশ্রয়, এবং শাম্ভবীতে ইষ্টে সংশ্রয় ঘটে। সর্ব্বপ্রকার জপে অর্দ্ধমাত্রা প্রসন্ন হইয়া জাপকের নিমিত্ত উদয়-বিলয়াদি সেতুর আশ্রয় মিলাইয়া দেন। সেতু মিলিলে, তার অবর-বর উভয়সন্ধি পার হইয়া, সমাশ্রয়-সংশ্রয় সাধনটি সমাপন করিতে হয়। অর্দ্ধমাত্রা 'জাগরিতা' হইয়া বিন্দুকে 'নিধান' এবং নাদকে 'আধান'রূপে মিলাইয়া দেন। স্বয়ং, আশ্রয়, নিধান এবং আধান—এ তিন সম্পর্কে রহেন আধার (পরারূপে) ; এবং অন্তে পরাপারীণা হইয়া 'পরম' যে 'অধিষ্ঠান' সেটিও মিলান। এখানে আধানকে আধার থেকে আলাদা করিয়া বলা হইল। 'পূর্ণমদঃ' মন্ত্রের দীপকে বিন্দুনাদের সম্বন্ধ পুনশ্চ ভাবনা কর।

৮॥ কৌর্ম্মত্বেন ভূমেস্তলাদয়ঃ ॥

ভূমি কূর্ম্মভাবে লইলে তার 'তল'—ইত্যাদি রূপে ব্যবহার হইয়া থাকে ॥

কৌর্ম্মত্ব বলিতে 'ক্ষরে অক্ষরমুখ্যত্ব' (preponderance of staticity and stability—factual or conventional) বুঝিতে হইবে।

শিবাদ্বৈতমধিষ্ঠানং কলাদ্যাধাররূপিণী।
ইন্দুবিন্দোর্নিধানত্বমাশ্রয়ত্বং হৃদঃ পদোঃ।
ভূমিশ্চ মন্ত্র-যন্ত্রাদি-সাপেক্ষত্বেন ভাবনম্॥
ব্রহ্মাদ্বৈতমধিষ্ঠানং মায়া চাধাররূপতা।
নিধানং কারণং সূক্ষ্মমাশ্রয়োঽন্ত্যা চ পীনতা॥

অনুপ্রাবিশদেতেষু সর্ব্বেষ্বক্ষরমেব যৎ।
ক্ষরেষ্বক্ষরমুখ্যত্বে কৌর্ম্মত্বং স্যাত্তুতস্তলঃ ॥ ৮-১০

শুদ্ধাদ্বৈত (প্রপঞ্চোপশম) যে শিবতত্ত্ব, সেটিকে 'অধিষ্ঠান' বলিয়া জানিবে। সে অধিষ্ঠানে আদ্যাকলা শক্তিকে নিখিল সৃষ্ট্যাদির 'আধার' বুঝিবে। সে আদ্যাকলাকে যদি 'কালী' প্রভৃতি মূর্ত্তিতে ধ্যান কর তো তার ললাটে যে 'ইন্দুবিন্দু', সে বিন্দু বিশ্ববীজ (নিখিল শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়ের) 'নিধান'। সে মূর্ত্তিতে 'হৃদয়' এবং 'পাদপদ্ম'—এই দ্বিবিধ 'আশ্রয়'। তন্মধ্যে 'পাদ' যুঞ্জান-যুক্ত আশ্রয় ; 'হৃদয়' যুক্ততর যুক্ততম আশ্রয় ; শেষটি ভাবে ও রসে ; অপরটি কর্ম্মে ও সমর্পণে। উভয়ে মিলিয়া রসজ্যোতিঃ—ললাটে শশিকলা।

শেষকালে, আদ্যাশক্তির মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রাদিরূপে সাপেক্ষ যে 'ভাবন', সেটাকে 'ভূমি' জানিবে।

এইরূপ, ব্রহ্মাদ্বৈত অধিষ্ঠান, মায়া আধাররূপতা, অর্থাৎ, মায়ার আধার-পটেই নামরূপাত্মক এই বিশ্বচিত্র উদিতাদি হইতেছে ; বিশ্বচিত্রের কারণরূপটি নিধান ; সূক্ষ্মটি আশ্রয় ; স্থূল বা ব্যক্তটি ভূমি। (এই শেষোক্ত দুইটি নানাস্থানে দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিবে।)

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই 'অক্ষর' অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। অধিষ্ঠানে অক্ষর পরম ; মায়াধারে 'বিপরম' (অর্থাৎ, পরমকে বিবর্ত্তিত বিচিত্র করিয়া দেখায় যেটি) ; নিধানে 'পর' ; আশ্রয়ে 'পরাপর' ; এবং অন্তে, ভূমিতে 'অপর'।

ক্ষরপরিণামে অক্ষরের অধ্যক্ষতা মুখ্যভাবে রহিলে, 'কৌর্ম্ম'। এই কৌর্ম্ম অধিকারে "তল" ইত্যাদি। (ইত্যাদি বলিতে "স্তর", "ক্ষেত্র" প্রভৃতি।)

(ইংরাজিতে ভূমিকে Ground or Position যদি বল তো, তলকে বল Given Plane (straight or curved) ; স্তরকে বল Section of Plane , ক্ষেত্র, Specified Field ইত্যাদি।)

কৌর্ম্ম-অধিকারে পৃথ্বীতত্ত্বপ্রাধান্য। "লং" এর বীজ। প্রণবানুগৃহীত এই বীজ জপে কৌর্ম্ম প্রসন্নতা হয়, সুতরাং, যে কোন ভূমি 'স্থির' হইয়া থাকে। য কোন ভূমিতে অস্থির বুঝিলেই "ওঁ লং" তার স্থৈর্য্য মন্ত্র।

৯॥ মীনত্বেনৌ

ভূমি মীনতাধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইলে হয় ওকঃ।

তলসূত্রে কৌর্ম্ম, কিনা, স্থিরতাধর্ম্মের প্রাধান্য। Stabilizing factor সে স্থলে dominant। চলিষ্ণুতা ধর্ম্ম (Mobility) প্রধান হইলে মীনতাধিকরণ; এবং তদ্রূপ স্থলে, ভূমিকে বলে ওকঃ। 'ওকস্' শব্দের বর্ণরসায়নেও তাই পাই। 'ও' স্বরবৃত্তি আবার ধ্যান কর—Wave ইত্যাদি। সাধারণভাবে, ওকঃ=a 'fluid' field। স্বাধিষ্ঠানে অপ্‌তত্ত্ব ইহার আধার, 'বং' (ওয়াম্) এর বীজ। এই বীজ জপে (প্রণবসহ), সমস্ত জমাট, আড়ষ্টভাব (inertia, stagnation) কাটিয়া 'সাবলীল স্বচ্ছন্দভাব' আসিয়া থাকে। স্নান, জড়তা নিরসনে বিনিয়োগ।

মীনত্বং ক্ষরমুখ্যত্বে তেনৌকশ্চার্ণবোঽপি বা।
সীমাবদ্ধঃ ক্ষরব্যূহোঽর্ভৌকঃ হ্রস্বোঽপি বেতরঃ।
বীজৌঘধারণাদোকো মীন ওঙ্কারলীনতা॥ ১১

ওঙ্কারকে পীন এবং লীন দুইরূপে পাই। পীনতায় ওঙ্কার 'অ, উ, ম' এই স্ফুট (Patent) আকারে আকারিত হইতেছে। যেমন, জলে তরঙ্গ। কিন্তু তরঙ্গ যেমন জলে উঠিয়া জলেই মিলাইতেছে, তেমনি 'অ, উ, ম' (স্ফুটস্বর) 'স্ফোটে' (নাদে) উদিত-বিলীন হইতেছে। নাদে আবার 'বাহিতা' (সুতরাং ক্ষর), এবং 'স্থিততা' (অক্ষর)—দুটি ভাবই থাকে। তন্মধ্যে বাহিতা মীনত্বাধিকরণ; স্থিততা কূর্ম্মত্বাধিকরণ।

যতক্ষণ বাহিতায় চলিতেছি, ততক্ষণ আমার লক্ষ্য বা প্রয়োজন দুইটি—অখণ্ডবাহিতা এবং প্রশান্তবাহিতা; এক কথায় স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব। স্থিততায় স্থিত হবার নিমিত্ত, সেতু সমাশ্রয়ে বিন্দু-অধিগম। কেননা, যতক্ষণ পরম বা শুদ্ধ অধিষ্ঠান না মিলিতেছে, ততক্ষণ গতির সম্বেগ (momentum)। যে স্থলে একাধারে শূন্য এবং পূর্ণ, সেই স্থল, অর্থাৎ বিন্দু ভিন্ন স্থির হবার অপর ঠাঁই নেই। এই নিমিত্ত স্থির, অচলপ্রতিষ্ঠ হবার সাধন জপধ্যানাদিতে বিন্দু সাধন।

মীনতাধিকরণস্থলে অখণ্ডবাহিতা অর্থে শুদ্ধবাহিতাও ধরিতে হইবে।

জড়ের দেশে প্রবাহি পদার্থের (fluidএর) অখণ্ডতা বিধানে যেমন Hydro-dynamicsএর Equation of Continuity প্রভৃতি নিয়ামকসূত্র রহিয়াছে, প্রাণ এবং অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তদ্রূপ অখণ্ডবাহিতার নিয়ামক সূত্র স্থির করিয়া চলিতে হইবে।

ধর, কাণে 'নাদ' শোনা যাইতেছে। ঠিক 'অখণ্ড' বলা যাবে কিরূপ হইলে? 'প্রশান্ত', 'শুদ্ধ'? 'ঝিল্লী', 'চুল্লী' ইত্যাদি শব্দকে রাজস উপসর্গ বল। এগুলো নাদের সঙ্গে আছে কি, আর থাকিয়া নাদকে 'ছিন্ন' করিতেছে কি? আবার, এদের সঙ্গে অপর এমন কোন শব্দ-স্পন্দ আছে কি, যেটা নাদকে ঠিক তদ্রূপে শুনিতে দিতেছে না? রাজস-তামসের দুই রকমের উপসর্গ মিলিয়া একটা বিচ্ছিন্ন শব্দ-জটলা (confused medley of sounds) সৃষ্টি করিতেছে না তো? সে 'জটলার' মাঝে খাঁটি 'অনাহত নাদ' কতটা? কতটা বা বাহ্য অথবা আন্তর 'প্রক্ষেপ' (physical, physiological)?

নাদশ্রুতি অখণ্ড ও শুদ্ধ হইলে (even and pure), তাতে স্বাভাবিক সত্ত্বস্ফূর্তির কল্যাণে একটা অপূর্ব্ব প্রসন্ন-সৌম্য ভাবের অনুভূতি হইবে। এই অনির্ব্বচনীয় গুণটিকে 'প্রশান্ত' বলা হইয়াছে। এতে অগ্নীসোমীয় সমতা থাকে—গায়ত্রীব 'বরেণ্যম্' এর 'বর' এখানে সাক্ষাৎ মেলে। এতে 'সুর' অসুরদৌরাত্ম্যমুক্ত।

স্বাধিষ্ঠানচক্রে অপের এক এই মীনাধিকরণ্যের সংস্থান। 'স্বাধিষ্ঠান' এই নামটিতেই অখণ্ডাদিভাবে বহমানতার নিয়ামক সূত্রটি আছে। প্রাণব্রহ্মকে যেন ডাকিযা বলা হইতেছে "তুমি নাদাদি গতিরূপে 'স্ব'-তে অধিষ্ঠিত হও; জটলায়, ভেজালে ,পতিত হইও না। যত কিছু বিজাতীয় থেকে স্ব-কে সামলাও। যত কিছু সজাতীয়ও 'স্ব' বা স্বীয় করিযা লও।"

এই অত্যাবশ্যক ব্যাপ্তি শুদ্ধি শান্তি কর্ম্মটি সুষ্ঠু সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় কি? তার নিয়ামক সূত্রটি এবং বিনিয়োগ জানিয়া লওয়া। পদার্থবিজ্ঞানে Equation of Continuity-র উল্লেখ করিয়াছি। এখানে, যে সমীকরণ সূত্রের প্রয়োগ, সেটি "সম্ভূয়-সমুত্থান" (Emergent) সমীকরণ। দেহে, এবং সূক্ষ্মতঃ সর্ব্বত্র, ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চকেন্দ্র ("চক্র") বিদ্যমান। তদূর্দ্ধে "আজ্ঞা" (Directive Centre)। কৌর্ম্মাদি সূত্রগুলিতে এই "কেন্দ্র"গুলির নিগূঢ় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ওঙ্কার শাসনে ক্ষিত্যাদি-পঞ্চতত্ত্বকেন্দ্রের লং বং ইত্যাদি

বীজগুলিকে সক্রিয় সংহত করিয়া তোল। প্রথমকেন্দ্রের জাগৃতির ফল যে "চিকীর্ষা" (urge to act, activising moment), সেটি তোমার সাধ্যসমীকরণের 'প্রাথমিকসম্ভূতমান' (first emergent term)। এ মান আলাদাভাবে রাখিবে না ; দ্বিতীয়ে (ওঁ বং) সেটি "আহৃত" এবং "চিকিৎসিত" হইতেছে ; অর্থাৎ, প্রথমটির চিকীর্ষা পরেরটির চিকিৎসায় যাইতেছে। কূর্ম্ম যেটি জড়ো জমাট করিল, মীন সেটিকে অভীষ্টানুবন্ধে মুক্ত, সাবলীলও করিল। প্রথমের নাকচ বা নিষেধ এটি অবশ্য নয়। বীজ আর তা থেকে উদ্গত অঙ্কুর পরীক্ষা কর। বীজের 'নাশ' মানে কি তা বুঝিও। ধারণার পর ধ্যানবাহিতা যেমন। তৃতীয়ে (তেজস্তত্ত্বে-রং), প্রথম-দ্বিতীয়ের পূর্ব্বোক্তরীতিতে অধ্যাহার প্রভৃতি। এখানে 'তেজীয়স্ত্ব' (levelling up of energy value) ঘটিল। পরের সূত্রে আলোচিত 'বারাহাধিকরণ'। তারপর, 'যং' এবং 'হং' এই বায়ু এবং খং তত্ত্ববীজ দ্বারা সাধন কর ব্যাপনীর এবং শমনীর। বায়ু এবং যং বীজদ্বারা সর্ব্ব-সঙ্কীর্ণ 'অর্ভৌকস্ত্ব' (small and restricted dimensionality) অপগত হোক্, 'মহৌকস্ত্ব' হোক্। এটি নারসিংহাধিকরণ। শেষে, হং বীজদ্বারা সর্ব্বসম্বেগ স্থির, শান্ত, শুদ্ধ, অনাকুল হোক্। ক্ষিত্যাদি তত্ত্বপঞ্চকের প্রণবসহ বীজপঞ্চকদ্বারা যে 'হবন' (অগ্নীষোমীয়) আরব্ধ হইয়াছিল, 'হং ওঁ' এই মন্ত্রে তার পূর্ণাহুতিটি সমাপন হোক্। শেষেরটি উরুক্রমাধিকরণ।

এই যে সম্ভূয়-সমুত্থান সমীকরণ, এর দ্বারা পাঞ্চভৌতিক বিশ্বে, বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যষ্টিকায়ে, অগ্নীষোমীয় সমতা রক্ষার প্রবণতা রহিয়াছে। কিন্তু 'বিষমবিবর্ত্তে' (Third Emergence-এ) ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। জপাদি সাধনে সুষমতা ঋজুতা সমতায ফিরিতে হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে মূলাধারাদি ছয়টি কেন্দ্র বা চক্রের নাম এবং সংস্থা পরীক্ষা করিও।

অতঃপর, কারিকার ভাবার্থ :--

মীনত্বে ক্ষর ভাবটির প্রাধান্য থাকে, অথবা, ক্ষরের দিক্‌টা 'সম্মুখীন' থাকে। তদ্রূপ হইলে ভূমিকে 'ওকঃ' বলে, 'অর্ণব'ও বলে। প্রথমটি, তরঙ্গাদিরূপে ব্যক্ত (kinetic actual) ; দ্বিতীয়টি তার সামান্য উদ্ভব ভূমিরূপে প্রবণতা (potential plenum in readiness to be actual)। সীমাবদ্ধ ক্ষরব্যূহ হ্রস্ব হইলে 'অর্ভৌকঃ' (যথা Atomic theoryতে 'wave packet') ;

আর অন্যথা হইলে, 'মহৌকঃ' (যথা, field of cosmic radiation)। নিখিল বীজ (ওষ) ধারণ করে বলিয়া ওকঃ মৌনাধিকরণ। অর্থাৎ নিখিল বিশ্বস্পন্দ, তদ্রূপে (as such) যে ভূমিতে তাদের বীজ বা মূলটি রাখে, সেটি ওকঃ। ও = স্পন্দ (ঊর্ম্মি); ক = ব্যঞ্জনমুখ = প্রথম অভিব্যক্তি; স্ = সিঞ্চিতরূপ (radiating)। মৌন এবং ওঙ্কারলীনতা পূর্ব্বে আলোচিত। শ্রীভগবানের মৌনাবতার তলাইয়া সর্ব্বভূমিতেই বুঝিতে হইবে।

ধব, জপে বিলয়ধারা। এতে নাদ 'অর্ভৌকঃ' এবং 'মহৌকঃ' এ দুয়ের পরিসীমা এবং পর্য্যাবসান যেখানে, সেই বিন্দুতে মিলিত ও শান্ত হয়। অর্ভ বা হ্রস্বের পরিসীমা Infinitesimal, মহানের Infinite. অর্ভ = a closed (short-circuit) mobile field.

১০ ॥ বারাহত্বেন লোকত্বম্ ॥

ভূমির বারাহাধিকরণে লোক ॥

লকারেণ হি লীনত্বমুকারেণ সমুদ্ধৃতিঃ।
স্থাপকত্বং ককারেণ লোকস্যেতি বিচারণা ॥
ঊর্দ্ধগেন দতা যেন লীনমগ্নস্য তূন্নতিঃ।
ঊর্দ্ধং তদূর্দ্ধমিত্যেবং ক্রমেণ ব্যুত্থিতস্থিতিঃ।
ঊর্জ্জিতৌজাঃ স বরাহ উর্ব্বীণাং গীষ্পতির্গিরাম্ ॥ ১২-১৪

ওকঃ এর পর 'লোক' অবস্থানটির বিচারণা কর। চতুর্দ্দশলোক প্রভৃতির কথা আর্ষবাণীতে পাই। এগুলি স্থূলতঃ বহির্দ্দেশসংস্থা-পরম্পরা বুঝিলেই হইবে না (যেমন, আমাদের বায়ুমণ্ডলে Stratosphere, Ionosphere ইত্যাদি)। ৭ × ২ = ১৪, এই সংখ্যাটির যেমন গূঢ়-ব্যাপক ব্যঞ্জনা আছে, 'লোক' শব্দটিরও তদ্রূপ। (ল + উ + ক)—এই ভাবে বর্ণবিশ্লেষণ করিয়া কারিকায় বলা হইতেছে—লকারে—লীনতা, উকারে—সমুদ্ধৃতি, এবং ককারে—স্থাপকত্ব, এই ত্রিবিধবৃত্তির সংহতি হইলে তবে 'লোক' সংজ্ঞা হইবে। একটা লীনতার ভূমি রহিয়াছে (মৌনাধিকরণ)—a potential field; সে ভূমি থেকে কিঞ্চিৎ 'সমুদ্ধৃত'—kinetised—হইতেছে ('বরাহদংষ্ট্রা'); এবং সেটি 'স্থাপিত'—stabilised—হইতেছে ('বসুন্ধরা'); এই শেষেরটি কৌর্ম্মাধিকরণ। সুতরাং

বারাহাধিকরণে (লোকে) মীন এবং কূর্ম্ম দুটি বৃত্তিকে মন্থনপূর্ব্বক এক অভিনব উর্দ্ধাধঃ ক্রমবিন্যাস পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এর ফলে, বিশ্বে সর্ব্বত্র বস্তু, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এক এক অভিনব অভিব্যক্তি-পারম্পর্য্য (progressive manifestation or evolution) লাভ করে। 'বেগমন্থন'-এর প্রতীক 'মহাচক্র'—বারাহীশক্তি যাহা ধারণ করেন। 'দংষ্ট্রা' এবং 'চক্র'—এ দুয়ের সংঘাতে শঙ্খাবৃত্তি (spiraline movement)। অন্তর্বহিঃ সর্ব্বস্থলে 'অভ্যুদয়' অথবা 'অভ্যারোহে'র নিমিত্ত ('levelling up')—এটির আবশ্যকতা আছে। মন্ত্রাদিতেও বটে। যথা, ওঙ্কারে উকার। বসু=সম্পৎ (value) বুঝিলে অধ্যাত্মাদি নিখিল সৃষ্টির সম্পৎ (ঋদ্ধি) ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব মর্য্যাদায় রক্ষা করেন—বারাহী শক্তি। বসুর স্ব স্ব মর্য্যাদায় সমুদ্ধৃত এবং স্থাপিত অবস্থানই লোক। উকারে বেদমুখ্যতা, সুতরাং, যেটি সমস্ত কিছুর 'অন্তরে' (কেন্দ্রে, নাভিতে) 'বাস' করে, সেটি তার 'বসু'। যথা, সূর্য্য সৌরমণ্ডল সম্পর্কে। বসুর অষ্টসংখ্যা নানাভাবে ভাবিয়া দেখিবে। যেমন—আকুঞ্চন-প্রসারণ এই দুই দ্বারা সব কিছুর পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা এই চতুষ্টয় ভাব 'গুণিত' হইতেছে ; ইত্যাদি। অ, ই, উ—এ তিন স্বর, আর, ক, চ, ট, ত, প—এই পাঁচ ব্যঞ্জনবর্গাদি বর্ণ। বিন্দু, রেখা, ধন, ঋণ, কোণ, দেশ-কাল, সংখ্যা, অনুপাত। নানাক্ষেত্রে বসুতত্ত্ব ভাবনা করিবে।

যেমন ধর—"আয়ু রক্ষতু বারাহী"। এই যে দেহধারণ, এর 'বসু' কি ? এর প্রাণ। প্রাণ তার ওজঃশক্তি লইয়া বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়পাটব, স্মৃতি, মেধা—এ সমস্ত 'সম্পৎ'সহ যাবৎ ঋদ্ধিতে (requisite, adequate levelএ) বর্ত্তমান, তাবৎ 'আয়ুঃ'। অজপার সংখ্যা এবং ছন্দঃ—এ দুটির উপর আয়ুঃ নির্ভর করে। ছন্দঃ যুক্ত হইলে যোগী। যোগীর আয়ুঃ বারাহী যুক্তচ্ছন্দে বা স্বচ্ছন্দে ধারণ করেন। 'পতন' ('running down') প্রায়ঃ নিরুদ্ধ। সুতরাং ইচ্ছামৃত্যু সম্ভাবিত। 'অযুক্ত' হইলে, বারাহী আয়ূরূপ বসুকে ধারণ করেন বটে, তবে প্রারব্ধকেই 'প্রধান' বা 'প্রবল' হইতে দিয়া। জীবৎকালের কর্ম্মকে তার সহগ, অনুচর করিয়াই প্রায়ঃ রাখেন। তার স্বতন্ত্রতা, স্বাধিকার লুপ্ত অবশ্যই নয়, তবে কুণ্ঠিত, সীমাবদ্ধ। বারাহীর প্রসাদ ব্যতীত এই কুণ্ঠা-কার্পণ্য কাটে না ; 'যুঞ্জান ছন্দে' যাওয়া যায় না। জপ ইহার এক প্রকৃষ্ট সাধন। যুঞ্জান হবার সাধন প্রথমতঃ, বিষম ও ব্যস্তকে সুষম ও সমস্ত (integrated) করার

সাধন ; দ্বিতীয়তঃ, সুষম ও সমস্তকে সম ও সমগ্র (similar and entire) করার সাধন ; এইবার 'যুক্ত' ; তৃতীয়তঃ, সম ও সমগ্রকে এক ও অখণ্ড করার সাধন ; এইবার 'যুক্ততর' ; চতুর্থতঃ, সেটিকেও তুরীয়াতীতে (পরমাব্যক্তে) নেবার সাধন। এইখানে 'যুক্ততম'। একভূমি থেকে উপরের ভূমিতে 'বস্তুকে' তুলিবার এবং তথায় রাখার শক্তিই বারাহী। যুঞ্জান থেকে যুক্তে যাবার যে সেতু ও সরণি, সেটির সাধারণ সংজ্ঞা 'সুষুম্না'। এর 'অধর' এবং 'উত্তর' দুইটি 'মুখ'।

বারাহীর 'চক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' এ দুয়ের সংঘাতে শঙ্খাবৃত্তি বলা হইয়াছে। এ দুটির ভিতর দ্বিতীয়টিকে যদি কার্য্যতঃ না মেলাতে পারি তো, তবে 'চল্‌তি চাক্কী'তে ঘুরে মরাই সব তাতে। 'দংষ্ট্রা' = vertical moment, uplifting *elan* বটে, তবে তন্নিমিত্ত বারাহীর প্রবোধন বা জাগৃতি আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কোন কিছুতেই সুষুম্নামার্গদ্বাব অপাবৃত হবে না। 'ঊর্দ্ধগ'টি আবার 'আড়ষ্ট' (rigid, inelastic) হইলে হয় না। প্রয়োজন মত, 'নামাইতে'ও হয়, যেমন, জপাদিতে অগ্নিমাত্রা। যাত্রায় চড়াই-উতরাই যেমন। অতএব, ধন-ঋণ দুই মুখেই দংষ্ট্রা শক্তিকে সক্রিয় থাকিতে হয়। তবে, অভ্যুদয়, অভ্যারোহ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে ধনমুখ্যতা, বিলয স্থলে, উক্ত সম্পর্কে ঋণমুখ্যতা। সর্ব্বসাধনে আরোহ-অবরোহটি স্বযুম্নামার্গাশ্রয়েই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধনে যে বিশ্রাম, 'শয়ীথাঃ' বা বিলয়, সেটি 'প্রাকৃত' entropy বা running down নয়। এক্ষেত্রে The Second Law of Thermodynamics মুখ্যতঃ (determiningly) সাবকাশ নয। পূর্ব্বে যে সম্ভূয-সমুত্থান সমীকরণ (ওঁ হং ওঁ শেষ) কথিত হইয়াছে, তারই অধিকার। Thermodynamics কেবল 'রং' এই বীজটির একটা বিশেষ প্রত্যবচ্ছেদজাত (specified cross-sectioning)। বর্ত্তমান Thermo-nuclear বিপুলপ্রয়োগেও পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রীয় সমীকরণটি প্রয়োগে আসে নাই। সুতরাং, বস্তুকেন্দ্রীণ মহাশক্তি রৌদ্রাতিরৌদ্র রূপেই সঞ্জাত হইয়াছে। সে মহাশক্তির সামগ্রিক রূপ—"অতিসৌম্যাতি-রৌদ্রায়ৈ", "জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ", "দেব্যৈ কৃত্যৈ"। এই কয়টি পদে "ওঁ লং ওঁ" থেকে "ওঁ হং ওঁ" পর্য্যন্ত সমগ্র 'অগ্নিষোমীয়' এবং 'মিত্রাবরুণীয়' সমীকরণটি নিহিত আছে।

'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্', ইত্যাদিতে ঘৃতম্‌কে আয়ুঃ, সুতরাং, বারাহীর অধিকরণে

ফেলা হইয়াছে। 'ঋ' বর্ণ, বিশেষ করিয়া, বারাহীর দংষ্ট্রাদ্যোতক। 'ঘ' বর্ণ গতিশক্তির মহাপ্রাণ ঘনীভাব সূচনা করে। 'ত' বর্ণ এখানে কোন ঊর্দ্ধতর তলবাচক। সুতরাং, ঘৃতমে বারাহী পরিস্ফুট বৃত্তিমতী। যজ্ঞের 'প্রাণ' হবিঃ বা ঘৃতম্। গীতোক্ত সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞেই। আদি পুরুষযজ্ঞে তো বটেই। সেখানে কি আপনাকে হবিঃ 'কল্পনা' করিয়াছিল, ভাবিয়া দেখ। পুরুষ আপনাকেই বর্চ্চঃ, ওজঃ, রেতঃ ইত্যাদি প্রাণশক্তি রূপে হবিঃ করিয়াছিলেন। "ব্রহ্ম হবিঃ"। অতএব, 'যজ্ঞবারাহীতনুং' ইত্যাদি। হবিঃ বা ঘৃতম্কে তাই জপাদিযজ্ঞেও সুষ্ঠু এবং সমর্থভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আন্তর যাগের ভূমিগুলিতে তার 'রূপ' ভাবন করিতে হইবে।

মণিপুর বা তৃতীয় যে কেন্দ্র, তাতে এই বারাহী শক্তিকে বিশেষতঃ 'সংস্থিতা' করিবে। সৌরকেন্দ্র ব্যতীত কোথাও শক্তির সমুত্থান ও বিধারণ হয় না। সূর্য্য যেমন সৌরজগতে অপচীয়মান প্রাণাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তির উন্মেষণ ও বিধারণ করেন, তেমনি দেহাদি সর্ব্ববিধ সংস্থাতেই জানিবে। জপে নাদসাধনেও এইরূপ মনে রাখিবে।

শুদ্ধ চক্রাবৃত্তিও সৃষ্টির সুষমপর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত। অস্মদ্‌ব্যবহারে যে বিষমপর্ব্ব, তাতে এটিও স্বভাবে নেই। বৈরূপ্য বৈগুণ্যে পড়িয়াছে। কাজেই, প্রাথমিক সাধন হইল চক্রাদি সুষমপর্ব্বে সব কিছুকে আনয়ন। 'চক্রাদি' বলিতে সুষম ঊর্ম্মিবিতানও বুঝিতে হইবে। এখন, চক্রাদিকে স্বভাবে-স্বরূপে রক্ষা করিতে গেলেও, বারাহীর 'দংষ্ট্রার' সহযোগ-সৌষ্ঠব থাকা চাই। নতুবা, সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র সুষম গতিমাত্রেরই বিষম হবার দিকে এক 'ঝোঁক' রহিয়াছে, আর সেজন্য, যেটি এখন বেশ স্বচ্ছন্দে 'ঘুরিতেছে', সেটি ক্রমশঃ 'অস্বচ্ছন্দ' হইয়া পড়ে; ক্লিষ্ট হয়, অবসন্ন হয় (অর্থাৎ, সেই running down)। সুষমগতির dissipation, leak ইত্যাদি কাটাইয়া সেটিকে 'স্বচ্ছন্দ মানে' (proper energy and function value-তে) রাখিতে চাই বারাহীর 'দংষ্ট্রা'। বলা হইয়াছে যে, সর্ব্ব গতিমান্ যাবৎ তার স্বচ্ছন্দমানে রহে, তাবৎ তাদের 'আয়ুঃ'। জাতির সভ্যতার আয়ুঃ প্রভৃতিতেও এই সূত্র।

শেষে, বারাহসূত্রের দ্বিতীয় কারিকাটি অবধারণ কর। এতে চারিটি লক্ষণ একসাথে বলা হইল। প্রথম,—ক্রমোন্নতি বা অভ্যুদয়; দ্বিতীয়,—ব্যুত্থিত যৎকিঞ্চিৎ তার স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা; তৃতীয়,—ওজঃ বা প্রাণের উর্জ্জিতত্ব;

চতুর্থ,—'উর্ব্বী' যে বাক্ (গিরাং), অর্থাৎ, নাদপ্রাকট্যের 'আধিপত্য' (গীষ্পতিঃ)। বারাহী ব্যতীত অব্যক্ত অণুরূপা যে বাক্, সেটি ব্যক্ত উরুরূপা হয় না।

১১॥ নারসিংহত্বেন লোকস্তম্॥

নারসিংহাধিকরণে ভূমিকে বলে 'লোকস'॥

আগে মীনাধিকারে 'ওকঃ' আর বারাহাধিকারে 'লোক' সবিস্তারে কথিত হইল। 'লোকে' স্থাপিত বা ব্যবস্থিত ভাবটি মুখ্যভাবে আছে। 'চক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' (cyclic and elevating moments), কোন বস্তু-সংস্থাকে 'তুলিয়া ধরিয়া', বলিতেছে :—"এই যে, এখানে, নিম্ন হইতে তুলিয়া তোমাকে স্থাপন করিলাম ; স্থিত রও।" মাটিতে পোঁতা বীজ উপরে গাছের শাখায়, বৃন্তে যেমন ফলটি, ফুলটি হইয়া থাকে। উর্দ্ধগা ক্রিয়মাণা শক্তি এখানে আসিয়া যেন 'জিরাইয়া' লইতেছে। Moving energy rest—energy-রূপটি স্থূলতঃ লইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই—এরূপ ওঠা-নামা, উঠতে-নামতে 'থমকে থাকা' ইত্যাদি ব্যাপার সর্ব্বভূমিতেই দেখা যায় বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে সেতু, সন্ধি, গ্রন্থি, সঙ্কট—এ সবও দেখা যায় তো ?

এক সংস্থা থেকে উর্দ্ধাধঃ অপর কোন সংস্থাতে যাইতে গেলে সেতু এবং সন্ধি দুয়ের মাধ্যমতা চাই। এই যে 'সংস্থান্তর', এটি মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র হইতে পারে। প্রতিটি আবার 'ঋজু' অথবা 'অনৃজু' (uniform or otherwise) হইতে পারে। সুতরাং, ২×৩×২=১২ রকমের সম্ভাবনা সংস্থান্তরে হইতে পারে। এখন এই বার রকমের প্রত্যেকটি, গ্রন্থি এবং সঙ্কট দ্বারা 'ব্যাহত' হইতে পারে। বর, অবর, বরাবর—এই তিন রকমে গ্রন্থি ও সঙ্কটকে লইলে এবং প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে 'গুণিত' হইলে ৩×৩=৯ সংখ্যা। আগেকার বার গুণ এই নয় = ১০৮ সংখ্যা।

নৃসিংহ ভগবান্ এই ১০৮ রকমের গ্রন্থি-সঙ্কট (ব্যাজ বিঘ্ন) বিদারণ-নিরসন করেন। কোন অভীষ্টগতি 'আর যাইব না, এইখানে জট পাকাইলাম'—হইলে হয় গ্রন্থি ; আর 'অভীষ্ট পথে, ঋতম্ অনুসারে চলিব না, ঝক্কিঝামেলা করিব'

—হইলে হয় সঙ্কট। সব কিছু অভীষ্টগতি বা পরিণতিতেই এই দুই প্রবল বাধা রহিয়াছে। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোক্ত অধিমাত্র স্থলে—যত্র শক্তির কার্য্যকর মান (efficiency index) এমন এক 'চরম' (critical) কলায় উপনীত হইযাছে যে, এইবার এক পূর্ণাঙ্গীন পরিণতি (total transformation), আসন্ন। যে গতি এতক্ষণ হয়তো শামুকের, এমন কি হাওযার গতিতেও ছুটিতেছিল, সে এবার পাইবে আলোকের গতি। সকল Emergent Evolution-এর ঠিক 'পূর্ব্বাহ্নে' এক চরমমানের অপেক্ষাটি থাকে। এটির 'ব্যাঘাত' হইলে সেটি হয় না। শুধু বহির্বিশ্বে নয়, অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া এই অধিমাত্র মানের 'চরম ঘাঁটিতে' অব্যাঘাতটি থাকা আবশ্যক। নতুবা বিন্দু বিন্দু করিযা কবে সিন্ধু শেষ করিবে? গণ্ডূষে সিন্ধু শেষ করার জন্য অগস্ত্য প্রতীক্ষায় আছেন। অতএব বিন্দুকে ধরিয়াই চল। বিন্দুই মিলাবে সিন্ধু। বিন্দুতেই সিন্ধু।

জপে ১০৮ সংখ্যা এই ১০৮ গ্রন্থিসঙ্কট নিবারণ করে। কিন্তু মেরুটি লঙ্ঘন করিও না। কেননা, মেরু সেই স্থান, যেখানে মৃদু-মধ্য সব 'মান' অধিমাত্র হবার জন্য সঞ্চিত সংহত হয়। লঙ্ঘন করিলে এর হরণ হয। তার 'মান-মর্য্যাদা' বা গৌরব কমে। মনে হয়—"মেরুও তো এমনি একটা গুটি, ওখানে আর এমন কি আছে!" ওখানেই 'সব' আছে। ওখানে থামো, আর, লঙ্ঘন না করে ওখানটা দুদিক থেকেই সামলাও। দক্ষিণা-বামা দুভাবেই। দক্ষিণা-বামা (পজেটিভ-নেগেটিভ্) দুজনা দুজনাকে আকর্ষণ করে। ধর, মেরুর দুটো পিঠ। দক্ষিণাবর্ত্তে তাকে 'ধনে' চার্জ্জ করিলে, বামাবর্ত্তে 'ঋণে'। মেরুর দুই 'পোলে' এই ধন-ঋণ চার্জ্জ দুটি পরস্পরকে ধরিয়া রাখিল। কেহই 'আলগ' রহিল না। আবার এইভাবে; আবারও। ফলে ইলেক্ট্রিক কন্ডেন্সারের দুটো পিঠের মতো চার্জ্জ বাড়িয়াই চলিল। মৃদু ও মধ্য অধিমাত্রও হইতে চাহিল। তার এক চরমমানে আসিলে স্পার্কিং ইত্যাদিরূপে শক্তির উদ্‌বোধন এবং সঞ্চরণ। এক কথায অভীষ্ট ফলবত্তা। বারাহী অধিমাত্র পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, leakage, fuse, failure, damping, screening ইত্যাদি নানা প্রকারের বিঘ্ন তো আছে। চরম মানটি যদি না ঘটে! তাই নারসিংহী।

পুরাণ কথায়, বিন্ধ্যগিরি ঐ অধিমাত্র মানের প্রতীক। কিন্তু 'মান' যদি

'অভিমান' হয় তো ঐখানেই মহাবিঘ্ন। যে অগস্ত্য বিন্দুশোষণকারীর নিমিত্ত সিন্ধু শোষণ করিবেন গণ্ডূষে, তিনি আদৌ অধিমাত্র মানের অভিমানটি 'নতমান' করিলেন, তাকে করিলেন 'সমর্পণ'। 'তল্লভস্ব প্রণিপাতেন'। অগস্ত্য? তোমার-আমার ভিতরে চরম ভূমিকাধিকরণে কার্য্যকরী গুরুশক্তি। অর্থাৎ, অধিমাত্রোপক্রমে এবং অধিমাত্র সংক্রমে। অগস্ত্যযাত্রা? কার? শক্তি-বিবৃদ্ধিতে অভিমান রূপ যে আসুর ঔদ্ধত্য, তার। ধর, ঐঁ বীজ জপে 'ঈ'-টিকে 'খাড়া' করিয়া রাখিবেই তুমি, 'নত' এবং বিন্দুবিলীন হইতে দিতেছ না। এটি অতিমান ও অভিমান।

নৃসিংহতাপনী (পূর্ব্ব এবং উত্তর) নৃসিংহের দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র দিয়াছেন, আর, সে মন্ত্রকে 'মন্ত্ররাজ'ও কহিয়াছেন। এক এক অক্ষর আদ্যন্ত প্রণবপুটসহ অপূর্ব্ব এক দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকময়ী 'নতি'ও শুনাইয়াছেন। মন্ত্রাক্ষরের এক একটি লইয়া প্রণবপুটিত জপন ও স্তবন পরম ফলপ্রদ। এতে অক্ষরচেতনা এবং তত্ত্বভাবনা পরিসীমা পর্য্যন্ত ভাবিত হয়। এখন পূর্ব্বোক্ত ১০৮ প্রকারের অরিষ্ট-মোচনের নিমিত্ত নৃসিংহ মন্ত্ররাজের অক্ষর সংখ্যারূপ 'বজ্রাধিকনখস্পর্শ'—এইভাবে গ্রহণ করা যায়—৩২ × ৩ = ৯৬ ; এর সাথে যোগ—ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায় ওঁ—এই ১২ ; সর্ব্বসমেত ১০৮।

মন্ত্রযোগে উদয়গ্রন্থি, বিলয়গ্রন্থি, নাদগ্রন্থি, কলাগ্রন্থি, অগ্নীষোমগ্রন্থি, অর্দ্ধমাত্রাগ্রন্থি, বিন্দুগ্রন্থি (পর ও পরম) এই অষ্টগ্রন্থি বা পাশ নৃসিংহ ভগবান্ বিদারণ করুন। লয়যোগে সুষুম্নাগ্রন্থি, চক্রগ্রন্থি, নাভিগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি, দ্বিদলগ্রন্থি, 'সমনাঃ' ও 'সকল' গ্রন্থিপাটন পূর্ব্বক ইদং—অহমের পারীণ নিষ্কল পরমতত্ত্বে বিলীন করুন! তত্ত্বমস্যাদিতে অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা এবং তদ্রূপভাবনা—এই চারিটি গ্রন্থিই মোচন করুন! রাজযোগে পঞ্চক্লেশ ব্যূহ বীজসহ সবীজ সবিকল্পের 'মূল'টিকেও অপনীত করুন! যার প্রসাদে 'সতিমূলে···' ইত্যাদি আর প্রসজ্যমান না হয়! ভাবকে 'স্বভাবের' মর্ম্মকেন্দ্র থেকে দূরে রাখিতে চায় যে 'অসুর', তাকে সেই মহাবল হিরণ্যকশিপুর মতোই তিনি বিদীর্ণ করুন! এই প্রকার সকল অনুবন্ধেই ধ্যান করিবে।

নৃসিংহ মন্ত্ররাজে যে 'উগ্রং' 'বীরং', 'মহাবিষ্ণুং', 'জ্বলন্তং' 'সর্ব্বতোমুখং', 'নৃসিংহং', 'ভীষণং', 'ভদ্রং' এবং 'মৃত্যুমৃত্যুং'—এই নয়টি বিশেষণপদ রহিয়াছে, এদের প্রত্যেকটিতে ধ্যান দিও, স্বয়ং শ্রুতি যেরূপ দিতে আদেশ করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবনাও কর :—

শক্তি তেজঃ, ওজঃ ইত্যাদিরূপে জাগিয়া বলিল—'দেখ, আমি কত উগ্র, প্রচণ্ড! এই দেখ আমি অত্যুগ্র, মহোগ্ররূপ ধরিতেছি।' সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্য হইতে আর কে বলিল—'উগ্র হইয়াছ, কিন্তু এই দেখ, অক্ষরপ্রশাসন মূর্ত্তিতে তোমাকে আমি শাসনে রাখিলাম ; আমি বীর।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ধরিয়া শাসন করিবে কিরূপে ? আমি যে সর্ব্বব্যাপী —মহাবিষ্ণু !'

'সত্য তুমি মহাবিষ্ণু। তথাপি মহাভাস্বর, উত্তমৌজাঃ রূপে তোমার আবির্ভাবও তো হইবে ! আর, সেরূপে তুমি জ্বলন্ত।'

'জ্বলন্ত হইয়াও আমি সর্ব্বতোমুখ। অর্থাৎ আমার ঐরূপে আবির্ভাব বা প্রাকট্য কেবল পরিচ্ছিন্ন পাদমাত্রাদি দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।'

'তথাস্তু। কিন্তু এবম্প্রকার প্রকাশ তোমার কোথায় ?'

'সেই পূর্ব্ব-অনুধ্যাত নৃসিংহে।'

'কিন্তু সে যে ভীষণং ভীষণানাম্।'

'তথাপি, তত্ত্বতঃ ভদ্র—সর্ব্বতোভদ্র, পরমভদ্র।'

'তবে ভীষণ যে মৃত্যুরূপী কাল ?'

'আমি মৃত্যুরও মৃত্যু—অমৃত, অভয়, অচ্যুত, অক্ষর।'

এইবার বিশেষভাবে পরীক্ষা কর যে, 'ক্ষ্রৌঁ' এই বীজটিতেই পূর্ব্বোক্ত নবধা 'ভাবনা' আছে। 'ক'=ব্যঞ্জনমুখ উগ্র হইতে উদ্যত : 'ষ'=আচ্ছা, অগ্রে তোমাকে আমি মূর্দ্ধায় ধারণ করি (বীর) ; 'ক্ষ'=অক্ষরের স্ববর্ণ= আমি মহাবিষ্ণু ; 'র'=অগ্নিবীর্য্য='জ্বলন্তং' ; ক্ষ্রৌ=সর্ব্বতোমুখ ; ক্ষ্রৌঁ= নাদাদিরূপে 'নৃসিংহ' ; উদিতে 'ভীষণ' ; বিলয়ে 'ভদ্র', এবং (সেতুরূপা) অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু এবং বিন্দুপারীণ—এই ত্রিতয়ে 'মৃত্যুমৃত্যু'। তন্মধ্যে, (সেতু-সন্ধিরূপা) অর্দ্ধমাত্রায় 'অপরভবীয়', (মেরুবিন্দুরূপা) অর্দ্ধমাত্রায় 'পরভবীয়' এবং বিন্দুপারীণা অর্দ্ধমাত্রায় 'স্বভবীয়' অথবা 'বীজভবীয়' মৃত্যুও নিরস্ত হয়। 'অপর' অর্থে 'অপকৃষ্ট'—ইতরহেতুসম্পাদিত মৃত্যু (সাধারণ মৃত্যু) ; 'পর' অর্থে 'উৎকৃষ্ট'—স্বেচ্ছাসংকল্পাদি জন্য মৃত্যু ; এবং 'স্ব' অর্থে এখানে 'আত্মা' নয়, পরন্তু অনাদি জন্মমৃত্যুপরম্পরার যেটি 'মূল' বা বীজ তাই। সংক্ষেপতঃ

ক্ষ্রৌঁ বীজটিকে পরমাক্ষরের রৌদ্রাতিরৌদ্র অথচ সৌম্যাতিসৌম্য রূপ এবং শক্তি ভাবনা করিবে। ক্ষ+র+ঔ+নাদবিন্দু।

গতীনাং গতিরূপাণাং গমকাঃ সর্ব্বভূমিষু।
নীয়ন্তে মূর্চ্ছনাসন্ধিং সন্ধিভিদোগ্রবীর্য্যতঃ॥
বজ্রাধিকনখস্পর্শঃ সর্ব্বতোমুখকেশরী।
সন্ধিং সন্ধায় যো জ্বলন্ বিদারয়তি সঙ্কটম্॥
বেবিষ্টে চোত্তমৌজাস্তল্ লোকস্থং লোক ঋচ্ছতি।
ওঙ্কারপুটিতং মন্ত্রমাব্রহ্মস্তম্বমশ্নুতে॥ ১৫-১৭

গতিরূপ বলিতে গতির আকৃতি (প্যাটার্ণ)। মূর্চ্ছনা সন্ধি = ঊর্দ্ধাধঃ আরোহ-অবরোহ পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থল। সন্ধিভিদা = সন্ধিস্থলে যাবতীয় গ্রন্থিভেদনকৃৎ (পুরাণে হিরণ্যকশিপু সংহার সন্ধিক্ষণেই)। উগ্রবীর্য্যতঃ = উগ্রবীর্য্যদ্বারা। দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সঙ্কট’ (সুতরাং বিশেষ করিয়া সেতুবিঘ্ন) বিদারণ হইতেছে—‘সন্ধিং সন্ধায়’। সেতুর বর এবং অবব দুটি সন্ধিই যথাযথ ধরিতে না পারিলে হয় সেতুসঙ্কট। যেমন, জপে কোথা বা উদয়সন্ধি, কোথায়ই বা বিলয়সন্ধি। বৈখরীভূমি থেকে মধ্যমা-পশ্যন্তী ইত্যাদিতেও তাই। এখানে ‘জ্বলন্’ বিশেষণটি আছে ; এর দ্বারা তমের দীপন-বোধন এবং রজের নিঃশেষে দহন-শমন বিবক্ষিত। ‘বেবিষ্টে’ পদদ্বারা ‘মহাবিষ্ণু’। নৃসিংহকে ‘উত্তমৌজাঃ’ বলা হইল ; বরাহ ‘উর্জ্জিতৌজাঃ’। ওজঃ শক্তিদ্বারা যাহা উর্জ্জিত, সেটি সর্ব্বগ্রন্থিসঙ্কটমুক্ত হইয়া পরিসীমায় উপনীত হইলে হয় ‘উৎ+তম’। এর ফলে কি হয়? ‘লোক’ হয় ‘লোকস্’! (লোকস্—locus—যেমন গণিতে সর্ব্বশঙ্কামুক্ত এক নির্দ্দিষ্ট মানে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে।) ‘লোক’ static হইলে নানারকম ‘জট পাকাবার’ ভয় থাকে (যেমন—বদ্ধজল বা রসরক্ত), লোকসে সেটি dynamic, এবং নির্বাধ স্বচ্ছন্দে। ওঙ্কারপুটিত মন্ত্ররাজ (পূর্ব্বকথিত) আব্রহ্মস্তম্ব (ভোগে ও যোগে), (বিজ্ঞানে ও প্রয়োগে) আয়ত্ত করিয়া দেন।

কিন্তু, এ পর্য্যন্ত চলায় তো ক্রমের অনুরোধ বা অপেক্ষা আছে। যতক্ষণ ক্রম, ততক্ষণ শ্রমের ভয় একান্ত দূর হইবে কিরূপে? উর্জ্জিত এবং উত্তম গতিরও ‘স্থিতি’ চাই।

ক্রমমাত্রেরই পরিমাণ (মাত্রাদি) আছে ; অনুক্রম, সংক্রম, উৎক্রমাদিও আছে। কাজেই, প্রশ্ন রহিয়া যায়—ক্রমকে অতিক্রম করি কিরূপে ? ক্রম যতই বিক্রমী, পরাক্রমী হৌক্, সে আসলে ভূমা নয়, ব্রহ্ম নয়, মহামায়া নয়। মায়ার অধিকারে। তবু সে নিজের ভিতরে সেই ভূমাকে 'বামন' করিয়া যেন লুকাইয়া রাখে! 'মধ্যে বামনমাসীনম্'। রাখে বলিয়াই রক্ষা! তাই ক্রম উজ্জিত, উত্তম আদি হইয়া 'উরুক্রম' হয়, এবং আপনাকে অতিক্রমও করে। বলির উপাখ্যানে এই অঘটনটি ঘটিয়াছে। 'ত্রিপাদ ভূমি' কি, নানা অনুবন্ধে ভাবিয়া দেখ। এই ক্রমানুরোধিত্ব এবং অতিক্রম পরের দুটি সূত্রে বিবেচিত।

১২॥ ক্রমানুরোধি ত্রৈবিক্রমম্॥

(ত্রিপাৎ, ত্রিমাত্র ইত্যাদিরূপে) ক্রমের অনুরোধ রহিলে 'ত্রৈবিক্রম' অধিকার বুঝিবে॥

আরোহে চাবরোহেঽপি সৃতিসৃণিং বিধূনয়ন্।
ক্রামতি ত্রিষু লোকেষু কলয়িতা ক্রমস্য চ॥
ছন্দঃসু পদমাত্রাশ্চ স্বরেষু দেশকালয়োঃ।
বিষ্ণুক্রান্তাদয়স্তিস্রো নাদবিন্দুকলাদয়ঃ।
ত্রৈবিক্রমপদাক্রান্তাঃ সর্ব্বাঃ সন্তি নিরঙ্কুশাঃ॥ ১৮-১৯

আরোহ এবং অবরোহ (ascending and descending function) উভয়স্থলেই 'সৃতি' (seriality) চলিতেছে, কিন্তু তাতে 'সৃণি'ও দেখা যায়, যার ফলে গতি-সৃতি 'নিরঙ্কুশ' (free, unobstructed) হয় না। গতি সাধারণ নাম ; সৃতি বলিতে কোন কেন্দ্র থেকে যেটি প্রসৃত হইতেছে ('যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'), যথা, রেডিয়াম হইতে আলফাদি রেজ্। সম্ পূর্ব্বক ইহা সংসৃতি বা সংসার। সম্ বলিতে সম্যক্ বা পূরা, কোন পরিচ্ছেদে লইবে না। সৃণি সৃতির শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এ তিনকেই অক্ষর প্রশাসন থেকে 'সরাইতে' চায়। তাকে টলাইয়া, বাঁকাইয়া দেয়। যেমন,—কোন গ্রহ তার গতিকক্ষ থেকে। নাদশ্রুতি 'ঝিল্লী-চুল্লী' দ্বারা যেমন। কিন্তু ত্রিবিক্রম অক্ষরপ্রশাসন-রূপে স্বয়ং ক্রমেরও কলন করেন বলিয়া, এবং ত্রিলোকেই

(সর্ব্বপ্রকার) 'ক্রমমাণ' বলিয়া, তাঁর অধিকারে ঐ স্থতি-স্থণির বিধূনন (elimination) হয়। ত্রিবিক্রম ক্রান্তকৃৎ, ক্রান্তভৃৎ এবং ক্রান্তদৃক্, কাজেই, তদাশ্রয়ে সর্ব্বপ্রকার স্থতির ক্রম নিরঙ্কুশ হয়।

এইজন্য, কারিকায বলা হইতেছে—ছন্দের পদমাত্রাদি, স্বরে, দেশে এবং কালেও যাবতীয় ক্রমানুরোধিনী স্থতি (wave pattern ইত্যাদি),—এর দ্বারা যাবতীয় পরিমিতি এবং সংখ্যানের প্রসঙ্গও হইল— ; বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তাদি ত্রিবিধ 'ক্রান্তা' (পরে কথিত) ; নাদবিন্দু কলাদি সর্ব্বপ্রকারের ত্রিধা বা ত্রৈবিধ্যের ক্রম ;—ত্রিবিক্রমের 'পদাক্রান্তা' হইলে নিরঙ্কুশ হইয়া থাকে। ছন্দ এবং স্বর, এ দুটি দ্বারা বিশেষতঃ মন্ত্র , দেশ-কাল দ্বারা বিশেষতঃ যন্ত্র , বিষ্ণুক্রান্তাদি দ্বারা তন্ত্র ; এবং নাদাদি দ্বারা এ তিনের ত্রৈবিক্রম অক্ষরপ্রশাসন বলা হইল। অর্থাৎ, নাদ-বিন্দু-কলা এই তিন মূলে যাইয়া সর্ব্ববিধ সাধনাদির ক্রমকে নিরঙ্কুশ করার নিমিত্ত ত্রৈবিক্রম অক্ষর প্রশাসনে স্থিত হও। বলির যজ্ঞ এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। বামনটি কে তা চেন। সর্ব্ববিধ পরিমিত (পাদমাত্রাদিতে) ক্রমকে যিনি ত্রিবিক্রম, উরুক্রম করেন। প্রত্যেক 'closed' function যদ্ দ্বারা 'expanding' function হয়, এবং অন্তে 'transcending' হয়।

১৩॥ উরুক্রমোঽতিক্রমাৎ॥

(ক্রমানুরোধ) অতিক্রমে উরুক্রম ॥

ক্রমানুরোধবৃত্তিত্বমক্ষরস্য প্রশাসনাৎ।
সর্ব্বতশ্চানুবধ্নাতি হ্যক্রমিকঃ ক্রমাতিগঃ।
ক্রমবিক্রমবিশ্রান্ত উরুগায় উরুক্রমঃ॥ ২০-২১

নিখিল জাত পদার্থের ক্রমানুরোধে যে বৃত্তিমান্ হওয়া, তাহা পূর্ব্বালোচিত কূর্ম্মমীনাদিরূপ অক্ষরপ্রশাসনবশতঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু জানিতে হইবে যে, সর্ব্ব অনুবন্ধেই অক্ষরবস্তু ত্রিবিধরূপে 'অনুবন্ধন' করেন (অনুবধ্নাতি)। সে তিনটি হইতেছে (১) অক্রমিক, (২) ক্রমাতিগ, (৩) ক্রমবিক্রম-বিশ্রান্ত। অর্থাৎ, সর্ব্ববিধ ক্রমিক বা ক্রমানুবন্ধ স্থলেই অক্ষরবস্তু বলেন—(ক) সবতো ক্রমিক বা ক্রমশঃ চলিতেছে, কিন্তু সেটা তোমার ব্যবহারিক গণনায়, conventional stock-taking-এ ; আসলে, তার 'বাইরে' তাকে 'ঘিরিয়া' রহিয়াছে এমন এক

অক্ষর পদার্থ, যেটি তোমার পরিমাপের ক্রমটিকে অতিক্রম করে। সব determinate এর background-এ Indeterminate. তাই 'খানিকটা' গণনাদিতে আসে, বাকিটা, সবটা আসেনা। সেই 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'। ক্রমের বিক্রম চূড়ান্ত হইয়া তার এক বিরাম বা বিশ্রামের ভূমিতে লইয়া যায়। জপাদিতে এই সাধন তো করিতেই হয়। ক্রমবিক্রম 'পরাহত' যে ভূমিতে, সেটিকে বল, 'পরাক্রম'। এ ব্যতীত আর দুই প্রকারের 'অতিক্রম' আছে।

(খ) অক্রমিক—পাদমাত্রাদিতে যে ক্রমিকতা, সেটি চলিতে চলিতে আপনাকে 'হারাইয়া' ফেলে। যেমন, গগনে এক খণ্ড মেঘ জমিয়া বেশ চলিতেছিল, সহসা মিশাইয়া গেল গগনেই। ক্রমে ক্রমে চলিতে চলিতে, 'হঠাৎ' একটা যেন 'লম্ফ' (যথা, jump of the electron in its orbit), যার ফলে 'অভাবনীয়' একটা সংঘটন (উদ্ভবাদি)। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন 'Emergence'. জপাদি অধ্যাত্মসাধনেও এই 'অক্রমিক অঘটন ঘটনের' প্রতীক্ষা করিতে হয়। 'সহসা' একটা অপূর্ব্ব, অদ্ভুত উদ্ভব। নাশ অথবা অপগমেও তদ্রূপ। কৃতি এবং কৃপার সম্বন্ধটাও এই সূত্রালোকে বুঝিবে। কৃচ্ছ্রগতি সরিৎ 'সহসা' একদিন সরিন্নাথে তার 'তট'ও হারাইল, তার গতিটিও সঁপিয়া দিয়া অনাকুল শান্ত হইল!

এই অক্রমিককে নানাক্ষেত্রেই দেখিবে। 'উত্থানে'র পথেও বটে, 'পতনের' পথেও বটে। হঠাৎ খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে চুরমার! তাই উভয়ত্র অবধান চাই। সহসা এক বিপুল 'lift'ও যেমন হয়, তেমনি সঙ্গীন 'fall'ও হয়। দুস্থলেই উপক্রমটা কিন্তু ধীরে ধীরে। 'তুলনায়' অক্রমিকও বিবেচ্য। যেমন, অ, উ, ম ইত্যাদি কলাক্রমের তুলনায় নাদ অক্রমিক ; আবার উদয়-বিলয় নাদের তুলনায় 'অনাহত' বা স্ফোট অক্রমিক। 'নিয়ত' অক্রমিক,—যথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে—তুরীয়।

(ক) এবং (খ) দুইটিই ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে (immanently) থাকে। অর্থাৎ ক্রমের প্রসজ্যমানতা সত্ত্বেও। কিন্তু (গ) ক্রমাতিগ ক্রমকে বাদ দিয়া transcendent. ক্রম আর সঙ্গে, অথবা, 'আগে পাছে' নেই। জপে বিন্দুবিলয়ে পরাব্যক্ত নিয়ত অক্রমিকে 'যাই' বটে ; কিন্তু আবার ফিরিতে হয় ক্রমে। পরাপারীণে ক্রমাতিগ।

শেষে 'উরুগায়' এবং 'উরুক্রম' পদ দুটি আছে। প্রথমটিতে 'গৈ' ধাতুর

জন্য ছন্দঃ বিশেষভাবে বিবক্ষিত। ছন্দঃ (সুষম) উত্তরোত্তর (পরিণয়ি ইত্যাদি ক্রমে) উৎকর্ষ ভূমি লাভ করিতে করিতে যেখানে তার পরিসীমা রেখা অতিক্রম করে, সেই পরিসীমা যে 'পরমপদের' 'প্রান্ত', সে পরমপদ উরুগায়। আর, ক্রম সম্বন্ধে এইরূপ 'উরুক্রম'। জপাদিতে উরুক্রম ক্রমের সর্ব্বথা পরিপূরণাদি-পূর্ব্বক সেটিকে ক্রমাতিগে পর্য্যবসিত করুন, আর উরুগায় করুন রসে ও জ্যোতিতে! 'নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে'।

অতঃপর, অক্ষর প্রশাসনের 'প্রকার' বলা হইতেছে ঃ—

১৪ ॥ **অক্ষরস্য হংসত্বসিংহত্বে সুপর্ণত্বঞ্চ** ॥

অক্ষরের হংস, সিংহ, সুপর্ণ—এই তিন মূল প্রকারভেদ ॥

> ত্রৈবিধ্যমক্ষরস্যাপি হংসত্বাদি বিকল্পিতম্।
> আদিত্য-প্রাণহংসত্বং বাগ্ বহ্ন্যোশ্চাপি সিংহতা।
> সোমঃ সুপর্ণ এবাপি যতো মনশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ২২

পূর্ব্বোক্ত ক্রমবিচারে অনুক্রম, উপক্রম, পরিক্রম প্রভৃতি ক্রমভেদগুলি আগে নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর প্রদর্শিত হইল না। পরাক্রমাদিতে ক্রমের 'বদ্ধছন্দ' পাশ খুলিতে থাকে ; মুক্ত হয়। অনুক্রমে কোন ছন্দঃ অথবা ভাবে আকারে অন্ববর্টি হইতেছে ; উপক্রমে হবার মুখে, এইবার হবে ; পরিক্রমে তাতেই সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান্ হইয়াছে (যেমন, কোন গ্রহ সূর্য্যের চারিধারে ; নাদকলা বিন্দুসমাশ্রয়ে ; অনুভাব বিভাবাদি কোন স্থায়ী রসাশ্রিত হইয়া ; ইত্যাদি)। Conforming, approximating, co-ordinating and co-existing.

এইবার অক্ষরের হংসত্ব, সিংহত্ব এবং সুপর্ণত্ব এই তিন মূলপ্রকারতা ভাবনা কর। এই তিন থেকেই সবপ্রকারের সঙ্ঘাতত্রয় (triple constitution and function) হইয়া থাকে। আদিত্য এবং প্রাণ, এ দুয়ে 'হংস' ; বাক্ এবং বহ্নি, এ দুয়ে 'সিংহ' ; এবং সোম এবং মনঃ, এ দুয়ে 'সুপর্ণ' এইরূপ বিকল্পনা জানিবে। হংসাদি যে রাহস্যিক পরিভাষা আর্যবিজ্ঞানে, তাহা বর্ণ-রসায়নাদিপূর্ব্বকও আগে বহু স্থলে বলা হইয়াছে।

এইবার, হংস থেকে 'অ' স্বর, সিংহ থেকে 'ই', এবং সুপর্ণ থেকে 'উ'—এই তিন মূল স্বর 'দোহন' কর। এবং প্রতিটিতে 'ং' এবং 'ঃ' যোগ করতঃ তিনটি মূল মাতৃকা 'উদ্ধার' কর। এই তিনে আদিত্য প্রাণ, বাগ্ বহ্নি এবং মনশ্চন্দ্রমাঃ (সোম), কেন্দ্রীণ এবং বিকীর্ণ (বিন্দুগ এবং নাদগ) আকৃতিতে বিরাজমান হইলেন। তাই পরের সূত্র—

১৫ **॥ অমিমুমিত্যভিব্যঞ্জকভেদাৎ ॥**

অম্, ইম্, উম্—এই তিন প্রকারের অভিব্যঞ্জকভেদবশতঃ, অথবা, প্রয়োজনে ॥

অমিতি হংসমূলং স্যাদিমিতি সিংহলিঙ্গকম্।
উমিতি চ সুপর্ণস্য ত্র্যক্ষরত্বস্য চান্বয়ঃ ॥
পারস্পরিক-সংযোগ-বিয়োগবশতঃ পুনঃ।
হৌঁসো হ্রীমাদিরূপত্বং প্রত্যেকং ভজতে ত্রয়ী ॥ ২৩-২৪

অক্ষরমূলতঃ (basically) ঐ তিন স্বরের 'চেক্রীয়মাণ' (repeatedly functioning) সংহতিরূপটি ভজনা করেন। এ তিনের হংসাদির সঙ্গে সম্বন্ধ আগে বলা হইয়াছে। এ তিনের পারস্পরিক সংযোগ—বিয়োগবশতঃ ঐ যে ত্রয়ী, তার প্রত্যেকে হ্রীঁ, হৌঁসঃ ইত্যাদি বীজ অক্ষররূপতা ভজনা করে।

যেমন ধর, হংসের 'স্বরমূল' (basic vowel sound) লইলে 'অম্', এবং সিংহ-এর 'ইম্' ; দুটির সংযোগে (সন্ধি) পাইলে অ+ই+ম্=এম্। এইবার 'অ' কে দ্বিগুণিত কর (অর্থাৎ, তার মাত্রা ডবল কর)। হইল অ+এম্=ঐম্। অন্তিম স্পর্শবর্ণটিকে নাদবিন্দুরূপে সমুত্থিত করিলে পাইলে ঐঁ বাগ্ভব বীজ। 'এ' এবং 'ঐ' বর্ণদ্বয়ের প্রাণরসায়ন পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। 'এ' কোন তলকে পাইতে চায়, উপরে অথবা নীচে (+or−)। 'ঐ' তাকে বলে—'তুমি উপরেই চল, আরও উপরে।' 'ম্' যেটিকে উপরের 'স্পর্শমাত্র' দিল, ঁসেটি নাদবিন্দুতে, মূর্দ্ধায়, কিনা, পরিসীমায় লইল।

এইভাবে, অ+উম্=ওম্ যোজনা করিয়া পরীক্ষা কর। হংস এবং সুপর্ণ। আদিত্য-প্রাণ এবং সোম। 'অ' আদিত্য-প্রাণরূপে অক্ষরের মূল আধারটি

পাতিল, 'উ' সেটিকে (বেধমুখ্যা বৃত্তিতে) উত্থিত করিল। জলে যেমন উর্ম্মি। উর্ম্মি জলের শুধু উপরে ওঠা নয়; এমন এক অবস্থান যাতে জল তার কোন স্থলবিশেষে আপন তলে রহিয়া উপরে উঠিতেছে, এবং এক বেধমান ও (তৃতীয় dimension) পাইতেছে। এটি হইল অ+উ=ও, এই স্বরাকৃতি (wave pattern)। ওম্ বলিলে উর্ম্মির দুইদিকে তলসহ চূড়ার স্পর্শও দেখান হইল। অর্থাৎ, wave length এবং frequency দুই। কিন্তু ওঁ সেটিকে এই সামগ্রিক বিশ্বপ্রাণের (বা আদিত্য ব্রহ্মের) যেটি মূল উদয়-বিলয়-স্থিতিরূপ, সেই প্রাণব্রহ্মবাচক প্রণবরূপে দেখাইলেন। যতক্ষণ কোন মাত্রা ঠিক রাখিয়া ওম্, ওম্······বলিতেছ, ততক্ষণ তুমি কতকগুলি সুষমাকৃতি প্রাণতরঙ্গ বিতান (propagate) করিতেছ বটে, কিন্তু জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতি 'অর্দ্ধমাত্রা' কৈ, এবং নিখিলপ্রপঞ্চবীজ 'ব্রহ্মবিন্দু' কৈ? তোমার physical and vitalকে metaphysical and spiritualএ না তুলিলে তো 'প্রণব' ঠিক হয় না! পূর্ব্বে ক্রমের যে সব অনুক্রমাদি 'বদ্ধ' ভূমির প্রসঙ্গ হইয়াছে, সে সব অতিক্রম করতঃ জপবিক্রম পরাক্রমাদি মুক্ত, 'স্বচ্ছন্দ' ভূমিতে তো যাওয়া চাই! কেবল 'অনুপাতের' ক্ষেত্রে আনুপাতিক হইয়া রহিলে পরম অনপায়ধামে গতির উপায় কিরূপে হইবে?

তাই বলিয়া ক্রমিক জপ (মাত্রা সংখ্যাদি নিরূপিত) 'হেয়' নহে, পরন্ত উপাদেয়, যাবৎ তার ক্রম বিক্রমপরিসীমা প্রান্ত পর্য্যন্ত না উপনীত হয়। মাত্রাসংখ্যাদি ছন্দোগ হইলে, তার ফলে ক্রমশঃ শক্তি-সমৃদ্ধি হইতে থাকে, বিশেষতঃ অব্যক্ত ভূমিতে (potential fieldএ)। এটি স্পন্দবিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। শক্তিমান বাড়িতে বাড়িতে, সেটি কোন 'মেরু'তে আসিলে, তখন ক্রান্তির গ্রন্থিবিমোচন হয় (নারসিংহ শক্তিতে)। তখন, শক্তি প্রভৃতির নব এবং ভূয়সী জাগৃতি এবং প্রবৃত্তি (a novel dynamic resurrection)। এটি কয়টি 'ধাপে' (critical epochএ) হবার পর, শক্তিমান এমন এক 'চরমে' আসে, যখন—তার বিক্রম আপনাকেই করে অতিক্রম (surpasses and transcends itself)। বর্ত্তমান সূত্রে, যতক্ষণ ক্রমে বিধিমত চলিতেছ, ততক্ষণ ('অম্') হংসঃ; তাতে বিক্রম-পরিসীমায় ('ইম্') সিংহ; শেষকালে, অতিক্রমে ('উম্') সুপর্ণ।

প্রকৃতির সর্ব্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করিবে যে—শক্তি এবং ক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে

হ্রাস বৃদ্ধির কোন একপ্রকার অনুপাত (যথা, A. P., G. P.) রাখিয়া চলে বটে, কিন্তু বরাবরই সেটি নয়। একটা 'সীমায়' আসিলে ক্রমটি অন্যরূপ হইয়া যায় (যেমন, stimulus and sensationএর বেলায়)। তখন শক্তিমান বাড়িতেছে, কিন্তু হয়ত ক্রিয়াটি যেভাবে চলিতেছিল, সেভাবে আর চলিল না, হ্রাস পাইতে লাগিল, 'স্তব্ধ'বৎ হইল, sense and tone and nature বদলাইল। যেমন, pleasant হইল painful ; ইত্যাদি।

তারপর, ক্রমের এবংপ্রকার পরিণতিরেখায় (curveএ) কোন রকমের একটা 'সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যাওয়া' (আকৃতি-প্রকৃতি আমূল বদ্‌লে যাওয়া) ঘটিয়া থাকে। যেমন, কোন 'এলোমেলো' গোছের পরিক্রমা (যথা, সাধারণ জপে) হইল 'নিয়মিত, সুষম' (বৃত্তাভাস, বৃত্তাদির মত)। জপে নাদ 'খুলিয়া' গেল ; জ্যোতিঃ স্ফুরণ হইল ; বিন্দুতে ঠিক শান্ত-বিলয়টি ঘটিল ; আনন্দের অলসিত ভাব কাটিয়া গেল , ইত্যাদি। এসবে জপক্রম 'পরাক্রমে' যাইতেছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরম পর্য্যবসান পর্য্যন্ত।

সূত্রকথিত ঐ তিন মূল স্বরমাতৃকা, দীর্ঘাদি মাত্রা স্বীকারকরতঃ, হ, ক, শ ইত্যাদি ব্যঞ্জনাশ্রয়ে হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ প্রভৃতি বীজমন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে।

এইবার, আদিস্বর—'অ'।

১৬ ॥ অকারেণাক্ষরসামান্যব্যপদেশঃ ॥

অকার দ্বারা অক্ষরসামান্যের ব্যপদেশ বুঝিতে হইবে ॥

এখন, 'অক্ষরসামান্য' মানে কি ? অক্ষরবিশেষের প্রতিযোগিতা যেখানে, সেটি অক্ষরসামান্য। অর্থাৎ, এ-অক্ষর কি ও-অক্ষর নয়, পরন্তু অক্ষর বলিতেই যেটি বাচ্য এবং প্রমেয়রূপে আসে, সেইটি 'অকার'। কিন্তু 'অ' কি নিজেও অক্ষরবিশেষ নয় ? হঁ্যা, তা বটে, কিন্তু, বর্ত্তমান সূত্রের 'অকার' এই সংজ্ঞা (ব্যপদেশ), সেই অক্ষরবিশেষাবচ্ছিন্নভাবে করা হইল না।

বর্ণমালার আদি এবং শেষ (অ ও ক্ষ)—দুই কোটি, যেটি সমানাধিকরণরূপে ধরিয়া আছে, সেটি অবর্ণ। ককারাদি ব্যঞ্জনে অবর্ণ (স্বর) তো আধার বটেই ; ই, উ, ঋ প্রভৃতি অপরাপর স্বরেও এটি অন্বিত ; কেন না, অ-ব্যতীত ইকারাদি কোন স্বরই তার 'স্থিতি'-পায় না (Base of subsistence or conti-

nuance)। অর্থাৎ, অ-স্বর অপরাপর স্বরগুলিকে বলে—'তোমরা ওঠ; নামো, তরঙ্গায়িত হও—আমি সবকিছুর স্বর-সামান্যরূপে অধিকরণ হইয়া আছি—'the base and frame of all varying movements.'

পাণিনির চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্রের প্রথম হইল—'অইউণ্'। এর মধ্যে আদিটি অক্ষরসামান্য; অপর দুটি, তার দুই মৌলিক বিশেষরূপতা—যাহা পরের সূত্রে বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সূত্রে যে ব্যপদেশ, তাহা কেবলমাত্র বর্ণ বা লিপিমালাকে উদ্দেশ-করতঃ নহে। অক্ষরসূত্রের 'অক্ষর' এস্থলে প্রসক্ত। সুতরাং সর্ব্বভূমিতেই এই 'অকার' কি বস্তু তা বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধর, চিচ্ছক্তি সৃষ্টির নিমিত্ত আপন পরমঘনীভাবে ('অকাময়ত') বিন্দু হইলেন। এই বিন্দুর আদিম 'কাম'—'আমি চলিব, নিজেকে দুই-ইত্যাদি করিব।' এর ফলে, রেখা (ঋজু)। ইহা অকার, যা থেকে অটন, অঙ্কন, আকৃতি। বিন্দু দিক্ ('sense') কল্পনাকরতঃ নিজের দুই দিকে গতিমান্ হইলে, ঐ অকার হয়, + এবং −। একটা নিজে থেকে 'অপেত' হওয়া; অপরটি, নিজেতে 'উপেত' হওয়া। + বা − ব্যবহারের (convention) উপর নির্ভর করে। যাই হোক্, এই দ্বিবিধ বৃত্তি হইতে গেলে মধ্যে, মূলে (originএ) এক 'উদাসীন' স্থল রহিবে। সেটিকে বল, 'শূন্য'। এখানে ক্ষর অক্ষরে 'স্থিত'ই আছে।

ধর, প্যারাবোলাদি অঙ্কন করিবে। প্রথমে, বিন্দু বলিল—'এই দেখ, ফোকাস্‌রূপে আমি স্থির আছি, আর, এতেই তুমি চলিয়াও স্থির রহিবে।' তারপর, 'অকার' বলিল—'এই যে এক সরলরেখা (directrix) দেখিতেছ এটি তোমাকে স্থির বা ব্যবস্থিত রাখার অ্ক্ষরসামান্য হইয়া রহিল।' এর পর, 'ইকার' এবং 'উকারের' কর্ম্ম। উপরে বিন্দু এবং রেখার অক্ষরপ্রশাসনরূপদ্বয় ধ্যান করিও। দুটির বিশেষটি ভাবনীয়। রেখাকে যদি নাদগোত্র মনে কর, এবং নাদ = বিসর্গ, এও ভাবনা কর, তবে অকারাদির মাতৃকাকৃতি (অং, অঃ ইত্যাদি) নাদবিন্দু অনুবন্ধে বুঝিয়া লইও।

ফল কথা, 'অকার' 'ইকার' 'উকার'—এ সব বিশেষ বিশেষ আকৃতি শক্ত্যাদি বিন্যাসের রূপ—সর্ব্বভূমিতেই। সুতরাং, 'অক্ষর' বলিতে শুধু বর্ণমালা ও লিপিমালা বুঝিও না। যেমন, প্রণবে অকারাদি। তবে, বর্ণ বা লিপিও 'সঙ্কেতমাত্র' নয়।

সাধারণতঃ, শক্তিবিজ্ঞানে—অ=এক given field of energy; 'হ্'=উক্ত fieldএর মহাপ্রাণ এবং অবাধ রূপ; ই=উক্ত fieldএর সম্পর্কে outgoing lines of manifestation—levels of kinetic functioning; উ=উক্তরূপ functioning that combines the dimensions of 'up' and down', 'broad' and 'deep'. অর্থাৎ, উকারে শক্তি এবং তার ক্রিয়ার 'সর্ব্বতোমুখং জলন্তং' (কিনা, উজ্জিতত্ব) সাধিত হয়। 'ই' রেখাকে যে গতি বা ঋচ্ছতিরূপটি দিল কেন্দ্র বা নাভি হইতে, 'উ' সেটিকে ত্রিকোণ ত্রিকোষ পদ্মাদি সকল আকৃতিতেও লইল। 'উ' হইতে 'কোণ' 'কৌণিক' সব কিছু। সুতরাং, circular measure, wave function, spiral pattern ইত্যাদিও বটে। পরেব সূত্রে এদের প্রসঙ্গ হইবে।

সামান্যাধিকরণ্যং যদক্ষরধর্ম্মতাশ্রয়ি।
সর্ব্বক্ষরাক্ষরাণাং তদ্ভূরকার ইতীরিতম্॥
ঋণত্বে তদপায়ঃ স্যাদনপায়ো ধনত্বতঃ।
উভয়ত্র স্থিতিঃ স্থাণুরুদাসীনা তু মধ্যমা ॥২৫-২৬

কারিকাদুটির ভাব বলা হইয়াছে। অক্ষরধর্ম্মকে আশ্রয় করে যে সামান্যাধিকরণ্য, সে সামান্যাধিকরণ্য কোন্ কোন্ পদার্থ সম্বন্ধে? সর্ব্ব ক্ষর এবং সর্ব্ব (আপেক্ষিক) অক্ষর সম্বন্ধে। পরম অক্ষর নিখিলের নির্দ্দোষসম এবং ঐকান্তিক 'অধিকরণ', অপর কিছুর সঙ্গে তার অধিকরণ-প্রতিযোগিতা নেই। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে অকারাদির সাক্ষাৎ বাচকতাও নেই। কিন্তু যেই পরম-অমেয়টি আদিম, প্রথম 'মান' অঙ্গীকার করিলেন, অর্থাৎ, তাঁতে 'one dimension' বা 'measure' অধ্যস্ত হইল, সেই তিনি হইলেন—'অয়ম্' ('এই'), যেটি 'ভূঃ' এই সংজ্ঞায় সাধারণভাবে আসে। এইভাবে, ইহা 'অকার'। (অয়ম্-এ অকার অয়্ বা গতিরূপ পাইয়াছে, অথচ স্থিতও আছে।) গতি-স্থিতি দুইটি আছে বলিয়া এতে এক উদাসীন স্থাণু স্থল (বিন্দু) রহে, যার উভয়তঃ 'দিক্' (ঋণে ও ধনে) মানে অপায় এবং অনপায়; আর, উভয় সম্বন্ধে স্থিতি (স্থাণু ও উদাসীন) হয় 'মধ্যমা'।

এই 'মধ্যমা' কেবল যে বাক্-চতুষ্টয়ীর অন্যতমা, এমন নয়। বিশ্বে সর্ব্বপ্রকারের গতির 'ধূঃ' (axis) রূপে এই মধ্যমা 'হৃদিস্থিতা'। এটি অক্ষরের প্রতিভূ ; এর আশ্রয়েই সর্ব্বগতির একদিকে 'অপায়', অন্যদিকে 'উপায়' ; এবং এটিকে অর্দ্ধমাত্রারূপে সমাশ্রয়করতঃ সর্ব্বপ্রকারের গতি তার ধ্রুবা স্থিতি এবং অনপায় ধামটিও মিলাইতে পাবে। 'যতো গতা ন নিবর্ত্তন্তে'।

সুতরাং, অকারের দ্বারা (ক) বাক্-রূপ অক্ষরসামান্যের ব্যপদেশ ; (খ) গতিমাত্রের যাহা অক্ষ-সামান্য, তার ব্যপদেশ ; (গ) সব কিছুতে (যেমন, স্বরে, নাদে) অনুক্রম, অন্বযের ব্যপদেশ ; (ঘ) সব ব্যাপারে অপায়-উপায় এই দুটি দিক্‌সহকারে অনপায়স্থলটিরও ব্যপদেশ ; (ঙ) সর্ব্ব ক্ষরাক্ষরের সামান্যাধিকরণ্যের ব্যপদেশ ,—এই পঞ্চলিঙ্গ বিশেষভাবে ধ্যানে রাখিতে হইবে।

১৭॥ আকারেণাততিঃ ॥

আকার (পূর্ব্বোক্ত অকারাশ্রয়ে) আততির ব্যপদেশ ॥

স্থিতিস্থাণুত্বমাদ্যস্যাততিং যাতি পরাক্রমাৎ।
দেশকালাদিজন্যানাং রোধানামপসারণাৎ ॥
স্থিতিভূস্ততিভূর্জাতা যেনাকারঃ স উচ্যতে।
দুর্গা দুর্গাবরোধে হি তারানুত্তীর্য্যতারণে।
মহামায়া পরাবিদ্যে রাধা ধারা-তদন্বয়াৎ ॥২৭-২৯

অকারসূত্রে 'স্থিতিভূঃ'—এই ভাবটির যে মুখ্যতা রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গপঞ্চকদৃষ্টিতে বোঝা যাইবে। 'এই' অনুভব অকারে স্থির হয়, বলে—'এইতো আমি আছি ; অসীম অনন্তের মাঝে এই—এটি হইয়া আছি'। এই প্রকার নিজেকে 'এই যে—এটি' করিয়া রাখায়, অকারে অবস্থানের সঙ্গে নিষেধ বা অভাবের ভাবটিও থাকে। এইজন্য নকারে নিষেধ বা অভাবও আসে। 'এটি' হইতে গেলে ওটি-সেটি থেকে আপনাকে যেন 'গুটাইয়া' রাখিতে হয়। ইহা প্রাণব্রহ্ম এবং স্বরব্রহ্মের 'আত্মবলি', আর, সেই 'বলির দুয়ারে' আপনাকে বন্ধন। স্বরূপে তো 'অ' ব্রহ্ম—অনন্ত, অনাদি, অসীম।

আজব কথা—যে বলির যজ্ঞে তিনি সকল পাদমাত্রা অতিক্রম করিলেন, তিনিই এই সৃষ্টিরূপ 'যজ্ঞ' ভরণ করিবেন বলিয়া বলির দুয়ারেই আপনাকে

বাঁধিলেন! যেটি 'অতিক্রমী' সেটি হইতেছে 'অনুক্রমী'। নয় কি? সবতাতে ভাবিয়া দেখ। দুইতেই 'অ'।

কিন্তু অনুক্রমী (conforming) হইতে গেলেই কোন 'form' (formula ইত্যাদির) এর আনুগত্য যেমন আসে, তেমন আবার সেই আনুগত্য বন্ধবাধ্যতায় (rigid mechanicality-তে) পড়ার প্রবণতা পায়। সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই—জপেও বটে। যেটা 'যন্ত্রম্' সেটা 'যান্ত্রিক' হইয়া পড়ে। 'অ'-এ আসে অবষ্টম্ভ। স্থিতি হইতে চায় স্থাণু।

এই নিমিত্ত, এই 'পাশ' বা অবষ্টম্ভ কাটাইবার জন্য, কি চাই? 'পরাক্রম'। 'স্থিতিভূঃ'কে হইতে হইবে 'ততিভূঃ'। এর দ্বারা দেশকালাদিজন্য অবরোধাদির মোচন হইয়া যায়। 'অকরণ' হয় আকরণ এবং ব্যাকরণ। এইটি হইল 'আকার'। এটি অকারের 'পাশ'টি (অবষ্টম্ভ) খুলিয়া দিয়া তাকে বলে—"তুমি মুক্ত হও, উদার, বিশাল হও।" যেটি 'closed function' সেটি 'expanding function' হইল।

কয়েকটি নামে দৃষ্টান্ত :—

'দুর্গ' বলিতে যাতে এবং যা হইতে কষ্টে গতি হয়। 'দুর্গতি' যার সাধারণ নাম। 'দুর্গা' নামে এর নিরসন ঘটে। 'তারা' নামে, যার পার নেই, তার পার মেলে। 'মা মহামায়া' নামে মায়াতীতা যে পরাবিদ্যা, সেটি প্রসন্না হয়; এবং 'রাধা' নামে এই যে 'জড়ীয়' প্রাকৃত ধারা, এটি সেই রসস্বরূপের অভিমুখে অন্বয়ে 'উজান বয়—উল্টে যায়'। অর্থাৎ, যেটি রসাভাসমুখীন, সেটি হয় রসৈকমুখীন।

শ্যামা, উমা ইত্যাদি আকারমুখ্য নামগুলি ভাবনা করিও। 'কালী' নামে আ এবং ঈ দুইবর্ণের মুখ্যতা রহিয়াছে। এতেই বা কি বুঝায়? পরে 'ই' সূত্রে ইহা বিবৃত হইবে।

মনে রাখ যে—বর্ণমাত্রেই প্রাণব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদিরূপে সঙ্কলন—'ইহা হইব' ইত্যাদিরূপে প্রাণের ব্যাপ্রিয়মাণতা (energising)। প্রাণের এবম্প্রকার ব্যাপারবত্তা হইতে গেলে কি কি মূল আকৃতি (Type or Pattern) বিশ্ববিশ্লেষণের আদিমপর্ব্বে মিলিয়া থাকে—ইহাই প্রশ্ন। 'অইউণ্'—এই গোড়াকার প্রশ্নেরই উত্তর। সুতরাং, এই দৃষ্টিতেই (কেবল phonetically ইত্যাদিভাবে নয়) ইহাদের চিনিয়া পাইতে হইবে। নতুবা জপের বীজাদির

অবয়ব মূলবাস্তবে তৈয়ারি হইবে না—'essential' হইবে না। অক্ষর পদার্থের সাক্ষাৎ অধিকরণে আসিবে না।

লক্ষ্য কর যে, প্রাণপ্রযত্নমাত্রের পঞ্চধা বিনিয়োগ হয়ঃ—এইগুলি সংবৃত, আবৃত, পরিবৃত, বিবৃত এবং নিবৃত। ধর, অন্তর্বহিঃ যে কোন প্রবৃত্তি—activation. সেটিকে যদি তার কেন্দ্রে বা নাভিতে একান্ত গুটাইয়া লও, তবে সেটি হইল সংবৃত। (বিন্দুবিলয়ে নাদ সংবৃত।) অপর কোন ব্যাপার দিয়া (যেমন, 'ঝিল্লী' দ্বারা নাদশ্রবণ) সে হয় আবৃত। সেটি আবৃত না হইয়াও অপরের দ্বারা পরিবৃত (environed) হইতে পারে। এ সব সত্ত্বেও, অথবা এমত অবস্থায়, সেটি প্রাকট্যে বা স্ফুরণে রহিলে হয় বিবৃত। আব ঐ সব হেতু দ্বারা নিবারিত হইলে হয় নিবৃত।

একটা বটের বীজ। তার নাভিকোষে (germ-cellএ) সেটি থাকে সংবৃত। ত্বগাদি অবষ্টম্ভকের দ্বারা আবৃত। মৃত্তিকাদি পরিবেশের দ্বারা পরিবৃত। অঙ্কুরাদি উদ্‌গমে বিবৃত। বীজে অথবা পরিবেশে উদ্গম-উন্মেষটি প্রতিকূলহেতু-দ্বারা নিবারিত হইলে, নিবৃত। নিবারণটি হয় দেশকালাদি জন্য রোধসমূহ দ্বারা।

ওঁ, ঐঁ ইত্যাদি জপে বিন্দুতে জপক্রিয়া সংবৃত; নাদে বিবৃত; 'বাহ্য' শব্দাদিদ্বারা আবৃত, অ, উ ইত্যাদি কলায় এবং পাদমাত্রায় পরিবৃত; আর, তামস-রাজস অন্তরায়দ্বারা নিবৃত। (প্রথম খণ্ডে মান্দ্যের যে সপ্তপ্রকারতা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেটি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।)

অকার এবং আকার সূত্রদ্বয়ে অভিব্যঞ্জকশক্তির 'সব্যাপারা' হবার যে আধার (অক্ষররূপ)—সেটি সামান্যভাবে বলা হইল। এই অক্ষরসামান্যদ্বয় সমস্ত কিছু সব্যাপারা অভিব্যঞ্জকশক্তির "Base".

এইবার, পরের সূত্রে আধারকল্পনের পর 'তদীক্ষণ'—'Index'. যেটি 'রেখা'রূপে one-dimensional ছিল, সেটি এবার রেখা-এবং-লম্বরূপে two-dimensional হইতেছে। যেটি 'ইদং' বা 'অয়ং' মাত্র ছিল, সেটি হইতেছে ইদং-অহম্। শুদ্ধপ্রকাশের নিমিত্ত দ্বৈতের আবশ্যক হয় না; কিন্তু 'ঈক্ষণে' সেটি (সংবৃত অথবা বিবৃত ভাবে) আবশ্যক। অকার নিজেকে 'বিবৃত' করিতেছেঃ এইবার ইকারের (এবং ঈকারের) পালা। বীজ অঙ্কুরাদি হইবে; সে বলে—'এইবার আমাকে লম্ব দাও। আমি উঠিব।' বিন্দু থেকে নাদের উদয়াদিতেও তদ্রূপ। 'ব্যাপার' ঠিক আর একই ভূমি বা dimensionএ থাকিবে না।

১৮ ॥ ইকারেণেদ্ধত্বাদ্ যৎকল্পনং তদীক্ষণম্ ॥

(ইকারেণেদ্ধশক্তিঃ ॥)

ইকারে শক্তি (সব্যাপারা) 'ইদ্ধ' হইল বুঝিতে হইবে। ফলে, অকারে যেটি 'ক॰প্ত' হইল, ইকারে তার 'ঈক্ষণ' হইতে চলিল। ['Fact' এইবার নিজেকে 'দেখিবে' (sees itself) এবং বহুধা বিনিয়োগ করিবে (treats itself)। অকারে প্রকাশ-বিমর্শ পরস্পরে সংবৃত হইয়া ছিল ; ইকারে বিমর্শ বলিতেছে—আমি আলাদা হই ? কেমন, রাজি তো ? ধর, e^x or $f(x+h)$ দুটি function ; অকারে ঐভাবেই 'চুপ' আছে ; আকারে বাড়িবার (expanding) জন্য আকুতি , ইকারে ? নিজেদিগকে series করিয়া খুলিয়া দেখিল—'ঈক্ষণ'। Finite, infinite , Convergent, divergent ; ইত্যাদিরূপে। ইকার না হইলে আকৃতি (গতির curve ইত্যাদি) 'ছকে' কে ? ইকার অন্তরীক্ষ বা অন্তরিক্ষ তত্ত্বনির্দ্দেশ দেয় , এটি ভুবঃ, যেমন, অকার ভূঃ।]

আকারে আততির জন্য আকূতি ; ইকারে বিততি এবং আকৃতি। সংখ্যার দিক্ থেকে বিন্দু (পূর্ণ-শূন্য) নিজেকে বলিল—এই দেখ আমি এক—last unit. এই 'এক' দিঙ্মান পাইয়া হইল—+১, −১। এখন, অন্ততঃ বহিঃক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তির বিততিতে (propagationএ) 'inverse square law' ছন্দঃটি মেলে। কেন ?—তার হেতুও আছে। পরে সেটি বিবেচ্য। 'অপেত'কে বিয়োগচিহ্নে লইলে, পাই $\sqrt{-1}$। অর্থাৎ 'এক' অপেত-রূপে গতিমান্ হইলে, ঐ 'কাল্পনিক সংখ্যাটি' চাই। গণিতে এবং বিজ্ঞানে এই কল্পিত বা ক॰প্তটির ব্যবহার মৌলিক এবং অবশ্যম্ভাবী (যেমন, de Moivre's theorem ইত্যাদিতে)। এটিকে বল—i. এটি অকার-আকার-দ্বযের পূর্ব্বোক্ত ক॰প্তমানের সূচক। ইকারে আর একটি আবশ্যক হয়—Exponential Base—e. কেননা, ইকারই ('অন্তরিক্ষ') বিশ্বে, অন্তর্বহিঃ সব কিছুর exponent : বস্তুশক্তিকে 'ইদ্ধ' (explicate) করার হেতু। (গুরুশিষ্য, মন্ত্র-জাপক, ইত্যাদিতে 'অন্তরিক্ষ' পূর্ব্বে ভাবিত হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, 'এর' উপর নির্ভর করে উভয়ের কার্যতঃ শক্তিসম্পর্কমান।) পরে উকারসূত্রে বেধ এবং কৌণিকবৃত্তির সহপাতবশতঃ গণিত-বিজ্ঞানের অপর এক

মৌলিকমানের উদ্ভব ঘটে—π ('পাই'). এটি ব্যতীত বৃত্ত-উর্মি প্রভৃতি আসে না। এ তিনই স্বয়ং 'অমানি', কিন্তু সব কিছুর 'মানদ'।

যজ্ঞে (জপেও) অকার = অগ্নি ; আকার = বেদীতে আধান ; ইকার = ইন্ধন ; উকার ('স্ব' ঋতুতে যেমন) = স্বাহা = অগ্নিকে তার স্ব-শক্তিমানে আবাহন।— ('ব' এবং 'উ' পুনশ্চ প্রণিধানে আন।)

পক্ষান্তরে, নাভি = উকার, অর = 'ই' ; নেমি = 'অ' + 'ই' = 'এ'। 'অ' এ তিনেরি অক্ষ বা অক্ষরসামান্য।

বিকল্পসূত্রে 'ইদ্ধশক্তি' আছে। 'ই' এবং 'শ' দুই-ই তালব্য। ধর, 'অ' যে কোন প্রকারের শক্তির আধার—Base. ইহা 'ইদ্ধ' হইতেছে—মানে, উহাতে 'দণ্ডধারণী বৃত্তি' আসিয়াছে, যেমন, রেডিয়াম থেকে আলফাদি তিনপ্রকারের রশ্মিবিকিরণ। বিকিরণটি 'দণ্ডবৃত্তি'। আর, সে বিকিরণ যদি কন্‌কেভাদি মিরারে সম্পতিত হয়, তবে 'ধারণ'ও বটে। তালু এবং তালব্য এবম্প্রকার কন্‌কেভাদি ভূমিতে সম্পাতনের দৃষ্টান্ত এবং প্রতীক। বাকে প্রাণশক্তিনিমিত্তক যে স্পন্দনগুচ্ছ, তাদের তালুতে এবম্বিধ সম্পাতন (incidence)—তালব্য বর্ণ। 'ইদ্ধ' শব্দটিতে এর নির্দেশ রহিয়াছে। 'শক্তি' শব্দেও আদি ও অন্তে তালব্য, মধ্যে 'ক্ত'। 'ক' ব্যঞ্জনমুখ, 'ত' তলসূচক।

আচ্ছা, 'উ'? ওষ্ঠ্যবর্ণ, বেধবৃত্তি। অর্থাৎ যে কোনপ্রকারের শক্তিকে কেবলমাত্র valve-এর মত 'canalize' করিতেছে না, পরন্তু সেটি 'অগ্র্য' (pointed, 'brought to a head')-ও হয় এর দ্বারা। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত তালব্যবৃত্তি (incidence on a concave mirror, for example) কেন্দ্রীণবৃত্তিতায় (massing and focussing-এ) আসিয়া থাকে। এই সূত্রালোকে হ্রীঁ, হুঁ, জুঁ—বীজগুলি পরীক্ষা কর। গণিতের অন্য পরিভাষায় অ, ই, উ = Base, Index, Co-efficient.

ধর, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র—ওঁ জূঁ সঃ সো জূঁ ওঁ। এ মন্ত্রটির 'শক্তিলেখ' কিভাবে আঁকিবে? 'জূঁ', বীজটি একবার মূর্দ্ধন্য ষ-এর আগে, আর একবার 'স'-এর পরে—এতে কি আসিল? 'জ' তালব্য। 'জূঁ'-এর দ্বারা বাক্-প্রাণাদিশক্তির পরিপূর্ণ বিন্দুঘনীভাব ; 'ষ' দ্বারা এর নিরতিশয় কাষ্ঠা ; বিসর্গের দ্বারা সে কাষ্ঠা যে মুক্ত এবং সক্রিয় (সোম অথবা অমৃতক্ষরণ রূপে), ইহা সূচিত হইল। 'স' সিঞ্চিতশক্তি, কিন্তু 'সো' সেটিকে বিক্ষেপ (dissipation) আকৃতিতে না

রাখিয়া সুষম উর্ম্মিতে ('ও') রাখিতেছে ; সুতরাং আয়ুর যে শক্তিব্যয়, সেটি 'অপব্যয়' হইতে পারিতেছে না ; 'জূঁ'-এর শাসনে রহিয়া তাতেই পুনশ্চ সমাহৃত, সংগৃহীত হইতেছে। কাজেই, শক্তিব্যয়ের আগে-পাছে অমৃত-অব্যয়ের আধান-আশ্বাস (guarantee) রহিয়াছে। যেমন, আহারকালে অমৃতকে 'আস্তরণ' এবং 'পিধান' উভয়রূপে আবাহন করা হয়। এখন বল—এটি সত্যই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কিনা। 'ষ' এবং 'স' দুটিকে ঠিক ঠিক চিনিতে হইবে।

অকারেণ ধনুর্দণ্ড আকারেণ তদাততিঃ।
জ্যারোপণমিকারেণোকারেণ লক্ষ্যবেধনম্ ॥

একটি শ্লোকে এইভাবে উপমা দিয়া বলা হইতেছে ঃ—অকার যেন ধনুর্দণ্ড, আকার সেটিকে 'আতত' করিল ; ইকারে তাতে জ্যা-রোপণ হইল ; এবং উকারে তদ্দ্বারা (জ্যাকর্ষণ এবং শরসন্ধান পূর্ব্বক) লক্ষ্যবেধও হইল।

অভিব্যঞ্জকশক্তির্হি সব্যাপারা যদা ভবেৎ।
ক্রিয়াচ্ছন্দোনিমিত্তায়া বাধায়া অপসারণে।
দ্বিপদী সা তদা জ্ঞেয়া ভুবশ্চেতি নিরূপ্যতে ॥
ইকারেণ যদিদ্ধত্বং তন্মূলং ব্যক্ততাং প্রতি।
স্বপ্রকাশা হি যা চিৎ সা সর্ব্বপ্রকাশনে চিতিঃ ॥৩০-৩১

অভিব্যঞ্জক শক্তি সব্যাপারা হয় কখন? (যথা, বীজাদিতে?) ক্রিয়ার যেটি ছন্দঃ (the law or equation governing the action), তার সঙ্গে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্পর্ক রাখে যে 'বাধা' (retarding, restricting factor), সে বাধার যখন অপসারণ ঘটে, তখন। (বীজ থেকে অঙ্কুর বাহির হয় কখন, তা আবার চিন্তা কর।) আচ্ছা, তাহা হইলে কি পরিবর্ত্তন হয় (মৌলিক)? যেটি অকার এবং ভূ-রূপে একপদী ছিল ('Base' মাত্র ছিল, ধনুকের দণ্ড ছিল), সেটি ইকার হইয়া ত্রিপদী হইল—'ভুবঃ', 'অন্তরিক্ষ'। (এইবার বীজাঙ্কুর, Base-Index, দণ্ড এবং জ্যা—এই দ্বিপাদ আসিল।) অতএব, ইকারে (পূর্ব্বপ্রদর্শিত) যে ইদ্ধভাব, সেটি সকল প্রকারের অভিব্যক্তির (ব্যক্ততা, kineticity) মূল। এই নিমিত্ত, পরমমূলে দৃষ্টি রাখিয়া বুঝিতে

হইবে যে— **স্বপ্রকাশ** যে চিৎ, তাহা সর্ব্বপ্রকাশনে (অর্থাৎ, ইদ্ধভাব যে ইকার সেটিকে অঙ্গীকার করতঃ) হয় 'চিতি'। প্রকাশস্বরূপা চিৎ, সর্ব্ব-বিমর্শমূল ইকারকে স্বীকার করে চিতিরূপে।

চিৎ-এ আদ্য ইকার, সেটি কি করে? সর্ব্বপ্রপঞ্চোশম, অবাঙ্‌মনসগোচর যে পরম, সেটিকে যেন বলে—'তুমি আছ, (সৎ) এবং স্বপ্রকাশস্বরূপেই আছ।' সৎ এবং চিৎ যেন পরস্পরকে 'চিনিয়া' লয়। আর, অন্তে অপর 'ই' বলে—'তুমি সর্ব্বপ্রকাশনও বটে—যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

পরের উকার সূত্রে—আরও এক পদ। ধনুর দণ্ড এবং জ্যার সঙ্গে শরও। সচ্চিতের সঙ্গে আনন্দ। উকার 'স্ব' কে 'বেধ' করতঃ তার আনন্দ স্বরূপ খুলিয়া দেয়।

যে কোন Base এর Index টি zero করিলে হয় 'এক' (একমেবা-দ্বিতীয়ম্) ; কিন্তু Co-efficlent টি zero করিলে হয় 'শূন্য'।

উকারের পূর্ব্বে ঈকার, যেমন, 'অ' এর পর 'আ'।

১৯। **ঈকারেণাভীদ্ধশক্তিঃ ॥**

দীর্ঘ ঈকারে অভীদ্ধশক্তি বুঝিতে হইবে ॥

'ইদ্ধ' 'অভীদ্ধের' তফাৎ কি ?

'অভি' দ্বারা অভিমুখীনতা (orientation, pointedness) বিশেষ-ভাবে সূচিত হয়। ধর, অগ্নি আছে ('অ') ; তাতে ইন্ধন দিলে, ফলে তাপ বৃদ্ধি এবং বিকিরণ হইল ; কিন্তু তোমার অভীষ্ট অভিমুখে সে তাপ পাও কি করিয়া? Blow pipe ইত্যাদি চাই তো?

আমাদের ভিতরে কামাদি বৃত্তি তো প্রায়ই 'ইদ্ধ' (excited) হইতেছে, কিন্তু শুধু 'প্রেয়ঃ' কে ছাড়িয়া 'শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের' অভিমুখে সেটি হয় কি করিয়া?— ইহাই তো সমস্যা! বীজ মন্ত্রে 'ঈঁ' কেন? সাধুসঙ্গাদি হইতেছে ; ফলে, পরাপ্রকৃতিতে 'ইদ্ধভাব' টি হইল ; কিন্তু, 'দীক্ষা' সেটিকে 'অভীদ্ধ' করার নিমিত্ত। যথেচ্ছ 'নাম' লইতেছি, তাতে 'ইদ্ধ' ; কিন্তু 'মন্ত্র' রূপে 'গ্রহণ' (ব্যাহরণাদি) করিলে, 'অভীদ্ধ' ; ইত্যাদি। কেবল 'ইদ্ধে' যাহা patency মাত্র,—'দেখিতেছি ব্যক্ত হইয়াছে'—এই রূপ, 'অভীদ্ধে' সেটি potency র

সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (যেমন, ঘরের পাখা হাত দিয়া চালাইয়া দিলে কিছুক্ষণ ঘোরে, কিন্তু স্বইচ্ খুলিয়া শক্তিভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করিলে ঘুরিতেই থাকে, এবং রেগুলেটার সাহায্যে তাকে বাড়ান' কমান'ও যায়।) Potency = কুণ্ডলীশক্তি সব কিছুতে। নিখিল সৃষ্টিমূলে, বিন্দু। Patency = নাদ বটে, তবে নাদ-বিন্দু পরস্পরে শিব-শক্তির মত 'সামরস্যে' রহিলে অক্ষর-অব্যয়।

সব্যাপারা যদাসৌ স্যাদাধারশক্তিকুণ্ডলী।
অণুতনূরুসংস্থাসু কারকচ্ছন্দসাং ধৃতেঃ।
আভিমুখ্যেন চেদ্ধত্বং তদা সৌষুম্নবর্ত্মগা॥
অভিতো মহদব্যক্তং ব্যক্তেরিন্ধনমাহুর ॥৩২-৩৩

পূর্ব্বসূত্রে 'ক্রিয়াচ্ছন্দঃ', বর্ত্তমান সূত্রে 'কারকচ্ছন্দঃ'। আগেরটি, law governing work, পরেরটি—power.

কারকচ্ছন্দঃ ঠিকভাবে 'ধারণ' (ধৃতেঃ) করিতে 'ঈ' কারের সবিশেষ উপযোগ। ধর, কাগজের উপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। যে কম্পাস লইয়া আঁকিতেছ, সেটি কেন্দ্র থেকে প্রতিটি ব্যাসার্দ্ধের দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিতেছে তো? সর্ব্ববিধ 'তন্ত্রে' ইকার, যন্ত্রে ঈকার, মন্ত্রে উবর্ণ বিশেষ ভাবে অনুকূল থাকা চাই। যদি বল—ঐঁ মন্ত্রে উবর্ণ কোথায়? স্থূলতঃ নেই, কিন্তু বিন্দুবিলয়ে আছে। অর্থাৎ, ব্যক্ত এবং কলিত-ফলিত নাদকে অর্দ্ধমাত্রাশ্রয়ে বিন্দুবিলীন করিতে, আছে। ওঁ আদি সকল মন্ত্রেই। অণু, তনু, উরু—সকল সংস্থাতেই ঈকার দ্বারা কারকছন্দের ধৃতি হইয়া থাকে। কারকচ্ছন্দঃ আর বলে না—'ঠিক ঠিক করিব না; ব্যাজ বিঘ্নে যাইব।' কারকচ্ছন্দঃ বলিতে বিশেষ করিয়া—কর্ত্তা, করণ এবং অধিকরণ (অধিষ্ঠান)। গীতার সেই 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্'। ধর, আকাশে কোন সুদূর লক্ষ্য (উর্দ্ধে বা সমতলে) উদ্দেশ্যে একটা রকেট্ ছুড়িবে। এতে ক্রিয়াচ্ছন্দঃ আর কারকচ্ছন্দের ভেদ ভাবিয়া দেখ। ক্রিয়াচ্ছন্দ কি বলে? ধরাপৃষ্ঠ থেকে যৎকিঞ্চিৎ 'প্রক্ষিপ্ত' (projectile), তাহা প্যারাবোলার পথে আবার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে। কিন্তু কারকচ্ছন্দ বলিল—'বেশ, কিন্তু যদি ও-তে এমন সম্বেগমান (momentum) দেয়া থাকে অথবা সঞ্জাত হয়, যে তদ্দ্বারা সে তোমার ছন্দে (parabola-য়) ও-ভাবে না

আসিয়া, উৰ্দ্ধে বা সমতলেই কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে (target-এ) ঠিক যাইবে, তবে ?' বলা বাহুল্য, এ 'অসাধারণ' কর্ম্মটি হইতে গেলে উক্ত রকেটে 'অসাধারণ' (nuclear, supersonic ইত্যাদি) শক্তি দেয়া-থাকা অথবা সঞ্জাত হওয়া চাই। ক্রিয়াচ্ছন্দ 'বাতিল' হইল না ; প্রবলতর হেতুদ্বারা ক্রিয়ার রূপ এবং আকৃতি এবং ফল বদলাইল।

একটা বীজ থেকে অঙ্কুরাদিক্রমে উচ্চ বৃক্ষ জন্মে—এই প্রকারের 'অভীদ্ধ' শক্তিদ্বারা, কেননা, পৃথিবীর আকর্ষণ সব সময়েই বৃক্ষেব রসাদিকে নীচেই টানিতেছে। 'প্রাণ' ওখানে অভীদ্ধশক্তি। আমাদের যেটি অপরাপ্রকৃতি, সেটিও তদ্রূপে 'entropy' বা নীচে গড়াবার দিকেই ঝুঁকিয়া আছে। সেটিকে পরা এবং পরমার দিকে তুলিবার নিমিত্ত চাই অভীদ্ধ—ঈবর্ণ। 'বহোৎ যতন করেঁ তো উপর ঠাহরায়।' বলা হইয়াছে যে—গুরুশক্তি 'দীক্ষা' এবং ঐঁ-আদি বীজ সহকারে এই 'উল্টে-যাওয়া' (reversing the reverse) কর্ম্মটি সাধন করেন। ইহাই আসলে সহজসাধন এবং কুণ্ডলীশক্তির 'জাগৃতি'। 'হরিঃ ওঁ' বা 'হরিবোল' বা প্লুতস্বরে 'হরি' 'হরি হে' নামে ইদ্ধের অভীদ্ধত্ব ঘটিয়া যায়। 'কালী' নামও লও। ইদ্ধ যে প্রাকৃতকাম, তার অভীদ্ধত্ব হয় (sublimation) ক্লীঁ (কামবীজ) জপাদি দ্বারা। কাম পেশীপ্রবণ না হইয়া ঐশীপ্রবণ হয়।

কোথাও বা স্পষ্টতঃ না হইলেও, ইকার এবং ঈকারের ধ্বনির অন্তর্ভাব থাকে। যথা, ঐঁ বীজে। অ বা আ+ই='এ' বটে, কিন্তু এ-তে 'ই' তার মুখ্যতা লুকাইয়াছে। ঐঁ-তে ইহা অভীদ্ধ। এ-তে 'গড়াইয়া যাওয়া' আকৃতি। অ এবং ই 'কৌণিকসম্বন্ধে' আসিয়াছে ; গতি কৌণিকগতি (angular velocity) হইয়াছে। যে কোন নেমিতে ঘুরিয়া যাওয়া এর দৃষ্টান্ত। এরূপ ঘোরাতে বিষম-বৃত্তিতে (eccentric) পড়ার আশঙ্কা আছে। যার ফলে, কোন সুষম-রেখাতে 'bulging in' 'bulging out' ইত্যাদি ঘটিতে পারে। 'ছট্‌কাইয়া যাওয়া'ও সম্ভাবিত। গায়ত্রীজপে 'বরেণ্যং' বলিলে যেমন এই ভয় থাকে। কিন্তু 'বরেণীয়ম্' করিয়া ব্যাহরণ করিলে সেটি থাকে না। 'এ' 'ঐ'-এর সুষম-অভীদ্ধ ছন্দে (harmonic uplifting moment) আসে। 'ধীমহি' স্থলেও সাবধান। ঐঁ-তে অভীদ্ধ ঈধ্বনি, সেটি নেমিবৃত্তিকে (১) অরসম্পর্কে বিধৃত রাখে ; (২) নাভিসংশ্রয়েও স্থিত রাখে , (৩) নাভিকেও কলা-নাদ-বিন্দু সংযুক্ত রাখে। সুতরাং, এটি গুরুবীজ, কেননা, গুরুশক্তি বাক্-প্রাণ-চিত্তাদির নেমিবৃত্তি-

মাত্রকেই ঐ সংস্থাত্রয়ীতে লইয়া পরমসংস্থার উপযোজক হয়। পক্ষান্তরে, ওঁ, হ্রৌঁ প্রভৃতি উর্ধ্বনিপ্রধান। তাতে শক্তির ঊর্জ্জস্ব।

কারিকায় বলা হইয়াছে যে, যেটি ইদ্ধ, সেটি উক্তভাবে অভীদ্ধ না হইলে 'সৌষুম্নবর্ত্মগা' হয় না। 'সৌষুম্নবর্ত্ম' বলিতে কি বুঝিবে? যেটি পরম অব্যক্ত (Alogical Absolute), সেটি ক্ষিত্যাদিরূপে সৃষ্টির অভিব্যক্তিভূমিতে 'অবতরণ' করিতে, এবং তাহা হইতে সকলকিছু আপনাতে 'সমাবৃত্ত' করিতে যে সুযম-স্বচ্ছন্দ-সমর্থ ঋতপন্থা গ্রহণ করেন, সেইটি সৌষুম্নমার্গ। এটি সাধারণ লক্ষণ। পরে সূত্রিত এবং বিবেচিত হইবে। তবে, এখানে দেখ যে, পরমের সৃষ্টিতে 'আসিতে' এবং তা থেকে 'ফিরিতে' আদৌ (as prime logical nexus and pre-condition) আদ্যা কলনীশক্তিরূপটি পরিগ্রহ করিতে হয় (Will-to-be-and-become)। এটি সর্ব্বকারণকারণ—স্বয়ং অহেতুক, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়। Alogical and Logical-এর মাঝে এটি nexus—সেতু। এটিকে 'মহদব্যক্ত' বল। (সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান ঠিক ভাবিও না।) এ থেকে বিন্দু-নাদ-কলা—এই মূল ত্রিপুটী (Basic Triad of Categories)। মন্ত্রে, যন্ত্রে, তন্ত্রে এই ত্রিপুটী সৃষ্টির ভূমিকায় 'স্বচ্ছন্দে' অবতরণ করে, আর, (নিবৃত্তি বা উপরমে) সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে 'পরমে' ফিরাইয়া লয়।

ফিরাইযা লয়—পূর্ব্বলক্ষিত আদ্যাকলারূপ যে 'মহদব্যক্ত' তার মাধ্যমে। 'অর্দ্ধ' কথাটার ভাব ঠিক রাখিয়া, ও-টিকে অর্দ্ধমাত্রা বল। অমাত্র বা মাত্রাতীত পূর্ণমাত্র, একমাত্র হয় কিরূপে?—এইটি 'অর্দ্ধ'-সম্বন্ধে গোড়ার কথা। তার পরে আর সব কথা। অংশমাত্রা, পাদমাত্রা, কলাকাষ্ঠামাত্রা, ইত্যাদি। 'হংসঃ' এবং 'সোহহমের' মূলে অভিন্ন অব্যক্ত আধারটি কি?—এর খোঁজে ঐ মহদব্যক্তে আসিয়াছি।

আচ্ছা, সুযম-স্বচ্ছন্দ-সমর্থ ঋতবর্ত্মে 'প্রবৃত্তি' এবং তা থেকে 'নিবৃত্তি'র যে স্বভাবমার্গ, তাহাই সুষুম্না। এটিও সার্ব্বভূমিক তত্ত্ব। এই বর্ত্মগতিতে কতিপয় মূলসন্ধিস্থল এবং (তিনটি) মেরুস্থল আছে, দেখিব। এগুলি 'চক্র'। মেরু তিনটি :—সুষুম্নার মূলাধার মুখে ; নাভিতে অথবা হৃদয়ে ; এবং আজ্ঞায় দ্বিদলে। মেরুস্থলে এক-একটা critical phase of transformation. প্রথম মেরুতে সামান্যতঃ কুণ্ডলীশক্তির জাগৃতি ; দ্বিতীয়ে, বিশেষতঃ সূর্য্য বা প্রাণশক্তির ; হৃদয়ে,

বিশেষতঃ ভাব এবং ধ্যানশক্তির ; দ্বিদলে, বিশেষতঃ জ্যোতিঃ এবং রোচিঃ (সম্মিলিত)।

ঈবর্ণকে তোমার মন্ত্রাদিতে এই 'পূর্ণাহুতি'র নিমিত্ত উদ্দীপ্ত, অভীদ্ধ হইতে দাও।

২০ ॥ উকারেণোর্জ্জিতশক্তির্বেধমুখ্যত্বাৎ ॥

উকারে বেধমুখ্যবৃত্তি আছে বলিয়া উহা উর্জ্জিত শক্তি বুঝায় ॥

পূর্ব্ব দুটি সূত্রে ক্রিয়াচ্ছন্দঃ আর কারকচ্ছন্দঃ, এবং সেই সঙ্গে patency factor and potency factor বিবেচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে বস্তুচ্ছন্দঃ এবং valency factor. কর্ম্ম বা সাধনের যেটা উদ্দেশ্য, সেটা পূবা সফল হইতে গেলে শুধু ক্রিয়া আর কারক স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করার দিকে নজর রাখিলেই চলিবে না। 'বস্তু' (substance, core, essence) বলিয়া, 'স্ব' বা 'নিজ' রূপে, যে পদার্থটি রহিযাছে, তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ সম্বন্ধটি মিলাইতে হইবে। সেই যে— 'গুরু, ইষ্ট, মহাজন কৃপা মোরে কৈল। একের কৃপা বিনু সব ছারেখারে গেল ॥' ঐ 'এক'টি কি? 'বস্তু'—নিজে। 'পহিলে আত্মকৃপা'—কথাটারও তাই মানে।

ধর, কোন লক্ষ্যবস্তু বেধ করিবে। তোমার ধনুঃ, জ্যা, শর সবই ভাল ; কিন্তু তুমি 'নিজে' নিপুণ সন্ধানী তো? আর, বেধ্যবস্তুটি তোমার ও-ভাবে বেধযোগ্য তো? 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে' মনে আছে তো? 'স্ব'তে 'ব'রূপে, আর, 'বস্তু'তে 'উ'রূপে বেধবৃত্তিমুখ্য উবর্ণের উপযোগটি নির্দ্দেশ করিতেছে। 'উপযোগ' মানে relation of co-efficient interaction : দুয়ে দুয়ের সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ।

বিজ্ঞানব্যবহারে যেমনধারা Principle of Screw, Spring, Spiral ইত্যাদি সব দরকার হয় ক্রিয়া-কারককে বস্তুবেধাদি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করার নিমিত্ত, তেমনিধারা বাকের দিক্ থেকে (সুতরাং প্রাণশক্তির) উবর্ণ। শক্ত কোন জিনিষে কীলা ঠুকিবে? স্ক্রুতে প্যাঁচ দিয়া সহজে হয় ; বাহিরও হয় সহজে উল্টাপ্যাঁচে। স্পাইরাল-স্প্রীং-ইত্যাদিও বেধবৃত্তিতে ভাবিয়া লইও। শক্তিমাত্রকে মন্থনী, ঘননীরূপে উর্জ্জিতরূপে এবং উদ্বর্ত্তনে পাইতে এই দুই

আকৃতির সবিশেষ উপযোগ। এ-দুটি ব্যতীত জড়ে, প্রাণে, অথবা মানসে কোন ছান্দসী ক্রিয়াও 'বাস্তবী' হয় না। 'একপেশে', 'ওপর-ওপর' (partial, abstract) থাকিয়া যায়। নেব্যুলার হাইপথেসিস্ ইত্যাদিতে স্পাইরাল্, এবং অন্যত্র স্প্রীং-এর তত্ত্ব চিন্তা করিও। প্রথমটি বিশেষতঃ উ, দ্বিতীয়টি ঊ। ওষ্ঠ্যবর্ণ—পূর্ব্বে এর আকৃতি (valve ইত্যাদি) কথিত হইয়াছে।

যে কোন স্পাইরালকে 'অসীম বিতানে' লইলে, তার যেটি অক্ষ, সেটি 'নাদ', এবং 'অসীম ঘননে' আনিতে পারিলে, সেটি হয় 'বিন্দু'। এই দুই কাষ্ঠা বা লিমিটের মাঝেকার সর্ব্ববিধ অবস্থানই 'কলা' (কলিত-ফলিত অর্থে—as evolved)।

'ইদ্ধ', 'অভীদ্ধ' আর 'উর্জ্জিতে'র মধ্যে ভেদ লক্ষ্য কর। ধর, রসায়নাগারে কোন উপযুক্তপাত্রে দুটি গ্যাস (H, O) লইয়াছ। উদ্দেশ্য বা ফল—জল। কারেণ্ট চালাইলে (ইদ্ধ), যাবং যে মাত্রায় দেওয়া আবশ্যক, তাও দিলে। অর্থাৎ, patency (charge), এবং তার উপযুক্তমান (volts)—potency—দুই-ই ঠিক আছে। তবু জল যদি না হয়? কি বুঝিবে? valency, কিনা, বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষার যে অনুপাত, সেটা ঠিক নেই। হয়ত' বা বস্তুই ঠিক তাই নেই, শুদ্ধ নেই। বস্তু 'শুদ্ধ' এবং তার 'প্রস্তুতি' ঠিক 'যোগ্য' হওয়া চাই। উর্জ্জিত হয় যদি বস্তু শুদ্ধ এবং প্রস্তুত থাকে।

জপাদি সাধনেও এই সূত্র নাও। প্রণবে যে উবর্ণ, সেটি সৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে উর্জ্জিত করে, প্রতিটি পদার্থকে তার বাস্তব সফলতায় তুলিয়া দেয়, যেমন, বীজকে তার পুষ্পে, ফলে। সব কিছুর উদয়ে এবং উন্মেষে একরূপে, বিলয়ে বা অন্তর্ভাবে অন্যরূপে। সেই বিবৃত-সংবৃতাদির কথা আবার মনে কর। একটা expanding, evolving, অপরটা contracting, involving. জপে এটি সাধন করিতে হয়—নিজের মধ্যে বিশ্বোদয় এবং বিশ্ববিলয়কে শুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছন্দ, সহজ ভাবে পাবার নিমিত্ত।

এইবার কারিকা—

ত্রিপদী বেধমুখ্যত্বে নিরোধস্যাপি বারণাৎ।
নিতরামূর্জ্জিতাশক্তিঃ স্বরিতিখ্যাতিমাগতা॥
গ্রন্থিত্রয়স্য চক্রাণাং ভেদনপাটবং যতঃ।
ক্রিয়াকারকয়োশ্ছন্দঃ ফলস্য চাপি পূর্য্যতে॥৩৪-৩৫

উবর্ণতে শক্তির আকৃতি (এবং ছন্দঃ) ত্রিপদী হইয়া থাকে। এটি 'স্বঃ' এই খ্যাতি আপন্ন। 'স্বঃ' তে 'ব', বস্তুমাত্রের অব্যাকৃত, সংবৃত রূপ—the store of potential power, of 'rest energy'. উবর্ণ 'ব' এর 'সম্প্রসারণ', কাজেই 'নিতরামূর্জ্জিতত্বরূপ'। চিচ্ছক্তি প্রাণ-ক্ষিত্যাদিরূপে ঘনতায় (বিন্দু, নাভি, কেন্দ্র, সংঘাত—ইত্যাদিক্রমে) আসিলে তবে 'বস্তু' হয়। শব্দের বর্ণরসায়নও তাই বলে। ঘনত্ব হইলেই বেধযোগ্য সংস্থা। এ ঘনত্ব কেবলমাত্র (জড়ে যেমন) three-dimensional, অথবা, timeকে ধরিয়া four-dimensional মনে করিলে চলিবে না। এ 'ত্রিপাৎ' বা ত্রিপদী আকৃতি সর্ব্ব বস্তুসংস্থাতেই মৌলিক। যেমন, কালে 'এখন' অকার, 'তখন' উকার, আর, এতদুভয়ের মধ্যে যে 'interval' (অন্তরিক্ষ), সেটি ইকার। সংখ্যায় Base, Index, Co-efficient বলা হইয়াছে। রেখায় ও যন্ত্রে তল, লম্ব বা অক্ষ এবং ঘনত্বের (substance dimensions এর) নিমিত্ত যেটি অথবা যে কয়টি 'বেধমান' আবশ্যক হয়। (একটা ইলেক্‌ট্রণের নিমিত্ত যদি তিনটি দিঙ্‌মান দরকার হয়, দুই বা ততোধিকের নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক দরকার হইয়া থাকে।)

গ্রন্থিত্রয়, এবং সাধারণতঃ চক্রকোষাদি সংঘাতের 'ভেদনে' উবর্ণের পাটব জানিবে। যেমন, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে 'জুঁ' বীজ। 'হুঁ' বীজ, 'দুঁ' বীজ, ইত্যাদি। আর, আগে দেখান হইয়াছে যে, ক্রিয়াবাধক ছন্দ দুটিকে ফলপ্রসবসমর্থ ছন্দে লইতে উবর্ণের উপযোগ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্ব্বের শব্দস্পন্দ (supersonic) দিয়ে অনেক অঘটন সংঘটন হইতেছে। এর ভিতরে যেগুলি বিশেষভাবে 'বস্তুকেন্দ্রীণ' (nuclear acting), সেগুলি সূত্রালোচিত উবর্ণের অধিকারে আসে। যথা, 'হুঁ ফট্' কেন্দ্রীণশক্তি বিদারণে (fission)। এদেশের রহস্যভাষায় যেটিকে সুষুম্নামার্গ এবং তার কেন্দ্রপরম্পরা (চক্র) বলা হয়, সেটি সূক্ষ্মগ্রামের শব্দস্পন্দ উৎপাদন এবং বিনিযোগ করার সবিশেষ উপযোগী 'যন্ত্র'। ওঙ্কারসহ 'লঁ' ইত্যাদি বীজদ্বারা এই স্বভাব-যন্ত্রটিকে স্বচ্ছন্দ-সমর্থ করিয়া লইতে হয়। উবর্ণ বস্তুনিমিত্তবাধা (নিরোধ) দূর করে। এতে সর্ব্ববিধ শক্তির ঊর্জ্জস্ব লক্ষিত হয়। এবং এটি 'ভুবঃ'।

জুঁ হুঁ দুমিতি বীজেষু বেধবজ্রং প্রকল্পয়।
ভুবস্তং যদুকারস্থ প্রণবে তচ্চ ভাবয় ॥৩৬

ঐ ঐ বীজগুলিতে 'বেধবজ্র' নিহিত, সুতরাং, জপাদি দ্বারা দধীচির অস্থি থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মত সর্ব্বনিরোধ ('বৃত্রাসুর') নিবারণের নিমিত্ত বেধবজ্র নির্ম্মাণ কর। আর, প্রণবে উকারের যে ভাবে 'ভুবঃ' এই রূপও রহিয়াছে, তাহাও তলাইয়া ভাবনা কর। প্রণবে ইকার স্পষ্টতঃ নেই, উকার আছে। প্রণবে এই 'উ' ভুবঃ এবং স্বঃ দুইকেই সম্মিলিত ভাবে লক্ষিত করে। এই সম্মিলিত ক্রিয়া 'ম'তে সর্ব্ববস্তুর মূলকেন্দ্র যে বিন্দু, তাতে সংস্পর্শ পাইতে চলে। সুতরাং, উকারে, সেস্থলে, অভীদ্ধ-উজ্জিত এই দ্বিবিধ শক্তিমান (power dimensions) আছে, এবং জপে দুটিই পাইতে হয়।

২১॥ ত্রিভিঃ সচ্চিদানন্দঘনত্বং যথাক্রমম্॥

পূর্ব্বোক্ত তিন মূলবর্ণে যথাক্রমে সৎ, চিৎ, আনন্দের ঘনত্ব লক্ষিত হয়। অর্থাৎ, অকারে সৎ, ইকারে চিৎ এবং উকারে আনন্দঘনত্ব বুঝিবে। বর্ণমাত্রেই ঐ ত্রিতয়ের ঘনত্ব সামান্যভাবে থাকিলেও, উবর্ণে বিশেষ ও মুখ্যভাবে। উকারে বস্তুমাত্রে তার বস্তুত্ব পুরা (শক্তির কেন্দ্র, নাভি, উৎস ইত্যাদি রূপে) পাইয়া থাকে। 'ঘনত্ব' বলিতে, সামান্যভাবে, অক্ষররূপ ব্রহ্মের ঘনীভাব।

> কণ্ঠ্যোঽকারঃ সদাত্মা হি তালব্য ইশ্চ চিন্ময়ঃ।
> ওষ্ঠ্য উকার আনন্দঘনত্বমক্ষরং ত্রিপাৎ॥
> সচ্চিদানন্দরূপত্বমোঙ্কারাদ্যক্ষরত্রয়ে।
> নাদঃ সন্ বিন্দুরানন্দশ্চিৎ কলেতি সমন্বয়ঃ।
> হ্রীমাদিসর্ব্ববীজেষু ব্রহ্মাক্ষরস্য গাঢ়তা॥—৩৭-৩৮

কণ্ঠ্যবর্ণ অকার সদাত্মা; তালব্য ইকার চিন্ময়; ওষ্ঠ্য উকার আনন্দ। অক্ষর ব্রহ্ম 'ত্রিপাৎ' হইলে (অ ই উ; নাদকলাবিন্দু; ইত্যাদি পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপে), 'ঘনত্ব' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। (ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর যে, আনন্দকে নিখিলবস্তুর 'হৃৎ' বলা হইয়াছে।) ওঙ্কারের অক্ষরত্রয়কেও সচ্চিদানন্দরূপে ভাবনা করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ওঙ্কারের উবর্ণে ই-উ দুই স্বরেরই সমাহার হইয়াছে; তন্মধ্যে, উদয়ে 'ই' এবং বিলয়ে 'উ' সবিশেষ বৃত্তিমান্ হয়। আর, 'ম' অর্দ্ধমাত্রার সেতুটি স্পর্শ করাইয়া দেয়। সেখানে নাদ-বিন্দু-কলা—এই ত্রয়ী সমবেতা, অর্থাৎ, একটা undifferentiated integrityতে রহিয়াও

differentiated হইতে চায়—অর্দ্ধাদিক্রমে ঋধ্যমান হয়। যাহা one and full measure, তাহা factional measure, incommensurable ইত্যাদিতে বিবর্ত্তিত হয়। নতুবা সৃষ্টিতে কোন প্রকারের সুষম পর্য্যায়ের (harmonic, symmetrical) বিবর্ত্তন সম্ভাবিত হয় না। এও দেখিবে যে, কোন অন্তরের ভাব (ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি···) গাঢ়ভাবে অপরকে দিতে ওষ্ঠ্য 'উ'—চুম্বনাদিরূপে। এখন, নাদ = সৎ, বিন্দু = আনন্দ, কলা = চিৎ—এই সমন্বয়টি বুঝিয়া লইবে। 'কলা' বলিতে এখানে 'বিমৃশ্যেক্ষণম্'। (যথা, কালীরূপে—শুদ্ধ অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ, এবং 'কলা' বা বিমৃশ্যেক্ষণং-সহকারে উক্ত পরমাধিষ্ঠান—এ দুটি ভাব বিশেষকরতঃ দেখিবে।)

শেষে, দেখিও যে হ্রীমাদি সকল বীজেই ব্রহ্মাক্ষর কিভাবে আপনাকে 'গাঢ়তায়' আনিয়াছে।

২২ ॥ ঋকা যা চর্ষণী ॥

'ঋকা' অথবা 'ঋ ৯ ক্' সংজ্ঞা দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত 'বিমর্শনী') 'চর্ষণী' হইয়া থাকে।

'চর্ষণী' মানে ?

চর্ষণির্লোক ইত্যেবমভীদ্ধত্বে তু চর্ষণী।
কর্ষণী লসিতা সাঽপি কলয়িত্রী চ সা ত্রিধা ॥
সম্বিচ্চ হ্লাদিনী জ্ঞেয়া সন্ধিনী চ যথাক্রমম্।
মহাসরস্বতী লক্ষ্মীঃ কালী চ মান্ত্রবর্ণিকে ॥
ঐঁ শ্রীঁ ক্লীমিতি বীজানি ব্রহ্মাক্ষরঘনানি হি।
ঘৃণিনৃসিংহকৃষ্ণাদি-নামানি চ স্মরেৎ সুধীঃ ॥—৩৯-৪১

'চর্ষণি' = লোক বা জন, এই মানে যদি নাও, তা হইলে ঈকারান্ত 'চর্ষণী' শব্দে লোকের অভীদ্ধ শক্তিমান সূচিত হইবে। অর্থাৎ, পূর্ব্বালোচিত বারাহী এবং নারসিংহী। ধর, তুমি এক 'জন', কোন এক 'লোকে' অবস্থিত। যদি বোঝ—তোমার অবস্থানটির শক্তিমান ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পর্ব্বে উন্নীত হইতেছে, এবং গ্রন্থি-সঙ্কটাদিরও নিরসন হইতেছে ('লোকস্'), তবে তুমি 'চর্ষণী' সংজ্ঞায় আসিলে।

'কৃষ্' ধাতু এই 'চর্ষণী'তে কিঞ্চিৎ 'লুকাইয়া' আছেন। এবং 'কৃষ্' এবং 'কৃষ্ণ'—এ দুটিকেও চিন্তা কর। ঋকারের গুণ অর্; তারপর, 'ণী'। ঌ কারের গুণ অল্। এতে লসিতা (হ্লাদিনী) বৃত্তি সূচিত হয়।

ঋ এবং ঌ দুটি বর্ণেই 'ঈ'স্বর অভীদ্ধ রহিয়াছে। অভীদ্ধ, কিনা অভিমুখে ইদ্ধ হইলে প্রশ্ন ওঠে—কার অভিমুখে, কতদূর অবধি, কোন্ পরিসীমায়? ঋ এবং ঌ এ দুই বর্ণে সেই পরিসীমা দেখাইয়া দেয়। তন্মধ্যে, পূর্ব্বেরটিতে বিশেষভাবে অগ্নি বা জ্যোতির পরিসীমা; দ্বিতীয়টিতে বিশেষভাবে সোম বা রসের পরিসীমা। লক্ষ্য কর যে—'কৃষ্ণ' নামে তিনটি মূর্দ্ধন্য সহযোগে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য—দুয়েরি পরিসীমা। 'নৃসিংহ' প্রভৃতি ইষ্টনামগুলিও ভাবিয়া দেখ। কালীবীজ ক্রীঁ এবং কামবীজ ক্লীঁ—বর্ত্তমান সূত্রদীপিকায় পুনশ্চ দেখিয়া লও।

এখন, পূর্ব্বকথিত চর্ষণীকে কর্ষণী, লসিতা এবং কলয়িত্রী—এইরূপ ত্রিধা ভাবনা করিও। আকর্ষণী বৃত্তিটি তিনেই সাধারণ রহিলেও, কর্ষণীতে বিশেষভাবে জ্যোতিঃ বা প্রকাশ; লসিতায় রস, এবং কলয়িত্রীতে সন্ধি এবং ছন্দঃ;—এইভাবে ধ্যান করিবে। কাজেই, প্রথমটি সম্বিৎ, দ্বিতীয়টি হ্লাদিনী, শেষেরটি সন্ধিনী। আপন বা যে কোন অনুভূতি (experience) লইয়া এই ত্রিধা আকর্ষণী (co-inhering plenum) ভাবনা করিও। যথাক্রমে, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মময়ীই যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ প্রভৃতি অক্ষরমূলগুলির 'মূলাধার' রূপে (পূর্ব্বোক্ত connecting, co-inhering plenum) রহিয়াছেন, এবং অক্ষরগুলি যে সেই ব্রহ্মাক্ষরেরই বিশেষ বিশেষ ঘনীভাব—এই সূত্রটি স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে বরাবর। এরূপ না হইলে অকারাদি অক্ষর সমাশ্রয় (ওঁ, হ্রীমাদি বীজ) পরমাক্ষরে লইবার উপযোগ পায় কি করিয়া?

'Plenum' কথাটাও লক্ষ্য করিও। কেবল বাকের দিক্ থেকে নয়, এই নিখিল সৃষ্টিতে 'ঐকান্তিক নিরাধার' (absolute vacuum) বলিয়া কিছু নেই। সব কিছুরই অধিষ্ঠান, আধার, আশ্রয়াদিরূপে যে বস্তু আছে, সেটি ব্রহ্ম। অধিষ্ঠানে এটি পরমাক্ষর। বস্তুর দিক্ থেকে ঐকান্তিক vacuum নেই; শক্তি বা Powerএর দিক্ থেকেও নেই; প্রশাসনের দিক্ থেকেও নেই।

ঋ ঌ—এ দুটি বর্ণ বিশেষ করিয়া পরমাক্ষর জ্যোতীরসে সব কিছুকে 'তুলিয়া' ধরিবার উপযোগ পাইয়াছে—Supreme 'Lever' Principles.

ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ—এই বীজ তিনটি কারিকায় কথিত হইল। ঋ ঌ—অক্ষরদ্বয় সাক্ষাদ্‌ভাবে ঐ বীজত্রয়ে নেই বটে, কিন্তু কর্ষণী, লসিতা এবং কলয়িত্রী এই ত্রিবিধা শক্তিরূপে অবশ্যই আছে। তিনটিই সামরস্যে তিনেই আছে, তথাপি প্রথমবীজে কর্ষণী, দ্বিতীয়ে লসিতা, তৃতীয়ে কলয়িত্রী বিশেষভাবে আছে বুঝিতে হইবে।

২৩ ॥ এচা ভূয়স্বেন বোধনী ॥

এচ্ (কিনা, এ ও ঐ ঔ এই চারিটি স্বরবর্ণ দ্বারা) ভূয়সীরূপে (ব্রহ্মাক্ষরের) বোধনী শক্তি এবং বৃত্তি বুঝিবে ॥

এচো ভূয়োঽপি বোধন্যঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহাঃ।
সমুৎপ্রাবাদিতো যোগাদ্ বোধনী স্যাচ্চতুর্ব্বিধা ॥
সম্বোধনীতি সংযোগাদুদ্‌বোধনী ভবেদুতঃ।
প্রেণ প্রবোধনী বোধ্যাঽববোধন্যতো ভবেৎ।
একারাদ্যক্ষরাণাঞ্চ চতুর্ণাং স্যাৎ ক্রমান্বয়ঃ ॥৪২-৪৩

একারাদি চারিটি স্বরকে ভূয়সীভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহা বোধনী-শক্তি চতুষ্টয় বলা হইল। সম্, উৎ, প্র এবং অব—এই চারি উপসর্গযোগে বোধনী চতুর্ব্বিধা—সম্বোধনী, উদ্‌বোধনী, প্রবোধনী, অববোধনী। এ, ও, ঐ, ঔ—এই চারিটি স্বরকে যথাক্রমে উক্ত চতুর্ব্বিধা বোধনী বুঝিবে।

বোধনী বুধ্ ধাতু থেকে। সুতরাং, বুদ্ধি বা ধীর এই সব মৌলিক বৃত্তি। 'বুদ্ধি' বলিতে শুধু Intellect অথবা Reason নয়, একথা আগে অনেকবার বলা হইয়াছে। ভাব (Feeling) এবং চেষ্টা (Willing)-র আলাদা কোন তত্ত্ব বুদ্ধি নয়। তবে বোধনীতে বোধ বা জ্ঞানের প্রাধান্য বিবক্ষিত, যেমন, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে গঙ্গার। সৎ-চিৎ-আনন্দে, সৎ, বিশেষভাবে, সর্ব্ববিধ চেষ্টা এবং ক্রিয়ার আধার ও গতি (লক্ষ্য); জ্ঞানের চিৎ; ভাবের আনন্দ। এইবার একারাদি চারিটি স্বর বুঝিতে সম্বোধনাদি উক্ত বৃত্তিচতুষ্টয়ী বুঝিতে হইবে। 'সম্বোধন' কথাটার মানে 'ডাকা'। জীবনে (এবং সাধনেও) চারটি মূল 'ভাব' (attitude) :—কোন কিছুকে 'ডাকিতেছি', তার কাছে 'যাইতেছি',

তাকে 'পাইতেছি', তাই 'হইতেছি'। এগুলি অবশ্য গ্রহণের ও হওনের দিক্। সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন বা ছাড়ার দিক্‌টাও থাকে। Affirm এবং attain করিতে গেলেই deny এবং detain করিতেও হয় কিছু।

এখন, এই· চারি মূল ভাবের সঙ্গে ঐ চারিটি স্বরকে মিলাইয়া লও। 'এ' ডাকে; 'ও' কাছে লইয়া যায়; 'ঐ' তার নাগাল ধরাইয়া দেয়; 'ঔ' তাতে মিলাইয়া দেয়। চাহিতে এবং ডাকিতে গেলে প্রাণ-চিত্ত-এবং বাক্—এ তিনই অভীষ্ট-অভিমুখে 'গড়াইয়া যায়' (flows out towards)। কিন্তু শুধু তার পানে 'গড়াইলেই' তো তার কাছে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ, কোন লক্ষ্য পানে (directed) গতি যে তাতে ঠিক যাবেই, এমন হয় না (বিশেষতঃ স্থষ্টির মধ্যম এবং অবম পর্ব্বে—second and third emergences)। গতিকে কোন প্রকার 'ছন্দোদীক্ষা'টি দিতে হয়। কেননা, ছন্দ ছাড়া কেহই স্বচ্ছন্দ ও সমর্থ হয় না। এই ছন্দোদীক্ষাটি ঘটায় কে? ওঙ্কারের আশ্রয় স্বর যে ও-বর্ণ, তাই। এর ফলে, যাহা কেবলমাত্র flowing out towards an object, সেটি হইল a rhythmic, harmonic movement.

এ-কার সম্বোধনে যে বোধনী শক্তি-বৃত্তি আরব্ধ হইল, সেটি বিষমাদি 'অপরা' স্থষ্টির কুক্ষিগত হইয়া (in the *ensemble* of secondary and final emergences) 'নীচে গড়াইবার' ('running down') ঝোঁক পায়। যেমন ধারা, কোন সানুনিম্নে, inclined plane এ গড়িয়ে যাওয়া। যেমন আবার, গাছের মূলে যে রস, সে তো স্বতই নীচের দিকে গড়াইতে চায়। কিন্তু গাছটি বাঁচিতে, বাড়িতে, ফলিতে গেলে কি চাই? উদ্‌বৃত্তি—উদ্‌বোধন। এটি ও-স্বর। এটি গাছের মূলে রসকে বলে—'আমি তোমাকে শুধু নীচে গড়াইতে দিব না, আবশ্যক মত, তোমাকে sucking, pumping এর ছন্দে লইব'; ও-স্বরের প্রসাদে বিশ্বে শক্তিস্পন্দ কেবল ইতস্ততঃ 'গড়াইয়া' চলে না; ঊর্ম্মি ইত্যাদি ছন্দোগ হয়। ছন্দোব্যতীত স্থষ্ট্যাদি হয় না। তাই ও-স্বরাশ্রয় প্রণব থেকেই স্থষ্ট্যাদি।

কিন্তু, 'এ' এবং 'ও' দুয়েই কি সর্ব্বার্থ সিদ্ধি? স্থষ্টি 'এ' স্বরে পাইল পদ্যমানতা—পাদ; 'ও' স্বরে পাদে অন্বিত হইল মাত্রা (ছন্দঃ)। এ দুয়ের দ্বারা কোন অভীষ্ট (End) আকলিত, সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, 'কলা'। মূলের রস তো স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিল, কিন্তু শাখা-পল্লব-মুকুলমঞ্জরী—

এসব ‘কলন’ চাই তো? এটি হইল ‘প্রবোধনী’—‘ঐ’ স্বর। ‘এ’ এবং ‘ও’—এ দুটিতে ব্রহ্মাক্ষরের ‘সৎ’ মুখ্যতা ; ‘ঐ’ স্বরে ‘চিৎ’ মুখ্যতা।

তথাপি (ঐ গাছের দৃষ্টান্তে) এখনও সফলতারূপ যে ‘কাষ্ঠা’, সেটি বাকি। পরিসীমায় সমস্ত কিছু আবেগ, গতিপ্রেরণা এবং এষণাকে লইতে চাই—‘ঔ’ স্বর। এটি, বিশেষভাবে, ব্রহ্মাক্ষরের ‘আনন্দ’ বা রসদিশারী ; জপে নাদবিলয়ে এই স্বরটিকে পাওয়া চাই। ইহা অববোধনী—পরিসীমায়, ধামে, কেন্দ্রে লইয়া গেল।

চক্রের দৃষ্টান্ত যদি নাও—‘এ’ চক্রের নেমিতে, তবে ছট্‌কাইয়া যাবার, ‘বিষমবৃত্ত’ (eccentric ইত্যাদি) হবার ঝোঁক আছে। যেমন, পূর্ব্বালোচিত—‘এনঃ’। ‘বরেণ্যং’-এও সেটি থাকে ; ‘বরেণীয়ম্’ হইলে সেটি নিবারিত হয়। ‘ও’-স্বর নেমিটিকে ঠিক ছন্দে বিধৃত করে। যেমন, গায়ত্রী প্রভৃতি জপে পাদগুলিকে ‘সুষম’ করিয়া রাখা। ঐ-স্বর অরসমূহকেও ধূঃ, অক্ষ এবং নাভি সম্পর্কে সৌষ্ঠবে ও সামর্থ্যে রাখে। এটি ব্যতীত কোন জীবকোষ (যেমন পুষ্পকোষ) স্বচ্ছন্দে ও সমগ্রভাবে উন্মেষ-বিকাশ পাইবে না। এই নিমিত্ত এটি প্রবোধনী। শেষকালে, নাভি বা মূলকেন্দ্র (রসভৃৎ, আনন্দহৃৎ) প্রাণপ্রাচুর্য্যে এবং ছন্দঃস্বভাবে ঠিক মর্য্যাদায় রাখিতে এবং মিলাইতে ‘ঔ’-স্বর। এই মিমিত্ত এটি অববোধনী।

কোন বস্তু বা ভাব তার ‘নেমি’ খুঁজিতেছে?—‘এ’ স্বর সেটি দেখাইয়া দেয়। নেমি এবং অরের সুষম ছন্দঃ বা সম্বন্ধ দেয় ‘ও’ স্বর। নেমি এবং অর উভয়কেই নাভিতে নিষ্ঠিত করে ‘ঐ’। আর, এ তিনকেই অখণ্ড সমগ্রে গ্রথিত-অন্বিত করে ‘ঔ’। ‘সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্’। ‘ঔ’ স্বর দ্বিবচনের সূচক। বস্তুতঃ এটি ব্রহ্মের অভিন্ন-যুগলত্ব, শিব-শক্তি-সামরস্য ইত্যাদির নির্দ্দেশ দেয়।

ব্যাকরণ বিধিতে (যথা, সুবন্তপ্রকরণে) ঙে, ঙসি ইত্যাদিতে এই স্বরগুলি যে কোথায় কি হেতুতে বিহিত হইয়াছে, তাহা তলাইয়া প্রণিধান করিও। সন্ধিপ্রকরণটিও মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ প্রাণপ্রযত্ন পরিচয় সূত্রেই চিনিতে ও বুঝিতে হইবে। Phonetics কে স্পন্দবিজ্ঞান, এবং সেটিকে আবার প্রাণব্রহ্ম-বিজ্ঞানের ‘আধারে’ না বুঝিলে তত্ত্বতঃ এবং সমগ্রতঃ কিছু বোঝাই হইল না। প্রাণ-পাদে সেরূপ আধার সবিশেষ বিবেচিত হইবে।

সামান্যতঃ, ‘এ’ বিশ্বে সমস্ত কিছুকে তার ‘তন্ত্র’ দেখাইতে যায় ; ‘ও’ তার

'যন্ত্র' (লেখ, রূপ, আকৃতি) ; 'ঐ' তার 'মন্ত্র' (এই নিমিত্ত, ঐঁ—বাগ্‌ভব, গুরুবীজ ইত্যাদি) ; 'ঔ' তার ব্রহ্মাক্ষরে যে বিন্দু-নাদ-কলা, তন্ত্র-যন্ত্র-মন্ত্রাদির অভিন্নমূলসংস্থা—সেইটি দেখাইয়া ও ধরাইয়া দেয়।

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের শ্রবণে 'এ', মননে 'ও', নিদিধ্যাসনে 'ঐ', এবং সাক্ষাৎকারে 'ঔ'—এ চারিটির সবিশেষ উপযোগ বুঝিবে।

ধর, ওঙ্কারজপে ঐ সাধনচতুষ্টয় সাধিবে। ওঙ্কারে আদৌ এই স্বরচতুষ্টয়কে 'মিলাইতে' পারা যায় কৈ ? সাধারণ বিশ্লেষণে অ, উ, ম তো মেলে। কিন্তু জপসাধনে ব্যাহরণের (এবং অনুধ্যানের) পূর্ণলেখটি (স্বরে এবং সুরে, ছন্দে এবং ভাবে) ক্রমে ফুটিয়া ওঠা চাই। ফুটিতে থাকিলে দেখা যাইবে যে—কেবল অ+উ যোগে 'ও' হইতেছে এমন নয় ; 'ই'রও অধ্যাহার হইতেছে ; অন্য 'স্বররসায়ন'ও হইতেছে। বস্তুতঃ, সঙ্গীতে মূর্চ্ছনাদির মত ওমাদির ব্যাহরণে অন্তর্গূঢ় সম্বাদী স্বরগুলিকে ফোটাইয়া তোলাই মুখ্য ও সামর্থ্যবিধায়ক কর্ম্ম। 'ব্যাহরণ' কথাটার (বি+আহরণ) আসল মানে এবং উদ্দেশ্য তো তাই। ওমে মাত্র ও-কারটি স্থূলগ্রামীণ (বৈখরী) ভাবে উচ্চারিত হইতেছে। সেটিকে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতরাদিগ্রামীণ (supersonic) না করিয়া তুলিতে পারিলে তো মধ্যমা-পশ্যন্তী-পরার প্রান্তেও উপনীত হওয়া যায় না। সেটি যথার্থরূপে 'সমর্থ'ও হইবে না। এই নিমিত্ত অন্তর্গূঢ় (implicit) সম্বাদী (congruent) স্বরগুলিরও সহায়কজাগৃতি (পূর্ব্বোক্ত উদ্‌বোধনাদিরূপে) আবশ্যক হয়।

চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্ট (খ)-তে (পৃঃ ২৫৭) 'এ'কে কলার 'ফলায়মান' (producing) আকৃতি বলা হইয়াছে, আর, 'ও' তার রূপান্তর। এ-ও বলা হইয়াছে যে, 'এ' বিশেষভাবে তলকে পাইতে চায়, আর, 'ও' বিশেষভাবে চূড়া বা crestকে। ঐ স্থলে 'ঐ' এবং 'ঔ'-র সামান্যতঃ প্রসঙ্গও হইয়াছে।

ধর, আদি-অন্তে উদয়-বিলয় প্রণবসহ ছয়টি পাদে গায়ত্রী জপ হইতেছে। ছয়টি পাদ যে ছয়টি সুষম উর্ম্মি আকৃতি তা বারংবার বলা হইয়াছে। কাজেই, পূর্ব্বলক্ষণমত, প্রতিটি উর্ম্মিতেই 'এ-ও' স্বরবৃত্তিদ্বয় স্ব স্ব ব্যাপারে সহযোগ করা আবশ্যক হয়। প্রতিটি উর্ম্মিতেই 'এ' সানুশূন্যকোটির স্পর্শটি দিবে, আর, 'ও' চূড়াপূর্ণকোটির। এ বৃত্তিদ্বয়ের সাহিত্য (composition) সুষম এবং সাধিষ্ঠ অনুপাতে থাকা চাই। আর সমগ্র গায়ত্রী জপটিকে যদি প্রয়াস এবং প্রপত্তি, এই দুই 'অর্দ্ধ' করিয়া দেখ.তো, প্রথমার্দ্ধে 'ঐ' এবং পরার্দ্ধে 'ঔ' বিশেষভাবে

বৃত্তিমান্ বুঝিবে। প্রথমটি সমস্ত কিছুকেই স্বচ্ছন্দে ঋতাধ্বনীন করার স্বর (এইজন্য চন্দ্রবিন্দুযোগে গুরুবীজ); পরেরটি সর্ব্বতোভাবে 'আত্মনীন' করার স্বর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে 'হ্রৌঁ' এবং 'হ্রৌংসঃ' বীজদ্বয়ের আলোচনা আবার স্মরণ কর।

চারিটি সার্ব্বভূমিক মূল প্রশ্ন এই চারিটি অন্তিম স্বরে উত্তর পাইয়া থাকে। প্রথম ('এ')—'কোনও তলে (plane বা levelএ) ফলায়মান হইব'। দ্বিতীয় ('ও') বলে—'বেশ, তবে একটা চূড়া ('target' বা 'crest') ঠিক করিয়া দিই তোমাকে—কোন একটা value or end.' তৃতীয় ('ঐ') বলে—'খাসা, কিন্তু তোমাকে কেবলি ঐ অবধি উঠিয়া পড়িয়া থাকিলে তো চলিবে না, তোমাকে কাষ্ঠা বা পরিসীমা দেখাইতেছি।' (গুরু দীক্ষায় এই কর্ম্মটি করেন, নয় কি?) শেষকালে, 'ঔ' বলে—'তাতো হ'লো, কিন্তু কোথায় তোমার অবসান, পূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা—ধ্রুব ধাম—সেটি মিলাইবে না?' এইটি 'প্রবোধের' পর 'অবরোধ'।

চারিটি স্বর উচ্চারণেও সম্বোধনী, উদ্‌বোধনী, প্রবোধনী এবং অববোধনী—এই বৃত্তিচতুষ্টয়ীকে ধ্যানে রাখিবে। কোন কিছুকে 'ডাকিতেছি', তাকে 'তুলিতেছি', 'জাগাইতেছি', এবং 'মিলাইতেছি' বা 'হইতেছি'।

'এ-ও' তে কলা, 'ঐ'-তে নাদ, এবং 'ঔ'-তে বিন্দু মুখ্যতায় রহে।

পরের তিনটি সূত্রে বিন্দু প্রভৃতির 'প্রতিযোগিতা' যে কিভাবে হয়, তা বলা হইতেছে।

২৪ ॥ অনুস্বারেণ বিন্দুপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম্ ॥

(পূর্ব্বোক্ত অকারাদি-ঔকারান্ত) স্বরগুলি যদি অনুস্বার (লক্ষণায় চন্দ্রবিন্দু এবং সোমমাত্রা) সংযুক্ত হয়, তবে তাদের বিন্দুপ্রতিযোগী 'কলাত্ব' সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

প্রতিযোগিত্বেন বোদ্ধব্যা নাভাবপ্রতিযোগিতা।
সাদৃশ্যেন বৃত্তিতা যা হ্যতথাত্বে যৎ তথাবিধম্॥
আংশিকত্বং কলাত্বেন যাহসাকল্যেন বৃত্তিতা।
নাদবিন্দুমধ্যগং যৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
তদক্ষরং কলাত্বেন ভাতীন্দুকলয়া সমম্॥

কামেন্দ্বর্কবহ্নিভেদৈশ্চতস্রঃ সন্তি বৈ কলাঃ।
বীচেশ্চক্রস্থ ধারায়া বিন্দুত্বাপত্তিরীহ্যতে ॥৪৪-৪৬

'প্রতিযোগিতা' শব্দে প্রায়শঃ কোন কিছুর অভাবের প্রতিযোগিতা বুঝান হয়। যেমন, 'ভূতলে ঘট নাই' স্থলে ঘটের অভাবের প্রতিযোগিতা আছে ঘটে, আর ঐ অভাবের অনুযোগী হইল ভূতল। এখন, সূত্রে 'বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব' শব্দে কি বিন্দুর অভাবের প্রসঙ্গ হইবে ?—না। তবে ? 'সাদৃশ্যেন বৃত্তিতা'—বিন্দুসদৃশ হইয়া থাকা বা বৃত্তিমান্ হওয়াই বুঝিতে হইবে। 'সদৃশ' মানে 'মতন'। এই 'মতন' বলিতে 'বিন্দুই' অথবা, যাহা বিন্দু-অধিকারে, বিন্দু-অনুগৃহীতভাবে, বিন্দু-সঙ্গতি-সমন্বয়ে আছে, তাহাই লইতে হইবে। এইটি অন্যভাবে বলা হইতেছে—'অতথাত্বে তথাত্বং যৎ'। বিন্দু যেরূপ সেরূপ নয় যাহা, সেটি 'অতথা'। এই অতথার মাঝে 'তথা' (বিন্দুরূপ, বিন্দুসদৃশ) হবার ভাবটি আসিলে বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব হইল—ধরিতে হইবে, বর্ত্তমান সূত্রে। ধর, 'অ' একটা স্বর। এমনি তো বিন্দুর মতন নয় (অতথা), কিন্তু 'অং' রূপ হইলে আর অতথা রহিল না, তথাই হইল। বরুণ অধিকারে যতক্ষণ, ততক্ষণ সব কিছু বেবিষাণ ইত্যাদি রূপ পাইতেছে, সোম অধিকারে আসিলে তাদের সূক্ষ্মতা এবং ঘনীভাব। অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু এবং সামান্যতঃ অনুনাসিকবর্ণে এই সোমাধিকরণ সুতরাং বিন্দু প্রতিযোগিত্ব (পূর্ব্বোক্ত অর্থে) আসিয়া থাকে।

বহির্বিশ্বে শক্তিবিকিরণ (radiation as waves, for instance) 'শক্তিকণ' (quantum) আকৃতিতে কেন আসে ; প্রাণপদার্থে এবং অন্তঃকরণ-পদার্থে কেন্দ্রীণ রূপটিই বা কেন—এ সমস্তই এই বিন্দুপ্রতিযোগিতা এবং পরের সূত্রে নাদপ্রতিযোগিতায় বুঝিয়া লইবে।

'কলা' বলিতে আদ্যাকলনী শক্তি অবশ্য এ স্থলে অভিপ্রেত নয়। 'অংশ', 'আংশিক' বিশেষণ তাই কারিকায় দেয়া হইয়াছে। 'অংশ' বলিতে কেবল 'part' or 'partial' ধরিলে হইবে না। বরং 'phase' শব্দটা নৈকটিক। এখন, স্বরগুলিকে শক্তিসামগ্রীর এক একটা 'phase' যদি মনে করা যায়, তা হইলে, অকারাদি যে কি অবস্থানে স্পন্দোর্মি (phase behaving as wave), আর কিসে স্পন্দকণ (phase behaving as quantum, corpuscle), তার সন্ধান এই সূত্রে এবং পরের সূত্রে দেয়া হইতেছে।

'Phase' আর 'Partial' এর মধ্যে তফাৎটা মনে রাখিও। প্রথমটিতে যেটি সমগ্র, সেটি খণ্ডশঃ না হইয়াও, তদ্বৎ ব্যাপারবান্ হইতেছে; যেমন জলে বা বাতাসে ঢেউ। এখানে, সমগ্রত্বের আধারেই খণ্ডবৃত্তি এবং ব্যাপার ঘটিতেছে। এবং আধারটা 'নেপথ্যে' চলিয়া যায় না। দ্বিতীয়ে, সমগ্রের সাথে সংযোগ রহিয়াছে বটে, তথাপি অংশ বা খণ্ডটিকে যেন 'সরাইয়া' আলাদা করিয়া দেখিতেছি। গানে কোন রাগের অন্তর্গত সম্পূর্ণ একটা 'তান' আর তার এক অথবা কতিপয় স্বর ('টুকরো') যেমন।

বিন্দুপ্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন যে কলাত্ব, তাতে কলার (যেমন, অং, আং ইত্যাদির) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। (ক) কলার বিতান (নাদরূপ) সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইয়া কেন্দ্রমুখীন হয় (lines of force and action convergent); (খ) সমস্ত কিছু কলায় যে অগ্নীষোমীয় মাত্রা বিদ্যমান, সে মাত্রার 'ঘনীভাব' ঘটে; স্বরে অনুনাসিকরূপে বিন্দুপ্রতিযোগিতা রহিলে, উক্ত ঘনীভাবে সোমাধিকবর্ণের মুখ্যতা থাকে। অন্যথা, অগ্নি বা তেজের ঘনীভাব মুখ্যতাও হইতে পারে। 'অ' বা 'ই' স্বরদুটিকে অনুনাসিকে বিন্দুমুখীন এবং তদ্ব্যতিরিক্তভাবে বিন্দুমুখীন—এই দুই আকারে পরীক্ষা করিয়া এই অগ্নি-ষোমীয় বিভেদটি বুঝিতে যত্ন কর। দুটিই বিন্দুর পানে যাইতেছে বটে, কিন্তু একের ঘনীভাবে 'সোমবিন্দু', অপরের ঘনীভাবে 'সৌরবিন্দু'; একটা 'রোচিষের' ঘনরূপ, অপরটা তেজঃ বা অর্চ্চির। ললাটাদি স্থলে জ্যোতিদর্শনেও, এই দ্বিবিধ ঘনীভাব বা বিন্দুমুখীনতা লক্ষ্য করিও।

জড়, প্রাণ, মন—সমস্ত প্রকারের সত্তাতেই শক্তির ঘন এবং কণ (massive, corpuscular) আকৃতি এই অগ্নিষোমীয় দ্বৈত-দ্বন্দ্বে (duality and polarityতে) থাকে। এদের সমতায় 'স্বস্তি'।

জড়শক্তির কেন্দ্রীণ বিশ্লেষণে যেটি 'অগ্নিরেতঃ' সেটি কালাগ্নিরূপে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু যেটি 'সোমনাভ', সেটি তো বিযুক্ত-বিধুর হইয়াই আছে! অথচ, ঐটি ব্যতীত প্রকৃত ঋদ্ধি-সৃষ্টি নেই, শান্তিপুষ্টিও নেই। ব্যবহিত, প্রতিহত সোমস্পন্দগুলির সৌম্য-সমর্থ 'সাড়া' মিলাইতে হইবে। প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা এবং তার সমাধান চিন্তা করিও। 'স্ত্যান'ভাব থাকিলে—প্রাণ এবং মনের স্ফুরণে এবং উদ্বর্ত্তনে—অগ্নিমাত্রার ঘনীভাব আবশ্যক; 'রাজসবিক্ষেপসহভুবঃ'গুলি বর্ত্তমানে সোমের।

এ কথা মনে রাখা চাই যে, কোন কলার (যথা, স্বর) কেন্দ্রীণ, নাভিনিষ্ঠ, সংহত ভাবটি পাইতে গেলে ঐ বিন্দুপ্রতিযোগিত্ব লক্ষণটি থাকা চাই—one-pointedness. 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' থেকে সুরু করিয়া নিম্নে কোন প্রকারের অণু বা বিরাট্ material system বা power *ensemble* উদ্ভবে ঐ লক্ষণের সদ্ভাব চাই।

(গ) তারপর, কলার এবম্প্রকার বিন্দুপ্রতিযোগিতা বস্তু, ছন্দ, শক্তি, আকৃতি—এই চারিটি অনুবন্ধেই পরীক্ষা করিযা দেখিতে হইবে। যথা, গায়ত্রীতে এটি ভাবিয়া দেখ। 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং'—বস্তুকে বিশেষভাবে পরমজ্যোতীরসে বিন্দুতে লইয়া যায়; 'ধীমহি'তে ভর্গোরূপা শক্তিকে; উদিতনাদসহ ব্যাহৃতিত্রয় আকৃতিকে; এবং 'ধিয়োযোনঃ' ইত্যাদি বিলীননাদ ছন্দঃকেও। এর মধ্যে ব্যাহৃতিত্রয় বিশেষ করিয়া গায়ত্রীর ব্যাহরণের যথার্থ-রূপটি দেখাইয়া দেয়। অর্থাৎ, ব্যাহৃতিত্রয়ই দেখাইয়া দেয়—"এই যে নাদ উদিত হইল 'ঐ'-থেকে, সেটি দেখ এইরকমভাবে আবার 'ঐ'-তে ফিরিবে, তোমাকে জ্যোতীরসের এবং সেটিকে ধ্যানে মিলাইবার শক্তির সন্ধান দিয়া।"

কলার আংশিকত্ব অর্থে সমগ্রের সঙ্গে বস্তু ইত্যাদিতে সংযোগসত্ত্বেও 'অসাকল্যবৃত্তিক'—সকল নয়, এইভাবে ব্যবহার এবং ব্যাপারবান্ হওয়া—A phase-like behaviour and appreciation. তাই কারিকায় বলা হইতেছে—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তু, আপনাকে নাদ এবং বিন্দু, এই দুটি মূলভাবে আদৌ 'কলন' করতঃ তাদের 'মধ্যগ' হন, এবং সেইরূপে ঐ দুই পরিসীমার মাঝে অংশক্রমাদিও কলন করেন। Perfect Continuum আর Perfect Point এর মাঝে phase, aspect, partial, series, grade ইত্যাদি। এটিকে 'ঋধ্যমানতা' বলা হইয়াছে অর্দ্ধমাত্রাদি প্রসঙ্গে। এর ফলে আদ্যা, নিত্যা, পূর্ণা যে অক্ষরকলা, সেটি ইন্দুকলার মত ক্ষরভাবাপন্ন হইয়া অংশ-ক্রমাদি বিশেষণবিশিষ্টরূপে 'ভাসিত' হন। আদ্যকলনে যে দুটি 'মিথুন' হইল (ধারা এবং বিন্দু), সে দুটিও নিত্য এবং অক্ষর। কিন্তু এ দুই অক্ষরপরিসীমার 'মধ্যে' যে কলা আসিল, সেটি ক্ষরাদিরূপ আপনাতে পাইল। যেমন, গণিতে শূন্য আর অনন্তের মাঝে যে কোন 'ক্রম'।

এই প্রসঙ্গে কলা-নাদ-বিন্দু, নাদ-কলা-বিন্দু এবং নাদ-বিন্দু-কলা,—এই তিনে 'কলা' তত্ত্বকে তিনরূপে পরিচয়ে পাও। প্রথমটিকে বল, আদ্যাকলা,

শেষেরটিকে 'অন্ত্যা', আর, মাঝেরটিকে 'মধ্যমা'। এ তিনের প্রথম ও শেষেরটি 'অব্যক্তা', মধ্যেরটি 'ব্যক্তা' ('অব্যক্তাদীনি ভূতানি······')। এ তিনেরি অতীতা পরমাব্যক্তা (ব্রহ্মরূপা মহামায়া)। প্রথমটি নিখিলমন্ত্রের মূল ; শেষেরটি, নিখিলযন্ত্রের ; মধ্যেরটি, সর্ব্বতন্ত্রের (বিশেষ অর্থে)। বৃক্ষের গোড়াতে বীজ, ফলেও (অর্থাৎ শেষে) বীজ ; মাঝখানে বৃক্ষাকৃতির উদ্‌বর্ত্তন।

কারিকার শেষের শ্লোকটিতে এই মাধ্যমী কলাকে চতুর্ধা দেখান' হইতেছেঃ—কাম, ইন্দু, অর্ক, বহ্নি কলা। সকল রকম সৃষ্টির বিন্দুকেন্দ্রে যে কলা স্থিতা, সেটি কামকলা (Basic Desire to-be-and-become)। সেটি 'নাভি' (evolving and organising Nuclear Pattern) হইলে, অর্ককলা। সেটি নিজেকে প্রসার-পরিকল্পিত করার নিমিত্ত অররূপ লইলে (evolving and designing power-pattern), হয় বহ্নিকলা। আর, স্বচ্ছন্দ-সৌম্যমানে নেমিরূপটি পরিগ্রহ করিলে হয় ইন্দুকলা। এইখানেই বিশেষ করিয়া আংশিকত্বাদির 'আভাস' লক্ষিত হয়।

এইস্থলে 'বীচি', 'চক্র', 'ধারা'—এ সব আকৃতি আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রতিটিতেই বিন্দুপ্রতিযোগিতা এবং নাদপ্রতিযোগিতা—এই দুটি ভাব যুগপৎ লক্ষ্য করিবে। যেমন, ধারায় একটা Now-line ('এখন' এর ধারা), আর একটা Here-line ('এইখানে'র ধারা)। দুটি ধারা মিলিতেছে (Now-here point) বিন্দুপ্রতিযোগিতায়। এই বিন্দুতেই নিখিল ব্যবহারিক অনুভবের প্রতিষ্ঠা। অতীত-অনাগত, দূর-অন্তিক সমস্ত কিছুই 'এই'-তে আসিয়া বলে—'এই দেখ, আছি ; এই দেখ নাই'। বিন্দুকাষ্ঠায় পূর্ণ ও শূন্য। পরের সূত্র দুটিতেও কলাপ্রসঙ্গের অনুসরণ হইতেছে।

২৫ ॥ বিসর্জ্জনীয়েন নাদপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম্ ॥

বিসর্গের দ্বারা নাদপ্রতিযোগী যে কলাত্ব, সেটি হইয়া থাকে।

বৈপরীত্যং বিসর্গেণ নাদসাদৃশ্যভাবনাৎ।
সঙ্কোচয়ত্যনুস্বারো বিসর্গেণ বিতায়তে ॥
বিন্দুবর্গান্বয়ঃ পূর্ব্বশ্চায়ং নাদকুলান্বয়ঃ।
অবীচের্বীচিরূপত্বং কেন্দ্রিণশ্চক্রতা যতঃ ॥৪৭-৪৮

বিন্দু এবং নাদ—এ দুটি তত্ত্বকে ঠিকভাবে ধ্যানে রাখিয়া তবে 'বিসর্জ্জনীয়' বা বিসর্গকে বুঝিতে হইবে। বি+সৃজ্,—এটি কি বুঝায়? আবীরূপে, 'বহিঃ' (unfoldingly), বিবিধ, বিচিত্র সৃষ্টি যাতে হয়, সেটি বিসর্গ। (দেবতা-প্রতিমার 'বিসর্জ্জনে' সমাহৃত, আহূত, ঘনীভূত দ্যৌঃ-শক্তি পুনশ্চ তদ্রূপে, অর্থাৎ, দ্যৌস্তত্ত্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়; 'নিরঞ্জন' কথাটাও অনুরূপভাবে চিন্তা করিও।) বিন্দু = Perfect Potency, এবং নাদ = Perfect Patency, এই সংক্ষেপ-সমীকরণদুটিও মনে রাখিও। অনুস্বার সমস্ত কিছুকে 'সঙ্কোচন'পূর্ব্বক কেন্দ্রীণতায় আনে; বিসর্গের দ্বারা বিতান (exfolding, expansion) ঘটে। সুতরাং, দুটিতে বৃত্তিবৈপরীত্য আছে।

এই নিমিত্ত অনুস্বারকে 'বিন্দুবর্গান্বয়' এবং বিসর্গকে 'নাদকুলান্বয়' জানিবে। বিন্দুবর্গে অন্বয় রাখে যাহা, আর, নাদকুলে অন্বয় রাখে যাহা—এইভাবে মানে করিও। 'বর্গ' এবং 'কুল' শব্দদুটি সাঙ্কেতিক। প্রথমটি কোন শক্তিকে 'বৃ' এই আকৃতিতে লইয়া চলে (গ)। 'বৃ' মানে অব্যক্তঘনীভাবকাষ্ঠা (limit of potency)। 'কুল' মানে—যেটি ব্যক্ত (ক), সেটিকে তার বেধমানে (উ)—latency factorএ—যেটি লয়ের দিকে লইয়া চলে, অর্থাৎ, latencyকে patencyতে 'আবিষ্কৃত' করে। বীজ যৎকালে অঙ্কুরাদিরূপ পায়, তখন সে 'কুল' আকৃতিতে আসে; যখন আবার ফলে বীজটি হয়, তখন 'বৃ' বা বর্গ। (বৃ+জ্) এর ভাব বর্গ।

বহিঃক্ষেত্রে যে কোন শক্তিকেন্দ্র (source) থেকে শব্দতাপাদিরূপে শক্তিবিকিরণ হইলে 'বর্গবৈপরীত্য' (Inverse square law) যে কেন খাটে, তা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখ। 'ব' এবং 'ক' এই দুই বর্ণে, 'গ' এবং 'ল'-এ, ঋ-স্বরে এবং উ-স্বরে—ঐ শব্দ দুটিতে ধ্যান দিয়া রহস্য ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আগে 'কুল' শব্দটিকে ব্রহ্মবাচকও বলা হইয়াছে কি অর্থে, তাও এস্থলে ভাবিয়া দেখিও। সেখানে ক = সুখ বা আনন্দ; উ = আপন বেধমান বা গুহাহিতভাব; ল = সে ভাবটিকে লয়ে দেখাইতেছেন, অর্থাৎ, 'ভূমৈব সুখম্' আকারে।

নাদপ্রতিযোগী যে কলা, সেটি অবীচিকে বীচি আকারে মেলিয়া ধরে, নাভিকে অর-নেমি ইত্যাদি আকারে।

পরের সূত্রটি বলিয়া, মন্ত্রাদিতে এদের বিনিয়োগ সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ বলা হইবে।

পরেরটি নাদবিন্দুকলার সমাহার সূত্র।

২৬ ॥ ইন্দুবিন্দুনা নাদবিন্দুপ্রতিযোগিত্বেন কলাত্বম্ ॥

ইন্দুবিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) দ্বারা নাদবিন্দু—এতদুভয় প্রতিযোগী (পূর্ব্বব্যাখ্যাত) যে কলাত্ব, সেটি লক্ষিত হয়, বুঝিতে হইবে ॥

ইন্দুবিন্দৌ স্থিতে মৌলাবক্ষরস্য দ্বিধান্বয়ঃ।
সিন্ধুত্বং নাদভাবেন বিন্দুত্বং বিন্দুভাবনাৎ ॥
যুগ্মশক্তিযৌগপদ্যাজ্জায়তে যো মহামনুঃ।
ওঙ্কারঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ কৃৎস্নবীজপ্রদঃ পিতা ॥৪৯-৫০

অক্ষরের মৌলিতে (শীর্ষে) চন্দ্রবিন্দু থাকিলে সে অক্ষর-কলার দ্বিবিধ 'অন্বয়' হইয়া থাকে। একটি নাদপ্রতিযোগী অন্বয়; অপরটি বিন্দুপ্রতিযোগী। একটিতে কলার সিন্ধুত্ব; অপরটিতে বিন্দুত্ব। অর্থাৎ, কলা (Powsr-phase) একাধারে সিন্ধু-বিন্দু (মহান্ ও অণু) ভাবাপন্ন হয়। Expansive and Continuum phase আর Intensive and Point phase একত্র সমন্বিত হয়।

এবম্বিধ যুগ্মশক্তি (শক্তি নাদরূপা এবং শক্তি বিন্দুরূপা) যৌগপদ্যে (co-existence এ) আসিলে যে মহামনু আবির্ভূত হন, তিনি ওঙ্কার। ইনি নিখিল-বীজপ্রদ পিতা।

এইতো গেল কারিকার সোজা মানে। সূক্ষ্মভাবনার জন্য অর্দ্ধমাত্রাসূত্র এবং পূর্ব্বখণ্ডের অর্দ্ধমাত্রাষ্টকমে ধ্যান দাও। ইন্দুবিন্দুকে মৌলিতে না পাইলে কলা পরা এবং পরমা যে অর্দ্ধমাত্রা, তৎসংশ্রয়ে আসে না। এবং ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার স্বয়ং ইন্দুবিন্দু মৌলিতে ধরিয়া অর্দ্ধমাত্রার এই পরা এবং পরমা বৃত্তিদ্বয় দেখাইয়াছেন, আর, সেই নিমিত্ত নিখিলসৃষ্টিতে 'বীজপ্রদঃ পিতা' হইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহং বীজপ্রদঃ পিতা'। এই 'অহং' টি কি বস্তু? নাদ-কলা-বিন্দু—এই তিনকে অভিব্যক্তিতে আনে যেটি, স্বয়ং তদতীত (trans-

cendent) রহিয়াও। ('অহং' এর বর্ণরসায়নেও তাই বলে।) সেটি পুনশ্চ কি ?—'ওঁ'। 'ওম্' শুধু হইলে সেটি পূরা তাই হয় না। মৌলিতে ইন্দুবিন্দু ধারণটি আবশ্যক।

নাদঃ পুমান্ কলা স্ত্রী চ সর্গস্তয়োশ্চ মৈথুনাৎ।
বীজং বিন্দুর্যতো মাতা জায়ন্তে চ পিতা সুতঃ ॥৫১

আগে যে পিতার প্রসঙ্গ হইল, তাতে মাতা এবং অপত্যের প্রসঙ্গও অধ্যাহৃত হয়। তাই উপরের শ্লোকে বলা হইতেছে সর্গ বা সৃষ্টি (বিসর্গ) নাদরূপী পুরুষের আর কলারূপিণী স্ত্রীর মৈথুনে সম্ভাবিত হয়। মৈথুনে যে বিন্দু, তাহাই নিখিল সর্গের বীজ। শঙ্কা হয়—তবে বিন্দুবীজ, অর্থাৎ, পরব্রহ্মের বিন্দুভাব, পরভবীয়—পরে হইল, সর্ব্বসৃষ্টির মূলে, আদিতে, উপক্রমে নেই ? তা যদি হয় তো, বিন্দুস্বরূপের অন্যথাপত্তি। সেইজন্য বলা হইল—ব্রহ্মের সিসৃক্ষা কামরূপ (will-to-be-and-become) বিন্দু, অপর কিছু থেকে জাত নয়, তার অপর বীজ অথবা কারণ নেই। যদিও ব্যবহারে এরূপ মনে হয় যে বীজটি পরে আসিল—যথা, বৃক্ষের ফুলে বা ফলে বীজ। অতএব, পিতা, মাতা, সন্ততি—এ তিনেরি বীজরূপে বিন্দু বিদ্যমান। শ্রুতিতে, আগমে তাই অনেকস্থলে একটি তত্ত্বকে জন্য-জনক দুই ভাবেই বলা হয়। অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি ; নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ ; ইত্যাদি। অমাত্র বা বা মাত্রাতীত যে পরমতত্ত্ব, সেটি অর্দ্ধমাত্রা হন আদৌ (as logical precondition or premise) আপনাকে এক, পূর্ণ, শূন্য—এই মাত্রাত্রয়ীতে লইয়া। ওঙ্কারের 'অ' রূপে একমাত্রা, 'উ-ম'তে পূর্ণমাত্রা, এবং তদন্তে শূন্যমাত্রা পরিগ্রহ করেন, তাই ওঙ্কার ব্রহ্মের বাক্। ওঙ্কারাদি সকল বীজেই নাদ বিন্দু থেকে আবির্ভূত হয়—'এক' মাত্রায় ; সে এক নিজেকে 'পূর্ণ' করে উকারাদি কলা-সহকারে, অথবা 'কেবল' রূপেই ; অন্তে নিজেকে বিন্দুলীনতায় 'শূন্য'ও করে।

এইবার স্বরের উপসংহার সূত্রগুলি আসিতেছে :—

২৭ ॥ স্বরিতি স্বরাঃ সর্ব্বসবিতৃত্বাৎ ॥

স্বর নিখিলের 'সবিতা' বলিয়া 'স্বর্' এই ব্যপদেশে আসিবে ॥

স্বঃ সুবরিতি নৈরুক্তাৎ সবিতারঃ স্বরা ইমে।
স্বরো ব্যঞ্জনবর্গস্থ ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়ঃ ॥৫২

'স্বর্' এবং 'সুবর্'—এ দুয়ের নৈরুক্ত, কিনা, নিরুক্তিঘটিত এবং ব্যবহারিক অভেদ মনে রাখিয়া 'স্বর'কে 'সবিতা' ভাবনা করিতে হইবে। 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ'—এ দুয়ের আকৃতি আগে পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথমটিতে 'ব'= কেবল অব্যক্ত (potential); দ্বিতীয়টিতে উহা 'উ-ব' (ব্যক্তাব্যক্ত) মিথুন (polar) আকৃতি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত সবিতৃত্ব (Power as creative *elan*) সম্ভাবিত হয় না। 'স্বরে' অন্ত্য অ-স্বরে সবিতার অক্ষর-সামান্য যে 'আধার', সেটির বিস্তার হইল। সঙ্গীতে যেমন স্থায়ী সুরটিকে বাঁধিয়া দেয়া হইল। 'স্বর্' আর 'স্বর' উচ্চারণ করিয়া দেখ।

বাগ্ব্রহ্মের সবিতৃত্ব স্বরে অভিব্যক্ত, যথা, গানে সা, ঋ প্রভৃতি শুদ্ধ এবং মিশ্র স্বরে। সৃষ্ট্যাদি স্বরোদ্ভবা, স্বরপূর্ব্বিকা। সৃষ্টির উপক্রমে মধুকৈটভভয়ে ব্রহ্মা যে স্তবটি করিতেছেন, সেটি অ, আ, ঈ, উ প্রভৃতি স্বরের সাধনা— লক্ষ্য করিও। গানবাজনায় 'আলাপে' যেটি করিতে হয়। স্তবটি ঐভাবেই পাঠ করা উচিত (সাধারণভাবে 'গেয়' হইলে, সেটি হইবে না)। স্বরকে অবশ্য কেবল অথবা মুখ্যতঃ বৈখরীবৃত্তিতে বুঝিলে গোড়ার কথা বুঝা যাইবে না। 'হৃদিস্থিতা' মধ্যমাবাকের 'ধুর্' সমাশ্রয় করিতেই হইবে।

এই স্বর ব্যঞ্জনবর্গের ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়। 'ব্যপেক্ষা' বলিতে সবিশেষ অপেক্ষা। প্রতিটি অক্ষরে, সুতরাং স্বরে, নিখিল ক্ষরাক্ষর সামান্যভাবে নিপুটিত (enfolded) অবশ্যই আছে। কারুর সামান্যভাব নেই। কোন পদার্থেই নেই। তবে, বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি বিশেষ বিশেষ অভিব্যঞ্জকের অপেক্ষা রাখে। যেমন, রসে বা পারদে কি স্বর্ণ নেই? আছে, আণবসংখ্যামানটি (Atomic Number) 'সংবৃত' করিয়া আছে। 'বিবৃত' করিয়া লও। ঠিক ঠিক সংখ্যামানটি মিলাইয়া দাও। এটি মন্ত্রমান। অঙ্গারকে হীরক করিতে আকৃতি বা লেখমান বদ্লাইতে হয়—অর্থাৎ, যন্ত্রমান। আর, উপযুক্ত তন্ত্রমানতো সাথে রহিবেই। তন্ত্র বা ক্রিয়ামানের সাধারণ নাম যদি দাও 'ছন্দঃ', তবে—

২৮ ॥ **ছন্দঃ সহগত্বেন** ॥

ছন্দঃ বা ক্রিয়ামানকে সহগ পাইয়া স্বর হয় সবিতা ॥

অন্যাপেক্ষা তু তত্র স্যাৎ সামর্থ্যং ছন্দসা সহ।
ছন্দসোঽপি চতুষ্পাত্ত্বং মাত্রাতানলয়স্বরৈঃ ॥৫৩

পূর্ব্ব সূত্রে স্বরকে ব্যঞ্জনের সম্পর্কে 'ব্যপেক্ষাবিরহাশ্রয়' ভাবে বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন—স্বরের নিজের জন্য কোন অপেক্ষা নেই—অন্যাপেক্ষা? তা অবশ্যই আছে। অধিষ্ঠান, আধার, আশ্রয় ইত্যাদির অপেক্ষা 'সামান্য' অপেক্ষা; এতদ্‌ব্যতীত 'বিশেষ' অপেক্ষাও আছে। এই বিশেষাপেক্ষা মান এবং মেয়—এই দুই দৃষ্টিতে করা যায়। কোন কারণবশতঃ স্বর তার আপন 'মান' (measure) পাইতেছে, অর্থাৎ, মেয় হইতেছে। যেটি নিত্য, মানাতীত, সেটি 'ঘটনা' এবং মানযোগ্য হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; পরন্তু এটি অপরাপর ঘটনা (measurable event) সম্পর্কে 'মান'ও হইতেছে। বাগ্‌ব্রহ্মের স্বর আদি অভিব্যক্তি; এবং অভিব্যক্ত স্বর নিখিল ব্যঞ্জন (manifest) সম্পর্কে 'মানদ'।

মানদ হইতে গেলে 'সামর্থ্য' থাকা বা আসা চাই। ছন্দঃ সহকৃত হইয়া এই মানদ সামর্থ্য আসিয়া থাকে। 'ছন্দঃ' বলিতে এস্থলে বিশেষভাবে তন্ত্র বা ক্রিয়ামান। স্বরের দ্বারাই নিখিল সৃষ্ট্যাদি সম্ভাবিত হয় বটে, কিন্তু স্বরে যোগ্য ছন্দঃ অথবা ক্রিয়ামান থাকা চাই। ক্রিয়ামান = efficiency factor; পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে যে 'সমর্থশব্দ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তার 'সামর্থ্য' নিরূপিত হয় মুখ্যতঃ ছন্দো দ্বারা। এইজন্য 'ছন্দসা' সৃষ্টি ইত্যাদি। জপব্যাহরণে স্বর 'ছন্দসা' প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

'ছন্দসা' না হইলে কোন শক্তিপিণ্ড (Energy mass or material) সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত হয় না; সুতরাং, 'সমর্থ'ও হয় না। জপব্যাহরণে বাক্ প্রাণ এবং চিত্ত—এ তিনেরি স্পন্দ বিন্যাস-উপযোগে আসা আবশ্যক। এ তিনের অন্যোন্যভাবিত্বও (co-efficiency) মনে রাখিতে হয়। তাই সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে বলা হইতেছে—

ছন্দঃকে চতুষ্পাৎ বুঝিতে ও পাইতে হইবে:—মাত্রা, তান, লয়, স্বর।

এগুলি সঙ্গীতের 'অঙ্গ' হইলেও, সার্ব্বভূমিক—সর্ব্বভূমিতেই প্রযোজ্য। যেমন, গায়ত্রী জপে। এখানে স্বর=নাদ (এটিও আবার বৈখরী প্রভৃতি ভেদে চাতুর্ভূমিক); লয়=পাঁচটি শূন্য স্থলে স্পর্শলয়, এবং বিন্দুস্থলে সংস্পর্শলয়; তান='ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাকার চারিপাদে অক্ষরকলা বিতান; মাত্রা=উদয়-বিলয় প্রণব-দ্বয়সহ ছয়টি পাদে চারিটি (অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট) মাত্রা। 'কালী', 'তারা', 'গোবিন্দ', 'রাম'—যে মহানামই গ্রহণ করি, তাতে ঐ চতুষ্পাৎ ছন্দঃকে মিলাইয়া লইতে হয়। চতুষ্পাৎ ছন্দঃ সহকৃত না হইলে স্পন্দধর্ম্মী কোন কিছুরই 'স্ব+ভা+ব+ন' যোগটি ঘটে না। যেটি 'ভাবয়িতা' (producing factor), সেটি, ছন্দঃ সহায় না পাইলে অভাবের দিকে গড়াইয়া যায়। এই নিমিত্ত মন্ত্রাদির যথার্থ 'উদ্ধার' (এবং 'চৈতন্য') সংসাধিত হয় না।

এই কথাটি একটি শ্লোকে বলা হইতেছে :—

স্বরাত্নুদেতি হি স্বত্বং ভাতি তানাদ্ বিশেষতঃ।
মাত্রায়া বিন্দতে মানং লয়াদ্ ভবতি নিষ্ঠিতম্ ॥৫৪

যেটি 'স্ব', সেটি স্বরে উদিত হয়; তানে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়; মাত্রায় তার মান-মর্য্যাদা এবং সামর্থ্য লাভ করে; আর, লয়ে সেটি 'নিষ্ঠিত' হয়। (এই শ্লোকে স্ব+ভা+ব+ন, এইগুলি যথাক্রমে আহরণ কর, এবং বুঝিয়া লও।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'আনন্দ' নিখিল বস্তুর 'হৃৎ'। সুতরাং, ছন্দঃ আনন্দের আকলন। আনন্দ আর প্রাণের সম্বন্ধও ভাবিয়া দেখিও, কেননা, পূর্ব্বে আবার ছন্দঃকে প্রাণের 'ব্যাকরণ' বলা হইয়াছে। অস্তি-ভাতি আপনার 'হৃৎ' অথবা রস-স্বরূপে 'অভিমুখীন' হইলে, 'আনন্দজাগৃতি' বা 'আনন্দ-সংবিৎ' হয়, এবং আনন্দের এই নিজ-সংবেদনই প্রাণ। প্রাণস্বরূপেই আনন্দ বলে—'এই যে আমি অস্তি-ভাতিতায় রহিয়াছি; এই দেখ, আমি কেবল, যুগল হইব, যূথ হইব; লীলারসিক হইব; আর, যুগল-যূথাদিরূপে আমার যে আত্ম-আকলন, তাহাই হউক ছন্দঃ।'

যেমন, বীণায় একটি তার পরাইয়া একতারা; তারপরে, তাতে দুই, তিন ইত্যাদি তার পরাইলাম; পরদা, ঘাট—এসব বাঁধিলাম। এতে স্বর বা সুর-বস্তু স্বর, তান, মান, লয়—এই চতুরঙ্গে নিজেকে বহুধা-বিচিত্র আকলন করিল।

জপাদি সাধনেও নিজ 'যন্ত্র'টিকে ঐ বীণার মত স্বরসম্বিতে এবং আলাপন মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া সাধিয়া লওয়ার যত্ন করিতে হইবে। আনন্দ বা রসবস্তুই 'স্বর'; প্রাণরূপে 'স্বর' হয় 'স্বর'; আর, ছন্দে 'স্বর' হয় 'তান, মান, লয়'। তাই পরের সূত্রে 'আনন্দ' তার অক্ষরমাত্রায় প্রদর্শিত হইতেছে :—

২৯ ॥ আনন্দাক্ষরমাত্রাভিঃ ॥

'আনন্দের' অক্ষরমাত্রার অনুগ্রহে স্বর (ছন্দঃসহকৃত) 'সবিতা' হইয়া থাকে ॥

সপ্তস্বরাদয়ো বস্তু মাত্রা দধতি কালিকম্।
তানাস্তু দৈশিকং ব্যাপ্তের্লয়াশ্ছন্দঃ সমঞ্জসম্ ॥
আনন্দ ইতি শব্দেন ততির্যতিদ্রু্তিঃ ক্রমাৎ।
সংহতিশ্চ ভৃতং সর্ব্বমানন্দমাত্রয়া খলু ॥৫৫-৫৬

(সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে) ষড়জাদি সপ্তস্বর কি করে? মূল স্বরবস্তু যে নাদ, সেটিকে 'আহিত' করে (দধতি)। মাত্রা? উদিত নাদের আকলন এবং বিলীন নাদের সঙ্কলন—এ দুয়ের কালিক ক্রম এবং অনুপাতাদি সম্বন্ধ নিরূপিত করে। মাত্রা order in sequence relations ব্যবস্থিত করে। ইহা ব্যতীত শুধু সঙ্গীত বলিয়া নয়, জপাদি কোন ক্রিয়া অথবা সাধন তার সামর্থ্যমান লাভ করতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না। (কালকে 'লোকক্ষয়কৃৎ' রূপেই দেখিলে তো হয় না; কালই যে সৃষ্ট্যাদি সব কিছুর 'প্রতিষ্ঠা'. তা মহাকাল মহাকালীর নৃত্যমঞ্চরূপে আপন বুকটি পাতিয়া দেখাইয়াছেন।)

তারপর, 'দৈশিক ব্যাপ্তি'—বিতান বা বিততি—order in co-existence patterns—নিরূপিত হয় যদ্দ্বারা, তাকে বলে 'তান'।

শেষে, 'লয়' কি করে? ছন্দঃকে সমঞ্জসতায় আনিয়া দেয়। বস্তু, কাল এবং দেশ ('Space' বলিতে যা বুঝি তা নয়)—এ তিন পাদে ছন্দঃ 'অসমঞ্জস' থাকে; তুরীয় যে লয়পাদ, তাতেই সেটি 'সমঞ্জস' হয়। 'লয়' বলিতে 'repose in concordance' বুঝিতে পার। এটি কেবলমাত্র 'শেষ' বা 'অবসান' নয়; এটি 'বিরতি'। ইহাই ত্রিবেণীসঙ্গম। এখানে 'অবগাহন' না করিলে কোন

ধারারই যথার্থ উপরম নেই, সম্পূরণও নেই। (সরস্বতী = স্ফোটস্বর বা অব্যক্ত নিত্য নাদ, সেটি মধ্যমায় ব্যক্ত, যদি মনে কর, তবে গঙ্গা = সে স্বরের 'তান', যমুনা = মাত্রা, মনে কর। যমুনা = কালিন্দী, কালনন্দিনী)।

গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'অবম' শূন্য কয়টিতে স্পর্শলয়, এবং 'চরম' শূন্যস্থলে—বিন্দুতে—সংস্পর্শলয় সাধিত না হইলে, গায়ত্রী প্রভৃতির যে ছন্দঃ, সেটি অসমঞ্জস থাকিয়া যায়, আর, যৎকিঞ্চিৎ অসমঞ্জস, তদ্দ্বারা 'নামৃতং ফলমশ্নুতে'।

স্বর সব কিছুকে তার 'বস্তু' দিবে ; মাত্রা দিবে তার ছান্দস যে কালক্রম, সেটি ; তান দিবে তাকে দৈশিক সুষমবিততি (expanded, exhibited harmony pattern) ; লয় এ সমস্তকেই এক অনবদ্য পূর্ণ পরিণতিবিরতিতে মিলাইয়া লইবে।

'আনন্দ' (আ+নম্+দ্+অ)—এই শব্দে অক্ষর চতুষ্টয় পূর্ব্বোক্ত ছান্দস-সমন্বয়টির নির্দ্দেশ দিতেছে। আ = আততি, continuance. অস্তি-ভাতি 'যেন' প্রতিজ্ঞা করিল—'রহিব, সব ব্যাপিয়া রহিব।' 'নম্' = বেশ ; তবে যতি-বিরতি (গানে যেমন তাল-ফাঁক) অঙ্গীকারটিও কর, সৃষ্ট্যাদি লীলা-প্রয়োজনে। 'দ্' = তল বা frame ; নানা যূথচ্ছন্দে, বিচিত্র বীথিকায় নিজেকে সজ্জিত করিয়াও লইব। 'অ' = উত্তম ; কিন্তু সব কিছু তোমার সুস্থির সংহতিতে, শান্ত সমন্বয়ে লইবে—এই প্রতিশ্রুতি দাও। সাগর যেন তার বুকে লহরীমালাকে বলে—'নাচিবে ? নাচিয়া যাও। কিন্তু তোমার সকল নৃত্য সাগরের বুকেই, তার বিরামও সেখানে—এটি ভুলিও না।'

অতএব, 'আনন্দ' এই শব্দে, চতুষ্পাৎ ছন্দের দিক্ থেকে, আততি, যতি-বিরতি, দ্রুতি বা বিততি এবং সংহতি—এই চারিটির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আততি আর বিততির ভেদটি অনুধাবন করিও। আততিতে ঋজু বিতান—as a homogeneous field. গানে যেমন 'আ' অথবা 'ই' স্বরকে সমভাবে 'টানিয়া' দেখান হয়। মার্গ ধ্রুপদগানে এই প্রকার ঋজুবিতানের মুখ্যতা থাকে। কোন স্বরকে ঋজুধ্রুব করিয়া দেখান'ই আসল কর্ম্ম। অবশ্য কোন 'বাদী' স্বরের আধারে সপ্তস্বর, শ্রুতি এবং গ্রাম—এ সবেরও রাগাদি আকৃতিতে সাবকাশতা রহিয়াছে।

বিততিতে 'সুষমবক্র' বা 'বঙ্কিম'ও সাবকাশ। এইবার homogeneous field হইবে a system of harmonic waves ; বীচি, কদম্বগোলক ইত্যাদি

আকৃতির উদ্ভব। এইবার স্বর আপনাকে নানা সুষমভঙ্গিমায় 'খেলাইয়া' লইতেছে। সঙ্গীতে বিশেষ করিয়া এটি 'তান'।

জপব্যাহরণে নাদের আধারে ঋজুবিতানই (ধ্রুপদের মত) মুখ্য এবং প্রশস্ত কর্ম্ম। উক্ত আধারে যে যে 'অক্ষর' আবির্ভূত হইবে, তাদের গমকাদিক্রমে 'খেলাইয়া' লওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ, tremulous voice, modulation of voice সঙ্গত নয়। জপব্যাহরণে 'ভাব' (emotion), ও-ভাবে সাধক নয়, বাধক। নাদের এবং নামের শুদ্ধস্বভাব যেটি রক্ষা করে, সেই ক্ষেমদ ভাবই ওস্থলে ঠিক ভাব। সঙ্গীতে রাগবিশেষের শুদ্ধ আলাপনে যদ্রূপ। 'কড়ি'র স্থলে 'কোমল' হইলে কি সর্ব্বনাশ! তানসেনের দীপকরাগে দগ্ধ হবার কাহিনীটি স্মরণ কর। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাহায্যে পরীক্ষার কথাও মনে রাখ। জপের সাধন বিজ্ঞানের পরীক্ষা।

ভাব তাই বলিয়া বাদ দেবার নয়। ভাব নহিলে যন্ত্রে 'সুরবাঁধা'ই হয় না। সুরে থাকেও না—'ছন্দোগ' হয় না। রাগে স্বরবিশেষের মত দেখিও যেন তোমার ভাবটি 'বাদী' অথবা 'সম্বাদী'ই রহে ; বিবাদী, বিসম্বাদী না হয়। হইলে, সে 'বেয়াড়া' ভাবে 'অপরাধ'। শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব যেটি, সেটি সুরুতে প্রায়শঃ মেলে না ; জপাদি স্বচ্ছন্দ এবং নিষ্ঠাসহকৃত হইয়া চলিলে 'আবির্ভূত' হয়। তখন, সত্যিকার 'প্রেমাশ্রু' ইত্যাদি। সেটির উদয়ের পূর্ব্বেই 'শ্রীখোলে' চাঁটি পড়িবামাত্র 'ডুকরিয়া' উঠিয়া কি হইবে? "সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় তারা ব'লে"—সত্যি—জপে, নামে 'মাতাল'ই যদি না করে ত' হ'ল কি! কিন্তু, সে নামমদিরা (যাতে আমার নিতাইচাঁদ নাচে যেন মাতা হাতী!) 'চোঁয়াইবে' কিরূপে? "মূল-মন্ত্র যন্ত্র-ভরা, শোধন করি ব'লে তারা—"। এই যে 'ব'লে তারা'—এটি কিন্তু শুদ্ধ সঙ্গত রীতিতেই হওয়া আবশ্যক। হইলে, 'চোখ কচ্লাইতে' হইবে না, আপনা থেকেই অন্তরের ভাবের উৎস খুলিয়া যাইবে ; তখন—'আমার তারা ব'য়ে পড়বে ধারা!' নামের, বীজের নিজস্ব অমোঘশক্তি। তাতেই বিশ্বাস কর। তোমার নিজের দালালির দরকার নেই। 'স্বভাব' না খোলা পর্য্যন্ত 'ভাব-বিটেল' হওয়া দারুণ ঝকমারি!

তবে, হ্যাঁ, স্তবে, কীর্ত্তনে, ভজনে ভাবমদিরার 'খোলাভাটী'! কলিজা শুকাইলেই তাতে 'চুমুক মার'। "আঁখি ঢুলু ঢুলু সদা রাত্রদিনে, কালীনামামৃত-মদিরা পানে"।

কথাগুলো একটুখানি হাল্কা করিয়া বলা হইল, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সব সাধনার মূলে যে ভাব, সে ভাব ‘স্বভাবে’ না আসা পর্য্যন্ত, তাকে লইয়া ‘ভাবিত’ হইতেও হয়। কেননা, ভাবমাত্রেই উচ্ছ্বাসধর্ম্মী, এবং উচ্ছ্বাসমাত্রেই তার অভাব এবং বৈপরীত্যপ্রবণ। যেটি এখন তরঙ্গচূড়ায়, সেটি পরমুহূর্ত্তে তরঙ্গসানুতে গড়াইবে, এবং বিপরীত বিরোধী তরঙ্গকর্ত্তৃক বাধিত বিপর্য্যস্তও হইবে। উপায় ? তোমার তরঙ্গকে স্বভাবে, স্বচ্ছন্দে আন। দক্ষ বীণকর যেমনধারা বীণে আলাপন করেন, তেমনি কর তোমার প্রাণ, মন, ‘ধুন’—এই তিনটি তারের স্পন্দসমূহকে। এ তিনের মধ্যে আবার ‘ধুন’কেই কর গোড়ায় ‘জোয়ারী’ তার। প্রাণের ‘গতি’ আর মনের ‘মতি’—এ দুটিকেই ধুনের আনুগত্যে আন। ব্রজে ‘মুরলীকি ধুন’ যেমন করে। ‘মতিগতি’ আগে হউক বলিযা বসিযা, বৃথায কাল ‘গোঙাইয়া’ কি হইবে!

“আনন্দঘন তুমি শ্যাম!”—তোমার আনন্দের যে চারিটি অক্ষর, তাদের দ্বারা যথাক্রমে প্রাণ পাক্ তার গতি (আততি), মন পাক্ তার মতি (মাত্রা), ধুন পাক্ তার দ্রুতি (ছন্দোগ বিততি), আর, এ সবে মিলিয়া (সংহতিতে) পাক্ অনির্ব্বচনীয রস-নিবিড়তায় বিলযসঙ্গতি!

(অন্তিম ‘অ’কারে মূর্চ্ছনায়—আরোহ-অবরোহক্রমে—প্রাণ-মন-ধুন এ তিনের আনন্দঘনতায় সমীকরণ বা সঙ্গতি বুঝিবে।)

সূত্রের কারিকায় উপসংহারে বলা হইযাছে—‘ভৃতংসর্ব্বং আনন্দমাত্রয়া খলু’। আনন্দের মাত্রাই নিখিল পদার্থকে ‘ভরণ’ করিতেছে। এ স্থলে ‘মাত্রা’ পদটিকে করণ-কারণ দুই অর্থেই লইবে। ‘মাতৃ’ শব্দের তৃতীয়ায় ‘মাত্রা’ পদ হয়। সুতরাং, আনন্দরূপিণী ‘মা’ এ সমস্তই ভরণ করিতেছেন—এ অর্থও আসে। ‘ভরণ’ বলিতে কি বা কিসের দ্বারা? সেটিও আসলে আনন্দ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাৎ ছন্দে লীলায়িত আনন্দ। ‘ভরণ’ মানে সব কিছুর গতিকে প্রাণরূপে, সব কিছুর কাম (রতি)-কে মতিরূপে, এবং সব কিছুর ‘ধুন’ (Expression)-কে ‘তান’রূপে—এবং এদের তিনটিকেই লয়সঙ্গতিরূপে যোগক্ষেমে রাখিতেছেন।

৩০॥ রোধসি রোদসী॥

যৎকিঞ্চিৎ তটস্থ (রোধসি) অথবা প্রান্তভূমিগ (approximating to

the End), তাদের 'ভূঃ' এবং 'অন্তরীক্ষ'—এ দুয়ের (রোদসী) শাসনমর্য্যাদায় অবস্থিতি।

রহস্যভাষায় এই সূত্রটির ভাব তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যৎকিঞ্চিৎ 'এই'রূপে স্থিত এবং প্রতীত, তাহা 'ভূঃ' এই সংজ্ঞায় আসে—তা দেখিযাছি। স্বঃ 'সেই'। Manifest and given, আর, Unmanifest to-be-and-become. এই দুয়ের মাঝে 'সেতু' (Becoming) হইল 'ভুবঃ'। এই মধ্যেরটি দুই রূপ:—একটি সংঘটনত্বধর্মাবচ্ছিন্ন, অপরটি সংঘটিতধর্মাবচ্ছিন্ন। প্রথমটি, Process as determining ; অপরটি, Field as determined. দুটো ম্যাগনেট্ অথবা তড়িতাধার লইয়া এই দুটি ভাব বুঝিতে যত্ন কর। মাঝের যে ব্যবধান (medium), তার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি চিন্তা কর। প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক যে কোন দুটি 'ভূঃ' এবং 'স্বঃ' স্থলে (যেমন, জপ আর তার 'ইষ্ট') ব্যবধানকে অনুরূপভাবে ভাবনা করিও। কেননা, কেবল 'বাহ্য' পদার্থসমূহ নয়, পরন্তু প্রাণের এবং চেতনার কেন্দ্রসমূহও বিভু (ব্যাপক) প্রাণ এবং চেতনার আধারেই বৃত্তিমান্ রহিয়াছে। তাদের আদান-প্রদান পরস্পরের মাঝে যে 'ভুবঃ', তদ্দ্বারা বিশেষভাবে নিরূপিত হইতেছে।

এখন, ভুবঃকে দ্বিতীয়ভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া (field as determined, medium with intrinsic relations) সাধারণতঃ সেটি 'অন্তরীক্ষ' বলা হয়। কিন্তু 'গ্রহণে' (in analysis, appreciation) সঙ্কীর্ণ হইলেও (limited, specified), আসলে সেটি সঙ্কীর্ণ হয় না ; সমগ্রতত্ত্বই থাকে। সুতরাং, অন্তরীক্ষ সূত্র পুনশ্চ অনুধাবন কর।

এখন প্রশ্ন এই :—যাহা কিছু 'এই' রূপে ঘটিতেছে অথবা রহিয়াছে, সে সবই এক-একটা গতি-পরিণতির বর্ত্ম (lines of effectual becoming) ধরিয়া 'সেই' হইতে চলিয়াছে। এই গতিপরিণামবর্ত্মগুলি 'শূন্যে' নয়, পরন্তু কোন কোন 'নিরূপিত' (সংঘটিত) অথচ 'নিরূপক' (সংঘটক) মাধ্যমে তাদের সংস্থা (*ensemble*) পাইয়া তবে সংঘটনধর্ম্মী (effectual) হয়। সে মাধ্যম অন্তরীক্ষ (কোথাও দীর্ঘ, কোথাও বা হ্রস্ব, যেমন পূর্ব্বে আলোচিত)। কাজেই, 'ভূঃ' মাত্রেই 'ভুবঃ' (অন্তরীক্ষ) সহযোগেই তার অভীষ্ট যে 'স্বঃ' ('সেই'), সেটিকে পাইয়া থাকে। সে সহযোগ হইল বেদোক্ত 'রোদসী'। এই 'রোদসী' আকৃতি এবং সংস্থা না পাইলে আনন্দ তার আপন মাত্রাকে

(ব্যাপক অর্থে) চতুষ্পাৎ ছন্দোরূপে অক্ষরাদি সমস্ত কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট এবং অনুব্যবসায়ী দেখে না। বীজ বলে—'এইতো একটি কণিকায় জমাট হইয়া আছি ; ছন্দে ছন্দে ফুলটি হইয়া ফুটিয়া উঠিব যে, তার জন্য দাও আমাকে রোদসী।'

সৃষ্টির প্রতিটি 'এই' রেণু থেকে উঠছে এই রোদন! মায়ের কোলে শিশুটি হ'য়েই যেমন করে! তার পুষ্টি-পূর্ণতার যে পরিসীমা (স্বঃ, 'সেই'), সে তাকে যেন ডাকিয়া বলে—'রোদিষি ?'—কাঁদিতেছ ? আচ্ছা, অন্তরীক্ষেব যেটি ইকার বা ঈকার, সেটি তোমার সহযোগী হউক! তোমার-আমার মাঝখানে যাহা, সেটি তোমার 'পুষ্টি' বিধান করুক! মাঝেরটি শুধু সংস্থারূপ নয়, ধারারূপ। তুমি সে ধারার তটে (রোধসি) এস। তটে না এলে তো পারের খেয়া ভাসবে না। রোধসি আসিয়াই রোদসী মিলাইতে হয়। যেমন, দীক্ষায় শ্রদ্ধা-প্রপত্তি।

বর্ত্তমান সূত্রের অধিকার সার্ব্বভূমিক। দুটি দৃষ্টান্ত লইয়া তা দেখা যাইবে। ধর, কোন নির্দ্দিষ্ট সরলরেখা। এটি 'এই' (ভূঃ)। এর উপরে এমন এক ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে হইবে, যার শীর্ষস্থ কোণটি সমকোণ। এটি 'সেই' (স্বঃ)। যার মাধ্যমে এটি সংঘটিত হইবে, তাহা 'ভুবঃ'। কোন এক স্কেলসাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাটির ঠিক মধ্যবিন্দুটি স্থির করিয়া লইলে। তারপর, ঐ মধ্যবিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া নির্দ্দিষ্টরেখার্দ্ধকে ব্যাসার্দ্ধ করিয়া এক অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কন করিলে (কম্পাসের সাহায্যে)। ঐ অর্দ্ধবৃত্তের পরিধির যে কোন বিন্দু নির্দ্দিষ্ট সরলরেখার দুই প্রান্তবিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত করিলেই অভীষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ হইল। বৃত্তিপরিধিটি শীর্ষবিন্দুব 'লোকাস্'। এই দৃষ্টান্তে সংঘটক মাধ্যম যে ভুবঃ, সেটিকে মুখ্যতঃ তিনভাবে পাইতেছি :—কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ। কোন এক বিশেষ কর্ম্ম হইতেছে ; কোন বিশেষ করণ সাহায্যে হইতেছে ; কোন নির্দ্দিষ্ট আধারে হইতেছে। অন্যভাবে বলিলে, ঐ মাধ্যমটি ত্রিবিধ—যোজনা, যোজক, যোজিত। 'এই' আর 'সেই'—এ দুয়ের মধ্যে অন্তরীক্ষ 'ব্যবধান' হইয়াও ঐ যোজনাদিরূপেই 'এই'কে করে 'সেই', এবং 'সেই'কে করে 'এই'। নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাটি অভীষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের 'বাহু' হইবার জন্য উপযুক্ত কোন ক্রিয়ায় 'যুজ্যমান' যখন হইল, তখন সে হইল 'তটস্থ' (রোধসি)। এবং উপযুক্ত যোজনা সহকারে হইল 'রোদসী'।

দুটি পদে সঙ্কেত নিহিত। প্রথমপদে যুজ্যমানতার আধার (যেমন ঐ নির্দ্দিষ্ট সরলরেখা এবং তল) 'ধ' বর্ণে রহিয়াছে। শেষের হ্রস্ব ইকারে তদ্ভাবে 'বৃত্তি'—an object or theme just ready (or prone) to be treated so as to bring about an end. ঐভাবে বৃত্তিটি প্রবৃত্তি (effectual process) হয় কখন? উপযুক্ত মাধ্যমের যোজনাদি দ্বারা। দ্বিতীয়পদের (রোদসী) 'দ' বর্ণে দণ্ডবৃত্তি (upheaval) সূচিত। কোন তলবিশেষে ('ত' বর্ণে) কোন ক্রিয়া তার শক্তিমানকে 'উর্দ্ধে' উত্তোলন করিয়া প্রকট (kinetic) হইতে থাকিলে 'দ' বর্ণ। শেষের দীর্ঘ 'ঈ' কার, 'এই' র আকৃতি এবং 'সেই'র প্রপূর্ত্তি—এই দুয়ের সম্মিলন সূচিত করে। দীক্ষায় যেমন আগ্রহ-অনুগ্রহ এ দুয়ের।

অপর দৃষ্টান্ত লও ককারাদি অক্ষর থেকে। ধর, 'ক' বর্ণ। এটি 'এই'। এ বর্ণে আনন্দ সম্ভাব্যরূপে রহিয়াছে, কিন্তু, ধর, এই বর্ণটিকে কেবল আনন্দস্তং এবং আনন্দমাত্রা নয়, পরন্তু আনন্দ পরিসীমায় ('সেই') লইবে। প্রথম সেটিকে ধ্যানাদি দ্বারা তদ্ভাবে যুজ্যমান-যুঞ্জানতায় আন। Make it aspiring to be as such, বাক্‌কে প্রাণ এবং চিত্তের যে নিগূঢ় সমর্থ বহমানতা (sub-or super-conscious currency or fluency) তার সঙ্গে যুড়িতে না পারিলে, উক্ত যুজ্যমানতা (সুতরাং তটস্থভাব) আসে না। সে 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত' পর্ব্বেই আসে না।

আগে স্বরের যে সমাচার কথিত হইয়াছে, তাতে ইহা প্রতীত হইবে যে, 'ক' এর সঙ্গে কোন যোগ্য স্বর (যেটি অভীষ্ট তার অনুকূল এবং সাধক) যুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত যুজ্যমানতা আসিতে পারে। যেমন, 'কা' (কালীনামে), 'কৃ' (কৃষ্ণনামে), 'কে' (কেশব), ইত্যাদি স্থলে। বহুবর্ণস্থলে, 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম,' ইত্যাদি। স্বরগুলির বিচারে বিশেষ বিশেষ উপযোগ বিবেচিত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনসংযোগ, যথা 'ক্র', 'ক্ল' ইত্যাদিও পরীক্ষণীয়। প্রথমটিতে বিশেষ করিয়া 'অগ্নি' (তেজঃশক্তি), দ্বিতীয়টিতে 'সোম' (শমনী, রঞ্জনী শক্তি) মুখ্যতায় আসে। প্রথমটিতে ভাস, অপরটিতে রস। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য। অবশ্য, র এবং ল-এর অভেদবশতঃ একে অপরটি ওতপ্রোত থাকেই। কালী এবং কৃষ্ণ রূপ চিন্তা কর ; নাম দুটি জপিয়াও দেখ।

এইবার 'ক' কার রূপ 'এই' 'সেই'-এর পানে যেন 'ফিরিল', তার শক্তিসম্পাত পাইল। এখন সেটিকে তার পানে 'অগ্রসর' হইতে হইবে, তদনুরূপতাদি ভাব পাইতে হইবে। উপায়? ঈ-কার যোগ হইল, অর্থাৎ, 'রোদসী' তার (রোধসির) সহায় হইল। শব্দ—ক্রী বা ক্লী। কিন্তু জ্যোতীরস অথবা রসজ্যোতিঃ যে পরিসীমা, সেটি মিলাইতে নাদবিন্দুকলাত্মিকা এবং তদতীতা যে অর্দ্ধমাত্রা, সেটি চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি আকারে এবং কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতিরূপে পাইতে হয়। অর্থাৎ, ক্রীঁ অথবা ক্লীঁ।

ভিতরের দিক্ থেকে (psychologically), শ্রদ্ধা সব কিছুকে করে 'তটস্থ' (বোধসি); মতি-রতি আনে 'রোদসী'র অধিকারে।

বহির্জগতে সৌরাদি নক্ষত্রপুঞ্জের যে মহাবিপুল তৈজস-আণবশক্তি (thermonuclear energy), তার যেটি সৌম্য বা মিত্র 'মান', সেটি পৃথিব্যাদিতে প্রাণাদির অভিব্যক্তিটিকে যোগক্ষেম সংস্থায় রাখিয়া যাইতেছে। 'রোদসী' আকৃতিতে নব নব অভিব্যক্তির সহায়ও হইয়াছে। এটি Nature এর normal, healthy economy. মানুষ আজ তার বিজ্ঞান বিনিয়োগে এটমিক এবং থার্ম্মোনিউক্লিয়ার শক্তি, তাদের স্বাভাবিক যে যোগক্ষেম সংস্থা, তার বাহিরে বহিষ্কার করিতেছে। উপায় হইয়াছে fission, fusion ইত্যাদি। ফল হইয়াছে প্রধানতঃ এটম্ বম্ব, হাইড্রোজেন বম্ব প্রভৃতি। এটি 'রোদসী'র অভিচারক্রিয়া। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া নয়। অভিচারে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই ব্যাহৃতিত্রয়ে 'স্বাচ্ছন্দ্য' ব্যাহত হয়। অর্দ্ধমাত্রার পরমাভিমুখীন সেতু সহায়টি বিধ্বস্ত হয়। রক্ষার উপায়—'শং নঃ' এবং 'স্বস্তি নঃ'—এ দুয়ের যে কল্যাণপন্থাঃ তার প্রবর্ত্তন। সে পন্থাঃ ভিতর থেকে বাহিরে প্রসৃত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ

১॥ মর্য্যাদাভিবিধী অপেক্ষ্য বৃত্তিত্বমাবৃত্বম্ ॥

সীমা এবং ব্যাপ্তি এতদুভয় অপেক্ষা উদ্দেশ করতঃ, (গতিস্থিতির) যে বৃত্তি, তাকে বলে আবৃত্তি ॥

> সীমাব্যাপ্তী সমুদ্দিশ্য গতিস্থিত্যো র্হি বৃত্ততা।
> সুষমা বিষমা বাপি সাঽবৃত্তিরিতি গৃহ্যতে ॥
> প্রত্যক্তয়া সমাবৃত্তি র্ব্যাবৃত্তিশ্চ পরাক্তয়া।
> স্বাচ্ছন্দ্যমাস্থয়া লভ্যং পরচ্ছন্দস্তমন্ত্যয়া ॥৫৭-৫৮

এইবার ‘আবৃত্তি’ কাকে বলে, তা চিন্তা কর। ‘বৃত্তি’ পূর্ব্বে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তার আগে ‘আ’ এই উপসর্গ। এই উপসর্গের সীমা এবং ব্যাপ্তি (এই অবধি, এতটা)—এই দুই মনে রাখিয়া আবৃত্তি বুঝিতে হইবে। গতি অথবা স্থিতিরূপে কোন বৃত্তি হইতেছে। উভয়স্থলেই ব্যাপ্তি এবং সীমার প্রশ্ন থাকে। সীমাকে একান্তভাবে ‘ন স্যাৎ’ (negate) করিয়া যে বৃত্তি (বর্ত্তমানতা), সেটি ব্রহ্মত্ব বা ভূমত্ব। সে অধিষ্ঠানে আবৃত্তি আদৌ নাই—‘ন স পুনরাবর্ত্ততে’। ব্রহ্মসদ্‌ভাবের ন্যূন ভূমিকায় আবৃত্তি আছে। অণু থেকে বিরাট্ পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছে—‘এই অবধি, এই সীমানায় আমি ব্যাপিয়া রহিয়াছি’। স্থিতিও তাই বলে, গতিও বলে। এরূপ আবৃত্তি অবশ্য ব্যবহারিক। তত্ত্বতঃ ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,’ ‘সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদম্’। যে সব সিদ্ধান্তে জীবাদিকে ‘অংশ’, ‘অণু’ ইত্যাদি বলা হয়, সেখানেও অংশ, অণু ইত্যাদি জড়ীয় পরিচ্ছেদ নয়। ব্রহ্ম যেরূপ সৃষ্টি অনুরোধে ‘বিন্দু’ হন, এবং তাতে (পূর্ণ) অনুপ্রবিষ্ট রহেন, ভগবানও সেরূপ লীলানুরোধে জীবরূপ অংশ বা কণ হন। এরূপ ‘হওয়া’ও ভগবানের নিত্যাভিব্যক্তি। চিন্ময় শুদ্ধবস্তুর অংশত্ব বা কণত্ব ক্ষুদ্রত্ব, এমন কি ন্যূনত্বও নয়, লীলাসম্বন্ধবিশেষপ্রতিযোগিত্ব। ভগবান্ স্বয়ং লীলাপ্রয়োজনে শরীরিবৎ প্রতীয়মান হন। তাতে অবশ্যই তাঁর বিভুত্বাদির

অপগম হয় না। জীবেরও নিত্যত্ব, বিভুত্ব স্বতঃসিদ্ধ। যেহেতু, সে 'চিৎকণ'। অগ্নির স্ফুলিঙ্গাদির সঙ্গে তুলনা জড়পরিচ্ছেদসংস্কারসঞ্জাত। আসলে ঐ ভেদাভেদ 'অচিন্ত্য'। ব্রহ্ম এবং বিন্দুর যেমন। লীলা সম্বন্ধ সাবকাশ হয় এইরূপ অচিন্ত্য-ভেদাভেদে। তবে ইহা 'মায়িক'? তা নয়। 'অপ্রাকৃত', 'অমায়িক' প্রভৃতি বিশেষণ বিচার্য্য। 'মহামায়া' এবং 'মায়া' সূত্রও অনুস্মরণ কর। অদ্বৈতবেদান্তীও সতর্ক হউন!

এ স্থলে নূতন করিয়া বিচারণা অনাবশ্যক। তবে ইহা স্পষ্ট যে, লীলাধিকরণে তত্ত্বতঃ নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি রহিলেও, মর্য্যাদা এবং অভিবিধির অপেক্ষা সেখানে আছে; সুতরাং আবৃত্তিও। লীলাস্থলে আবৃত্তি সুষমা (ছন্দোলাস্যময়ী)। অন্যত্র বিষমা। একান্তভাবে বিষমা কুত্রাপি নয়। কেননা, আনন্দের যে লীলাচ্ছন্দঃ, তাইতেই নিখিল সৃষ্টির মূল প্রেরণা এবং যোজনা। বিষমা আভাসিকী। সৃষ্টিতে জড়ত্বও আভাসিক। বিষমায় 'পতিত' সব কিছুকে বিষমার 'পাক' (আবৃত্তি) কাটাইয়া সুষমায় চলিতে হয়। যে 'রাস্তায়' এটি সম্ভাবিত হয়, তার সাধারণ নাম 'সুষুম্না'। সুষমায় অথবা সুষুম্নায় যেটি লইয়া চলে, তার নাম প্রত্যগ্‌বৃত্তি; যাহা বিষমায় পাতিত রাখে, সেটি পরাগ্‌বৃত্তি। প্রথমটিতে সমাবৃত্তি, দ্বিতীয়ে ব্যাবৃত্তি। সেই প্রথমখণ্ডে জপের লক্ষণ পুনশ্চ স্মরণ কর। সমাবৃত্তি সমারম্ভণে কি হয়? স্বাচ্ছন্দ্য। জপাদি সাধন স্বচ্ছন্দে, স্বভাবে, সহজে চলিতে থাকে। জড়ে 'প্রাণস্পন্দন' দেখা দিলে এটির সূচনা হয়—যাহা mechanical, cyclic ইত্যাদি, সেটি ভূয়ঃ ততোভূয়ঃ, spontaneous, rhythmic রূপ পাইতে থাকে। আর, ব্যাবৃত্তিতে (পরাগ্‌বৃত্তিতে —exteriorization-তে) 'পরচ্ছন্দত্ব' (পরবশত্ব, বাধ্যত্ব ইত্যাদি) আপতিত হয়।

মন্ত্রে, যন্ত্রে এবং তন্ত্রে—তিন ক্ষেত্রেই 'আবৃত্তি' (কোন সীমা বা অবধি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বৃত্তিমত্তা) লক্ষ্য এবং পরীক্ষা করিবে। প্রথমটিতে কালশক্তি (সুতরাং সংখ্যাসহ বৃত্তিমত্তা), দ্বিতীয়ে দেশশক্তি (সুতরাং পরিমাণসহ বৃত্তিমত্তা), এবং তৃতীয়ে ক্রিয়াশক্তি (সুতরাং অনুপাত-মাত্রাদিসহ বৃত্তিমত্তা) মুখ্যতায় রহিয়াছে। অন্যভাবে দেখিতে গেলে—মন্ত্রে জ্ঞান, যন্ত্রে ভাব, এবং তন্ত্রে কর্ম্ম প্রধান। এ তিনের অন্যোন্যসম্বন্ধ। কাজেই, আবৃত্তিতে এ তিনের সম্মেলন। যে কোন আবৃত্তি (জড়ের ক্ষেত্রে স্পন্দ, ঊর্মি, আবর্ত্তন ইত্যাদিও) ঐ তিন সূত্রাধারে

(Co-ordinates এ) বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হয়। তন্মধ্যে 'দেশ' কে যদি ৩ ধরা যায়, তবে সূত্রাধার সংখ্যা হয় ৫। কালকেও যদি ২, এবং ক্রিয়াকে যদি ৪ (পাদ-মাত্রা-কলা-কাষ্ঠা সম্পর্ক ধরিয়া) মনে কর, তবে সূত্রাধার সংখ্যা হইল ১০। আবার সেই 'দশধা'।

২ ॥ উভয়ত্র পরমত্বাবমত্বে ॥

(মর্য্যাদা এবং অভিবিধি) উভয়স্থলেই পরমতা এবং অবমতা (Supreme, Absolute ; Subordinate, Relative), এই দ্বিবিধ 'মান' রহিয়াছে ॥

পাদমাত্রানুবন্ধাত্তু কাষ্ঠা প্রসজ্যতে হি যা।
তস্যাং পরমতা কুত্রাবমতা দৃশ্যতে ক্ব বা ॥
যা তরতমতা-ধারা বিশ্ববৃত্তিষু দৃশ্যতে।
বিহায় ত্ববমাং তস্যাঃ পরমাং গতিমাশ্রয় ॥ ৯-৬০

মর্য্যাদাভিবিধিসহকারে যে আবৃত্তি, তাতে 'কলার' (aspects, phases, elements) পরিমেয়তা হয় পাদে এবং মাত্রায় (যথা, সঙ্গীতে কোন স্বরবিশেষ অথবা স্বরসংযোগ-বিশেষের)। পাদমাত্রার অনুবন্ধ (context) হইলে কি হয়? কাষ্ঠা, সীমা (limit)—'এতটা, এই অবধি'—অবশ্যই আসিবে। খণ্ডকলা সম্বন্ধেও বটে, আবার কলা-সমষ্টি সম্বন্ধেও বটে। যেমন, গায়ত্রীজপে (ব্যাহরণে) ছয়টি পাদ, এবং তাদের মাত্রা সম্বন্ধে। প্রত্যেকটিরও কাষ্ঠামান ঠিক রাখিতে হইবে, আবার সমগ্র ব্যাহরণটিরও। সমগ্রের বেলাতে উদয় ওঙ্কারের আরম্ভকাষ্ঠা (starting limit), এবং বিলয় ওঙ্কারের বিন্দুলীনতা বা অবসানকাষ্ঠা (closing limit)।

এখন, কাষ্ঠামাত্রেই পরমাভিমুখীনা (tending to the Supreme, Absolute), অথবা অবমতাধিকৃতা (bound by the subordinate, relative) হইতে পারে। 'পরম' বলিতে এ স্থলে যেটি 'আদর্শ' (Prototype, Standard) সেটিও লইতে হইবে। কাজেই, 'যার পর আর নাই', 'যার বিকল্প, অথবা তুলনীয় কিছু নাই,' এবং, 'যাহা সর্ব্ব-বিরূপ-প্রতিরূপের আদর্শরূপ' ; —এই তিন ভাবে পরমতা বুঝিতে হইবে। যেমন, ওঙ্কারজপ। আমরা

অনেকেই তা করি। কিন্তু পূর্ণ, বিকল্পরহিত, শুদ্ধ ওঙ্কার? যেটি স্বয়ং ব্রহ্মের পরা বাক্? বলিবে—'বহুদূর!' তাই বটে, তবু তল্লক্ষ্যেই তো সাধন! বিকল্পাদি দোষবাধিত হইলে অবম। 'অউম' আর 'অবম', এ দুয়ে 'উ' আর 'ব' ভেদ কি বলে, তা ভাবিয়া দেখিও। উকারে অগ্নির উদ্দীপন, প্রাণের উজ্জীবন, বাকের উদীরণ। 'ব' এটিকে 'বন্ধন' করিয়া রাখে। সঙ্গীতে স্বরসাধনা ইত্যাদিও এ বিচারে প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বে নিখিলবৃত্তিসমূহে যে তরতমতা (comparability, gradation) দৃষ্ট হয়, যার ফলে বিশ্ববৃত্তিমাত্রেই ন্যূনাধিক অবমতার অধিকারে, তাদের মধ্যে এই ভেদটি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে—বৃত্তিবিশেষের প্রবণতা ('মুখ' বা 'ঝোঁক') কোন্ দিকে? পরাক্ না প্রত্যক্? বিশ্বভুবনের যেটি 'নাভি' তদভিমুখে, অথবা অন্যথা?

ধর, চিত্তবৃত্তি। ইহার প্রবণতাবিচার সর্ব্ববিধ সাধনেই একান্ত আবশ্যক। নদীর যেমন 'গোণ' অথবা 'অগোণ' যাত্রার তরী ভাসাইবার পক্ষে। সামান্য নদীতে বহিঃ স্রোতের বিপরীত অন্তঃস্রোতঃও কখন দেখা যায়। চিত্তনদীতে এটি প্রায়শঃ হইয়া থাকে। চিত্তের গঠন স্তরবিন্যাসাকৃতি। উপরি যখন কোন এক মুখে বৃত্তি হইতেছে, গভীরে তখন হয়ত' বা বিপরীত দিকে। আর, গভীরে সম্বেগমুখই (সংস্কারভূমিতে) চিত্তপরিকর্ম্ম-ব্যাপারে মুখ্য। জপাদি সাধনের লক্ষ্যই হইবে গভীরে পরমপ্রবণতা চালু রাখা। বাহিরে 'পরাক্' (বাহ্য বিষয়, সম্বন্ধাদি) লইয়া রহিলেও চিত্ত গভীরে প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠ রহিবে। 'বাহার্ প্রবৃত্তি, অন্তর্ নিবৃত্তি'—এই সূত্র। 'মুখে কাষ্ঠ, মনে কেষ্ট'। এইভাবে 'দো-মনা' হবার যে সাধন, তাহাই সাধন। 'হাতে করি কাজ, ভাবি মন মাঝ'—। মীরাদাসীর মত 'গহনগভীরা' ভাবটি কবে ভাগ্যে আসিবে? শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত এই পরমে অন্তর্মুখীনতাটি সহজে, স্বচ্ছন্দে হয় না। অন্তরে এইরূপ 'পরমে ভরপূর' ভাবটি অনেক সময় রসগাথায় ও গীতিতে 'পরকীয়া' ভাবের মতন করিয়া বলাও হয়। আবার কোথাও বা—ভিতরে কত না জ্বালা, তবু বাহিরে কত যেন ঠাণ্ডা! মুখে রা-টিও নেই! সেই যে অহল্যাবাই-এর স্বামী—মুখে একটিবারও রামনাম নেই! যেদিন স্বপ্নে মুখ থেকে নামটি বাহির হইল, সেদিন 'জান'ও বাহির হইল—'যিস্ ধনকো ইত্‌নে রোজ ম্যায় দিলমে ছিপায়া রখ্‌খা থা, ওহি ধন আজ্ মেরে নিকল আয়া!'

যখন ভিতরে পরমের 'বাঁশী'টি বাজিতে থাকিবে, তখন বাহিরের 'সাড়া'ও 'অবম' থাকিবে না। দেখায় যেন বাহিরটা তখনও 'বাজে কাজে' রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে যে সুর বাজে, আসলে সেই সুরেই সেও বাজে। মরমী ছাড়া আর কে এই দুই 'বাজে'র মাঝে মিতালীটি বুঝিবে!

পাদমাত্রা এবং কাষ্ঠার প্রসঙ্গ পূর্ব্ব দুটি সূত্রে হইল। এইবার কলা। কলাও পরমা এবং অবমা—এই দুই দৃষ্টিতে অবলোকিত হইবে। 'অবমা' মানে যৎকিঞ্চিৎ বৈকল্পিক, ব্যূঢ়, অস্বতন্ত্র, পরতন্ত্র। সাধারণ ব্যবহারে কলা এবম্প্রকার 'অবমা'-পর্ব্বেই আসে। যেমন, ঐ চন্দ্রকলা, উর্ম্মিকলা, ইত্যাদি। এগুলিকে 'অবমা' বলা হইতেছে, বিশেষ কারণে। 'অপরা' বলাও যায়। এখন, অপরাকে পরমাপানে লই কি করিয়া—এই তো বিকাশ মাত্রের, এবং সাধনের মূল সমস্যা। যেটি aspect মাত্র, সেটি Absolute হয় কিসে, যেটি partial, সেটি পূর্ণ হয় কি উপায়ে—এই তো প্রশ্ন! যেমন, জীবের অপরা-প্রকৃতি এবং পরমের পরমা প্রকৃতি—এ দুয়ের মাঝে সেতুসন্ধিটি মিলাই কি করিয়া? মাঝখানে 'পরা' কে বসাও বা জাগাও। গীতায় পরাপ্রকৃতিকে স্মরণ কর।

জপাদি সাধন মাত্রেই পরমার উদ্দেশ্যে এই পরাকে জাগাবার এবং যোগাবার কাজ।

৩॥ কলাস্থ পরমা যা সাৰ্দ্ধমাত্রা॥

নিখিল কলার মাঝে যে কলা পরমা, সেটি অর্দ্ধমাত্রা॥

'সেতু র্যাঽপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবম্'।

গুরুস্তোত্রে ঐ চরণটি আবার স্মরণ মনন কর।

অর্দ্ধবৃগলমিত্যাদাবর্দ্ধনারীশ্বরাদিষু।
সোমার্দ্ধাদিষু বা হ্যর্দ্ধ একার্দ্ধত্বং ন সূচয়েৎ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাঽনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
বিন্দোর্নাদস্য সন্ধিস্থা সন্ধিনী ব্যানরূপিণী।
নীত্বাঽপরং পরং যাঽপি পরপারং নয়েৎ পুনঃ॥৬১-৬২

শ্রুতিতে যে 'অর্দ্ধবৃগল', তন্ত্রপুরাণাদিতে যে 'অর্দ্ধনারীশ্বর', 'সোমার্দ্ধ' ইত্যাদি

অর্দ্ধঘটিত শব্দসকল আছে, তাদের 'অর্দ্ধ' মানে একের অর্দ্ধ (আধা)—এভাবে সোজাসুজি বুঝিবে না।

পূর্ব্ব (চতুর্থ) খণ্ডে 'অর্দ্ধমাত্রাষ্টকম্' নামে যে পরিশিষ্টটি প্রকাশিত হইয়াছে, সেটি বর্ত্তমান সূত্র এবং কারিকা প্রসঙ্গে পুনশ্চ অনুধাবন করিতে বলি। 'ঋধ্' ধাতুর গূঢ় এবং ব্যাপক ভাবটি ঐ স্থলে বিবৃত করার যত্ন হইয়াছে।

যেটি 'কলিতা', অথবা যাহা 'কলনী', তাকে যদি বল 'কলা', তবে সে কলাকে, পূর্ব্বোক্ত দুটি কাষ্ঠা বা সীমা সম্বন্ধে, দুই দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। পরম থেকে অবম, আবার, অবম থেকে পরম ; পরাগ্-গতি, আর, প্রত্যগ্‌গতি। যেটি পরমবস্তু, সেটি তদ্রূপে রহিয়া অবমতায় 'অবতরণ' করে কি ভাবে ; এবং পরমব্যাবৃত্তিরূপা এই যে অবমতা, তা থেকে আবার পরমে সমাবৃত্তিটি ঘটে কি করিয়া ? এই উভয় দিকে যে অবতরণিকা আর উত্তরণিকা, সেটি পরম-ব্যতিরিক্ত অন্য কারণ দ্বারা অবশ্য সাধিত হয় না। হইলে, পরমতাহানি ; অবতরণ এবং উত্তরণ উভয় স্থলেই পরমের পরতন্ত্রতাপত্তি ঘটে। কাজেই, মনে করিতে হয়—পরম স্বয়ংই 'কলনী' এবং 'কলিতা', এ দুটি ভূমিকা পরিগ্রহ করেন ; অর্থাৎ, 'কলাসু পরমা' হন। ইহা অর্দ্ধমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা ব্যতীত ঋজু-সুষম-বিষম, এই তিন পর্ব্বের কোন পর্ব্বেই সৃষ্ট্যাদি সম্ভাবিত হয় না। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র (ব্যাপক অথবা সবিশেষ অর্থে) প্রসজ্যমানও হয় না।

কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকে, অর্দ্ধমাত্রাকে 'সন্ধিনী' এবং 'ব্যানরূপিণী' রূপে বিশেষিত করা হইয়াছে দেখিও। যাহা সব কিছুর সন্ধিবিধায়িনী, সেটি সন্ধিনী ; এবং তদ্রূপ হইয়া যেটি ব্যাপিনী, সেটি ব্যানরূপিণী।

ব্যান এবং সন্ধির কথা অগ্রে ভূয়সী হইয়াছে। এইবার 'অর্দ্ধ' কাহাকে বলে, তার সূত্র—

৪ ॥ অর্দ্ধত্বং সমাত্রামাত্রয়োঃ সকলনিষ্কলয়োশ্চ সন্ধিসম্বন্ধাৎ ॥

অমাত্র এবং সমাত্র, নিষ্কল এবং সকল—এই দুই অন্যোন্যবিরহকোটির (logical contradictories) মধ্যে সন্ধিসম্বন্ধ (relatedness in fact) যদ্ দ্বারা হয়, সেটিকে বলে—'অর্দ্ধ'।

যে দুটিকে ব্যবহারতঃ সম্বন্ধে আনিতে হইবে, সে দুটির লক্ষণ প্রণিধান

করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে—ওদের সন্ধিসম্বন্ধ কার্য্যতঃ ঘটিলেও বস্তুতঃ অনির্ব্বাচ্য। কাজেই, 'অর্দ্ধ'ও বস্তুতঃ অনির্ব্ব'চ্য।

নিষ্কলমন্তরা চাপি সকলং সেতুরীক্ষ্যতে।
সমাত্রামাত্রয়োর্যেনানির্বাচ্যং সন্ধিবন্ধনম্॥
বিশেষেণ সমুচ্চার্য্যং নির্ব্বিশেষাক্ষরং যতঃ।
তদর্দ্ধং দোগ্ধৃ জানীত কামধুক্ষ্ব্ক্ষরেষু হি॥৬৩-৬৪

যাহা নিষ্কল আর যাহা সকল, এ দুয়ের মাঝে (অন্তরা) সেতু (nexus) প্রতীত হয়; অমাত্র আর সমাত্রের মাঝেও তদ্রূপ; যার ফলে এরা এক অনির্ব্বাচ্যসম্বন্ধভাক্ হয়। বাকের দিক্ থেকেও, যেটি পরম এবং নির্ব্বিশেষ 'অক্ষর', সেটি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী—এই চতুর্ধা নিজেকে বিবৃত করতঃ 'উচ্চার্য্য' হয় কিসে? যাহা 'অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ', তাহা বিশেষ বিশেষ ভাবে উচ্চার্য্য হয় কিসে? এখানে, 'উচ্চার্য্য' মানে কেবল কণ্ঠে উচ্চারণযোগ্য নয়, পরন্তু যাহা নির্ব্বিশেষ সমভাবে রহিয়াছে, সেটি 'সবিশেষ ব্যক্তিমাপন্ন' (differentiated and evolved as individual sound-elements) হয় কিরূপে—এইটির সূচনা দিতেছে। উং+চর—শান্ত সলিলবক্ষে যেমন তরঙ্গ। যেটি Absolute Constant, সেটি উর্দ্ধাধঃ কাষ্ঠায় variations এ আসিতেছে কিভাবে? কোন কিছু constant রহিলে তো তার dy/dx (true rate of change) লক্ষণমত শূন্য। সেটি বিবিধ বিচিত্রমানে (ধনে ঋণে) আসে কি প্রকারে? গণিতে incommensurable', 'imaginary' ইত্যাদি সব মান পরিণামের মূলেই বা কি? চিত্তে এবং প্রাণের ক্ষেত্রেও যে সব অশেষ সুষমা অথবা বিষমা বৃত্তি আকৃতি, সে সবই বা সম্ভাবিত হয় কিসে? এসব প্রশ্নের উত্তর এক কথায়—'অর্দ্ধ'। এটি স্বয়ং অনির্ব্বাচ্য, অথচ সর্ব্ববিধ মান-প্রত্যয়ে এবং ব্যবহারে মৌলিক এক সন্ধিসম্বন্ধ সংস্থাপক (the Radix of all that is relatable, measurable)। পরমাক্ষর থেকে যে সব 'পর' অক্ষরভূমি সমুদিত, এবং সে সব থেকে যে সমস্ত 'অপর', তাদের যদি কামদুঘা 'গো' (বাক্ অর্থেও) মনে করা যায়, তবে 'অর্দ্ধ'কে তাদের সম্বন্ধে 'দোগ্ধৃ' (দোহনকারী) জানিবে। যেমন, পরব্রহ্ম থেকে বিন্দুকে দোহন, বিন্দু

থেকে নাদ, নাদ থেকে কলা এবং পুনশ্চ বিন্দু—এ সবই অর্দ্ধেরি কর্ম্ম। গায়ত্রী ছন্দঃ দেবতাদের নিমিত্ত 'অমৃত' দোহন করেন। সে দোহনও অর্দ্ধ বা অর্দ্ধমাত্রার প্রসাদে। গায়ত্রীতে যে স্থলে নাদ-বিন্দু-কলা—এই ত্রিতয় সম্মিলিত (উদয়-বিলয়-প্রণবের সন্ধি), সেইটিই অমৃতধাম অথবা আকর। আগে বলা হইয়াছে যে, ঐটিই 'তজ্জলানি শান্ত উপাসীত' এর স্থল। ঐ সন্ধিতে (ব্যানবেদীতে) শান্ত না হইতে পারিলে উর্ম্মিসঙ্ঘাত, সুতরাং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কেবল 'গতাগতি পুনঃ পুনঃ'ই চলিতে থাকে।

অক্ষর কলাসমূহকে কামধুক্ বলা হইল কারিকায়। অ, আ, ই ইত্যাদি স্বর, ক, খ ইত্যাদি ব্যঞ্জন, প্রতিটি কামধুক্। প্রতিটি থেকেই (বিশেষ বিশেষ শক্যতা সত্ত্বেও) নিখিল ভাব এবং অভীষ্ট দোহন হইতে পারে। সুতরাং, শক্যতা সাধারণী এবং অসাধারণী। যেমন, আদিস্বর অ, এবং অন্ত্যব্যঞ্জন 'হ', এ দুয়ে 'অহম্'। এতে 'আমি' (ব্যক্তি) বুঝাইল। এই 'আমি' আত্মা অথবা ব্রহ্ম হয় কিরূপে? 'অর্দ্ধ'কে দোহনে লাগাও। মাঝের হকারই বিশেষভাবে দোহনযোগ্য, কেননা সকল বর্ণের নিজ নিজ শক্তি হকারে 'নিহিত', সঞ্চিত। হকার নিখিল বর্ণকলার 'সমূহমূর্ত্তি'। হকার থেকে 'অর্দ্ধ' দোহন করিল উকার। (দুহ্ধাতুটিও পরীক্ষা কর। দ = দণ্ড, উ = রজ্জু; হ = শক্তিপিণ্ড বা সামগ্রী।) ফলে, 'অউম' = ওঙ্কার। ইহা আত্মা এবং অমৃত উভয়ের সন্ধায়ক। 'আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্' পুনশ্চ ধ্যান কর। 'অহং'রূপ আত্মাকে অধরারণি কল্পনা করা হইল। এই অধরারণিকে 'অর্দ্ধ' প্রণবরূপ উত্তরারণিদ্বারা 'জ্ঞাননির্ম্মথন' করিল। অহমের শেষ 'ম্' অথবা অনুস্বারটি তার ব্যক্তিগ্রন্থি ('tie') বা 'পাশ'; প্রণবদ্বারা নির্ম্মথনের ফলে পাশটি দগ্ধ হইল। ফলে, অহং হইল 'অউম'। অধরারণি এবং উত্তরারণির সমীকরণ সাধিত হইল। ভাবকে মাঝে রাখিয়া (উকার), ক্রিয়াশক্তি (অকার) জ্ঞানশক্তিতে (মকার) উদ্বর্ত্তন এবং উদ্দীপন না করিলে এটি হবার নয়। 'জ্ঞাননির্ম্মথন' শব্দে যে 'জ্ঞান', সেটি 'উপনিষৎ' ও বটে, 'সংবিৎ' ও বটে।

সর্ব্বস্থলে 'অর্দ্ধকে' যে কোন 'Given' অথবা 'Matrix' সম্বন্ধে উপযুক্ত অভীষ্ট ফলের 'দোগ্ধৃ' জানিবে। এই 'অর্দ্ধ' (ঋধ্ধাতু) কলার যে পরমতা, তাতেই নিষ্ঠিত (intrinsic, inherent) রহিয়াছে। পরমার সম্পর্কে অপর-সত্ত্বাকা এবং অবমবৃত্তিকা কোন কিছুর দ্বারা পরমা সন্ধিসম্বন্ধাদিভাক্ হয় না।

যেমন, যাহা ক আর খকে সন্ধিতে লইবে, সেটি এ দুয়ের সম্বন্ধে বা তুলনায় ন্যূনতায় নামিলে হয় না। যদি বল গুরুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি কি ইষ্টের তুলনায় ন্যূন নয়? মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবহারতঃ যে ভেদই করা হোক্ না কেন, তত্ত্বতঃ গুরুশক্তি পরমের যে অনুগ্রহশক্তি, তাঁর সঙ্গে অভিন্না, এবং মন্ত্রশক্তি বিশেষ করিয়া পরমের প্রতিগ্রহ-পরিগ্রহশক্তির সঙ্গে। যন্ত্রশক্তি বিশেষতঃ সংগ্রহ-বিগ্রহের সঙ্গে। গুরু-ইষ্ট-নাম (মন্ত্র)—এ তিনই অভেদভাবনায় গ্রথিত হয় পরমের যে শক্তিতে, সেটি 'অর্দ্ধা'। পরমবস্তু 'কেবল' রহিয়াও এই 'অর্দ্ধা'কে অঙ্গীকারকরতঃ 'যুগলাদি' হন।

অতঃপর, অবমকোটিতে অবতরণ।

৫ ॥ অবমাবৃত্তেঃ কোণত্বম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত মর্যাদাভিবিধিসহকারে যে বৃত্তি, সেটি অবম পর্ব্বে নামিলে হয় কোণ (Angularity)

ত্র্যক্ষরাবমমধ্যস্থবকারসম্প্রসারণাৎ।
উকারো গৃহ্যতে তস্মাদোঙ্কারাক্ষরনিশ্চয়ঃ ॥
কঞ্চুকেন বকারত্বমাবৃত্তেঃ কোণরূপতা।
সম্ভাবয়তি কোণত্বং নাদে কঞ্চুকপঞ্চকম্ ॥৬৫-৬৬

তিন অক্ষর 'অবম'; এর মধ্যস্থিত যে 'ব', তার সম্প্রসারণে হয় 'উ'। এই উকার হইলে ওঙ্কারাক্ষরনিশ্চয় হইল। অক্ষরের যেটি অবাধিত, অখণ্ডিত বিতান (unrestricted, unbroken continuity), তার সাধারণ সংজ্ঞা যদি হয় 'নাদ', তবে সৃষ্টিধারার অবমপর্ব্বে সমস্ত কিছুতে ঐ বিতানের আকুঞ্চন (কুঞ্চিতভাবে) হইয়াছে। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুতেই কোন কোন রকমের 'বাধক' (constraining, contracting factor) রহিয়াছে। ঐ বাধক আবার 'আড়ষ্ট অনড়' হইয়া নেই। অর্থাৎ, ঐ factorটি rigid নয়। ফলে, সমস্ত কিছুই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'। ক্ষুদ্র অণু থেকে বিরাট্ বিশ্বও তাই। প্রাণ মনের সঙ্ঘাতগুলিও তাই।

উক্ত বাধকটির সাধারণ নাম দাও—'কঞ্চুক'। তন্ত্রাদিতে কঞ্চুকপ্রসঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে। এখানে, মায়াকে মূল কঞ্চুক ধরিয়া, দেশ-কাল-বস্তু-সম্বন্ধ

(বা ছন্দঃ)—এই চারিটির বিশেষ বিশেষ সংস্থা এবং সংস্কার (assemblage and presdisposition)—এই চারি রকমের কঞ্চুক বিবেচিত হইতে পারে। অর্থাৎ, মায়াকে উপাদানকারণরূপে পাইয়া দেশ-কালাদি ঐ চারিটি, সৃষ্টির অবমপর্ব্বে, সমস্ত কিছুর অবাধিত স্বরূপ-স্বভাব-স্বচ্ছন্দাবস্থানের বাধক হইয়া থাকে। সব কিছুকেই কালাদি কঞ্চুক বলে—'তুমি এখন আছ, তখন নেই ; এখানে আছ, ওখানে নেই ; এ রূপে বা ভাবে আছ, ও রূপে ভাবে নেই ; এ সম্বন্ধে আছ, ও সম্বন্ধে নেই।'

কিন্তু যেহেতু কঞ্চুকের সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ—এ দুটি ভাবে বৃত্তি (যার ফলে, আবৃত্তি amplitude of oscillation, এই বিশেষ আকৃতিটি পায়), ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অবমপর্ব্বে আবৃত্তি দুই পরিসীমাভিমুখে হইতেছে। 'নিজেকে আরো আরো মেলিয়া যাও'—এই একটা, 'নিজেকে আরো আরো গুটাইয়া লও'—এই অপরটা। একটা মহানের দিকে, অপরটা অণুর। এ দুয়ের পরাকাষ্ঠা নাদ ও বিন্দু।

তবে এটি অবমপর্ব্ব, কাজেই, সব কিছুর নাদবিন্দু চরম পরিসীমা বা পরাকাষ্ঠা হইলেও, কোন কিছুই তার ব্যবহার ব্যাপারে ঐ দুই পরাকাষ্ঠায় পৌছিতেছে না। অন্তরালে (in the intervening positionsএ) কঞ্চুকবাধায় ঠেকিয়া যেন 'ঠিক্‌রাইয়া' আসিতেছে ; নিরন্তর অবমপর্ব্বেই সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ হইতেছে। দেশকালাদি চতুষ্টয়ের interval ইত্যাদি সম্বন্ধবন্ধজালে পতিত রহিয়াছে। সঙ্কোচ-প্রসার, দুই দিকেই পর পর সেতুসন্ধি এবং মেরু (critical points and phases) রহিয়াছে।

যেমন ধর, সঙ্কোচের দিক্। কিছু দূর অবধি দেখা যায় যে, বস্তুটা ক্ষুদ্র, হ্রস্ব হইয়া চলিয়াছে। এইবার এক 'মেরু' মিলিল। তখন কি হইবে ? বস্তুটা আয়তনে (space measure) ছোটর মতন দেখাইতেছে বটে (যেমন, এটম্), কিন্তু শক্তিক্রমে বিশেষতঃ মহান্, মহত্তর হইতেছে। এ যাত্রার 'শেষ' ঘাটি (মেরু) পেরুলে বিন্দু। এখানে সঙ্কোচ-প্রসার দুই-ই নিরতিশয় হইয়া (শূন্য ও পূর্ণ) মিলিল।

এখন দেখ, জপাদি সাধনমাত্রেরি লক্ষ্য হইল—অবমা যে সঙ্কুচৎ প্রসরৎ 'আবৃত্তি', সেটিকে পরাকাষ্ঠায় আনিয়া পরমে স্থিত কর। উপায় ? 'অবম' এর মধ্যের বর্ণের সম্প্রসারণ, অর্থাৎ, অউম।

এইবার, অবমাবৃত্তিতে যে কোণত্ব বা কৌণিকত্ব, সেটি বুঝিয়া লও। পরমের যে অবতরণ (descent) অবমে অউমের মাধ্যমে, তাহাই সৃষ্টি ; এইটির বিপরীত হইলে লয়। অবতরণে 'এই' যে 'প্রত্যয়', তাতে 'আসিলাম'; উত্তরণে 'সেই' যে 'প্রকৃতি', তাতে 'ফিরিলাম'। তত্ত্বমসি।

'প্রকৃতি' অপরা, পরা, পরমা—এই তিন ভাবেই ভাবনা করিও। সৃষ্টি এবং লয়ও ঐ ভাবনায় ত্রিবিধ। ধর, জপ। এতে সামান্যতঃ বৈখরী এবং পশ্যন্তী হইল সৃষ্টি অথবা অভিব্যক্তির ভূমি , আর, মধ্যমা এবং পরা লয়ের ভূমি। সৃষ্টির ঐ দুই ভূমির মধ্যে বৈখরী অবমা, পশ্যন্তী উত্তমা। লয়ে, মধ্যমাকে 'মধ্যমা'ই বলিবে , কেননা, মধ্যমা ধ্রুংস্থানীয়া। আর, পরাকে পরমাপ্রান্তগা বলিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি জপে এই সূক্ষ্ম ভেদগুলি কার্য্যতঃ মনেও রাখিতে হয়। কণ্ঠাদিপ্রযত্নসংস্কারসহকৃত জপ বৈখরীজপ। 'মানস' জপও এতে আসে, কেননা, তাতে সচরাচর কণ্ঠাদির সূক্ষ্মপ্রযত্নাদি থাকে। পশ্যন্তী জপ এসব 'কঞ্চুক' থেকে মুমুক্ষু অথবা মুক্ত। মধ্যমায় বাকের (সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের এবং চিত্তের) প্রত্যয লয় ; পরায প্রকৃতি লয়। উক্ত প্রকৃতি কলা-নাদ-বিন্দুর সমানাধিকরণতা (একত্রাবস্থান)। পরমা এ তিনেরই অধিষ্ঠান রহিয়া 'অতীতা', তুরীয়া।

এখন, অবতরণ উত্তরণের যে ভূমিগুলি দেখা যাইতেছে, সে সকলে একটি সাধারণবৃত্তিব্যাপার লক্ষ্য কর। সেটা কি ? সেটা হইল সোজা কথায় 'মোড় ফেরা'। যেভাবে, যেদিকে, যে ছন্দে গতি চলিতেছিল, সেটা যেন 'ঘুরিয়া' গেল—turn, re-orientation ঘটিল। এই ব্যাপারেই সেতু, সন্ধি, মেরু।

এই যে 'মোড়-ফেরা' অথবা 'ঘুরিয়া-যাওয়া'—এটা সৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিপ্রত্যয়ে এক মৌলিক ব্যাপার। পূর্ব্বসূত্রালোচিতা 'অর্দ্ধা' এই ব্যাপারের নির্ব্বাহয়িত্রী। এর ফলে অক্ষরপরম (Absolute Unchanging Reality) গতি এবং ঋদ্ধি (Movement and Evolution), এই দুই ভাবে নিজেকে 'কল্পন' করেন এবং 'দেখেন'। পরমবস্তু 'উত্তম' রূপে (ভগবত্তা) ক্ষরাক্ষরধারা প্রবাহিত করেন। ক্ষরাক্ষর—এই দ্বন্দ্বের প্রথমটির সম্পর্কে 'অতীত', আর, দ্বিতীয়টির সম্পর্কে 'উত্তম' রহিয়া ভগবত্তার প্রশাসন। এই যে পরস্পর প্রতিযোগী এবং দ্বন্দ্বস্থিত (opposed and polarised) ক্ষরাক্ষর, সেটি পরম এবং উত্তম, এতদুভয়ের অপেক্ষায় অবম। এই অবমপর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ঐ যে 'মোড়-ফেরা', সেটি 'আবৃত্তি' আকৃতিপ্রাপ্ত হইলে হয় 'কোণ'। ধর, কোন ধ্রুব অক্ষ

(axis) কোন নির্দ্দিষ্ট তলে (planeএ) রহিয়াছে। এখন, তার একপ্রান্তবিন্দু স্থির (অক্ষর) রাখিয়া তাকে অন্যতলে লইতে গেলাম (ক্ষর)। এখানে, 'তল' বলিতে সাধারণতঃ দেশসংস্থা (position)। এইবার, এই যে অক্ষরাক্ষর সম্বন্ধ, সেটিকে যদি মাপে (এই এতটা, এই অবধি—আ+বৃত্তি) দেখিতে চাই, তবে পাই কোণ (circular measure ইত্যাদি)। কোন এক ধ্রুব অক্ষ কোণে ('cone'এ) পরিণত হয় কিরূপে, তাও দেখ। এই যে 'কোণ', এটিকে ক্ষরাক্ষরপ্রপঞ্চের সব তাতেই বিবিধ আকৃতিতে চিনিয়া লইবে। কেবল জড়পরিচ্ছেদে 'intrinsic geometry' ইত্যাদিতে নয়, পরন্তু মন্ত্রযন্ত্রাদিতেও বটে। যন্ত্রে সরল, সম, বিষমাদি কোণতো স্পষ্ট, মন্ত্রে—ধর, হ্রীঁ বীজ। এখানে 'ঈ' স্বরে যে লম্বগা ঋজু বাগ্‌বিতান (straight, upright, continuous sound), সেটি চন্দ্রবিন্দু যোগে কি হয় ? হ, র, ইত্যাদি কলাগুলিকে আদৌ নাদে 'আহরণ' করতঃ, সে নাদকে আবার বিন্দুমুখীন, এবং অন্তে বিন্দুলীন করে ঐ শীর্ষে চন্দ্রবিন্দু। (শুধু অনুস্বারে বিন্দুপ্রবণতা আসে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত আহরণ এবং আনয়ন ঘটে, অর্থাৎ, পূরা আবৃত্তি। অনুস্বার দিলে যেন কোণের সাধারণ ডিগ্রী মাপটা দেওয়া হইল ; চন্দ্রবিন্দুতে circular measure, amplitude ইত্যাদি। প্রথমটা স্থূল, মোটামুটি ; দ্বিতীয় সূক্ষ্ম।)

শুদ্ধ অখণ্ড নাদে কোণ নেই ; শুদ্ধ বিন্দুতেও নেই। অথবা, যদি 'আছে' বলিবে তো বল—নাদে 'অসীম', বিন্দুতে 'শূন্য'। এতদুভয় পরাকাষ্ঠার মধ্যে যে কলা (evolving and evolved), সে সম্বন্ধে কোণ আছে। উদয়ে আছে, বিলয়ে আছে, বিতানে আছে। আধার-অধিষ্ঠানে নেই ; নিষ্ঠিত সংশ্রয়েও নেই।

লক্ষ্য কর যে, 'অন্যথা', অন্যরূপ হওয়াটাকেই, 'কোণ' সংজ্ঞায় আনা হইল না। অবমে, কিম্বা দ্বন্দ্বস্থ যে ক্ষরাক্ষর প্রপঞ্চ তাতে, আবৃত্তিসহকৃত যে অন্যথাত্ব (দেশ-কালে, বস্তুতে এবং আকৃতিতে), সেইটিকে কোণ বলা হইল।

এই মূললক্ষণ মনে রাখিয়া কোণকে পঞ্চধা বিবেচনা করা যায় :—ঋজু, সম, সুষম, বিষম, সঙ্কীর্ণ। ধর, কোন নির্দ্দিষ্ট সংস্থা (given condition of being)। এটি যাবৎ একান্ত অক্ষর-ধ্রুব (absolute constant), তাবৎ এর সম্পর্কে কোণ নেই। এর অন্যথাভাব (change) ঘটিল (যেমন, উহা গতিরূপ লইল) ; তথাপি, গতি যাবৎ একান্ত অখণ্ড এবং ধ্রুব রহে (absolutely

continuous and constant), তাবৎ তার সম্পর্কে কোণ নেই। (গণিত ব্যবহারে dy/dx শূন্য না হইয়া অন্য কোন পরিমাণ লইলে, কোণত্ব সাবকাশ হইবে।)

এখন ধর, ঐ নির্দিষ্ট 'অনড়' সংস্থাটিকে এক বিন্দু এবং তার গতিরূপটিকে এক সরল রেখা মনে করিলাম। সরল রেখা সঙ্কল্প করিল—"আমি আবৃত্তিমান্ হইব। কিন্তু এক সর্ত্তে—আমি আমার মূলগোত্র যে বিন্দু, তার পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্ব বজায় রাখিয়া আবৃত্তি স্বীকার করিব। অর্থাৎ, আবৃত্তি পূরাই হইবে, যার ফলে কার্য্যতঃ আমি যে সংস্থায় আছি, তার কোন চ্যুতি ঘটিল না (শূন্য)।" এইপ্রকার আবৃত্তিতে যে কোণ জন্মে, তাকে বল ঋজুকোণ। ইহা কেবল রেখা-বিজ্ঞানের কথা নয়। জপে বিন্দুস্থিততা, নাদবাহিতা এবং কলাকলিততা —এই তিন লইয়া ঋজুকোণকে পরীক্ষা কর। প্রথম দুটিতে জপজন্য যৎকিঞ্চিৎ আবৃত্তি, যেটি (পূর্ব্বনির্দ্দেশানুরূপ) 'পূরা এবং শূন্য' হইয়া বিন্দুনাদকে ঠিক অনন্যথাত্বেই রাখিবে, সুতরাং, প্রসজ্যমান 'কোণ', লক্ষণমতে, ঋজু হইবে। তৃতীয়ে, কিনা কলাকলনে, সম-সুষমাদি প্রসজ্যমান।

এইবার ধর, প্রথম দুটির যে সরলরেখা (এবং তন্নিষ্ঠ ঋজুকোণ), তাতে, পূর্ব্বসূত্রালোচিত 'অর্দ্ধ' আবির্ভূত হইয়া বলিল—'তুমি দিঙ্মান স্বীকার কর, যেমন, একদিকে ধন, অপরে ঋণ।' রেখা বলিল—'বেশ। কিন্তু করি কিরূপে তাতো বলিলে না ?' অর্দ্ধ—'বলিতেছি। বিন্দুকে মাঝে রাখিয়া দুদিকে গতিমান্ হও।' রেখা—'চলিব তো, কিন্তু বেঁকিয়া যাইব না তো ?' অর্দ্ধ—'তার ব্যবস্থা করিতেছি। মাঝের বিন্দু থেকে ঠিক সোজা উপরের দিকে উঠিতে পারিবে ? উঠিয়াছ, বেশ।' এইটি হইল লম্ব—তৃতীয় আর এক দিঙ্মান, যেটি স্বয়ং 'উদাসীন' এবং 'সাক্ষী' রহিয়া দুইদিকের (ধনে ঋণে, উদয়ে বিলয়ে) গতিকে ঠিক ঋজু বা সুষম হবার 'প্রতিশ্রুতি' (sanction) দেয়। বলে—'তুমি দুদিকে সমানদূর রাখিয়া যতদূরই চল, আমা থেকে যেন সমান দূর হইয়া চলিও।'

গতিসংস্থায় এইপ্রকার সমতার প্রতিশ্রুতি যেটি দেয়, সেটি সমকোণ। স্বয়ং ঋজু, উদাসীন, সাক্ষী না হইয়া এ প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে না। এ সকল শুধু জ্যামিতির কথা হইতেছে কি ? জপে আর্জ্জব এবং ভাবে আর্জ্জব লক্ষ্য হওয়া উচিত। উভয়েই আবৃত্তি (ওঠা-নামা ইত্যাকারে) ঘটিতেছে। কোনটাই তো

সাধারণতঃ even, homogeneous, continuous process নয়। তথাপি কোন কোন ধ্রুব আধারে (যথা, জপে নাদ) এদের ঋজুস্থিতি হওয়া আবশ্যক। সেটির জন্য কোন কিছুকে, পূর্ব্ববিবৃতিমত, 'সম' পাওয়া এবং রাখা আবশ্যক—যেমন, গানে কোন আস্থায়ী স্বর বা স্বরসংহতি। তালে তাল-ফাঁক ক্রমে গতি হইয়া থাকে, কিন্তু যেটি 'সম', সেইটিই তালের 'key point'—ছন্দের সমতাবিধায়ক।

অশেষপ্রকারের চিত্তবৃত্তি। তাদের মধ্যে 'অধ্যবসায়' অথবা নিশ্চয়াত্মিকা ধী 'সমকোণী' সম্বন্ধটি রক্ষা করে। একদিকে ঋজু, অন্যদিকে সুষম, এ দুয়ের মধ্যে যোগক্ষেম রক্ষা করে সম। এই নিমিত্ত সমস্ত কিছু ঋজু অথবা সুষম বৃত্তিব্যাপার সমীকরণসূত্রে সহজে আসে।

ঋজু আর সুষমের মধ্যে ভেদ আগে দেখান হইয়াছে। রৈখিকব্যবহারে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, ঊর্ম্মি ইত্যাদি ঋজু গোষ্ঠীতে আসে না বটে, কিন্তু সুষমগোষ্ঠীতে আসে। এদের সব সমীকরণসূত্রও (Equations) আছে। জপে, ভাবে, জ্ঞানে—সর্ব্ববিধ সাধনে—সমকে অক্ষর উদাসীন (এবং 'Norm') রূপে রাখিয়া ঋজু-সুষম—এই দ্বিবিধ অন্যোন্যের উপকারক আকৃতিতে কর্ম্ম করিতে হয়। এই সূত্র সম্মুখে রাখিয়া আবার সেই গায়ত্রী-লেখ প্রভৃতি পরীক্ষা কর। সে আকৃতির আধারনিরূপকগুলি (Basic Co-ordinates) আবারও 'ছকিয়া' এটি বুঝিয়া লও।

সুষমকোণ স্থূলতঃ বুঝিতে একটা পদ্ম থেকে সমদলের দুটি পাঁপড়ি নাও, এবং তাদের উর্দ্ধাধঃ কোণ দুটি লক্ষ্য কর। যে কোন সুষম তরঙ্গশ্রেণীর কলা (phases) পরীক্ষা কর। বিশ্লেষণে 'পাই', 'সাইন্', 'কো-সাইন' ইত্যাদি সমতারক্ষক পরিমাপ এবং অনুপাতের 'প্রশাসন' রহিয়াছে। যে কোন সুষমস্পন্দ (প্রাণে এবং চিত্তেও) এবম্প্রকার ছন্দঃ-প্রশাসনে আসিবে।

এবম্প্রকার সমতারক্ষক (সমীকরণসূত্রে সংযোজক) ছন্দঃ-প্রশাসন অভাবে (অন্যথায় কিংবা অন্যথাভাবে) বিষমকোণ। এটিকেও শুধু জ্যামিতির দৃষ্টিতে দেখিও না। বাক্, কায়, চিত্ত, প্রাণ—সব কিছুতে বৃত্তি অথবা সংস্কারের 'গাঁঠ বাঁধিয়া' abnormality, morbid complex ইত্যাদি সৃষ্টি হয় বিষমকোণ-বশতঃ। এই 'বিষম' স্থল এবং অনুপাতগুলিকে সুষম-ঋজুতায় আনয়নই শুদ্ধিসাধন।

সঙ্কীর্ণ সঙ্কর অসম (অসমীকরণীয়) হইলে হয়। মিলন, মিশ্রণমাত্রেই সঙ্কর নয়। মিলনে মিশ্রণে যেটি সমন্বয়-সঙ্গতিসূত্র (Principle of Harmonic Relation, Congruity, Compatibility), সেটি সাবকাশ না হইলে সঙ্কীর্ণ। সুষমে সুষমেও, অসঙ্গতিস্থলে, সঙ্কীর্ণতাপত্তি হইতে পারে (যেমন, মধু আর ঘৃত অসঙ্গত মাত্রায়)। সঙ্গীতে, জপে, ভাবে ইত্যাদি সব কিছুতেই, সময় সময়, দুই সুষমকে নিয়ে বিষমে পড়িতে হয়। যেমন, এ-মন্ত্র ও মন্ত্র, এ-গুরু সে-গুরু, এ-ভাব সে-ভাব ইত্যাদি। সুষমে বিষমে, বিষমে বিষমে সঙ্কর তো আছেই। সে সব স্থলে অভীষ্টগুলিকে জটলা থেকে মুক্ত কর, বাছিয়া লও। পচা-পোকা বাদ দিয়ে ভাল আমটি খাও। আমটাই টান মেরে ফেলে দিলে তো পস্তাতে হয়! একগাদা আলুতে দুটো একটা পচতে লাগলে, সেই দুটো একটা সরাও, নৈলে দুদিন বাদে বস্তাকে বস্তাই পচা মাল! 'সঙ্করো নরকায়ৈব' —সঙ্কর বড় সঙ্গীন চীজ!

'সঙ্কর'কে 'শঙ্কর' করাই তো জপাদিজন্য শুদ্ধিসাধন। ব্যাহরণে বাকে যে পরিমাণে সমতা-সুষমতা সাধিত হইবে, প্রাণে এবং চিত্তেও সে পরিমাণে তার সঙ্গতি-সাহিত্য সম্পাদিত হইবে। মনের যে শ্রদ্ধাভাব, সেটি এই সম্পাদনে সম্পাদ্যও বটে, সম্পাদকও বটে।

পরবর্ত্তী অপর এক সূত্রে (১০) কোণের প্রকারভেদ অন্যভাবেও প্রদর্শিত হইবে। মাঝের কয়টি সূত্রে কাষ্ঠার প্রসঙ্গ হইতেছে।

৬॥ মর্য্যাদাসমতায়াং সোমার্দ্ধকলা॥

মর্য্যাদার সমতা ঘটিলে কলার যে রূপ, সেটিকে সোমার্দ্ধকলা জানিবে।

বৃত্তনেমিস্তদংশো বা বিশিনষ্টি গতিং স্থিতিম্।
নেমিমুদ্দিশ্য মর্য্যাদা-সাম্যে সোমকলার্দ্ধকম্॥
সোমার্দ্ধকলয়া বিশ্বে সৌষমেণ হি বৃত্ততা।
অমাং রাকামভিপ্রেত্য সৌষুম্নং যচ্চ বর্ত্তনম্॥৬৭-৬৮

যাহা কিছু 'বর্ত্তিল', তাকে বল 'বৃত্ত'। রেখাবিজ্ঞানে যাকে বৃত্ত বলা হয়, সেটি এই সামান্যের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত। কিছু বর্ত্তিলে (when happens,

becomes, exists) পূর্ব্বোক্ত মর্য্যাদা এবং অভিবিধির প্রশ্ন আসে। যে কোন বৃত্তি অথবা বৃত্তের যেটি সীমা ('এই অবধি') দান করে, তাকে বল 'মর্য্যাদা'। আর, 'এই দেখ এতটা ব্যাপিয়া সে বৃত্তি রহিয়াছে, অথবা হইতেছে'—এইপ্রকার 'অভিতঃ বিধান' যেটি দেয়, তাকে বল 'অভিবিধি'। রেখা-বিজ্ঞানে যথাক্রমে পরিধি (নেমি) অথবা যেটি curve of specification ; আর, তার ব্যাস (অর), অথবা, ঐ curve-এর যেটি 'matrix', 'general conditions of the covering equation.' Curveটির যাহা 'নিরূপিত' রূপ এবং সীমা, সেটি এই যে 'নিরূপক' অভিবিধি, তার অপেক্ষায় 'অধ্রুব' (variable)। কিন্তু নিরূপক বিধিটি সে সম্পর্কে ধ্রুব (constant)। যেমন, কোন বৃত্তের যেটি 'সূত্র' (equation), সেটি ব্যবস্থিতই আছে ; কিন্তু বৃত্ত বিশেষের রূপ (নেমি) যে কি সীমায় হইবে, সেটি অধ্রুব। সুতরাং, বৃত্তমাত্রেই ক্ষরাক্ষর সম্মিলিত।

অভিবিধির কথা ৯-এর সূত্রে আসিতেছে। এখন দেখ যে, মর্য্যাদাভিবিধিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না বটে (যেমন, নিরূপিত আর নিরূপক), এ দুটিকে আলাদা আলাদা করিয়া কাষ্ঠাপ্রসঙ্গে (as regards limit) বিবেচনা করা যায়। যেমন ধর, কোন কার্ভ। তার নেমিটি বিষম, না সুষম ? একান্ত সুষম (perfectly symmetrical) হইলে কিরূপ হইবে ? বলা বাহুল্য, ইহা শুধু জ্যামিতি এবং বহির্বিজ্ঞানের সমস্যা নয়। ধর, 'ওঁ নমঃ শিবায়' জপিতেছ। ব্যাহরণের যেটি মর্য্যাদা, সেটি ঠিক ঠিক সুষমা হয় কখন, কিরূপে ? ব্যাহরণের সমগ্রধ্বনিরূপকে যদি লেখচিত্রে (graphএ) লই, তবে সে 'গ্রাফ্' ঠিক মর্য্যাদাসম্পন্ন (harmonic, symmetrical) হইতেছে তো ? উদয়-বিলয়ের সন্ধিস্থলকে যদি ভাব কোন কুসুমকোরকের বৃন্ত (stem), তা হইলে, ওঁ+নমঃ+শিবায়—এই তিন ধ্বন্যবয়ব (phonetic phases), ঠিক সুষম-সুঠাম তিনটি অঙ্গ হইয়াছে কি তার ? যথা, ত্রিদল বিল্বপত্র ?

কেবল বাহিরের যন্ত্রাদিতে নয়, মন্ত্রাদিতেও এই প্রকার ধ্বনি, ভাবের মর্য্যাদা-সমতার (evenness, simplicity, purity) দিকে অভিনিবেশ রাখিতেই হয়। নতুবা ব্যাহরণ 'বিষমে' পতিত রহিয়া তার যথার্থ সমর্থ মর্য্যাদা পাইবে না।

এ স্থলে 'সম' মানে শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ, অব্যাজবিদ্ধ। যেমন কোন গ্রহ সূর্য্যের

চারিধারে ঘুরিতে ঠিক তার স্বচ্ছন্দ গতিবর্ত্মে রহে তো, তার মর্য্যাদা 'সম' হইল। অন্যথায় বিষম।

যে কোন পদার্থের গতি-স্থিতি যে কিরূপ (কি আকৃতিতে এবং ছন্দে), সেটি বিশেষিত (specified) হয় কিসের দ্বারা? তার যেটি বৃত্তিলেখ (curve চিত্র), সেটি পূরা, কিংবা অভাবে তদংশ দ্বারা। এখন, সেই বৃত্তনেমি কিম্বা অংশ পরীক্ষা করতঃ যদি দেখা যায় যে, তাতে মর্য্যাদাসমতা ধর্ম্মটি ঠিক বর্ত্তমান, তবে বুঝিলে যে, সেই বৃত্তিরূপা কলা সোমার্দ্ধকলার স্বাধিকারে। যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তিকলা তার মর্য্যাদাসমতা, সুতরাং সোমার্দ্ধকলাধিকরণ থেকে চ্যুত, তাকে সমতাশোধনে আনয়নই সাধন। প্রণবে এবং হ্রীমাদি বীজে শীর্ষে যে সোমার্দ্ধ (চন্দ্রবিন্দু), সেটি এই সোমার্দ্ধকলার স্বাধিকারসূচক এবং সংরক্ষক। ঐটিকে 'ভজনা' করিলে বিশ্বে (বাকে, কাযে, চিত্তে) সর্ব্ববিধ বৃত্তিকলা সৌষম-সমতায় আসিয়া থাকে।

'সোমার্দ্ধ' বলা হইতেছে এই জন্য যে, 'অমা' এবং 'রাকা' (পূর্ণিমা) এই দুটি পূর্ব্বব্যাখ্যাত পরিসীমার মাঝে ('অর্দ্ধে') রহিয়া, এটি সব কিছুর যে 'সৌষুম্ন' (পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত) বৃত্তি, সেটি নিয়মন করে। 'সৌষুম্ন' বলিতে সেই পন্থাঃ অথবা ঋতম্, যেটি 'সৌষম' (ছন্দোগ)-কে ঠিক ধামগ করে। অমা এবং রাকা—এই দুই মেরুর সন্ধিরূপ এই সোমার্দ্ধ। এক দিকে পূর্ণবিলয়, অপরদিকে পূর্ণোদয়। গায়ত্রী প্রভৃতির 'লেখ' পুনশ্চ অনুধাবন কর। শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণাষ্টমীর ভেদও ভাবনা কর এই অনুবন্ধে। দুটিতেই সোমার্দ্ধ, তথাপি—

'সুষুম্না' শব্দে যে উকারদ্বয়, তাদের বৃত্তি উবর্ণ-শক্তিদীপে দেখিয়া লইও। স্থূলে অথবা বাহিরে যে ছন্দঃক্রিয়া, সেটিকে 'বেধবৃত্তিতে'—সূক্ষ্মে, কারণে লইয়া একেবারে ধামগ করে যে সমর্থশক্তিবর্ত্ম, সেইটি সামান্যতঃ সুষুম্না। স্পষ্ট দেখা যায় যে, এবম্বিধ সমর্থ, উচ্চ, উচ্চতর কেন্দ্রবেধনক্ষম শক্তির ধামাভিমুখীন 'আরোহে' কুণ্ডলিনীর সবিশেষ জাগৃতি আবশ্যক হয়। 'জাগৃতি' মানে সূক্ষ্ম-কারণশক্তিকূটের অভীষ্ট প্রয়োগানুবন্ধে অনুবর্ত্তন।

উকারের প্রসঙ্গে 'সম' এবং 'সোম' শব্দ দুটিও ভাবিয়া দেখ। স্থূলের ক্ষেত্রেও 'সম', শুদ্ধ না হইলেও 'প্রায়িক'ভাবে মিলিতেছে বটে, এবং সে ভাবে, অনেক কিছুর মর্য্যাদা (নেম্যাদিবৃত্তি) ঠিক সম না হইলেও সমকল্প দেখাইতেছে। কিন্তু 'সোম' এবং 'সোমার্দ্ধ'? প্রায়িক বা আভাসিক মর্য্যাদাদির 'সম'কে

সূক্ষ্মে এবং কারণে লইয়া তাকে ধামপরিসীমানুবর্ত্তী করা যায় কিরূপে? বাইরে যারা সমান বা সুষমের 'মতন', তারা আসলে (তত্ত্বে) তাহা হয় কিরূপে? Democracy এবং Communism দুই-ই তো 'মানুষ'কে 'সমান' করিতে চায়, কিন্তু আসলে সমান হয় কিসে, কি উপায়ে? ওয়াশিংটন আর মস্কোর প্ল্যানে তো সর্ব্বনাশা সংঘর্ষ! নৈমিষারণ্যের প্ল্যান কি বলে?

সে প্ল্যান বলে—তোমাদের ঐ সব 'বাহ্যিক' মর্য্যাদাসমতাসংরক্ষণে 'আসল' সংরক্ষিত হইবে না। 'সম' এর মাঝে প্রণবের 'উ'কে বসাইয়া সমকে কর 'সোম'। অর্থাৎ, তোমার 'আত্মিক' গভীর উৎসগুলির আসুরী গ্রন্থিমোচন করতঃ, তাদের ধাম-পরিসীমাসমন্বয়ি যে সুরছন্দঃ, তাতে আন। ব্যষ্টি, সমষ্টি—উভয়তঃ। সোমার্দ্ধ এইরূপ সোমসংক্রমণের 'অর্দ্ধে' স্থিত হইয়া, তোমার জীবন ও সাধনকে, পূর্ণ-শুদ্ধ সমতানুবর্ত্তিনী যে সুষমতা (Harmony leading progressively to Pure and Perfect Oneness), তাতেই আকলন করুক!

স্থূলতঃ, ধর যে কোন এক তল। একে এক নির্দ্দিষ্ট সরলরেখা মনে কর। এর কোন প্রান্তবিন্দু যদি বলে—'আমি গতিমান্ হইব; কিন্তু আমার গতি এমনধারা হইবে যে, আমার গতিপথের যে কোন বিন্দু নির্দ্দিষ্ট সরলরেখার দুটি প্রান্তবিন্দুর সম্পর্কে সর্ব্বদা সমকোণিক সম্বন্ধেই রহিবে', তবে তার গতি-পথটি কিরূপ হয়? ঐ সরলরেখার উপর অঙ্কিত অর্দ্ধবৃত্তের (সোমার্দ্ধ) পরিধি। এইরূপ প্যারাবোলা প্রভৃতি সুষমান্বয়ও বিচার্য্য।

এইবার দেখ, ঐ অর্দ্ধবৃত্তের যে পরিধি (নেমি), তার মর্য্যাদাসমতা রক্ষা করে কে? নির্দ্দিষ্ট সরলরেখার মধ্যবিন্দু, যেটিকে কেন্দ্র করিয়া অরের (ব্যাসার্দ্ধের) অভিবিধি। এখন ঐ কেন্দ্রবিন্দুটিকে স্থির রাখ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাটি মুছিয়া ফেল; নেম্যর্দ্ধটিকে (উপরে অথবা নিম্নে) থাকিতে দাও। কি মিলিল? দুইরূপে চন্দ্রবিন্দু। একরূপে কাষ্ঠা অমা—যাতে সোমার্দ্ধকলা বিন্দুতেই অবসান হয়। অন্যরূপে কাষ্ঠা রাকা—যাতে বিন্দু হয় সোমপূর্ণকলা। একে কলার বিন্দুপরিসীমা, অন্যে নাদপরিসীমা। নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাটিকে 'মুছিয়া ফেলা' মানে, পূর্ব্বোক্ত 'অর্দ্ধ'-সমুদ্ভূত ব্যাপারকে কোন নির্দ্দিষ্ট (particular, specific) তল অথবা সংস্কার 'বন্ধন' থেকে মুক্তি দিয়া সেটিকে সার্ব্বভূমিকতায় লওয়া। ধর, বৈখরীর ভূমিতে প্রণবজপ চলিতেছে।

যাবৎ তাই, তাবৎ সরলরেখাটি ভূমিনিরূপকরূপে আছে। কিন্তু জপকে মধ্যমাদিতে লইতে গেলে ঐ ভূমিতে আবদ্ধ থাকি কিরূপে? প্রণবাদি বীজের শীর্ষে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি এবং-প্রকার অভ্যারোহের সূচনা এবং সঙ্কেত দুই-ই দিতেছে। সুতরাং, ছন্দোগা যে মর্য্যাদাসমতা (সুষমতা), সেটিকে ধামগা (leading to its purity and perfection) হবার উপায় দিতেছে।

পরের সূত্রে সেই ধামের কথা—

৭ ॥ তদ্ধামনিত্যত্বে কৈলাসঃ ॥

উক্ত সোমার্দ্ধকলার যেটি 'ধাম' (সংস্থান এবং প্রকাশ), সেটি যদি নিত্য হয়, তবে তার সংজ্ঞা 'কৈলাস'॥

ধাম্নি ধাম্নি সুপর্ব্বাসৌ সোমার্দ্ধো বৃত্তিমান্ যদি।
ভূরাদয়োঽসনাদ্‌বৃত্তেঃ স কৈলাসঃ স্বয়ং সনাৎ॥
মর্য্যাদাসুষমঃ সোমো মর্য্যাদাবিষমং বিষম্।
কিলাসেন হি বিজ্ঞেয়ং সমত্বং বিষসোময়োঃ॥৬৯-৭০

ধামের (অভ্যারোহের ভূমির) পরম্পরা, সুতরাং অধিরোহণী (সোপান) আছে। এখন, ধামে ধামে (যথা, চক্রে চক্রে, অথবা বৈখরী-মধ্যমাদিতে) অধিরোহণে যদি সোমার্দ্ধ 'সুপর্ব্বা' থাকে তো, তবে তার অনিত্যবৃত্তি (অসনাদ্‌বৃত্তি) এবং নিত্যবৃত্তি, এই দুই রকমের বৃত্তিমত্তা সম্ভাবিত হয়। যেমন বাহিরে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় ঘটিতেছে; অথবা, সাধারণ জপে বিন্দু-মেরুস্থিতিতে এবং নাদমেরুস্থিতিতে হয়। নিত্য অমা, নিত্য রাকাও কৈ বাহিরে দেখি না। এগুলি এক 'ধাম' বা কলাকাষ্ঠা যদিও বটে; কলার উদয় বিলয় আকৃতি এবং ছন্দে 'সুপর্ব্ব' (symmetry) যদিও আছে। এবং-প্রকার অসনাদ্‌বৃত্তি বিশেষিত ধামগুলি 'কৈলাস' সংজ্ঞায় আসিবে না। ধর, তোমার গায়ত্রী জপে নাদরূপী বিহগ বেশ 'সুপর্ব্বা' হইয়াই ভূরাদি উদয় বা বিকাশের ধামগুলি উত্তীর্ণ হইয়া, 'বরেণ্যং' ধামে নাদচূড়া স্পর্শ করতঃ, 'ধীমহি' পর্য্যন্ত তদ্ধামধ্যাতা হওতঃ, 'ধিযো যোনঃ' ইত্যাদিতে পূর্ব্ববৎ সুপর্ব্বা রহিয়াই বিলয়নাদে বিন্দুশয়ান হইল। সুপর্ব্বা হইলে এটি লক্ষণমত, সোমার্দ্ধ-কলারূপিকা

মর্য্যাদাসমতা, সন্দেহ নেই। তথাপি, এ সবে অনিত্যবৃত্তিতা রহিয়াছে বলিয়া, কৈলাসধাম অধিগত হইল না।

যদি সামান্যতঃ ধামসমূহকে ভূঃ, ভুবঃ, স্ব—এই শ্রেণীতে নাও, তবে তত্তৎ-অনুবন্ধে কৈলাসসংজ্ঞার এক এক গৌণীবৃত্তিও মানিতে পার—ভূঃকৈলাস, ভুবঃ-কৈলাস, স্বঃকৈলাস। এ গৌণীবৃত্তিতে 'সনাৎ', কিনা, নিত্যত্ব নেই। যাতে আছে, তাকে, মুখ্যাবৃত্তিতে, বল 'স্বয়ং কৈলাস'। প্রথম তিনটি relative, approximate ; তুরীয়টি final and absolute. প্রথম তিনের অনিত্য ও আপেক্ষিক হবার হেতু—ঐ তিনেই পক্ষদ্বয়ের অপেক্ষা বর্ত্তমান। তুরীয়ে সে অপেক্ষা কাটাইয়া নিরপেক্ষ-অনপেক্ষ হইতে হয়। যেমন ধর, সোম (অমৃত) আর বিষ।

যাহা মর্য্যাদাসুষম তাকে সোম (অমৃত), এবং যেটি মর্য্যাদাবিষম তাকে বিষ, এই সংজ্ঞা যদি দেয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, অস্মদ্ব্যবহারে সকল ভূমিতেই (ধামে), এতদুভয়ের অনুপাতবৈষম্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। দেবাসুরের সাগর মন্থনে এটি রূপকে প্রদর্শিত। কিন্তু দুটিতে অবিরোধ সমতায় মিলিত হবারও এক তুরীয় ধাম রহিয়াছে। যেমন, শিবশঙ্করের ভালে সোমার্দ্ধ (অমৃত), কণ্ঠে কালকূট। জপে বৈখরীতে (কণ্ঠে) সমুদ্ভূত যে বিষমাত্রা, সেটি মধ্যমার (হৃদয়) মাধ্যমে পশ্যন্তী-পরায় (ভালে এবং শিরসি) 'সমুদ্ধৃত' (sublimated) হইয়া সোমমাত্রা এবং অমৃতমাত্রায় সামরস্য লাভ করে। যেমন আবার, আমাদের জীবনে বেদনা ও পুলক। এ দুটি বিরুদ্ধরস বটে ; কিন্তু এমন এক গভীরভাব চেতনার ধাম আছে, সেখানে এরা উভয়ে সম্মিলিত, সমরস। সাগরের বক্ষে কখনও দোলা, কখনও বা তার কিছুটা বিরাম ; কিন্তু সাগরের গভীরতায় ?

বর্ত্তমান সূত্রে ঐ সমরস সমতার ধামটিকে 'কৈলাস' সংজ্ঞা দেয়া হইল। শঙ্করের ধ্যানে মহাহিভূষণ, সোমার্দ্ধধারী, গঙ্গাধর ইত্যাদি ভাবে ঐ কৈলাস-ধামটির সন্ধান লও। 'কৈলাস' অবশ্য এ লক্ষণে শুধু পর্ব্বতবিশেষ নয়।

'ক' আদি ব্যঞ্জন—আনন্দ ব্রহ্মের আদিমা অভিব্যক্তি। 'ই' যোগে গতিরূপা বৃত্তি। সৃষ্টি-স্থিতিতে এটি দ্বন্দ্বভাক্ (in polarity, opposition) হইয়াছে। ফলে, সুষম-বিষম, সোম-বিষ বিরোধ। দ্বন্দ্বে, বিরোধে রস অলসিতবৎ হয়। এই অলসিত 'বিষম' সুষমের অভিমুখে উন্মুখ হইলে হয় উল্লসিত ; তাতে

বিরাজিত হইলে বিলসিত। কিন্তু স্বলসিত (অখণ্ড সমরসে সমীকৃত) না হওয়া পর্য্যন্ত পর্য্যবসান নেই। 'কি+লাস' শব্দটিকে এইরূপে স্বলসিত-সমরস-সমাবৃত্তি-ধাম সূচকরূপে দেখিবে।

৮ ॥ তদ্ধামভূয়স্ত্বে মানসসরঃ ॥

(সোমার্দ্ধকলার যেটি ধাম, তার নিত্যত্ব বিবক্ষায় যদি কৈলাস সংজ্ঞা হয় তবে) ঐ ধামের 'ভূয়স্ত্ব' বুঝাইতে 'মানসসরঃ' এই সংজ্ঞা হইবে ॥

মানসং সর ইত্যেব সর্ব্বধামসু ভাবয়।
মর্য্যাদামধ্যগা যত্র হংসস্বচ্ছন্দবৃত্তিতা ॥
রাবণং দৌর্ম্মনস্যং স্যাৎ সৌমনস্যঞ্চ মানসম্।
মানসযোনিসংবাদে ততোভূয়স্ত্বমীরিতম্ ॥৭১-৭২

ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার (মানসযোনি) সংবাদে ভূমার অন্বেষণে 'ততোভূয়ঃ' (আরো এগিয়ে চলো) দেখান' হইয়াছে। নিত্যধামের অন্বেষণে এইটি ভূয়ঃক্রম।

নিত্যের লক্ষণ ব্যাপকতর করিয়া লইলে, তুরীয় স্বলসিত আনন্দের মত বিলসিত আনন্দেরও নিত্যতা আসে। এটি লীলা। এবং লীলাকে মাধুর্য্য-পরিসীমায় লইলে ব্রজধাম।

কৈলাসধাম অথবা ব্রজধাম—যে ভাবেই ধাম-পরিসীমাটিকে নেয়া যাক, সে ধামে উপনীত হবার যে ক্রম, তাতে 'ততোভূয়স্ত্ব' ধর্ম্মটি থাকিবে। যে কোন অভীষ্টধামে যে মর্য্যাদা পরিপূর্ণতা, সেটি সাধনে মিলিয়া থাকে কি ভাবে? তৎসম্বন্ধী যে সাধনক্রম, তার অভিবিধি সৌষ্ঠবদ্বারা। অভিবিধিই যে কোন প্রকার ক্রমকে তার উপক্রমানুক্রমাদিরূপে উত্তরোত্তর লইয়া গিয়া, তাকে তার মর্য্যাদা পরিসীমায় পৌছাইয়া দেয়। ক্রমের আভিমুখ্য বা অভিমুখীনতাটিকে 'ততোভূয়ঃ' রূপে যাহা চরম মর্য্যাদায় লইয়া যাবার 'বিধি' বা বিধান দেয়, তাহাই অভিবিধি।

জপের মর্য্যাদাই বা কি, আর অভিবিধিই বা কি—তা ভাবিয়া দেখ। অভিবিধি = Law or Rule of progressive realization of an End.

একটা সরলরেখা আর এক ধ্রুব বিন্দু রহিয়াছে। অপর এক বিন্দু যদি মনে করে—'আমি এমন পথে চলিব, যাতে আমার গতি পথটা ঠিক প্যারাবোলার মর্য্যাদা পাইবে', তবে তাকে এক নির্দ্দিষ্ট অভিবিধি (Equation) অনুসরণ করিয়া চলিতেই হয়। জপাদি সাধনেও এইরূপ। ও সাধন কি? বারংবার 'ততোভূয়ঃ' ভাবে সাধন করিয়া আদৌ পরায় (বিন্দুতে) অভিসম্পন্ন, এবং অন্তে, পরাপারীণ পরমে অভিনিষ্পন্ন হওয়া। এ সাধনে ঐ 'অভি' দুইটি অভিবিধির নির্দ্দেশ দেয়।

অভিবিধিই ঠিক করিয়া দেয়—কোন ক্রমগতি মর্য্যাদানুগা এবং মর্যাদামধ্যগা। অনুগা হইয়া তবে সব কিছুকে 'সংবাদে' এবং সঙ্গতিতে আসিতে হয়। 'সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্'। এর প্রসাদে আকূতিচযও 'সমান' হইলে তবে 'মধ্যগা' (অন্তরঙ্গা, যেমন রাস-মণ্ডলে)। বৈখরী-জপক্রিয়া মধ্যমায যাইয়া স্বচ্ছন্দ ('Heart's Prayer') হইলে মধ্যগা। যে কোন ধাম মর্য্যাদা সম্বন্ধে এই অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা বৃত্তি দুটি বুঝিয়া লইবে। গুরুধাম, ইষ্টধাম প্রভৃতিতেও। "মজল' আমার মন ভোমরা শ্যামাপদ নীল কমলে"! এইরূপ 'মধ্যগা' ভাবটির সংজ্ঞা হইল 'মানসসরঃ'। 'মানসগঙ্গা' ইহার প্রকার ভেদ। 'সরঃ' উদয়মুখ্য; গঙ্গায় বিলয মুখ্যতা। কার? নাদের।

সরোবরে কমল বিকশিত হয়; হংসও স্বচ্ছন্দ-বিচারী হয়। কমল ভাবধ্যান মনে কর, আর, হংস = প্রাণ। মানসসরঃ ভূয়ঃক্রমের এমন এক ভূমি (মর্য্যাদা-মধ্যগা), যেখানে কমলও স্বচ্ছন্দে ফোটে, হংসও স্বচ্ছন্দে খেলে। জপে নাদশেখর হইল কমলের পূর্ণ বিকাশস্থল; আর, উদয়ে, বিলয়ে, সেতুতে নাদের স্বচ্ছন্দগতিই হংসের স্বচ্ছন্দ বৃত্তি।

রাবণহ্রদ = দৌর্মনস্য, ব্যাধিস্ত্যান প্রভৃতি যোগের অন্তরায়গুলির মধ্যে মুখ্য। আর, মানসসরঃ = সৌমনস্য। 'সুমনাঃ' শব্দে সাধারণতঃ পুষ্প বোঝায়। অতএব, কমলও বটে। কমল যদি ধ্যানকমল হয়তো, সৌমনস্য শব্দের ব্যঞ্জনা সেভাবে বুঝিয়া লও।

পুরাণী কথায় রাবণ অভিমানবশে কৈলাসধামের মর্য্যাদাহানি করিতে উদ্যত হয়। মহাদেবের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাপে সেটি হয নাই। দক্ষিণ পদের পাঁচ অঙ্গুলি = দক্ষিণায় (অগ্নিতে) বৃত্তিমান্ পঞ্চ প্রাণ; বামপদের = বামায় (সোমে) বৃত্তিমান। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ = ব্যান = ব্যাপক এবং সন্ধিসংস্থাপক। এই সঙ্কেতে রহস্যটি

বুঝিতে যত্ন কর। ধর, তোমার জপ অধিক অগ্নিমাত্রায় চলিতেছে। ফলে, দৌর্মনস্য। জপের বিলয়সন্ধিতে বিশেষ করিয়া সোমসবন কর। করিলে, দৌর্মনস্য কাটিয়া হইবে সৌমনস্য—মানসসরঃ—সেখানে প্রাণও স্বচ্ছন্দ, ধ্যানও স্বচ্ছন্দ।

'পদ' শব্দটি একটুখানি অন্য অর্থে নাও। ধর, রাবণের মত তুমিও জপিতেছ—'ওঁ নমঃ শিবায়'। ওঙ্কারে (বামপদে) অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু—এই পঞ্চ 'অঙ্গুলি'। বিন্দু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। জপে যদি নাদকে বিন্দুলীন না করিয়াই 'উদ্যত' রাখ, তবে তোমার জপটি 'উগ্র' জপ হইল। এরূপ উগ্র, উদ্ধত জপে তাঁতে প্রপত্তি এবং সমর্পণ ঘটে না। ঐ মন্ত্রের যেটি যথার্থ, পূর্ণ মর্য্যাদা সেটি লাভ হয় না। তোমার 'ঔদ্ধত্যে' কৈলাসধাম 'টলিয়া' যায়। মন্ত্রশক্তি আর ইষ্টশক্তিতে সাহিত্য না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। সাধারণতঃ অসুরাদির তপঃ শক্তিতে যেটি হইয়া থাকে।

এরূপে স্থলে প্রতীকার? বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপটি দাও—অর্থাৎ, ওঁকারে পঞ্চম যে বিন্দু, তাতে নাদকে 'লুটাইয়া' মিলাইয়া দাও। দক্ষিণের পঞ্চমেও (য়) অনুদ্ধত হইবে। অর্থাৎ, অন্তিম 'অ' প্লুত করিয়া তাকে বিন্দুমুখীন করিবে। দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ = নমঃ।

বামপদের না হইয়া দক্ষিণ পদেব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের 'চাপ' মানে কি তাও ভাবিও। মদোদ্ধত সুরহস্তী ঐরাবতের মত 'নমঃ' এর বিসর্গটি 'শুঁড় তুলিয়া' থাকিলে হইবে না। এ যেন সেকেলে যাত্রাদলে ভীমের গদা ঘুরিয়ে, গালপাট্টা ফুলিয়ে, দাঁত কিড়মিড় ক'রে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম—"দাদা, প্রণাম হই!" 'নমঃ' এর অন্তে যে বিসর্গ, সেটি আস্ফালনসূচক নয়, সমর্পণসূচক।

অতঃপর, অভিবিধিকে উদ্দেশ করত :—

৯ ॥ অভিবিধিকাষ্ঠায়াং সৌদর্শনম্ ॥

(পূর্ব্ব কথিত) অভিবিধি কাষ্ঠায় আসিলে, তার সংজ্ঞা সৌদর্শন ॥

নেমিমুদ্দিশ্য মর্য্যাদাঽভিবিধির্নাভিমীহতে।
নাভাবরস্থিতিক্রান্তী যাভ্যাং ব্যাপ্নোতি বিশ্বরাট্ ॥
বাধাবিরহকাষ্ঠায়াং চক্রং সৌদর্শনং পরম্।
অবমেঽপ্সু বায়াদৌ প্রতিরূপাণি চিন্তয় ॥৭৩-৭৪

ভুবনচক্রের (অণু অথবা মহানে; ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে) দুটি ‘কলা’ (aspect) বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট—এক, নেমি (path of movement), অন্য, নাভি (origin or centre of movement)। এতদুভয়ের সম্বন্ধসংঘটক হইল ‘অর’। নাভি বা কেন্দ্রকে ধরিয়া (তাতে স্থিত হইয়া এবং তার শক্তিতে, ছন্দে) যথাযোগ্য অরযোজনা করে যেটি, সেটি অভিবিধি। নাভিতে স্থিতি, এবং নাভিশক্তিতে এবং ছন্দে ক্রান্তি—এ দুটির দ্বারাই বিশ্বে সমস্ত কিছু আ+বৃত্তির ব্যাপ্তি (scope, sphere, field) ভরণ করিয়াছেন বিশ্বরাট্ (মহাবিষ্ণু)। বাহিরে আণবমণ্ডল, সৌরমণ্ডল, বিশ্বমণ্ডল—এবং অধ্যাত্মে প্রাণচিত্তাহঙ্কারাদির ব্যষ্টি-সমষ্টি আপন আপন মণ্ডল—বিশেষ বিশেষ অভিবিধি (relational scheme and functional pattern) দ্বারা নিরূপিত এবং বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু অভিবিধিকে কোথাও পূর্ণমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না। বাধা বা কঞ্চুক সর্ব্বস্থলেই তার মর্য্যাদাসঙ্কর-সঙ্কোচাদি ঘটাইতেছে। ফলে, সব কিছুর আকৃতি হইতেছে কুণ্ঠিত। তাদের বৃত্তিসত্তার ধামটি হইয়াছে অবম। মহাবিষ্ণুর যেটি একান্ত অপগতকুণ্ঠধাম (where, LtR = O), সেটি যদি হয় ‘বৈকুণ্ঠ’, তবে সে বৈকুণ্ঠের অভিবিধিকাষ্ঠা যাহা সূচিত করে, তার সংজ্ঞা সৌদর্শন। সুতরাং, অভিবিধির ঐকান্তিক বাধাবিরহরূপ যে পরিসীমা (perfection), তাই সৌদর্শন।

ধর, বৃত্ত বা চক্রের একটা শুদ্ধ লক্ষণ এবং তার সূত্র (Equation) করিলাম। কিন্তু ‘বাস্তবে’ তা ঠিক মেলে কৈ? যে ‘ধামে’ সেটি শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণভাবে আছে বা থাকিতে পারে, সেটি সুদর্শনের ধাম (Realm of Archetypal Rhythmicity)।

ওঙ্কারজপ হইতেছে। বিন্দু থেকে নাদ উদিত হইয়া অ, উ, ম কলা বিতান পূর্ব্বক আবার বিন্দুতে বিলীন হইল। অর্দ্ধমাত্রার সেতুসন্ধিদ্বয় সহ এ আবৃত্তি অষ্টকলায় কলিতা। সৌদর্শনব্যতীত এটি শুদ্ধ, সমর্থ এবং পূর্ণ ছন্দে এবং আকৃতিতে আসিবে না। জপে ‘ততোভূমঃ’ প্রণালীতে ঐ অভিবিধিকাষ্ঠায় আসিতে হয়। অভিবিধিকাষ্ঠা বাধাবিরহকাষ্ঠা (Lt. R = 0), ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রতীতির অবমস্তরগুলিতেও সুদর্শন ‘পরোবরীয়ান্’ ক্রমে অন্বেষণ করিতে হইবে। ‘অপ্সু বায়্বাদৌ’—অধিভূত পর্ব্বেও। পূর্ব্বশতকে অবিনশ্বর এটমের

উত্তরে ঈথারে (as Perfect Fluid) এক প্রকার 'সৌদর্শনী চক্রাবৃত্তি' কেহ কেহ মানিয়াছিলেন। জীব কি, অহং কি, জার্মপ্ল্যাজম কি—ইত্যাদিতেও আবৃত্তির একটা নিয়ত আকৃতি (enduring pattern) পাইতে হয়। একাক্ষরী ইত্যাদি মন্ত্রজপেও বটে। মন্ত্রযন্ত্রের বিশেষ আকৃতির মত এক 'সাধারণ' এবং 'মৌলিক' আকৃতি আছে। সেটি আছে বলিয়া সব সাধনই সৌদর্শনচ্ছন্দঃ প্রশাসনে আসিতে চায়। আসিলে তবে বৈকুণ্ঠধাম।

অতএব, অবহিত হইয়া অবমের 'প্রতিরূপ' গুলি পরীক্ষা করিবে। তাদের বৈরূপ্য কাটাইয়া অনুরূপ প্রতিরূপাদি করার সাধনই সাধন। জপে বৈখরী থেকে মধ্যমামাধ্যমে পশ্যন্তী-পরা।

১০ ॥ **কোণস্য জিহ্মত্বাহজিহ্মত্বে** ॥

কোণের জিহ্ম এবং অজিহ্ম—দুইরূপ ॥

জপে স্যাদ্ বৈখরী নেমিররঃ স্যান্ মধ্যমা ততঃ।
মণিবজ্রে চ পশ্যন্তী যন্নাভৌ বিশ্বমর্পিতম্।
বাধিতাঃ সর্ব্ববাধাঃ স্যুর্যয়া সায়ায়তে পরা ॥
বাধাভির্বাধিতত্বে তু বৃত্তং কোণত্বমৃচ্ছতি।
জিহ্মাজিহ্মত্বমায়াতি মণিবর্জ্জং ভিদেলিমম্ ॥৭৫-৭৬

জপের দৃষ্টান্তে নেমি প্রভৃতি দেখান হইতেছে। জপের আবৃত্তিতে (চক্রে) বৈখরী হইল নেমি। মধ্যমা হইল ধূঃ, যাহা অরবিস্তারের আধান ও আশ্রয়। ঐ ধূরকে 'ঘেরিয়া' একটি অভেদ্য অন্তশ্চক্র (Inner Impregnable Ring) অবস্থিত। এ রহস্যচক্রটিকে 'মণিবজ্র' সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে। বহিশ্চক্র (নেমি এবং তাতে সংলগ্ন অরসমূহ) যে সব বাধা (অভিঘাত, অপঘাত ইত্যাদি) দ্বারা নিরন্তর বাধিত হয় (subject to strains and stresses), সেগুলি প্রতিষেধপূর্ব্বক চক্রনাভি, ধূঃ এবং অরসংস্থাকে 'স্থির' রাখার ভার ঐ অন্তশ্চক্রের। বাহ্য উপমর্দ্দাদি ব্যাজ এবং বিঘ্নসমূহকে এক দুর্ভেদ্যবর্ম্মের মত 'ঠেকাইবার' (hold out and neutralize) করার 'যন্ত্র' ঐ অন্তশ্চক্র। এ চক্রেরও মাত্রাদিভেদ থাকা নিবন্ধন, এর এক কাষ্ঠাও থাকিবে—যেখানে

পূরাপূরি বাহ্যবাধাসমূহের ক্রিয়া নিবারিত, নিরস্ত হইবে! ঐ কাষ্ঠা মণিবজ্র। সাধারণ চক্রের উপমা লওয়া হইল, কিন্তু সর্ব্বভূমিতেই ইহার অনুসন্ধান করিবে। অধিভূতাদি অবমস্থলগুলিতেও। জপে ধ্যানে সাধারণতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়, আবরণাদি সংস্কার, প্রাণাপানের বিষম বৃত্তি—এই সকল, বহিশ্চক্রের, কিনা, দৃষ্টপ্রত্যয়ের (actual experience-এর) বৈরূপ্যাদি ঘটাইয়া থাকে; মর্য্যাদার হানি এবং অভিবিধির গ্লানি ঘটায়। যেটি ফলিত হইল, সেটি ঠিক ফলিল না, আর তার ফলন বিধিটিও কুণ্ঠিত হইল। এইরূপেই তো হামেশা হইতেছে। উপায়? মধ্যমারূপিণী ধুরকে ধর। সেই সেতু সমাশ্রয় কর, যাহা তোমাকে এক ধ্রুব, নিরাপদ্, সমর্থ-সান্নিষ্ঠ স্থলে আনিয়া দিবে। সেটি স্বয়ং 'ভিদেলিম' (বহিরাঘাতে ভেদযোগ্য) নয়, অথচ, সর্ব্ববাধাভেদনক্ষম। এই নিমিত্ত 'বজ্র' সংজ্ঞা। স্পর্শ (impact, impression) মাত্রকে ('ম') ইহা মূর্দ্ধন্য ধামে ('ণ') লইতে সমর্থ ('ই'), এই নিমিত্ত ইহা 'মণি'। যৎকিঞ্চিৎ শক্ত্যাদিতে অধম, অবম, সেটিকে উত্তমে উন্নীত এবং পরমে পারীণ করার সামর্থ্য হইল 'মণি'। মন্ত্রের মত মণিকেও পাতঞ্জলাদিতে যোগসিদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে ঐ কারণে। গ্রহতুষ্টি শান্তি প্রভৃতিতেও মণি। মণি=Commutator and transformer of Energy—to higher and higher levels. কতকগুলিতে যোগক্ষেম (storing up) মুখ্যতঃ দেখি; আবার কতকগুলিতে বিশেষ করিয়া, বিচ্ছুরণ (যথা, radio-active পদার্থগুলি)। সৃষ্টি বা উদয় ওঙ্কারে বিচ্ছুরণী বৃত্তি প্রধান। গায়ত্রী জপে ইহা 'ভর্গো দেবস্য'কে সন্ধান করে। 'বরেণ্যম্' স্থলে সমুজ্জ্বল মণি হইয়া ইহা ভর্গের পানে আপনাকে 'মেলিয়া ধরে'। এ স্থলে তার সংজ্ঞা কর—'মণিপদ্ম' (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ)। বিলয় ওঙ্কারে সংবরণী বৃত্তি (যোগক্ষেম) প্রধান। এ বৃত্তির পরিসীমা স্থল হইল বিন্দু। সুতরাং, মণিকে, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে 'পদ্ম' এবং 'বজ্র', এই দুইরূপেই মিলাইতে হয়। বিন্দুলীনতায় বজ্রের নিরতিশয় সান্নিষ্ঠ রূপটি পাই। সেখানে 'স্ব' (আপন সত্তা), অপর বা ইতর কোন কিছুর দ্বারাই আর বেধযোগ্য নয়। 'পদ্মে' অন্যের অপেক্ষা রহিয়াছে, অথচ স্বমর্যাদা পরিসীমার পূর্ণসম্ভাব্যতাও আছে। বজ্রে (বিন্দুস্থলে) অন্যাপেক্ষা শূন্য হইয়াও সামর্থ্য পরিসীমা (পূর্ণতা)।

বজ্রাদির প্রসঙ্গ পরে আবার আসিবে। এখানে বলা হইতেছে যে, আবৃত্তিচক্রের যেটি মণিবজ্র, সেটি পশ্যন্তী ভূমি। চক্রের মণিবজ্রস্থলটি আবারও

ভালমতে দেখিয়া লও। বিশ্বে প্রতিটি পদার্থের (এমন কি, অণুরও) সত্তাশক্তি এবং সম্বন্ধ 'আধারে' অপরিসীম বটে, কিন্তু সেটি সংস্থান-অবস্থান সম্পর্কে একটা সীমা (মর্য্যাদা, নেমি) ও অঙ্গীকার করিয়াছে। এর ফলে তার স্থিতি, গতি এবং আবৃত্তির একটা বিশেষ 'আকৃতি'ও পরিলক্ষিত হয়। এই বিশেষ আকৃতিটি (Particular Pattern) আবার তার 'হৃদ্দেশে' বা কেন্দ্রে পদার্থের সত্তাশক্তিকে একান্ত ঘনীভাবে (in utmost concentration) রক্ষা করে। যেমন, এটমে অথবা প্রাণিকোষে তার নিউক্লিয়াস্। এটি তার সত্তাশক্তির 'অক্ষয়' ভাণ্ডার, তার মূল ছন্দঃ আর সম্বন্ধের আকর। এই মর্ম্মকেন্দ্রকে সে বজ্রের মতই অভেদ্য বা দুর্ভেদ্যভাবেই রক্ষা করে। এটির রক্ষণই তার স্বধর্ম্মসংরক্ষণ। তার জাতি, তার কুলধর্ম্ম, তার মর্য্যাদা ঐটিকে আশ্রয় করিয়াই বজায় থাকে। শক্তি ব্রহ্মের পরম ঘনীভাব = বিন্দু।

অন্তঃকরণ অথবা বুদ্ধিরও ঐরূপ একটা 'মণিকোঠা' আছে—বজ্রের দেউল। যোগে বা জপে 'প্রত্যাহার' দ্বারা বিক্ষেপকগুলিকে (scattering and dissipating momenta) বজ্রবর্ম্মে ঠেকাইয়া তবে অন্তর্মানসের মণি-কোঠায় প্রবিষ্ট হইতে হয়। উপায়—'সংযম' (ধারণা-ধ্যান-সমাধি)। জপসৌষ্ঠবে এবং সামর্থ্যেও এটি লভ্য। সংযমের প্রসাদে অন্তশ্চেতনার মণিপুরদ্বার অপাবৃত হইলে—পশ্যন্তী। মধ্যমাজপে 'হৃজ্জপ' (Heart's Prayer) অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে প্রাণজাপক-কর্তৃক 'নিরন্তর' চলে বটে, কিন্তু পশ্যন্তীতে অকুণ্ঠ চিজ্জ্যোতিতে মন্ত্র-মন্ত্রী প্রভৃতি সবই পূর্ণ মর্য্যাদায় এবং অবাধ অভিবিধিতে উদ্ভাসিত হয়।

এইজন্য, মণিবজ্রস্থলটি পশ্যন্তীর জন্য বলা হইল।

এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের সাধারণ সঙ্কল্পী বিকল্পী মন (পৃথু), মধ্যমার অবরসন্ধিতে গিয়া 'তনু' হয়, এবং বরসন্ধিতে 'অণু' হয়। অণু হইলে তা থেকে আবির্ভূত হয় (যথা, এটমে) মহামানস (Supermind) এবং মহদ্‌বুদ্ধি। পশ্যন্তী এবং পরা এদের সন্ধেয় এবং বিজ্ঞেয়। সাধারণ জপের বিলয়পর্ব্বেও প্রথমে স্থূলবাক্, পরে স্থূল সঙ্কল্পী মনকে 'বিদায়' দিতে হয়। এতদুভয়ের 'অণু'কে প্রাণ লইয়া যাইবেন বিন্দুতে। সর্ব্ব অণুত্বের পর্য্যবসান বিন্দু।

আচ্ছা, ঐ যে নিখিলের মর্ম্মস্থল (মণিবজ্র), তার সংগঠন কিরূপ ? একরূপ

(homogeneous) কি ? তা নয়। ওটিকে যদি বল 'হৃদ্দেশ', তবে তার মাঝে 'হৃদয়', এবং তারও মাঝে 'হৃৎ'। লক্ষণগুলো মনে আছে তো ? যেমন, অ-উ-মের 'অ' হৃদ্দেশ, 'উ' হৃদয়, 'ম' (কলা-নাদ-বিন্দুসহ) হৃৎ। অন্যভাবে বলিলে—পদার্থের মর্ম্মস্থলে মণিবজ্র, তারও মাঝে 'নাভি' (মণিপুর), তার আবার অন্তঃস্থলে মণিকেন্দ্র, এবং অন্তরতমস্থলে মণিবিন্দু। 'মণি' কেন, তা আবার স্মরণ কর। ঐটিকে লইয়াই সবকিছুর সত্তা শক্তি সম্বন্ধ অবম থেকে উত্তমে এবং পরমে উন্নীত (sublimated) হইতে পারে। শ্রীগুরুর ধ্যানে 'মণিপাদুকা', দেবীর ধ্যানে 'রত্নপীঠ', 'মণিমণ্ডপ' ইত্যাদিই বা কেন, তাও বুঝিয়া লইও। মণি এবং কাঞ্চনের অন্তর্জ্যোতিঃ প্রকাশের ভূমিকাতেও (in Inner Illumination) ব্যঞ্জনা আছে। সেই 'হিরণ্য' আবার চিন্তা কর।

যে নাভির কথা বলা হইল, তাতেই বিশ্বব্যষ্টির সকল অর সমর্পিত। ঐ নাভিকে আদিত্যরূপে দেখিলে, উহাতে বিশ্বসমষ্টির অরও সমর্পিত। 'অর' বিশেষ করিয়া ছন্দঃ আর সম্বন্ধের নির্দ্দেশ দেয়। কিন্তু শক্তি বিশেষতঃ কোথায় আহিত ? মণিকেন্দ্রে—মণিপুরের অভ্যন্তরে মণিসংশ্রয়ে। আর, এ সবই সহকারে সত্তা কোথায় সমর্পিত ? মণিবিন্দুতে। যাবৎ বহিরন্তঃ প্রসঙ্গ, তাবৎ বাধার 'অবশেষ' কিছু না কিছু থাকেই। যদি এমত কোন স্থল থাকে, যেটি বলিতে পারে—'আমি যুগপৎ শূন্য এবং পূর্ণ', তবে সেই স্থলেই বাধার শেষ। সর্ব্ববাধা যেখানে বাধিত, সেইটি 'পরা'—বিন্দুরূপিণী। এখানে বাধার শেষ বটে, তবে সে শেষেও একটুখানি 'লেশ' থাকে। সেটি 'অভিসম্পন্নতা'—ব্রহ্মের 'এই বিন্দুরূপে অভিসম্পন্ন হইলাম'—এই 'কাম'। এটি থেকে পরম বা পরমা। তখন 'অভিনিষ্পন্ন'।

এই ভূমিকা পর্য্যালোচনের পর আবার সেই কোণের কথা।

কোণের লক্ষণ পুনশ্চ প্রণিধান কর। বিশ্বে আকৃতি এবং আবৃত্তি (ছন্দঃ) —এ দুয়েতেই কোণ আবশ্যক বলিয়াই রহিয়াছে। তার মধ্যে সুষম (harmonic) আকৃতি এবং আবৃত্তির নিমিত্ত কৌণিক-সম্বন্ধগুলিরও সুষমতা আবশ্যক হয়। যেমন ধর—দুইটি উর্ম্মিকলা (যথা গায়ত্রী জপে)। একটির চূড়াবিন্দু এবং ভূমির (baseএর) দুটি প্রান্তবিন্দু যোগ করিয়া তিনটি কোণ মিলিল। এখন, অপর উর্ম্মিকলারও ঐভাবে পাওয়া তিনটি কোণ কি

আগেরটার তিন কোণের সাথে সম অথবা সুষম অনুপাতে আছে, অথবা নেই ? যদি থাকে তো ঐ উর্ম্মিকলা দুইটি সুষম। উভয়ের 'সাইন', 'কোসাইন' ইত্যাদি 'রেশিও' পরীক্ষা করিয়া, গতির 'এঙ্গুলার মোমেন্টাম্' ইত্যাদি হিসাব করিয়াও, ঐ সুষমতাবিচার হইতে পারে। ধর গায়ত্রীজপে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' নাদোর্ম্মি অথবা কলাটি যেভাবে হইল, 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্'টি সেভাবে হইল না; উর্ম্মির অযথা স্ফীতি (bulging out), অথবা 'অবনতি' (bulging in) ঘটিল ; 'বরেণ্যম্' স্থলে একটি মাত্রা হ্রাস হইল ; নাদ 'কম্পিত' হইয়া—অযথা 'ঝোঁক' (jerking প্রভৃতি) ইত্যাদিতে 'বিষম' কোণ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিল। এরূপ হইলে, জপের ঐ দুটি উর্ম্মিকলায় সুষমতা রহিল না। সঙ্গীতাদিতে এ সম্বন্ধে অবহিত রহিতে হয়। তানে, মীড় গমকাদিতে স্বরলহরীকে 'খেলাইতে' হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কৌণিক সম্বন্ধ সুষমতার আনুগত্যে। জপব্যাহরণ গান নয়, 'উদ্‌গান'। 'উৎ' বলিতে অব্যক্তা পরা বাক্, এবং মধ্যমারূপী নিত্য স্ফোট থেকে 'উদয়', এবং সুষম কলাবিতানপূর্ব্বক সেই অব্যক্তপরায় পুনশ্চ বিলয়। উদয়টি বৈখরী পর্ব্বেই সচরাচর (বাচিক, উপাংশু, মানস ত্রিধা) সাধিতে হয় বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য, গন্তব্য—সেতুপারে যে পশ্যন্তী, তাহাই।

সুতরাং, কোণ, এ বিচারে, দুই প্রকারের—অজিহ্ম এবং জিহ্ম। অজিহ্ম এবং জিহ্ম—এ দুয়ের ব্যাপ্তি পূর্ব্বালোচনার আধারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, কোণবিশেষ সরল বা সম, মাত্র এই দৃষ্টি নয় ; দুটি কোণ অথবা কোণসংহতির মধ্যে সমতা অথবা সুষমতা আছে কি নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য।

বিষম অনুপাতাদি সম্বন্ধ, সুতরাং বৈরূপ্য এবং অছন্দোগত্ব সৃষ্টি করে যে কোণ অথবা কোণগুলি, তারা 'জিহ্ম'। জড়ে, প্রাণে, বাকে, চিত্তে এই জিহ্মাসুর 'ঘাটি' বাঁধে। যৎকিঞ্চিৎ সুরে ছন্দে চলিবে—সরল, সম, সুষম হইতে চাহিবে—তাদের এই জিহ্মাসুর বাধা দেয়। মনের সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবটিকে 'বেঁকাইয়া', নানারূপ 'বিষমে' বদ্ধ করিয়া 'আধি'র সৃষ্টি করে।

অবশ্য, বাধা না পাইলে যাহা স্বভাবে ঋজু, সেটি কোণ হয় না। কিন্তু বাধায় এক প্রকারের 'সাধক' বাধাও আছে—যে সরলকে বঙ্কিম করিল, আবার, সঙ্গে সঙ্গে সুষম-সুন্দরও করিল। এরূপ নহিলে 'পুরাণ কবির' এই অপরূপ

নিসর্গরচনা এবং অপূর্ব্ব ছন্দোলাস্যময়ী লীলাও সম্ভাবিত হয় না। কিন্তু 'বাধক' বাধাও আছে। সে সুষম উর্ম্মিগুচ্ছকে বলে—'তোমরা জটলা পাকাও, পরস্পরকে ভেঙ্গে চুরমার কর।' এর ফলে, সত্তাশক্তির যেটি 'মণিবজ্র', সেটি ছাড়া আর সমস্তই 'ভিদেলিম'—ভঙ্গুর, ভাঙ্গিতেছে।

উপায়? বাক্-প্রাণাদির সাধনে 'মণিবজ্র'ও সাধিয়া লও। সে তো আছেই, তাকে আবার সাধিব কি?—যদি বল। আছে, কিন্তু তোমার ব্যবহার-ব্যাপারে সেটি তোমা-সম্বন্ধে অজিহ্ম কোণে নেই, জিহ্ম কোণে এবং বৃত্তিতে আছে ; সেইজন্য সহজে, স্বচ্ছন্দে তোমার আপন 'মণিপুরে' তোমার গতিস্থিতি নেই।

এই নিমিত্ত তোমার কাজ হইল—তোমার কায়, বাক্, প্রাণমনকে নিষ্ঠায় জপাদিদ্বারা এমন এক সুষমস্পন্দমণ্ডলীতে ঘিরিয়া রাখা, যেটি তোমাকে ঐ পূর্ব্বোক্ত জিহ্মাসুর থেকে মণিবজ্রের মতই নিরন্তর ঠেকাইয়া রাখিবে। আসল মণিবজ্র মিলাইতে আপনাকে মণিবজ্রের 'মতন' কর। সদৃশ না হ'লে তো সমান হওয়া যায় না! সব সময় নিজেকে একটা 'protective barrage of harmonic vibrations' দ্বারা ঘিরিতে যত্ন কর। সেই কিরাতবেশী শিবের ভজনা কর। কোন শরই যাতে না বেঁধে। অভিমানে নয়, শ্রীগুরু এবং ইষ্টনাম শরণে, সমর্পণে।

এ যুগের যে আসন্ন মহতী বিনষ্টি—এটম, হাইড্রোজেন বম্ব ইত্যাদির দাপটে—তা থেকেও রক্ষা ঐ এক উপায়ে। একটা দুর্ভেদ্য shield of supersonic, superzoic, superpsychic vibrations সৃষ্টি কর—ব্যষ্টিতে এবং গোষ্ঠীতে।

ব্যাপক, অব্যাপক রোগের বিষ-বীজাণু ঠেকাইবার মত 'দেহদুর্গ' গড়িতে তো সবাই পরামর্শ দেয়। কিন্তু, অন্তর্দুর্গ? 'উৎপাত পাকজনিত যে সব মহোপসর্গ' তাদের 'শম' কি উপায়ে? এমন কি শোন নাই—কোন মহাত্মা গভীর বনে আসন পাতিয়া রহিয়াছেন ; চারিধারে দাবানলে সব জ্বলিয়া গেল, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করিল না? ঝড়ে শিলাবৃষ্টিতে সব বিধ্বস্ত হইল, কিন্তু তাঁর নিজ 'মণ্ডলে' কোন উপদ্রব হইল না! পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামনগর সব নামিয়া গেল, কিন্তু তাঁর পুণ্য আশ্রমটির পদপ্রান্তে প্রণমিয়াই সে ফিরিল! জপাদি সাধনের উদ্দেশ্য হইল—অধিভূতাদি তিন ক্ষেত্রেই নিজস্ব এক 'মণ্ডল' তৈরি করা, যাহা ঠিক

পূরাপূরি মণিবজ্র না হইলেও তার 'মতন' হইতে থাকিবে। আজকাল Strontium 90 প্রভৃতি যে সব fatal radiations, তাদের সমর্থ প্রতিষেধ তোমার আপন 'ল্যাবরেটারিতে'-ই উদ্‌ভাবন করিতে হইবে। তাও কি হয় ? বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখ।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জিহ্মে জিহ্মেই 'জোট' পাকায়; অজিহ্মে জিহ্মে সহজে পাকায় না। ভুজগ (সাপ) না মরিলে সোজা হয় না।

পরের দুটি সূত্রে মর্য্যাদাকাষ্ঠার কথা হইতেছে। সোমার্দ্ধসূত্রে মর্য্যাদাসমতা বিবেচিত হইয়াছে। 'সমতা' বলিতে বিসদৃশ, বিরূপ, বিষম না-হওয়া বোঝায়। 'Identical' এবং 'Similar' দুটো মানেই সমতায় আছে। 'Homologous' শব্দটা ব্যাপক করিয়া লইলে ('logos' এর ভাব ধরিয়া), ইহাও সমপরিবারে আসে। যেমন, হ্রী আর ঐ—দুটো ধ্বনি। দুয়েই ইধ্বনি থাকিলেও বিষম। কিছু দুটিতেই সোমার্দ্ধ (চন্দ্রবিন্দু) লাগাও। সমতায় আসিল—homologous sounds. এইরূপ না হইলে অনেকাক্ষরী মন্ত্র হয় না। কাষ্ঠা—সীমা বা পূর্ণতার সংবাদ দেয়। অভিবিধি এবং মর্য্যাদা—এ দুয়ের বিচারে কাষ্ঠা দ্বিবিধ। মর্য্যাদাকাষ্ঠা কি, তা সূত্রিত হইতেছে।

১১॥ মর্য্যাদাকাষ্ঠায়াং পূর্ণকলা পৌর্ণমাসী॥

(সমতায় সোমার্দ্ধকলা, ইহা স্মরণ করতঃ বলা হইতেছে) মর্য্যাদাকাষ্ঠায় কলা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তার সংজ্ঞা হয় পৌর্ণমাসী।

পূর্ব্বে গায়ত্রী প্রভৃতির আকৃতিবিচারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী ইত্যাদি তিথিস্থলগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। কোন মন্ত্রাকৃতিকে দিন, পক্ষ, মাস, সংবৎসরাদি ভিন্ন ভিন্ন, অথচ অন্যোন্যাপেক্ষ, দৃষ্টি পরিমাপে দেখা যায়। হইয়াছেও।

জপে উদয় আর বিলয় দুটি পক্ষই থাকে। তথাপি প্রতি জপকেই অভিবিধিপ্রধান আর মর্য্যাদাপ্রধান—এই দুই রকমে ভাবা যায় এবং দেখান' যায়। মনে রাখ যে, অভিবিধি নেমি (মর্য্যাদা) সম্পর্কে 'অর' বিস্তার করিয়াছে বটে, তবু সেটি নাভিমুখ্য ('নাভিমুখো')। আর, মর্য্যাদা অরের দ্বারা নাভিতে বিধৃত ও সংযুক্ত বটে, তবু সে নেমি বা সীমামুখ্য ('নেমিমুখো')। এখন, জপকে তার সকল কলায় পূর্ণতায় দেখান' এক রকম; আর তাকে নাভিতেই

(বিন্দুস্থলে) উদয়ে-বিতানে-বিলয়ে সংশ্রিত—এটি দেখান' আর একরূপ। দুয়ে আকৃতিগত ভেদ না থাকিলেও, দৃষ্টিভেদ আছে। একটি উন্মীলনদৃষ্টি—সকল কলাই পূরা দেখিব, এই দৃষ্টি। অপরটি নিমীলন দৃষ্টি—দেখ না, সকল কলাই কেমন বিন্দু থেকে উদিত হইয়া আবার তাতেই মিলিয়া যাইতেছে। প্রথম দেখে সকলের পরিসীমা ; দ্বিতীয়, নিষ্কলের স্বগরিমা।

এ সূত্রে সাকল্যপরিসীমা যে পৌর্ণমাসী, সেটি বিবেচিত হইতেছে। আচ্ছা, চন্দ্রের নমুনায় পনেরটি কলা আছে তো? পনের নয়, আর একটি 'নিত্যা' ধরিয়া ষোল। 'ষোড়শকলঃ পুরুষঃ' শ্রুতি বলেন। এ 'ষোল' কি সমস্ত কিছুতেই? ধর, ওঙ্কারে। ওঙ্কারে বিন্দু, উদয়সেতু, উদিতনাদ, অ, উ, ম, বিলয়নাদ, বিলয়সেতু—এই অষ্টকলা (phases of function) পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছে। এখন, বিন্দু তত্ত্বতঃ যাহাই হোক্, তোমার ভাবনায় এবং চর্য্যায় (ব্যবহারতঃ) 'কোথায়' তার অবস্থান? মধ্যমায় না পরায়? 'হৃদয়ে' না 'মূলে'? মধ্যমাকে 'ধ্রুব' করিয়া যেমন এক 'আবর্ত্তে' বৈখরী জপ, তেমনি অন্য আবর্ত্তে পশ্যন্তী। 'আবর্ত্ত' বদ্‌লায় জপধ্যানের জিহ্মকোণগুলিকে অজিহ্ম করিলে। পশ্যন্তী বিশেষ করিয়া সুষমের ভূমি ; পরা সমের। যেটি Harmonic সেটি Homogeneous হইতে চলে। এখন, বিন্দুর তত্ত্বতঃ অবস্থান পরা বটে, তবে কার্য্যতঃ, বৈখরীজপে মধ্যমায়ও বিন্দু আসেন। কাজেই, জপের এই দ্বিবিধ অবস্থান বিচারে, ওঙ্কারের অষ্টকলা ষোড়শকলা হইল।

ঐ ষোড়শকলত্ব অন্য অন্য দৃষ্টিতেও মিলিবে। ধর, গায়ত্রী জপ। বিন্দু থেকে উদয়-বিলয়ে দুটি সেতুসমেত, এবং উদয়-বিলয়ে দুটি ওঙ্কারসহ, গায়ত্রীর (সব্যাহৃতি) চারিপাদে, সর্ব্বসমেত অষ্টকলা হইল। এইবার দেখ, সেতুর দুটি সন্ধি থাকে। কাজেই, সেতুদুটির দ্বিগুণে চার। বাকি ছয়টি ঊর্ম্মি আকৃতিতে লইলে প্রতিটির চূড়াবিন্দু এবং সানুবিন্দু বুঝিতে এবং ধরিতে হয়। কাজেই, ছয় দুগুণে বার। সবশুদ্ধ, ষোল। আবার ধর, ওঁ নমঃ শিবায়। মন্ত্র ষড়ক্ষরী (ষড়ক্ষর)। কিন্তু জপ ব্যাহরণে প্রণব এবং অপর দুটি 'পাদ', প্রতিটিই পঞ্চ-কলায় ব্যাহৃত হওয়া উচিত। পঞ্চকলা বলিতে কেবল পঞ্চমাত্রা নয়। ওঙ্কারে যেমন অ, উ, ম, এই তিন কলা ছাড়া নাদ-বিন্দু অবশ্যই থাকিবে, 'নমঃ' পাদে ন, ম, বিসর্গ, এ তিন ছাড়া ঐ নাদ-বিন্দু থাকা উচিত ; 'শিবায়' পাদেও তদ্রূপ। তা হইলে, তিন পাঁচে পনের হইল। এ পনের ছাড়া (যেমন চাঁদের বেলা)

এক 'অমা' বা নিত্যকলা থাকে—সেটি জপে মূল বা পর বিন্দু। মন্ত্রের ঐ তিনটি পাদের ব্যাহরণে যে তিন বিন্দু, সে তিন 'যৌগিক' বা 'অপর' বিন্দু ভাবে মিলিয়া থাকে—বৈখরী বাক্‌কে মধ্যমার অব্যক্ত স্ফোটে 'স্পর্শ' দিয়া লয়। কিন্তু মূলে, আরও গভীরে—পরাব্যক্তে সংশ্রয় পাইতে যত্ন করিতে হয়। প্রয়াগমন্ত্রের অবসান প্রপত্তি-সমর্পণে—এও মনে রাখিতে হয়। নতুবা নিজমানস-সঙ্কল্পই মূলসংশ্রয়ে অন্তরায় হয়।

এইবার কারিকা—

অমেত্যভিবিধেঃ কাষ্ঠা ক্বাপি যাহি ন বাধ্যতে।
অদর্শনং পরাগ্‌দৃষ্ট্যা সম্যগ্‌দৃষ্ট্যা সুদর্শনম্॥
মর্য্যাদায়াস্তু যা কাষ্ঠা তয়া নেমিঃ প্রপূর্য্যতে।
সকলাকৃতিপূর্ণত্বং রাকেতি গ্লৌঃ সমঞ্জসঃ॥৭৭-৭৮

অভিবিধি (অর বা সূত্রযোজনা পূর্ব্বক) মর্য্যাদানিয়ন্ত্রণ করিলেও 'নাভিমুখ'—মূলসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতায় মুখ্যতঃ ব্যবস্থিত। Intrinsic relatedness. এখন দেখ, ধর্ম্মটির পরিসীমা কোথায়? একটা প্রাণীর বীজ লও। বীজ বলে—'ঐ প্রাণীর বিকাশ-পরিণতির যেটি অভিবিধি, সেটি আমাতে আছে'। কিন্তু এই 'অবস্থিতি' পারিপার্শ্বিক 'পরিস্থিতি' সম্পর্কে উদাসীন অথবা অনপেক্ষ নয়। একটা বৃত্ত বা ত্রিভুজ। এদের নিজ নিজ 'ধর্ম্ম' সমূহ ভাবতঃ (ideally) বাহ্যপরিস্থিতি-নিরপেক্ষ মনে হয় বটে, কিন্তু দেশ-কালাদিসম্বন্ধাধারে সেরূপ নয়। কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয়টি থেকে বড়, অথবা তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ—এ ধর্ম্ম ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতিক আধারে ঠিক, কিন্তু অন্যরূপ আধারে?

ইহাতে প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা, এমন কোন অবস্থান (সংস্থা) আছে কি, যেখানে সত্তাশক্তি আপন সকল অভিবিধি (ছন্দঃ এবং সম্বন্ধসূত্র) আপনাতে লইয়া পর্য্যাপ্ত? যেখানে 'স্বগত' বলিতে পারে—'আমি স্বতন্ত্র'? পরিস্থিতিকে 'ছাঁটিয়া ফেলিয়া' নয়, পরন্তু পরিস্থিতিকে 'আত্মস্থ' করিয়াই এইরূপ স্বগত-স্বতন্ত্র কাষ্ঠা সম্ভাবিত হয়। 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'—শ্রুতি ব্রহ্মের সঙ্কল্পসৃষ্টির উপমা দেন।

দেশকালাদি সম্বন্ধে নিখিল পরিস্থিতি, যে অবস্থানে না থাকিয়াও পূরা আছে,

থাকা না-থাকা এই দুই বিরুদ্ধভাব যেখানে একত্র মিলিয়াছে, সেইটি অভিবিধিকাষ্ঠা—'অমা' (অমাবস্যা তিথি নয়)। পরাকাষ্ঠারূপে এটি বিন্দু (শূন্য-পূর্ণ)। এই 'অমা' কুত্রাপি বাধিত হয় না—স্বাধিকারে। 'স্বধা' এবং 'স্বতন্ত্র' বলাতে সেটি সূচিত হইতেছে। অমা 'অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং' এর সংস্থা। অথচ এই আধারেই বিশ্বসঙ্কল্পসৃষ্টি—সর্ব্বসাকল্যসম্ভব। অমা মহাকাল-মহাকালীর সামরস্যসংস্থিতি। 'অ+মা' তে এ সামরস্যের ব্যঞ্জনাও আছে। সম সুষম-বিষমাদিতে আসিলেই তো সৃষ্টি। শুধু 'কেবল' কলাটি বাদে আর সব কলা 'অস্তমিত' হইলে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। 'সোঽহং' অথবা 'শিবোঽহং'। অমায় কলা 'অস্তমিত'—মানে ?

পরাগ্‌দৃষ্টি আর সম্যগ্‌দৃষ্টি। কোন কিছুকে বাহির হইতে, অথবা বাহিরে ফেলিয়া যে দৃষ্টি, সেটি পরাক্। সে রকম দেখায় অমাতে 'সকল'-অদর্শন। কিন্তু তাতেই সম্যক্ নিবিষ্ট হইলে (ধারণাধ্যানাদিতে), অমাতে পূর্ব্বকথিত 'সৌদর্শন' ।—A compact, completed fullness.

অন্ধকারে একটা বৃত্ত। তার কিছুই তো দেখি না। আলো ফেল'—সবই দেখিতেছি। প্রজ্ঞার আলো ফেলিতে পারিলে শুধু বৃত্তের নিজস্ব ধর্ম্ম-সম্বন্ধগুলো নয়, পরন্তু বিশ্বভুবনই তাতে দেখি।

অভিবিধি উদ্দেশকরতঃ এই 'অমা'র প্রসঙ্গ হইল। এইবার মর্য্যাদার উদ্দেশে দেখ। যে অবস্থানে 'নেমি' তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইটি মর্য্যাদাকাষ্ঠা। সকলাকৃতির পূর্ণত্ব (completed fullness of pattern) এইটি। এটিকে 'রাকা' বা 'পৌর্ণমাসী' বল। এ অবস্থানে 'গ্লৌঃ' (চন্দ্রমাঃ) সমঞ্জস হইয়া থাকে।

গায়ত্রী প্রভৃতি যে কোন জপে 'গ্লৌঃ' সমঞ্জস হইল কিনা বুঝিয়া লইবে। উদয়সেতু থেকে বিলয়সেতু পর্য্যন্ত সমগ্র নাদপরিক্রমা (সুষমকলাবিতানপূর্ব্বক) ঠিক সমঞ্জস (perfectly in tone and form) হইয়াছে কি ? পরার স্থূল বিন্দু স্বয়ং 'অমা'। জপপরিক্রমার যে 'লেখ', তাতে কোথাও জিহ্মতা-বিষমতা ঘটিয়া সেটিকে অসমঞ্জস করিলে, তার মর্য্যাদা পরিসীমায় গতিটি হইল না।

পরের সূত্রেও পৌর্ণমাসী অন্যভাবে নিরূপিত হইতেছে।

১২ ॥ ব্যস্তকলাসমাসাত্তত্র ॥

(সর্ব্বত্র) পৌর্ণমাসী এরূপ এক সংস্থা যাতে ব্যস্ত কলা সকলের 'সমাস' হইয়া থাকে। ('ব্যাস' বলিতে এখানে, বিশেষভাবে, গণিতের differentiation—*dy*/*dx*—বুঝিতে হইবে; আর, 'সমাস' বলিতে তৎসম্পর্কে integration).

> যং সমপেক্ষ্য কস্যাপি পরিণামঃ প্রবর্ত্ততে।
> তমপেক্ষ্য দ্বিতীয়স্য ব্যাসঃ স্যাদ্ বৃত্তিতান্বয়ঃ ॥
> অনয়া ব্যস্ততাপন্নকলানাং যা সমস্ততা।
> তস্যা যা সীমবিশ্রান্তিঃ পৌর্ণমাসী মতা হি সা ॥৭৯-৮০

ধর, ক আর খ দুটি পদার্থ। ক-এর গত্যাদিরূপে পরিণাম হইতেছে। এখন, পরিণামটি নিযত (constant) অথবা 'অনিয়ত' (variable) হইতে পারে। অনিয়ত স্থলে প্রশ্ন ওঠে, গতির তো পরিবর্ত্তন (acceleration) হইতেছে, তথাপি সে পরিবর্ত্তন ধারায় কোন 'সূক্ষ্ম অন্বয়' নিহিত আছে অথবা নেই? থাকিলে সেরূপ পরিবর্ত্তন (গত্যাদির)-কে অন্বযসূত্রে আনা যাইবে। তার 'ব্যাস' থাকিবে (যেমন, বৃত্তসম্বন্ধে তার ব্যাস, পরিধিবিন্দুর গতিটিকে ঠিক অন্বয়ে রাখে কেন্দ্রসম্পর্কে)।

'ব্যাস' এবং 'ব্যস্ত' শব্দ এখানে পারিভাষিক। 'বি' বিশেষেণ, 'আস্' (থাকা) অথবা 'অস্' (হওয়া)। গতি অর্থও আছে (অস্যতি)। 'বিশেসেণ' বলিতে কার বিশেষে? অর্থাৎ, ক এর বৃত্তির অন্বয অপর কিছুর (খ-এর) অপেক্ষায় হইতেছে। খ নিজে স্থির আছে, অথবা নিজেও চলিতেছে। ধর, খ = সময় (*t*), ক = দেশ (*s*)। তা হইলে সচল কোন বিন্দুর সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে—ঐ বিন্দুর গতিবেগের ঠিক 'মান'টি কি? বেগটি অনিয়ত (variable)। তথাপি এই অনিয়ত গতিটিকে কোন সূক্ষ্ম অন্বয়ে লইয়া বলা যাবে কি—ইহাই এর ঠিক গতিমান? ব্যাস সমাধানে (differentiation) ইহা পাইতে হয় (*ds*/dt).

কেবল গতি বলিয়া কেন, যে কোন অনিয়ত পরিণতি সম্বন্ধেই, সামান্যভাবে, ঐ 'ঠিক মান' পাইবার চেষ্টা হইতে পারে। বৃত্তি বা পরিণামের সাধারণ নাম

যদি দাও 'কলা', তবে সে কলা সম্বন্ধে 'ব্যাস', অর্থাৎ, 'ব্যস্তকলা' বলিতে কি বুঝিবে সেটি বুঝিয়া লও। ব্যস্ত = differentiated (গণিতে differential co-efficientএর লক্ষণটি ভাবিয়া লও।) অনুপাত বিশেষকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে লইয়া এটি পাইতে হয়।

যে কোন বৃত্তিপরিণামের অভিবিধি মেলে এবম্বিধ ব্যস্ত কলার বিকলনে (সমাধানে)।

ঐ বিকলন বা সমাধানটিকে যদি আংশিক বা প্রায়িক (partial and approximate) রূপে না পাইয়া পূর্ণ এবং নির্ব্যূঢ় রূপে পাওয়া যায়, তবে ঐ কলাসম্বন্ধে মিলিল অভিবিধিকাষ্ঠা। 'পরা' অথবা বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বিকলনকে লইতে না পারিলে ঐটি মেলে না।

আর, ব্যস্তকলাকে সমস্ততা বা সমাসে (integrationএ) পাই যাহাতে, সেটি মর্য্যাদা। এবং এই সমাসটি পূর্ণ এবং নির্ব্যূঢ়ভাবে হইলে মর্য্যাদাকাষ্ঠা (পৌর্ণমাসী)।

গণিত ব্যবহারের কথা খুব মোটামুটি বলা হইল। যে কোন বৃত্তিপরিণামের অভিবিধিটি ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণমত তার ঠিক ব্যস্তকলামানটি জানিতে হয়। পরিণামপরম্পরায় যে অনুপাত (ratio), সেটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে না আসা পর্য্যন্ত, উহা সম্ভাবিত হয় না। অনিয়ত প্রবাহে সূক্ষ্মে যাইয়াই তবে কোন নিয়তকে মিলাইতে হয়। দুইটি উর্ম্মিকলা। বাহ্যতঃ মিল নেই। দুটিরই সূক্ষ্ম ব্যস্তকলায় তাদের অন্বয়ী অনুপাত মিলিবে। স্থূলে হয়ত' তারা ব্যতিরেকী।

মর্য্যাদা সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন পরিণামের কিছুটা সমাসে, কোন 'সমঞ্জস' ছন্দঃ বা আকৃতি ফুটিল না। পূরা কাষ্ঠা পর্য্যন্ত চল। অসমঞ্জস সমঞ্জস হইবে। এখন বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জপাদিতে এভাবে 'গাণিতিক' ব্যাস-সমাস-বিচার আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

গায়ত্রী অথবা যে কোন জপে বিন্দু থেকে নাদ উদিত হইয়া সুষম কলাবিতান-পূর্ব্বক পুনশ্চ বিন্দুতে বিলীন হয়। এটি যে সাধারণ আকৃতি তা বার বার কথিত হইয়াছে। এখন বিন্দু থেকে উদয়-বিলয় উভয় স্থলেই অর্দ্ধমাত্রা 'সেতু' রূপা রহিয়াছেন। ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে এবং অব্যক্ত থেকে ব্যক্তে এই যে সেতু, সেটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। রহিয়াছে, কিন্তু কোন সসীম স্বল্প পরিমাপে (finite

small measureএ) আসে না। Infinitesimal. এটি আশ্রয় করতঃ যে বৃত্তি পরিণাম (becoming or functioning), সেটি অর্দ্ধমাত্রার সাক্ষাৎসম্ভবা কলা—পূর্ব্বালোচিত 'ব্যস্ত কলা'। সূক্ষ্ম গণিতেরও সম্ভব এখানে। *dy/dx* বা differential co efficient 'অর্দ্ধা'র গর্ভসম্ভূত। জপে, বিন্দু থেকে নাদ 'প্রাণ' রূপে উদিত, অথচ, সঙ্কল্পী মন এবং বৈখরী বাক্ এখনও উদিত নয়। বিলয়ে বৈখরী বাক্ এবং সঙ্কল্প, দুই-ই 'পতিত' হইয়াছে, অথচ, প্রাণ এখনও বিন্দুবিশ্রান্ত নয়। এই দুটি সূক্ষ্ম ব্যক্তাব্যক্ত ব্যস্তকলাই সমগ্র জপধারায় বা পরিক্রমায় মূল অভিবিধি নির্দ্দেশ করে। এ দুটি ব্যতীত জপকলাসমূহ (aspects of the function) তাদের পাদমাত্রায় ঠিক ঠিক মর্য্যাদা পাইবে না, এবং সমাসে (in integration) তাদের 'অমা' এবং 'পূর্ণিমা' এ দুয়ের কোন কাষ্ঠাতেই উপনীত হইবে না। ঠিক 'মান'টি না মিলিলে তো মর্য্যাদা হয় না। ঠিক মান মেলে ঐ অর্দ্ধার সেতুতে। বিন্দুতে সমাসের শূন্য-পূর্ণ দুটি কাষ্ঠাই আছে। অর্দ্ধার সেতু কাষ্ঠাকে ধনে-ঋণেও দেখায়।

যে কোন বৃত্তিপরিণামের তিনটি মূল অভিবিধি অর্দ্ধার ঐ সেতুতেই সূত্রিত হইয়া থাকে। প্রথম—পরিণামের যে ঋধ্যমানতা (acceleration), তার পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপাতটি ; এই অনুপাতটি (*dy/dx*) না মেলা পর্য্যন্ত বিন্দু থেকে প্রাণ 'উদিত' হয় না, তাতে আবার 'শয়িত'ও হয় না। ছন্দোগ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মূলে এই সূক্ষ্মানুপাতিত্ব বীজটি রহিবেই। দ্বিতীয়—ঐ সেতুস্থলেই ঠিক হয়, অনুপাতের প্রতিযোগী বা সম্বন্ধী কি বা কারা (*y*, *z*) হইবে। যেমন জপে—বিন্দু থেকে প্রাণ উদিত হইয়া যেন বলে—"এই তো আমি চলিয়াছি ; এস কে আমার ছন্দোগা প্রবৃত্তিতে 'জুটি' (সহগ, সম্বন্ধী) হইবে ?" নাদ বলিল—"এই যে আমি আছি।" মন বলিল—"এই যে আমিও সঙ্কল্প ভাবনাদিরূপে আছি।" কলা বলিল—"এই যে আমিও অক্ষর, পদ ইত্যাদি রূপে আছি।" প্রাণ 'তথাস্তু' বলিয়া এদের সাহিত্য স্বীকার করিল। তৃতীয়—এ সকলেরই পাদে-মাত্রায়, ভাবে-অনুভাবে, উদয়-বিলয় কাষ্ঠায় ব্যাসসমীকরণ এবং সমাসসমীকরণ ছন্দঃ বা সূত্র ঠিক থাকিবে, এই কড়ারে। জপে বিলয়ের বেলা ক্রমটি 'বামে' বা বিলোমে।

বৃত্তিপরিণাম ঋজু, সুষম, বিষম—এই তিন রকমেরি হয়। অংশকলা হিসাবে

(in segments or partials) বিষম পরিণামও ঋজু-সুষমের সমষ্টি বটে, তবে সমাসসমতা বা সামঞ্জস্য (মর্য্যাদাকাষ্ঠা) তাতে হয় নাই।

এই নিমিত্ত, বর্ত্তমান সূত্রে, সমঞ্জস হবার জন্য কলার ব্যাস-সমাস, দুয়েরি নির্দ্দেশ হইল। সঙ্গীতের দৃষ্টান্তে (টুক্‌রো টুক্‌রো সুর, এবং সমগ্র তান-মান-লয) এটি বোঝা।

অতঃপর কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকটি (বিশেষ করিয়া 'সীমবিশ্রান্তি') বুঝিয়া লও। Tentative, partial, approximate সমাধান হইলে তো সেটিকে মর্য্যাদাকাষ্ঠা অবশ্যই বলা যাইবে না।

১৩॥ ব্যাসসমাসয়োরভ্যাসোঽপি॥

(পূর্বলক্ষিত) ব্যাস-সমাসের অভ্যাসও ধরিতে হইবে॥

জপের লক্ষণে যে 'অভ্যারোহ' আছে, সেটি 'অভ্যাস' ব্যতীত সাধিত হয না। ব্যাস-সমাসকে ঠিক তার মর্য্যাদাকাষ্ঠায যাইতে গেলে পুনঃ পুনঃ, ধারাবাহিক, নিরন্তর ভাবে সেটি হওয়া আবশ্যক। Continuity of application চাই। জপে বলিয়া কেন, সর্ব্ব কর্ম্মে, ব্যবহারেই চাই।

ব্যাসসমাসয়োর্বৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন ছন্দসা।
যত্র চাবর্ত্ততে তত্রাভ্যাসঃ স্যাদানুপূর্ব্বিকঃ॥
পূর্ব্বে যুগে যথাপূর্ব্বমিত্যাদিষু শ্রুতঞ্চ যৎ।
অনভ্যাসোঽপি সন্ধেয়ঃ সর্ব্বাভ্যাসে বিপশ্চিতা॥৮১-৮২

পূর্ব্বকথিত ব্যাস-সমাসের বৃত্তি পুনঃপুনঃ ছন্দঃ সহকারে চলিতে থাকিলে, সেই প্রকার আবৃত্তিকে 'আনুপূর্ব্বিক' অভ্যাস বলে। যে কোন বৃত্তিপরিণামকে বিভাগের সূক্ষ্ম কাষ্ঠায় লইলাম ; এবং সেই সূক্ষ্মপরিণামগত অনুপাতটি পাইলাম। এতে ঐ পরিণামের ঠিক ঋচ্ছতিক্রমটি মেলে। এটিকে উক্ত পরিণামসম্পর্কে 'ব্যাস' বলা হইয়াছে। সমাসে পরিণামটিকে সমগ্রভাবে, আকৃতিতে তার মর্য্যাদাকাষ্ঠায় পাইতে হয়।

এ দুটি আদর্শ লক্ষণ। কার্য্যতঃ, জপাদি সকল ক্রিয়াতেই বারংবার ছন্দঃসহকারে আবৃত্তি (অভিবিধি এবং মর্য্যাদা এতদুভয় সম্বন্ধে বৃত্তি) করিয়া

তবে ঐ আদর্শের অনুবৃত্তি করিতে হয়। এবম্প্রকার অনুবৃত্তিই অভ্যাসযোগ। 'যোগে' অভ্যাস আনুপূর্ব্বিক। এখানে 'পূর্ব্ব' মানে নির্দ্ধারিত আদর্শ—the End or Standard as laid down. ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে যেখানেই কোন সংহত প্রয়াস চলে, সেখানেই সেটি 'পরিকল্পনা'-পূর্ব্বক হয়। সে স্থলে সে পরিকল্পনাই তার 'পূর্ব্ব'। এ 'পূর্ব্বে' কালক্রম না থাকিতেও পারে। A logical preconception বা premise 'পূর্ব্ব'। বেদে 'পূর্ব্বে যুগে' 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'—ইত্যাদি এই সূত্রে প্রণিধান করিও। সুতরাং, 'আনুপূর্ব্বিক' মানে পূর্ব্বের সঙ্গে অন্বয়, আনুগত্য যাতে রহিয়াছে। শ্রীগুরু দীক্ষাদানকরতঃ এই প্রকার অভ্যাসের আনুপূর্ব্বিকতা ধরাইয়া দেন। দীক্ষা ব্যতীত জপাদির আবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ এবং 'ছন্দসা' করার চেষ্টা হইলেও, সেটি আনুপূর্ব্বিক অভ্যাস হয় না। দীক্ষা কি করে? 'পূর্ব্ব' সম্বন্ধে পরাক্ যে তুমি, তোমাকে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ করিয়া দেয়। তোমার ক্রিয়ার ব্যাস-সমাসকাষ্ঠা সম্বন্ধে যে ঋতচ্ছন্দঃ, সেটি তোমাকে ধরাইয়া দেয়। তোমাকে বলে—'তুমি আনুপূর্ব্বিক হও। সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সমানা ব আকূতয়ঃ।'

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—এ আনুপূর্ব্বিক অভ্যাস কেন? অনভ্যাসভূমিতে আরূঢ় এবং প্রতিষ্ঠিত হবার নিমিত্তই। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'। 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'। জপে বারংবার বিন্দুশয়ান হইতেছে কি জন্য? বিপশ্চিতেরা ইহা জানেন।

১৪ ॥ **আবৃত্তাবভ্যাসাচ্চন্দ্রমাঃ** ॥

(অভিবিধি এবং মর্য্যাদা, এতদুভয় কাষ্ঠাভিমুখে) আবৃত্তিতে (পূর্ব্বোক্ত আনুপূর্ব্বিক) অভ্যাস হইলে, সেটির (অস্ভাগান্ত) 'চন্দ্রমাঃ' সংজ্ঞা হয়॥

চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির দুটি কাষ্ঠা দৃষ্টিতে রাখিয়া এই অভ্যাসের উপলক্ষণ করা হইতেছে। (গণিত ব্যবহারে Continued differentiation and integration এই চন্দ্রমাঃ উপলক্ষণে আসে।)

সকলোঽসকলশ্চাপি দ্বিবিধো বৃত্তিতান্বয়ঃ।
ব্যাসসমাসয়ো র্যত্রাভ্যাসঃ স্যাদানুপূর্ব্বিকঃ।
তত্র চান্দ্রমসং তত্ত্বং সর্ব্বসংস্থাসু ভাবয় ॥৮৩

বৃত্তিতা বলিতে বৃত্তিমত্তা—বৃত্তিমান্ হওয়া। কোন এক রকমের বৃত্তি নয়, বৃত্তিজাতি। তাতে অন্বয়—সত্তা, শক্তি, সম্বন্ধ, আকৃতি—এই চতুষ্টয়ের অনুবৃত্তি

সামান্যভাবে কতটা, এটি সন্ধানের বিষয়। ধর, কোন এক বিশেষ মন্ত্র লইয়া বিশেষভাবে জপ হইতেছে। এটি জপবৃত্তি বিশেষ। কিন্তু জপবৃত্তিকে এভাবে না দেখিয়া জাতি বা সামান্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। জপবিজ্ঞানে দেখিতেও হয়—as a generic function ; সেরূপে লইয়া বিচার করিতে হয়, তাতে বাক্ প্রভৃতির সত্তাদির অন্বয় বা অনুবৃত্তি কিভাবে হইতেছে। যেমন, আকৃতি সম্পর্কে—স্থূল জপেও তার সমগ্র 'লেখ' টিই কি বৈখরীতে? যদি মধ্যমাদির আধার থাকে তো কোথায়, কিভাবে আছে? জপের সবটা অঙ্গই কি 'কলা' (অ, উ, ম, ইত্যাদি), না, নাদবিন্দুও অবশ্য আছে? এ প্রশ্নগুলি কোন বৃত্তিবিশেষসম্বন্ধেই নয়। সামান্যের প্রশ্ন।

কলার কথা বিশেষভাবে ধরিয়া, ঐ যে বৃত্তিসামান্যগত অন্বয়, সেটি দ্বিবিধ—সকল এবং অসকল। 'সকলে' কলা অংশপাদাদিতে গৃহীত এবং বিবেচিত হয় (in aspects, partials)। অসকলে তদ্রূপে নয়—সমগ্র এবং অখণ্ডভাবে। প্রথমটা বিশ্লেষণী দৃষ্টি (analytic, differential) ; দ্বিতীয়টা সামগ্রী দৃষ্টি (integral), দ্বিতীয়ে কলাগুলি হয়তো 'অনুদিত' (শান্ত জলপ্রবাহে যেমন) ; অথবা, উদিত রহিয়াও অগৃহীত, অনাদৃত। যেমন, শানাই-এর আলাপে স্বরগুলিতে মন নেই, শুধু 'পোঁ'তে আছে। সর্ব্বভূমিতেই এর দৃষ্টান্ত। আকাশের অসীমত্ব, না, বৈচিত্র্য?

এইরূপ সকল-অসকল দৃষ্টিভেদ জপাদিসাধনে এবং গণিতাদিবিজ্ঞান ব্যবহারে একান্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথমটিকে চান্দ্রমসী দৃষ্টি (Lunar principle), দ্বিতীয়টিকে আদিত্যদৃষ্টি বলা হইল (পরের সূত্রে)। প্রথমটিতে, অর্থাৎ 'সকলে', ব্যাস-সমাসের অভ্যাসটি পূর্ব্বালোচনানুরূপ 'আনুপূর্ব্বিক' হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, সেরূপ হওয়াই সকলাদৃষ্টি: আদর্শ, কাষ্ঠা।—The ideal of Analytical Review. গণিতের Analysis এর এত 'মর্য্যাদা' এই হেতুতেই। আগের 'চন্দ্রমা' সূত্র আবারও স্মরণ কর। 'অস্' ভাগান্ত যে চন্দ্রমাঃ, সেটি আনুপূর্ব্বিক অভ্যাসমাত্রের 'দেবতা'। চন্দ্র মনের, চন্দ্রমা 'মানের'। গণিতে Continued differentiation, integration এই অভ্যাসপর্ব্বে বুঝিও।

বর্ত্তমান সূত্রে সর্ব্বসংস্থাতেই চন্দ্রমাস্তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিতে বলা হইল। যেখানেই কলাসহকারে (in aspects, partials, elements) কোন ব্যাপার

অথবা বৃত্তিমত্তা 'ভাঙ্গিয়া' দেখিতেছি, সেখানেই প্রশ্ন হয়—ঐ কলাসমূহের ব্যাসে এবং সমাসে 'আনুপূর্ব্বিকত্ব' আছে অথবা নেই? যদি থাকে তো তারা চন্দ্রমাঃ অধিকারে। চন্দ্র এবং চন্দ্রমা যদি দেয় মন এবং মান (Mind and Measure), তা হইলে চন্দ্রমাঃ থেকে পাই—তদুভয়ের ব্যাস-সমাসগত অভ্যাসের ছন্দঃ। তরঙ্গের দৃষ্টান্তে মন যদি দেয় তরঙ্গ, আর চন্দ্রমা উর্ম্মিমান (wave length), তবে চন্দ্রমাঃ দেয় উর্ম্মিছন্দঃ (wave frequency etc)। জপে (যথা গায়ত্রীতে), সঙ্কল্পী মন বলিবে— 'এইগুলো তোমার কলা'। 'মানী' মন বলিবে—'কলাগুলো এইরূপ সুষম পাদে মাত্রায় লইলাম।' গুণীমন (চন্দ্রমাঃ) বলিবে—'বেশতো, কিন্তু সবই অমাপৌর্ণমাসী, এই দুই কাষ্ঠায়, অর্দ্ধমাত্রার ঋদ্ধিক্রমে সাজাইয়া লও।'

১৫ ॥ **আবৃত্তাবনভ্যাসাদাদিত্যঃ** ॥

আবৃত্তি থাকিলেও তাতে যদি (পূর্ব্বোক্ত রীতিতে) অনভ্যাস থাকে, তবে হয় আদিত্য ॥

অতঃপর আবৃত্তিতে অসকল, অখণ্ড, সমগ্র ভানটিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হইতেছে। 'অদিতি' মানে ছেদহীন, ইহা মনে রাখিও। Integral Experience (intuition, perception প্রভৃতি) এই আদিত্য লক্ষণে আসে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে ব্যাখ্যাত ভান এবং ভাসের ভেদ, মর্শপঞ্চকাদি মনে আছে তো? 'Fact' আর 'fact-section' এর তফাৎ?

জ্ঞান বা অনুভব মাত্রেই ঐ 'ভান' রূপেই হইয়া থাকে; সর্ব্বদা, সর্ব্বস্থলেই। কিন্তু প্রায়শঃ ভানে বা ভানসামগ্রীতে কার্য্যতঃ মনোযোগ থাকে না। ব্যবহার নির্ব্বহণের নিমিত্ত মর্শপঞ্চক। ফলে, ভাসাদি। তথাপি, সমগ্রভানের আধার থাকেই, আর, সেটিকে অস্বীকার করাও চলে না। যেমন, বাহ্যে আদিত্যের প্রকাশাদির আধারেই চন্দ্রমাদির প্রকাশাদি।

এইটি খুলিয়া বলা হইতেছে—

সাকল্যে চন্দ্রমাস্তত্ত্বমসাকল্যে তু ভাস্করঃ।
সর্ব্বত্রাদ্যেন জ্ঞায়েতে বৃত্তনেমেঃ ক্ষয়োদয়ৌ ॥

আদিত্যেন হ্যখণ্ডত্বং নাভের্বজ্রত্বমিষ্যতে।
দেশস্য চাবিভাজ্যত্বং কালাক্রমিকতাপি চ॥
রূপাদিচ্ছন্দসাং যোনেরদ্বয়ত্বং প্রসজ্যতে।
বনস্পতিঃ স্বয়ং সূর্য্য ওষধিভৃচ্চ চন্দ্রমাঃ॥৮৪-৮৬

পূর্ব্বসূত্রদ্বয়ে বলা হইল যে—সাকল্যে চন্দ্রমাঃ এবং অসাকল্যে আদিত্য। 'সাকল্য' বলিতে যাহা কিছু অংশাদিতে বিশ্লেষণীয় (analysable into aspects, partials)। 'অসাকল্য' বলিতে সংশ্লেষণীয় (integrable as Continuity and Unity)। এখন, সর্ব্বস্থলেই মর্য্যাদাকলার (বৃত্তনেমির) ক্ষযোদয় ছন্দঃ চন্দ্রমাস্তত্ত্ব ভরণ করে। আদিত্য সর্ব্বস্থলেই অখণ্ডত্বের আধার। জপের কলা-উর্ম্মিবিতানে যেমনধারা অখণ্ডনাদ। সুতরাং, জপে ছন্দোগা কলোর্ম্মিবিততিতে চন্দ্রমাঃ, এবং তার আধার অখণ্ডনাদবাহিতায় আদিত্য 'দৈবত'। তারপর, বৃত্তিমর্য্যাদা (বৃত্তনেমি) এবং অরসমূহ বিস্তার কোথা থেকে হয়, এবং তারা বিধৃতই বা থাকে কোথায় ?—নাভিতে। এই 'নাভি'র মণিবজ্ররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যে অভেদ্য, অক্ষয্য বজ্রসত্ত্বের স্থল, এটিও আদিত্য। এই নিমিত্ত শ্রুতি আদিত্যকে 'ভুবনস্য নাভিঃ' বলিয়াছেন। জড়ে, প্রাণে, মনে —ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—সর্ব্বত্র এই বজ্রসত্ত্বস্থলটি মেলান'ই আদিত্যোপাসনা। এবং নিখিল সঙ্কীর্ণ, বিদীর্ণ, বিশীর্ণ যে মুখ্যপ্রাণে যাইয়া অসঙ্কীর্ণ, অবিশীর্ণ, অবিদীর্ণ রূপে নিষ্ঠিত-নিরুপদ্রব হয়, সেটিকে বলে 'আদিত্য-হৃদয়'। জপে এটি বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রা (বিন্দুগর্ভা)।

পুনশ্চ, দেশে যে অবিভাজ্যত্ব, এবং কালে যে অক্রমিকতা,—এতদুভয় এবং এতদুভয়ের 'ভান' আদিত্যপর্ব্বে। অখণ্ড মহাকাশ এবং অখণ্ড মহাকাল (ভূত-ভবিষ্যৎ ইত্যাদিরূপে ক্রমলক্ষণাবচ্ছিন্ন নয়)—এ দুটি আমাদের সকল খণ্ডিত দৈশিক-কালিক 'ভাসের' আধার 'ভান' রূপে থাকে, ইহা বলা হইল (Space-Time Continuum)। এই 'আদিত্য' মহানের কাষ্ঠাতেও থাকে, আবার সূক্ষ্মের কাষ্ঠাতেও থাকে। অর্থাৎ, এই দুটিতে আদিত্য অনপিহিত (unveiled)। মাধ্যমী সংস্থাসমূহে 'পিহিত' হইয়াও সংস্থিত। কেননা, আদিত্যব্যতীত বিশ্বে সত্তা-শক্তি-আকৃতি-ছন্দঃ, এ চতুষ্টয়ের কোনটারই সামান্যাধার নেই, 'সামগ্রীসংস্থান' (co-existence and correlation in

integration and continuity) নেই। বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান উভয় দৃষ্টিতেই এই চন্দ্রমা-আদিত্য সম্বন্ধ রহস্যটি ভাবনা করিও। জপে নাদের বিন্দুবিলয়ে বাক্, চিত্ত এবং প্রাণের, এবং তাদের বিচিত্র উদিতানুদিত বৃত্তির যেটি সামান্যাধার (আদিত্যহৃদয়), সেটি মিলাইতে হয়। 'আদিত্যো বৈ প্রাণঃ'। বাক্ এবং চিত্ত, দুটিকেই আত্মসাৎ করতঃ প্রাণ আপন পরমঘনীভাবে, বিন্দুতে, মিলিতে যান।

ছন্দের প্রসঙ্গে ঐ অন্বয় সামান্যাধারটি বলা হইতেছে—'রূপাদিচ্ছন্দসাং যোনেঃ' ইত্যাদি। রূপচ্ছন্দঃ (light and colour rhythms), শব্দ-চ্ছন্দঃ ইত্যাদি অস্মৎপ্রতীতিতে যে সকল ছন্দঃ (uniformities, laws) রহিয়াছে, জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত, তাদের 'অন্বয়যোনি' (common origin) যে আছে, তার নির্দ্দেশ এবং প্রতিশ্রুতি দেয় ঐ আদিত্যতত্ত্ব (Principle of universal continuity, uniformity, unity)। অখণ্ড ভূমা যে ব্রহ্ম তার সৃষ্ট্যাদিতে যে গতিমত্ত্ব এবং ব্যাপারবত্ত্ব (kineticity), তার সাধারণ নাম যদি দাও 'প্রাণ', তবে সে প্রাণ আদিত্য। বিন্দু-নাদ-কলাদিরূপে 'সবিশেষ' হইয়াও সে প্রাণ (Creative *elan*) অবিভক্ত, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। যে কোন বিশেষের মূলে এবং আধারে সেটি সামান্য, অখণ্ডাধার ভাবে থাকেই। যে কোন বিশেষ (particularized) ক্রিয়মাণতা (kinetic event) ঐ সামান্য, অখণ্ড এবং (ঐ বিশেষের অপেক্ষায়) 'সঞ্চিত' এবং 'ধ্রুব' আধারে ঘটিতেছে। 'স্' 'হ্' কে আপন ভাণ্ডার এবং আধাররূপে রাখে ('হ্ সৌ' ফরমূলা)। বিশ্বে 'কুণ্ডলিনী শক্তি' এই সূত্রান্বয়েই সর্ব্বত্র 'সঞ্চিত' রহিয়াছে। চন্দ্রমাঃ সর্ব্বত্র ক্রিয়াশক্তিকে ছন্দোগা করুন; আদিত্য সর্ব্বত্র কারকশক্তিকে (বিশেষতঃ আধারশক্তি) উদ্বুদ্ধ করুন। আদিত্য থেকে আসুক তেজঃ, প্রাণ, সংজ্ঞান; চন্দ্রমাঃ সেটিকে রসে, ভাবে, কলায়, ছন্দে আকলিত, সঙ্কলিত করুন!

সূর্য্যরূপী আদিত্য স্বয়ং 'বনস্পতি' (রহস্য নাম)। আর চন্দ্রমাঃ তো লোকে বেদে সর্ব্বত্র 'ওষধিভূৎ' রূপে প্রসিদ্ধ আছেন। 'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ'। সাধারণ বনস্পতিতে (বটাদিবৃক্ষে) একটা অখণ্ড অব্যয় ভাব দেখি। বৃক্ষে পত্র-পুষ্প-ফল সময়ে উদ্গত হয়, সময়ে অপগতও হয়; কিন্তু বৃক্ষটি স্বয়ং অব্যয় আধাররূপে ঠিক থাকে। এ সব কলার উদ্গম-

অপগমে বৃক্ষত্বের স্থিতি বা নাশ তেমন 'বাধ্য' নয়। কিন্তু ওষধির বেলায় কি দেখি? কলাকলনপ্রয়োজনমুখ্যতা। ঐ প্রয়োজনটি মিটিলে ওষধিটিও 'শেষ' হইল।

এই দৃষ্টান্তে অন্তর্নিহিত 'বৈলক্ষণ্য'টি বুঝিতে হইবে। পত্র-পুষ্প-ফলাদি কলা সময়ে আসে, সময়ে যায়; কিন্তু মূল এবং কাণ্ডবৃক্ষটি 'নিধানং বীজমব্যয়ং' রূপে রহিয়া যায়। ওষধির বেলায় কলাসমূহের অপগমে বীজটিই প্রাণের 'নাভি' রূপে থাকিয়া যায়। সাধারণ বৃক্ষ দৃষ্টান্তে লই, 'বনস্পতি' এ লক্ষণের কাষ্ঠা। 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্'। 'অ+শ্ব+ত্থ' বলিতে যাহা (পত্রপুষ্পফলাদি) 'কল্য' (শ্বঃ) থাকিবে না; কিন্তু তথাপি 'অব্যয়'। 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি'—'ছন্দাংসি' বলিতে বেদ? তবে বেদ অনিত্য? 'পত্রাণি' না বলিয়া 'পর্ণানি' বলা হইল, এটি লক্ষ্য করিও। 'পত্র' বলিতে 'পাতা'—যেটি জন্মে, ঝরিয়া পড়ে। 'পর্ণ' বলিতে তা নয়। স্পর্শবর্ণগুলির পাঁচটি বর্গকে যদি পাঁচটি মূলপর্ব্বস্পর্শে ভাবনা কর, তবে, 'পর্ণ' এই শব্দের 'রসায়নে' যে ভাব মেলে, সেটি 'পরিণামি-নিত্য' যে ব্রহ্মচ্ছন্দঃ, তাহাই বুঝায়। 'পরিণামি' বলিতে বীজাঙ্কুর বিকাশাদিরূপে যার কলা-পরিণাম-আবৃত্তি আছে। এ সব থাকা সত্ত্বেও যেটি অব্যয়, ধ্রুব থাকে, তাকে 'নিত্য'ও বলা যায়। 'প' বর্ণ ওষ্ঠ্য পর্ব্ব। 'ওষ্ঠ্য' মানে? যাহা প্রাণের বেগ এবং গতিপথকে প্রণালিবিশেষে নিয়ন্ত্রিত (canalize) করে।

'ণ' এবং 'রেফ' দুটি মূর্দ্ধন্য পর্ব্ব। এ পর্ব্বে কি হয়? আদি (কণ্ঠ্য অথবা জিহ্বামূলীয়) পর্ব্বে যে সত্তাশক্তি 'ব্যক্ত' (first manifested) হইল, 'উদ্যোগ' (তালব্যে) পর্ব্বে যাহা ছন্দসা 'অভিযুক্ত' হইল, 'ঊর্জ্জিত' (মূর্দ্ধন্যে) পর্ব্বে, তাহা 'উত্তমৌজাঃ' (highest enrgy level) হবার প্রবণতা পাইল। 'সিঞ্চিত ও সজ্জিত' পর্ব্বে (দন্ত্যে), তাহা বিভিন্ন তলে ও স্তরে নিজেকে 'ছড়াইয়া' এবং সাজাইযা লইল। শেষ, সংযমন (বা 'যন্ত্র') পর্ব্বে (ওষ্ঠ্যে), তার সমুচ্চয়ে অন্বয়-অনুপাতাদি 'সংহত' রূপটি পাইল। এই পঞ্চমবর্গের বা পর্ব্বের পঞ্চম বর্ণে ('ম'-এ) সংহতিকাষ্ঠা। বিন্দুতে সমুচ্চয়-সমন্বয় না হইলে জপাদি কোন কিছুই তো তার সংহতিসীমায় আসে না। 'ম' (এবং অনুস্বার) ইহা সংঘটন করে। এই নিমিত্ত 'অ, উ, ম'।

এখন, সংহতি সীমার (organisational limitএর) প্রথম পাদে

('প'-এ) যাহা রহিয়াছে, সেটিকে উজ্জিত পর্ব্বের যেটি পরিসীমা (highest efficiency value), তার সঙ্গে তাদাত্ম্য-সাহিত্য (correlation tending to identicality) তুলিয়া ধরে যেটি, সেটি হইল 'পর্ণ'।

ধর, ঘরে একটা পঞ্চাশ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ইলেকট্রিক্ 'বাল্ব' আছে। সুইচ্ টিপিলাম। আলো জ্বলিল। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ পাওয়ারে। এটি কি 'ফরমূলায়' আসে ? 'পত্র'। কোন নির্দিষ্ট 'তলে' (level-এ এবং measure-এ) শক্তি তার ক্রিয়ায় বাঁধা রহিয়াছে। 'পর্ণ' তার বন্ধনমুক্তি দেয়। বলে— 'তুমি স্বচ্ছন্দে ঐ সীমা অবধি বেড়ে চল।' সরিৎ যেমনধারা সাগরের দিকে। কাজেই, 'পত্র' static, 'পর্ণ' dynamic. 'পত্র' matter and form ; 'পর্ণ' spirit and expression. 'পত্র' যন্ত্র, পর্ণ 'যন্ত্রম্' (মন্ত্রমন্ত্রিত, তন্ত্রতায়িত যন্ত্র)।

আচ্ছা, আজকাল যে এটম্, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বোমা সৃষ্টি হইতেছে, এ সকল ঐ 'পর্ণ' ফরমূলায় আসে তো ? আসে, কিন্তু ব্যাজে বৈগুণ্যে। 'সুপর্ণ' নয়, 'কুপর্ণ' বা 'বিপর্ণ'।

সুপর্ণ হইতে গেলে এ অব্যয় অশ্বত্থের 'পর্ণানি' 'ছন্দাংসি' (বেদ = way of realizing Highest Experience) হওয়া উচিত।

সুতরাং, 'বনস্পতি' লক্ষণ হইতে গেলে (১) মূল অব্যয়, (২) কাণ্ড সাধিষ্ঠ, (৩) শাখা সুষমা এবং সুপর্ণা হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এ সব কেবল বৃক্ষাবয়বের বর্ণনা নয়। এটি সর্ব্বত্র মূল শক্ত্যাধান এবং শক্তিবিন্যাস সংস্থা (Basic Power Deposit and Distribution Scheme)। ঐ প্রত্যক্ষ সূর্য্য এবং সৌরজগৎ এ আকৃতির দৃষ্টান্ত। শুধু বিরাটে নয়, অণুতেও তদ্রূপ। প্রাণসংস্থা ও চিত্তসংস্থাতেও তদ্রূপ। এ সব সংস্থাতে 'বনস্পতি'কে চিনিয়া লও।—A universal Radiation Supply (Production) and Distribution Scheme. বিভিন্ন রকমের Cosmic Radiations 'পর্ণ' সংজ্ঞায় আসে। বনস্পতি = সূর্য্য = হ্রীঁ, এ সমীকরণটিও ভাবিও।

'পর্ণ' শব্দের 'প'কারেও উজ্জিত সীমাসূচক 'উ'কার দিলে হয় 'পূর্ণ'। ভগবতীর 'অপর্ণা' নাম পূর্ব্বে কোনস্থলে একভাবে বোঝা হইয়াছে। এখানে (অ + প) + র্ণা, এই আকৃতিতেও বুঝিয়া লইও। অর্থাৎ, যে আদ্যাশক্তি 'ওষ্ঠ্যবৃত্তি' বা Valve Principle দ্বারা প্রণালি-প্রবাহিত (canalized)

নয়। 'অপ+ঋণ' আকৃতিটিও ভাবিও। যে মহাশক্তিকে কোন 'তল' হইতে 'মূর্দ্ধায়' তুলিয়া ('ঋ'কার), সেই পরিসীমায় ধারণ ('ণ'কার) করিতে হয় না। এক কথায়, 'অপর্ণা' নামে Absoluteness এর দ্যোতনা আছে।

'বনস্পতি' শব্দসমীক্ষায় শক্তির অপরিমেয় সঞ্চয় এবং সিঞ্চন বা বণ্টন, এ দুটি ভাব থাকিলেও, প্রথমটির মুখ্যতা থাকে। 'সূর্য্য' বা 'সবিতা' নামে এটি বিশদ। সাধারণভাবেও বনস্পতিকে সমগ্র প্রাণব্যবহারের (total vital economyর) আধারে পরীক্ষা করিও।

'ওষধি'তে সিঞ্চিতাদির মুখ্যতা। প্রথমটিতে 'সূ' ধাতু (সূর্য্য, সবিতা), দ্বিতীয়ে 'সু' (সোম, সবন)। দীর্ঘ 'ঊ' হ্রস্ব 'উ'-এর ভেদটি ভাবনা করিও। বনস্পতি সূবর্গ; ওষধি সু-বর্গ। সমগ্র বিশ্বের ভোগে 'অন্ন' (শক্তি) সুষমমানে-মর্য্যাদায় রাখে ওষধি। ইহাকে ভরণ করেন কে? চন্দ্রমাঃ।

জপাদিতে বিন্দু-নাদ-কলা বনস্পতি সংজ্ঞায় আসে; আর, কলা-নাদ-বিন্দু ওষধিতে। গায়ত্রী প্রভৃতির জপে 'উদয়' সূর্য্যমুখ্য; 'বিলয়' সোমমুখ্য। 'বিশ্বেদেবাঃ' বিশ্বে সর্ব্বত্র বনস্পতি-ওষধির স্বচ্ছন্দ পরিণয়টি রক্ষা করুন! নতুবা, বিনষ্টির আতঙ্ক, যেমন বর্ত্তমান যুগসঙ্কটে। বনস্পতি বৃহস্পতিদীক্ষিত হইয়া বিশ্বে সর্ব্ববিধ আধি, এবং ওষধি 'সোমসুৎ' হইয়া 'ঔষধি'রূপে সর্ব্ববিধ ব্যাধি দূরীকৃত করুন! বনস্পতি মন্ত্ররূপে হউন—ওঁ হ্রীঁ ঐঁ। ওষধি হউন—শ্রীঁ। উভয়ের পরিণয়পূর্ণতায় (in consummation)—ক্লীঁ অথবা ক্রীঁ॥ প্রাণসংজ্ঞায় সব কিছুর অব্যয় উৎস (মূল)-কে যদি বল 'প্রাণ' এবং বিভাজন বিস্তারকে বল 'অপান', তবে এই প্রাণাপানের সমতারক্ষক অপর কিছুও ('সমান') থাকা চাই,—Balancing, Equalizing Factor. ঐটি বনস্পতির 'কাণ্ড'।

এইবার, "অমা"।

১৬ ॥ অপাস্তব্যস্তত্বেঽমা ॥

(পূর্ব্বব্যাখ্যাত) ব্যস্তকলা (differential co-efficient) অপাস্ত (negatived) হইলে হয় 'অমা'॥

অর্থাৎ, গণিতের পরিভাষায়, কোন functionএর d/dx যদি শূন্য হয়, তবে হয় অমা। 'ন+মা'=দুটি নিষেধে 'বিধি'ই স্থির রহিল। দুটি নিষেধের

প্রথমটি দস্যুবর্গে, অর্থাৎ, কোন পরিণাম বিশেষ যে 'তলে' চলিতেছিল, সেটি আর সে তলে নাই (ন), ইহা বলিল। কিন্তু যেখানে 'শেষ স্পর্শ' (ম), সেখানেও যদি 'নাই' হয়, তবেই তো নিত্যা, ধ্রুবা স্থিতি। ধনুতে জ্যা টানিযা বাণ ছুড়িলে। বাণ বাহির হইলে, ধনুতে অথবা জ্যাতে আর কোন চাপাদি (stress and strain) নেই। কিন্তু যে বাণ ছুটিয়াছে? যে লক্ষ্যে সে বাণ পতিত হইবে? এখানেও কি সম্বেগাদি নিবৃত্ত হইয়াছে? ধনু-জ্যার বেলায় বলিলে, 'না'; এখানে কি বলিতে পার, 'মা'? যদি পার তা হইলে তুমি অমাকোটিতে আসিয়াছ; তুমি প্রারব্ধকর্ম্মের ফলপ্রবৃত্তিসত্ত্বেও 'জীবন্মুক্ত'। যদি শরসম্বেগাদিও নিবৃত্ত হয় তো 'প্রপঞ্চোপশম', আর যদি তাহা নিবৃত্ত না হইয়াও তার লক্ষ্য (তোমার প্রত্যভিজ্ঞান) সম্বন্ধে নিবৃত্ত হয় তো 'লক্ষ্যোপরম'।

নির্ব্যূঢ়ত্বেন যো ভাবোঽভাবান্যোন্যখণ্ডনাৎ।
ব্যস্তবৃত্তেরপায়াচ্চ সম্যক্ত্বয়া হ্যমা ততঃ॥
অমায়াং গৃহ্যতে সূর্য্যো রাকায়াং গৃহ্যতে শশী।
কলাতিগত্বমাদিত্যে ষোড়শকলতান্যতঃ॥৮৭-৮৮

তমের অভাব আলোক, আলোকের অভাব তমঃ, এইভাবে দ্বন্দ্বস্থিত অন্যোন্য অভাব,—এটি এ স্থলে মুখ্যতঃ বিবক্ষিত নয়, যদিও লক্ষণায় সেটিও আসিবে। এ স্থলে 'অভাবের অভাব' বা 'নিষেধের নিষেধ' উদ্দেশ করা হইতেছে। এভাবে অভাব অভাবকে বাধিত করিলে 'ভাব' (থাকা) নির্ব্যূঢ়ত্ব (uncontradicted affirmability) লাভ করে। ব্যূঢ় = conditional, কাজেই যেটি বাধিত (contradicted) হইতে পারে।

নির্ব্যূঢ়ে 'বৌদ্ধনিশ্চয়' (logical certainty) থাকা চাই। এটি থাকিলেই কি 'অমা' সংজ্ঞা আসিবে? ধ্রুব অধ্যবসায় বা নিশ্চয়ের সঙ্গে আর একটি গুণও থাকা আবশ্যক। বৃত্তি পরিণামের যে 'ব্যস্তকলা', তারও অপায় (অপগম) হওয়া চাই। এবং সে অপায় 'সম্যক্ত্বয়া', সম্যক্‌রূপে (অর্থাৎ, approximately অথবা conditionally হইলে হইবে না) হওয়া চাই। যে 'ধ্রুব' (constant) আসিল, তার সম্বন্ধে কি Logic কি Mathematics কেহই আর 'জেরা' তুলিবে না, 'কিন্তু' করিবে না। নেতিমুখে, শূন্যপর্ব্বে, ব্যাস বা ন্যস্ত কলাকে সবিশেষ উদ্দেশ করতঃ যে

ধ্রুবসংস্থা, সেটি 'অমা'। লক্ষণমত, এটি জপে বিন্দুবিলয়স্থল। নেতিমুখে শূন্যপর্ব্বে (as the limit of Negation) দেখিতেছ। অ, উ আদি ব্যক্তকলা এখানে আছে?—না। কলাপরিণামগত সূক্ষ্ম অনুপাত (infinitesimal ratio of acceleration)?—না, তাও নাই। যেহেতু, acceleration (পরিণাম)-ই আর নাই। এখানে বুদ্ধি বলিবে, 'আমি নিশ্চিত'; মন ও বাক্ বলিবে—'আমরা শান্ত'; চিত্ত (সূক্ষ্ম-অনুপাতিত্বের ভূমি) বলিবে—'আমি নিবৃত্ত'; প্রাণ বলিবে—'আমি সংশ্রিত'।

'অপায়' এবং 'সম্যক্ত্বয়া' শব্দ দুটিতে ধ্যান দিও। 'প্রায়স্থ' বা approximation স্থল বারণের জন্য 'অপায়', আর 'ব্যূঢ়ত্ব' বা conditionality বারণে 'সম্যক্'। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ব্যবহারেও যাবৎ 'এরূপ' ধ্রুবস্থল না মিলিতেছে, তাবৎ স্বস্তি নাই, শান্তি নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকে 'অমা' এবং 'রাকা' পৃথক্ করিয়া দেখান হইতেছে। অমায় সূর্য্য 'গৃহীত' হন; পূর্ণিমাতে শশী। এই 'গ্রহণের' অর্থ নানাদৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে এবং হইতেছে। এখানে, সামান্যভাবে, অমাদির তত্ত্বলক্ষণ সম্বন্ধে মুখ্যভাবে উপযোগ। 'সকলের' আবৃত্তি-অভ্যাসের কাষ্ঠা একদিকে; 'অসকলের' অনাবৃত্তি-অনভ্যাসকাষ্ঠা অন্যদিকে। পরেরটি আদিত্যকাষ্ঠা (Limit of the 'Solar Principle')। 'কলাতিগ' ধ্রুব এর স্থিতি। উত্তরায়ণে, শুক্লাগতিতে, অর্চ্চিরাদি মার্গে এই কাষ্ঠায় উপনীত হইতে হয়। জপে কলানাদ, এ দুয়ের বিন্দুসমতায়। চন্দ্রমাঃ কাষ্ঠা বা রাকায় 'ষোড়শকলতা'। এই 'ষোড়শ'টি গভীরে বুঝিতে হইবে। পরের সূত্রগুলিতে।

ঠিক পরের সূত্রে 'সমা' লক্ষিত হইতেছে।

১৭॥ অপাস্তসমস্তত্বে সমা॥

সমাস বা সমস্তকলা অপাস্ত হইলে সমা॥

'সমাস' মানে সূক্ষ্মব্যস্তকলার অনুপাতটি লইয়া ঊর্দ্ধাধঃ কাষ্ঠায় যে কোন বৃত্তিপরিণামের সমাহার (Integration)। একের দৃষ্টি 'অণুমানে'; অন্যের 'উরুমানে'। এক প্রশ্ন করে—'বিভাজনের শেষ অনুপাত সম্বন্ধটি কি পাইলাম?' অপর—'সংযোজনের শেষ সংহতিটি কি হইল?' জপাদির আকৃতিতেও এই দুটি মূল প্রশ্ন।

জপব্যাহরণে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পাইতে হয় (অভ্যাসযোগে) জপ্যমন্ত্রের উর্ম্মিকলাসমূহের সান্নুবিন্দুস্পর্শস্থলগুলিতে, এবং বিশেষতঃ, বিন্দুবিলয়-সেতু-সহকৃত সংস্পর্শ স্থলে। আর, দ্বিতীয় প্রশ্নের,—নাদমেরু এবং বিন্দুমেরু সংযোজক 'অক্ষ' সমাশ্রয়ে উর্ম্মিচূড়া সমূহের সংহতি-সমঞ্জসতায় (Are the wave phases in harmonic alliance with respect to the Axis of the function of the system ?)

সর্ব্বসমাসনিঃশেষাৎ সাকল্যসমতাগতৌ।
সমেতি স্থিতিরায়াতা সমীকরণপূরণাৎ ॥
সমাকৃতসপক্ষাণাং সম্পাতে নিরপেক্ষতা।
পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তা সমেতি পরিগণ্যতে ॥
ব্যাসস্য শূন্যতাঽমা স্যাৎ সমাসশূন্যতা (পূর্ণতা) সমা ॥৮৯-৯১

এই সমাসূত্রে 'সমীকরণপূরণ' কাষ্ঠাটি প্রদর্শিত হইতেছে। Principle of Equation এর পরীক্ষা। সমীকরণ মাত্রেই 'সপক্ষ' (with 'terms' that vary subject to conditions) আকারেই প্রবৃত্ত হয়। এরূপ পক্ষপাতবাধ্য যে সমীকরণ, সেটি ব্যূঢ় এবং অধ্রুব। পক্ষপাতমুক্ত (not bound by the special values and conditions of the terms) যে সামান্য এবং ব্যাপক সমীকরণ (general equation), সেইটি পাবার লক্ষ্য থাকে। (যেমন, General Equation of the Second Degree, অথবা সামান্য Quadratic Equation)। Taylor's Theorem ইত্যাদিও এইরূপ নির্ব্যূঢ়, ধ্রুব সমীকরণ মিলাইবার উদ্দেশে। তাতে অবশ্য মিলে নাই একান্তভাবে। নির্দ্দোষ, নির্ব্যূঢ় সমতা (Absolute Identity) কোথায়, এবং কি ভাবে সেটি লভ্য ? সমীকরণ প্রয়াস শোধন-পূরণের কোন্ ভূমিতে গেলে তবে ঐটি সিদ্ধ হয় ? জড় বিশ্বে এ পর্য্যন্ত সে কাষ্ঠা সম্যক্ মিলে নাই। প্রাণাদি 'অন্তরঙ্গ' বস্তু তো এখনো তার 'বাহ্য'। অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ যেখানে 'একান্ত সম' আছে এবং হইবে, সেটি "আত্মা"। এই আত্মাতেই সর্ব্বসাকল্য সমীকরণের শোধন-পূরণের কাষ্ঠাবিশ্রান্তি। আত্মায় কিঞ্চিৎ দোষলেশপক্ষপাত থাকা পর্য্যন্ত তোমার কোন সমীকরণেই নির্দ্দোষ সমতা নেই।

উপায় ? বিশ্বে যত কিছু সাকল্যসংস্থা (aspectual and functional diversity), তাদের, তত্ত্বতঃ, সমতায় স্থিতি আছে বটে, এবং, ব্যবহারে ও প্রত্যয়ে, সমতার অভিমুখে 'গতি'ও পাই বটে (যথা, বিজ্ঞান ততোভূয়ঃ রূপে পাইতেছে), কিন্তু শেষ 'পরায়ণ' (ধ্রুবা স্থিতি এবং গতি) কোথায়, তা এখনও জানিতেছি না। প্রজ্ঞান—'আত্মা' এবং 'প্রাণ', এই দুটি শব্দ শোনান। ও-তে ঠিক কি জানিব, কি বুঝিব ?

জানিতে গেলে কি চাই ? সর্ব্বসমাসশূন্যতা এবং পূর্ণতা—যতকিছু আমাদের 'সমাস' (synthetic, integral approach) যে স্থলে যাইয়া বলিবে—"আর না, আর আমাদের কোন ব্যাপার নেই ; আমরা পূর্ণ হইয়াছি, আর, হানোপাদানের অপেক্ষা নেই ; তত্ত্ব হইলাম'—সেই স্থলেই এ অভিযান সমাপ্ত। "সমীকৃত-সপক্ষাণাং সম্পাতে নিরপেক্ষতা"—গণিতব্যবহারে এবং জীবনব্যবহারে ভালমতে বুঝিয়া লইও। গণিতে অথবা জীবনব্যবহারে কতকগুলি 'সপক্ষ' (specific conditional) সমীকরণ সাধিলে—"যদি এই এই থাকে তো এই এই হয়"—এইভাবে। জপক্রিয়াটি এই এইভাবে করিলে শেষ বিন্দুবিলয়টি ঠিক হয় বা হয় না। এগুলি বহুবার করিয়া দেখিলে। তখন নিজেকে প্রশ্ন করিলে—এই এইভাবে সপক্ষসমীকরণ তো হইতেছে, কিন্তু তাদের 'সম্পাতে' (by induction or by deduction) কোনও মূল সামান্য ছন্দঃ এবং আকৃতি (general principle and pattern) মেলে কি, যাহা ঐ ঐ সপক্ষগুলির 'বিশেষ' (condition) সম্পর্কে নিরপেক্ষ ? ধর, এ প্রশ্নের উত্তর হইল—'হ্যাঁ, জপে অগ্নিমাত্রা এবং সোমমাত্রা এ দুয়ের সমতাটি সাধিত না হইলে সুষ্ঠুভাবে বিন্দুবিলয় হইবে না। এ দুয়ের অনুপাতবৈষম্যে উহা সাধিত হইবে না। যেমন, গায়ত্রীতে 'বরেণ্যং' অবধি অগ্নি মুখ্যাধিকারী যদি থাকে তো পরের পাদত্রয়ে সোম এতটা মুখ্য হওয়া চাই, যাতে উভয়ের অধিকারতুল্যতা এবং অনুপাতসমতা সাধিত হয়। একটা even balancing of 'outward' and 'inward' functioning আবশ্যক। এ সমতা নহিলে সপক্ষসমূহ সম্পর্কে 'নিরপেক্ষ' (independent) হওয়া যায় না ; কাজেই, কলাসহ নাদকে 'শূন্যপূর্ণৈক' বিন্দুতে একীভূত করা যায় না।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, 'সমা' এক কাষ্ঠা বা আদর্শ। 'অমা' অপরটি। নিখিল ভবপ্রত্যয়কে এক দিকে 'সমা' অন্যদিকে 'অমা', এতদুভয় অক্ষরকাষ্ঠা-

প্রশাসনে যাহা বিধারণ করে, এবং যথোপযুক্ত ছন্দোবৈভবে সব কিছুকে এতদুভয়ে উপনীত করে, সেটি 'উমা'। এ অভ্যুদয় দক্ষিণাবর্ত্তে হইলে 'রমা', বামাবর্ত্তে হইলে 'বামা'। প্রণবাদি জপে 'উমা' (বিশেষতঃ উবর্ণদ্বারা) আদৌ কি করেন ? বাগর্থ-ভাবাদির কলাসমূহকে সুষমা দক্ষিণাবৃত্তিতে নাদের আধারে ফোটাইয়া তোলেন। তখন ইনি 'রমা'। সেতুতে যাইয়া, উদয়ে বিলয়ে, ইনি হন 'অর্দ্ধমাত্রা'। বিলয়সেতুতে (বামাগতিতে) নাদশক্তিকে বিন্দুতে 'বিপরীতরতা' করতঃ হন 'বামা'। এবং অন্তে, কলা-নাদ-বিন্দু এ ত্রিতয়ের সামরস্যে হন 'মা'।

সাধনাদিতে সর্ব্ববিধ সপক্ষসমীকরণ কি পরিমাণে পক্ষপাতমুক্ত হইয়া সমতা-সমীকরণে আসিতেছে—conditional solutions কতটা independent of conditions হইতেছে—ইহাই লক্ষ্য। এটি সাকল্যসমাসসমাপ্তির ধারা, process of integral approach and attainment. লক্ষ্যে শূন্যতা এবং পূর্ণতা (মহানাদ অথবা ভূমৈকপ্রত্যয়রূপে) যুগপৎ আছে। ইহা সমা।

পক্ষান্তরে, ব্যাসপূর্ব্বক নৈষ্কল্যপরিসমাপ্তির লক্ষ্য আদৌ পরাব্যক্ত (অমা) মহাবিন্দু, এবং অন্তে পরমে পরাপারীণতায়। এ ধারার পরিসমাপ্তিতেও ('Limit' of infinitesimal approach) মেলে (অলক্ষণ, অপ্রমেয় পরাপারীণতার উপক্রমে) এক, শূন্য এবং পূর্ণ। কলাসমূহ এখানে আসিয়া বলে—'আমরা আর বহু নহি, এক'। নাদ এখানে বলে—'আমি এখানে পূর্ণ, আর উদয়বিলয়ের অপেক্ষা নেই।' বিন্দু নিজে বলে—"বেশ ; তোমাদের দুটিকে আপনাতে মিলাইয়াও আমি শূন্য—a unique point of perfect potency where all possibility is 'full', and all actuality is 'nil'."

সমা এবং অমার উপেয়গত সৌসাদৃশ্য অথচ উপায়গত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিবে সমাস এবং ব্যাসের লক্ষণ ঠিক ঠিক ধারণা করতঃ। মহাসিন্ধুর বিন্দুসমূহকে সমাসপূর্ণতায় এবং সমতায় লইয়া পাইলাম মহাসিন্ধু। আবার, বিন্দুকে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ব্যাসে লইয়াও পাইলাম সেই মহাসিন্ধু।

অসংখ্যজলবিন্দুনাং সমাসে যো মহাম্বুধিঃ।
বিন্দুব্যাসে ত্বণিষ্ঠেঽপি স সিন্ধুরনুদৃশ্যতাম্॥
প্রাণাণুর্ব্যাপ্লুবন্ বিশ্বং ভবেদ্ বিশ্বমহীরুহঃ।
মহীরুহেঽপি সঞ্জাতে বিশ্ববীজাণুতা ফলে॥৯২-৯৩

১৮ ॥ তথাহ্‌নাবৃত্তিসমাবৃত্তী ॥

(পূর্ব্বে যে অমা ও সমা কাষ্ঠাদ্বয় আলোচিত হইল) তারা যথাক্রমে অনাবৃত্তি ও সমাবৃত্তি সূচনা করে॥

জপাদিনা সমাবৃত্তৌ সমেতীতি বিচিন্ত্যতাম্।
পৌর্ণমাসীপ্রতিষ্ঠায়াং স্বারাজ্যসিদ্ধিমৃচ্ছতি।
পৌর্ণমাস্যা অধিষ্ঠাত্রীং মহালক্ষ্মীং সমাশ্রিতঃ॥
অনাবৃত্তিরমা খ্যাতা জপাজপাসমাপনাৎ।
মহাকালীতি বিজ্ঞেয়া পরকৈবল্যদায়িনী।
শুক্লত্বে মূলপঞ্চানামৈং যা মহাসরস্বতী॥৯৪-৯৫

জপাদিদ্বারা যে ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তি সাধিত হইবে, সে সাধনে আসলে হয় কি—তা বলা হইতেছে। 'সমেতি'—সমাগত হয়। কোথায়? আগে যে 'সমা'র আলোচনা হইল, তথায়। সেখানে সাকল্যপূর্ণতারূপা যে পৌর্ণমাসী, তার প্রতিষ্ঠা। ফলে—বেদাদিপ্রসিদ্ধ স্বারাজ্যসিদ্ধি। এ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়? পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠাত্রী যে মহালক্ষ্মী (এবং তাঁর বীজ শ্রীঁ), তাঁর সমাশ্রয়।

জপ এবং অজপা, এ দুয়ের সমাপনে যে অনাবৃত্তি,—আবৃত্তিচক্রের একান্ত-বিরাম,—সেটি পূর্ব্বলক্ষণমত 'অমা'। অমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরকৈবল্যদায়িনী মহাকালী। বীজ ক্রীঁ। মূলা যে শক্তি, তার বীজ যদি বল হ্রীঁ, তবে, হ্ র্ ঈ, নাদ বিন্দু—এই কয়টি 'মূলপঞ্চ'। এ মূলপঞ্চের কৃষ্ণাবৃত্তিতে নিখিলের আবরণ, লয়, উপরম-উপশম। শুক্লাবৃত্তিতে উন্মেষ-বিকাশাদি পূর্ণতা অবধি। কৃষ্ণাশুক্লা দুটি গতি আদিতে বিপরীত, মধ্যে প্রতিযোগী, অন্তে সহযোগী এবং অভিন্ন হইতে চলে। কৃষ্ণা আর শুক্লার মধ্যে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া মূলপঞ্চের যে শুক্লমুখ্যা প্রকাশপ্রধানা বৃত্তি, সেটি বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা অধিকৃত। ঐঁ বীজ, অধিষ্ঠাত্রী, মহাসরস্বতী।

সমা এবং অমা—এ দুটিকে কাষ্ঠা করিয়া সমাবৃত্তি এবং অনাবৃত্তি, সাকল্য-পূর্ণতা এবং নৈষ্কল্যোপশম,—এই দুইটি 'প্রস্থানভেদের' কথা বর্ত্তমানসূত্রে সংক্ষেপে বলা হইল। অন্য অন্য স্থলে ইহার সবিস্তার প্রসঙ্গ হইয়াছে। প্রস্থানের

'ভেদ' রহিলেও, বিরোধ নেই, বরঞ্চ ক্রমশঃ সাহিত্য এবং অন্তে অভেদই আছে, —এইটি নির্দ্দেশের নিমিত্ত মহাসরস্বতী এবং ঐঁ বীজের উল্লেখ হইল। বীজাদি সকল জপেই সকল-নিষ্কল, পূর্ণ-শূন্য, সমা-অমা, উত্তম-পরম অন্তে মিলাইয়া লইতে হয়।

যেমন গায়ত্রীজপে, 'বরেণ্যং' অবধি সমা এবং সমাবৃত্তিকে মুখ্যাঙ্গভাবে সাধিতে হয়; 'ধিয়োয়োনঃ' থেকে বিলয় ওঙ্কারে অমা এবং অনাবৃত্তিকে। 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি' এ দুয়ের সন্ধি। অর্থাৎ 'ধীমহি'তে যাইয়াই অমা এবং অনাবৃত্তির দিকে 'ঝোঁক' ফিরিবে। শুদ্ধ এবং সমগ্রভাবে সমাবৃত্তি এবং অনাবৃত্তি হওয়া বিশেষ সাধনসাধ্য।

অতঃপর, দক্ষিণা এবং বামার লক্ষণ—

১৯ ॥ **অনুলোমাবৃত্তির্দক্ষিণা** ॥

আবৃত্তি অনুলোমা হইলে তাকে দক্ষিণা বলে ॥

> অনুলোমবিলোমাভ্যামাবৃত্তির্দক্ষিণেতরা।
> প্রথমা নেম্যরাণাং স্যান্নাভিমুদ্দিশ্য যাঽভিতঃ ॥
> দেশকালাদিষু শ্রেণি-ধারাবাহিকতাস্থিতিঃ।
> স্বযোনি-মনতিক্রম্য বিতন্যতে সমন্ততঃ ॥৯৬-৯৭

বলা বাহুল্য, 'দক্ষিণাবৃত্তি' শব্দে কেবল 'ডাইনে ঘোরা' বুঝিলে হয় না। 'দক্ষিণ' শব্দে যেমন দিক্ বুঝায়, তেমনি গুণবিশেষও (যথা, দয়া-দাক্ষিণ্য) বুঝায়। এ স্থলে মৌলিক লক্ষণ করা হইতেছে। তন্নিমিত্ত 'অনুলোম' শব্দটি রহিয়াছে সূত্রে। অতএব, 'অনু' কাকে বলে বোঝা দরকার। যেখানে কোনরূপ আবৃত্তি বা আবর্ত্তন হয়, সেখানে বিশ্লেষণে তিনটি 'অঙ্গ' কোন না কোন ভাবে পাই—নাভি (বা কেন্দ্র), অর এবং নেমি। আবৃত্তিমাত্রের যে 'নেমি' (actual path of functioning) তার সম্পর্কে নাভি হইল 'যোনি', আর, অর হইল 'যোজনী'।

এখন, কূর্ম্ম যেরূপ তার আপনা থেকেই অঙ্গ বিস্তার করে, আবার তাতেই, আপনাতে, সব গুটাইয়া লয়, সেইরূপ নাভি বা কেন্দ্র সম্বন্ধেও মনে করা যায়।

গণিতে যেমন Root বা Radix, Matrix ইত্যাদি। ইহা নাভি। Equation এর সম্পর্কে অর। যেমন, Quadratic equation বলিয়া দেয়, তার Root-দ্বয়ের কি সম্বন্ধ থাকিবে। শেষকালে, ঐ equation দ্বারা নিরূপিত গতিলেখ বা Curve নিরূপক equation এর বিশেষ বিশেষ রূপ হইয়া থাকে।

এইবার নাভি বা মূল থেকে অরের উদয় এবং অর দ্বারা নেমির প্রবৃত্তি নিরূপণ—এই একভাবে দৃষ্টি। ইহা অনুলোমা। যা কিছু উদয় বা প্রবৃত্তি হইতেছে, সে উদয়ে মূলের সঙ্গে অন্বয় দেখা যাইতেছে। Centre অথবা Originএ reference ঠিক রহিয়াছে। যেমন, গ্রহাদির গতি নাভি সূর্য্য সম্বন্ধে। প্রাণিজগতে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিবীজ (germplasm) সম্পর্কে নানা সজাতীয় প্রাণীর জন্মে যেমন। অনুলোমে উদয়, উদ্‌গম, প্রবৃত্তি দেখবার বস্তু থাকে। 'প্রথমা নেম্যরাণাং স্যান্নাভিমুদ্দিশ্য যাঽভিতঃ'—অনুলোমা এইভাবে কথিত হইল। নাভির অভিতঃ উদ্দেশকরতঃ (congruent with respect to the origin) অরনেমির প্রবৃত্তি (expansive movement)।

ধর, একটা বটাদি বৃক্ষের বীজকণিকা। এ থেকে অঙ্কুর-প্ররোহাদিক্রমে বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল পর্য্যন্ত অনুলোমা বৃত্তি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণমত। কিন্তু ফলে আবার বীজাকারে বিলোমা। অন্তর্ব্বহির্ব্বিশ্বে চক্রনেমি আবর্ত্তনে এই অনুলোমা-বিলোমার সহক্রম এবং পালাক্রম অনুধাবন কর। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি; জন্ম-বাল্য-যৌবন-জরা-মৃত্যু; ব্যক্ত-অব্যক্ত, কর্ম্ম-সংস্কারাদি সমস্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি ব্যাপারেই। সৃষ্টিতে ব্যক্তক্রিয়া (kinetic action) মাত্রেই দেশকালাদির বাধাসংস্কারবশতঃ (due to intrinsic retarding factor), ঠিক তার শুদ্ধ, সমগ্র সাফল্যে আসে না; অর্থাৎ নির্ব্বাধে সেটা যা করিত, তা সেটা করিতে পারে না। অথচ, এ অসম্যক্ সফলতা প্রয়াসে তার ব্যক্ত সম্বেগমান (momentum) সে ফুরাইয়া ফেলে। মনে হয়, সে যেন 'নিঃশেষ' হইয়াই গেল। কিন্তু শক্তি 'অব্যয়া'। নিঃশেষপ্রায় ব্যক্তক্রিয়াটিকে তাই তার অব্যয় অব্যক্ত ভাণ্ডারে (reserve of potentialএ) 'মোড়' ফিরিতে হয়। তার 'মুখ' বা senseটিকে reverse করিতে হয়। এটি না হইলে বিশ্বে, ভিতরে বাইরে, সব কারবার বন্ধ হইয়া যাইত। অনুলোমা-বিলোমাকে এইভাবে

বুঝিয়া লইবে। নাভি অরনেমি দুটিকেই পুনঃপুনঃ আপনাতে 'আত্মস্থ' না করিলে, তারা ক্ষীণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। নাভি কেন্দ্রে অবস্থিত রহিয়াও, আপন সত্তাশক্তিমণ্ডলে অরনেমি দুটিকেই বিধারণ-ভরণ করিয়া রাখা চাই। এই অন্বয়-আধারেই সব কিছুর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির চক্র অনুলোমে-বিলোমে (প্রসরৎ-সঙ্কুচৎ) চলিতেছে। যেমন, নাসায় শ্বাসপ্রশ্বাস ; হৃদয়ে আকুঞ্চন প্রসারণ। প্রবৃত্তির সাথে প্রত্যাবৃত্তি (reversibility) না থাকিলে কোন 'যন্ত্র'ই চলে না।

তবে মুস্কিলের কথা (সঙ্গে সঙ্গে মুস্কিল আসানের কথাও) এই যে— ক্রিয়ার সোজারূপের মত তার উল্টা রূপটাও বাধাদ্বারা অল্পবিস্তর বাধিত হয়। অর্থাৎ, যেমন শুদ্ধ সমগ্র ফলের দৃষ্টিতে কোন ক্রিয়ারই 'সম্যক্তা' নেই, তেমনি আবার তার অব্যযনিধানে যোগে (প্রত্যাবৃত্তিতে) এবং ক্ষেমে (অবস্থানে) ও সেটি নেই। দেশকালাদিতে শ্রেণি-ধারাবাহিকতা ইত্যাকার যে সমস্ত স্থিতি এবং গতি পরিদৃষ্ট হয়, তারা সমন্তাৎ হইয়াও 'স্বযোনি' (their origin) অতিক্রম করে না বটে, (যেমন, বহির্ব্বিশ্বে পরার্দ্ধ যোজন দূরের কোন নীহারিকা), তথাপি 'শুদ্ধসম্যক্তা' ধর্ম্মটি কুত্রাপি কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং, বিশ্বচক্রনেমির আবর্ত্তনের অন্ত নেই ; জীবসংসৃতিরও শেষ নেই। The Universe continues by its imperfection or limitation. সাধন এই সম্বেগ (drag) কাটাইবার নিমিত্তই। সর্ব্বত্র যে Limiting Principle, সেটি মাযার লক্ষণে আসে। জপে 'বিন্দুমভিতঃ' অনুলোমা-বিলোমাদ্বয়কে ক্রমে শুদ্ধি পূর্ণতায় আনার প্রয়াস হয়। বিন্দু বা নাভি থেকে প্রবৃত্তিতে 'প্রয়াস' ; তাতেই নিবৃত্তিতে 'প্রপত্তি'। অনুলোমা প্রবৃত্তি-প্রয়াস মুখ্যা ; বিলোমা নিবৃত্তি-প্রপত্তিমুখ্যা।

২০ ॥ বিলোমা তু বামা ॥

বামা হইলে বৃত্তিকে বিলোমা বলিতে হইবে ॥

বিলোমচ্ছন্দসা নাভিমুদ্দিশ্যাবর্ত্তনং পুনঃ।
লিঙ্গস্যালিঙ্গতা বামাহযোনৌ যোনিসমর্পণম্ ॥

দক্ষিণাবৃত্তিমাশ্রিত্য লভ্যোমা যা সমা রমা।
বামাবৃত্ত্যা ভবেদস্বাহমাহ বাঙমনসগোচরা ॥৯৮-৯৯

বিশ্বপ্রতীতিতে দুইটি পরস্পরানুপাতী ভাব লক্ষিত হয়—যোগ এবং ক্ষেম। একটি সব কিছুকে তার সমগ্রসত্তাশক্তি এবং আকৃতি মিলাইতেছে; অপরটি, এই 'যোগে' বিবিধপ্রকারের বাধাজন্য যা কিছু 'বিয়োগ' সেটি হইতে তাকে বাঁচাইতেছে। প্রথমটি, বস্তুমাত্রের জাতিধর্ম্ম (its 'kind' function), অপরটি, বস্তুমাত্রের লজ্জাধর্ম্ম (its self-conserving function)। মহামায়া 'জাতিরূপেণ' এবং 'লজ্জারূপেণ' সর্ব্বত্র 'সংস্থিতা'। 'সর্ব্বভূতেষু'। এ দুটি ধর্ম্মের অনুপাতনিবন্ধন বিশ্বে, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে, স্থিতিস্থাপকতা (cosmic elasticity)।

সৃষ্টিধারাটি স্বচ্ছন্দে চলিতে ঐ অনুপাতটিও স্বচ্ছন্দে থাকা চাই। অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত অনুলোমা-বিলোমা নাভি সম্পর্কে সব কিছুর অরনেমিকে স্বচ্ছন্দ যোগক্ষেমে রাখা চাই। অনুলোমা সমস্ত কিছুকে তার জাতিধর্ম্মের সমগ্রতায় লইবে; বিলোমা তার নাভিনিষ্ঠ অব্যয় সত্তাশক্তি তার জন্য 'মুক্ত' রাখিয়া তার ক্ষেম বজায় রাখিবে। বিলোমা ব্যতীত কুলকুণ্ডলীর জাগৃতি ঘটাবে কে?

এইজন্য বলা হইতেছে—বিলোমছন্দসা নাভিকে উদ্দেশকরতঃ সব কিছু পুনশ্চ 'আবর্ত্তন' করে। অর্থাৎ, অরবিস্তার পূর্ব্বক যে নেমি (গতিস্থিতিলেখ) প্রসারিত হইতেছে, সেটি অরসঙ্কোচপূর্ব্বক বামাগতিতে নাভিতে 'স্বধাশক্তি' দোহনের নিমিত্ত ফিরিতেছে। অনুলোমায় স্বাহা, বিলোমায় (মৌলিক অর্থে) স্বধা। ফলে, বস্তুমাত্রে যেটি 'লিঙ্গ' (determinate, specified, conditional), সেটি 'অলিঙ্গে' ('প্রধানে', 'মূলে'—indeterminate, unspecified, unconditional) ফিরিতেছে; না ফিরিলে তো তার স্বাভাবিক যোগক্ষেমই রক্ষিত হয় না। সাধনে তো এটি চাই-ই। পুনশ্চ, 'যোনি' (কারণ)-কে সে 'অযোনি'-তে First Cause, or Without Cause-এ 'সমর্পণ' করিতেছে। সব কিছু কারণ পরমকারণে লয় পাইব, এই ইচ্ছা যেন করিতেছে।

কেবল নৈসর্গিকে নয়, অধ্যাত্মসাধনেও এই বামাগতিটিকে ভালমতে বুঝিয়া লও। 'হংস' কেন হইবে 'সোঽহং'? তারা যদি ওঙ্কাররূপিণী হন তো, তিনি 'প্রত্যালীঢ়পদা' কেন? তারা, বিশেষতঃ, বিলয়-ওঙ্কাররূপা। দক্ষিণাকালিকায়, বিশেষতঃ, উদয়মুখ্যতা।

দক্ষিণায় উমা, রমা, সমা ; বামায় অম্বা, অমা—যিনি অবাঙ্‌মনসগোচরা। এ রহস্যগুলি তলাইয়া বুঝিও। যেমন, গায়ত্রীজপে উদয়সেতুতে উমা ; অনুলোমে চূড়ামণি যে 'বরেণ্যং', সে স্থলে রমা ; অনুলোম-বিলোমের (দক্ষিণা-বামার) সন্ধিতে সমা ; বিলোমে বা বামায় অম্বা, অম্বালা, অমা—এই ত্রিতয়কে বিশেষাধিকরণে ভাবনা করিবে। সামান্যাধিকরণে এইরূপ অবচ্ছেদ নেই জানিবে। অর্থাৎ, উমা, রমা প্রভৃতি সামান্যতঃ সর্ব্বস্থলেই বিদ্যমানা। বলা বাহুল্য, এরূপ সামান্যবিশেষাধিকরণ যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। প্রতিটিতে তত্ত্বনিরূপিত উপযোগ রহিয়াছে।—Relevancy determined by Principle. যেমন, বামায় প্রথমে অম্বা কেন ? উদয়ে যে ওঙ্কাররূপী নাদ, তিনি এইবার বিলোমে বিন্দুবিলয় রূপ লইবেন। 'অউম' এর উকার বলিল—'আমি আর মধ্যে থাকিয়া নাদকে অনুলোমে (বিতানে) লইব না ; এইবার বিলোমে (নাভি বা কেন্দ্রাণাবৃত্তিতে) আমি শেষে যাইতেছি, এবং আমার সঙ্কোচরূপ যে বকার, সেই রূপ লইতেছি ; অর্থাৎ, হইলাম—অম্ব (মায়ের সম্বোধন ; এতক্ষণ 'আমি' হইয়াছিলে—ধীমহি ; এইবার, আমি ছেড়ে ডাকো মাকে)। বেশ ; কিন্তু এইখানেই কি সব চুপ ! বিন্দুবাসিনীর আকর্ষণ এইখান থেকে ; মা আমার ডাকে হাত বাড়ালেন যে ! ঐ আ-কার। এতক্ষণ লোহার ছিল চুম্বকের পানে কৃচ্ছ্রযাত্রার পালা ; এইবার সুরু হ'ল চুম্বকের লোহাকে টানার পালা। 'অম্বা'—এইভাবে অধিকারে আসিল। এর পর অম্বালা। শেষের 'লা'তে প্রণিধান দিও। বৈখরী বাক্ এবং সঙ্কল্পী মন এবং প্রাণের গৌণীবৃত্তি, এ তিনকেই লয়ে লইতে হইবে, অথবা যাইতে হইবে, ঐ অম্বালায়। 'লা'-তে নিজের সব কিছুকে লুটিয়ে মিলিয়ে দেবার শক্তি আছে। অন্তে, অমা। এখানে কেবল যে বিন্দুবিলয় এমন নয়, পরমবিলয়ও বিবক্ষিত। 'অবাঙ্‌মনসগোচরা' বুঝিয়া লইও, উভয়পক্ষেই।

খেচরী প্রভৃতি মুদ্রাসহায়ে ক্রিয়াযোগে, জ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' এবং ভাবে 'বিবর্ত্ত' ইত্যাদিতেও, বামার অনুসন্ধান করিও। 'সব উলট দেনা'—উল্টোকে না ওল্টালেতো সোজা হয় না।

শেষে, আর একটি কারিকা—

বামা চ দক্ষিণা বৃত্তী দৃশ্যেতে সর্ব্ববৃত্তিষু।
তয়োরুদ্‌বৃত্তমেতাসু সমীকরণমুচ্যতে ॥১০০

এই কারিকায় সমীকরণমাত্রের লক্ষণ করা হইল। বিশ্বে যত না সমীকরণ হয়, সে সবই দক্ষিণা এবং বামাবৃত্তির মধ্যে যে উদ্‌বৃত্ত (Remainder), সেইটি বলিয়া দেয়। বিশ্ব ব্যাপারে কুত্রাপি এতদ্‌বৃত্তিদ্বয়ের একান্ত সমতা নেই—অর্থাৎ, কোন functionই perfectly reversible নয়। জপাদি সাধন সমতার সাধন। কেননা, 'জের' যতক্ষণ 'ফের'-ও ততক্ষণ। জের মুছিয়া শূন্য করিতে পারিলেই 'জিরেন'।

ধর, প্রসিদ্ধ Heisenberg Equation. বামে pq-qp রহিয়াছে। pq বলিতে এক রকমের ক্রিয়া (matrics function), qp বলিতে তার বিলোম (reverse)। সাধারণ বীজগণিতে একটা থেকে অপরটা বিয়োগ করিলে তো শূন্য হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ বীজগণিতে সংখ্যার হিসাব ; এখানে ক্রিয়ার (function-এর)। ক্রিয়া বলিতে তার 'sense'ও ধরিতে হয়, অর্থাৎ, কোন্ দিকে, কিভাবে ? শুধু সংখ্যা, পরিমাণ দেখিলেই হয় না। যেমন, জপ এক ক্রিয়া। প্রত্যেকবার আবৃত্তিতে ঐ (pq-qp) 'জের' (বাক্-প্রাণ-মনের বৃত্তির) রহিয়াই যাইতেছে। কাজেই, আবৃত্তির বিরাম নেই। বিরাম-উপরম-উপশম সমতাসাধনের কাষ্ঠায় (পূর্ণ-শূন্যাবস্থানে এবং-তদতীতে) হইবে।

২১ ॥ দক্ষিণাদক্ষিণত্বেঽনপায়ঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণা দক্ষিণ (অনুলোমা অনুকুল) হইলে অনপায় ॥

'অনপায়' শব্দটিকে কাষ্ঠা এবং কাষ্ঠাভিমুখে গতি, এই উভয় অর্থে লওয়া যায়। এ স্থলে দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে বিচার্য্য। অর্থাৎ, ধাম বা লক্ষ্যাভিমুখে এমন গতি (অভ্যুদয়), যাতে বাধানিমিত্ত চ্যুতি বা স্খলনের সম্ভাবনা শূন্য হইতে চলে—uninterrupted progression. অর্থাৎ, গতির যে বর্ত্মে চলিয়া ঠিক লক্ষ্যে যাইব, তা থেকে স্খলন (অপায়) নেই। ইহা গতিশুদ্ধি বা শুদ্ধগতি। স্থিতিশুদ্ধি বা অনপায়ধাম এর সাথে ভাবিয়া লইও।

মর্য্যাদাভিবিধী প্রাপ্য বৃত্তিরাবৃত্তিরিষ্যতে।
সমারাকানুলোম্যেন দক্ষিণা সা নিরূপিতা ॥

দাক্ষিণ্যং যদ্ দক্ষিণায়াঃ স্বচ্ছন্দবাহিতাভবম্।
নৈরন্তর্য্যেণ তস্মাচ্চানপায়োঽভ্যুদয়ো মতঃ ॥১০১-১০২

মর্য্যাদা এবং অভিবিধি—এই দুটি ('আ'র অর্থ) পাইয়া বৃত্তি হইতে চায় আবৃত্তি। অর্থাৎ, চক্রের আকৃতিতে, নেমি এবং অর—এই দুটিকে পাইয়া। যে বৃত্তি স্থিতি অথবা গতিমাত্র ছিল, তাহা নাভি-অর-নেমি আকৃতি লাভ করতঃ হয় আবৃত্তি। এই আবৃত্তি যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সমা এবং রাকার আনুলোম্যে ঘটে, তবে সেটি দক্ষিণা বলিয়া নিরূপিতা।

এখন, দক্ষিণাবৃত্তির (আনুলোম্য) অথবা স্বচ্ছন্দবাহিতাজন্য যে দাক্ষিণ্য, তাতে যদি নৈরন্তর্য্য (uninterrupted continuity) ধর্ম্মটি থাকে, তবে তাকে বলে অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয় লক্ষ্য অভিমুখে যে গতি, তার (১) স্বচ্ছন্দবহা, (২) নিরন্তরা, (৩) সমাসন্ধিনী, (৪) অনপেতা আকৃতি। জপাদি সর্ব্ববিধ সাধনে দক্ষিণাদাক্ষিণ্য, সুতরাং যথার্থ অভ্যুদয় ঘটিতেছে কিনা, তাহা ঐ চারিটি ধর্মের সদ্ভাব অসদ্ভাব, ন্যূনতাতিরেক দ্বারা ঠিক করিয়া লইবে। অভীষ্টলক্ষ্যে যে কোন উপযোগিনী ক্রিয়ার সাধন হইল এই প্রকার অভ্যুদয় সাধন। যাহা দ্বারা অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স অধিগত হয়, তাকে ধর্ম্ম বলা হয়। ক্রিয়া (ভাবজ্ঞানসহ ব্যাপক অর্থে) মাত্রের আপন 'স্বধর্ম্ম' আছে। তার সেই স্বধর্ম্মে অনপায় গতিস্থিতিতে অভ্যুদয়। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' পরধর্ম্ম পরিহারে সঙ্করশুদ্ধি ; স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধিপরিসীমায় শঙ্কর।

২২ ॥ দক্ষিণাবামত্বেঽপায়ঃ ॥

দক্ষিণা 'বাম' হইলে অপায় বা চ্যুতি ॥

'বাম' মানে পূর্ব্বোক্ত 'বামা' নয়। কোন desired movement যদি retarded and reversed by cross or contrary current হয়তো তার বামত্ব (contra-indicatedness), এবং তজ্জন্য অপায় ঘটে।

অদাক্ষিণ্যং হি বামত্বং সন্ধির্বিগৃহ্যতে যতঃ।
ব্যাহতা দক্ষিণাধারা প্রতিপক্ষেণ কেনচিৎ ॥
ব্যাজবিঘ্নাবন্তরায়োপদ্রবাবিতি বামতঃ।
দক্ষিণায়া হি জায়েরন্ যেঽপ্যপায়াশ্চতুর্বিধাঃ ॥

দৈশিকং কালিকং রিষ্টং বাস্তবং ছান্দসং তথা।
স্কন্দৈকদন্তশর্ব্বাণী-শ্রীপতিভির্নিবার্য্যতে ॥১০৩-১০৫

অদাক্ষিণ্যকে বামত্ব বুঝিতে হইবে এস্থলে। এতে কি ঘটে? সৃষ্টিধারায় অথবা সাধনজীবনে যে স্থলে 'সন্ধি' (alliance, congruence) রহিয়াছে অথবা থাকা উচিত, সে স্থলে 'বিগ্রহ' (বিরুদ্ধ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ) দেখা দেয়। এ বিগ্রহের রূপটি কি? যে দক্ষিণা বা অনুকূলা ধারা অন্তর্ব্বহির্ব্বিশ্বে চলিতেছে বা চলিতে চায়, সে ধারা কোনপ্রকার প্রতিপক্ষ (cross or contrary current) দ্বারা ব্যাহতা হয়। সুতরাং, দক্ষিণা বা অনুলোমা ধারা আর শুদ্ধ, অসঙ্কীর্ণ থাকে না; সঙ্কর উপস্থিত হয়। ব্যাজবিঘ্ন রূপ যে অন্তরায়, সেটি বামতাবশতঃ 'উপদ্রব' আকার ধারণ করে। 'অন্তরায়' বলিতে যেটি 'অন্তরা' বা মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অবাধ গতিকে বাধা দেয়। An obstruction in the path. 'উপদ্রব' বলিতে যেটি কেবল পথে 'পড়িয়া থাকিয়া' বাধা দেয় না, পরন্তু যেটি বলাৎ পথ হইতে ভ্রষ্ট করে (a major distraction)। 'উপসর্গ' বলিতে—শুধু যে বলাৎ অন্যত্র নীত হয় এমন নয়, পরন্তু অন্য আর একটা হইয়াই পড়ে (সর্গ)। এখন, অন্তরায়-রূপ ব্যাজ-বিঘ্ন (বৈরূপ্য-বৈগুণ্য) সৃষ্টিতে গতিমাত্রেই অল্পবিস্তর থাকে। প্রাকৃতসৃষ্টিতে (বিশেষ, বিষমপর্ব্বে—in the Third Emergence) শুদ্ধ, ঋজু, সমগ্র ব্যাজবিঘ্নে কথঞ্চিৎ 'কবলিত' হইলেও, তার মাত্রা এবং মুখ সম্বন্ধে অবহিত রহিতে হয়—বৈরূপ্যাদি কতটা, এবং তার 'মুখ' (sense of acceleration) কোন দিকে, সঙ্কর, না শঙ্কর? যেটি বিরূপ-বিগুণ হইয়াছে, সেটি কি স্বভাব-স্বরূপে (শুদ্ধিতে) ফেরার দিকে মুখ নিয়াছে, অথবা নেয় নেই? 'রোগ' কি সারার দিকে, না বাড়ার দিকে? এইভাবে, দোষের মাত্রা এবং মুখ, দুদিকেই নজর রাখিতে হয়। জপাদি সাধনে এর অন্যথা নয়।

যদি দেখ যে, দোষের মাত্রা এবং মুখ এতটাই বেশী (pronounced) যে, সেটাকে আর সাধারণ অন্তরায় বলা চলে না, উপদ্রব অথবা উপসর্গ বলিতে হয়, তবে বুঝিলে—দক্ষিণার অদাক্ষিণ্যে এইবার জীবন-সাধনাদি 'অপায়ে' (frustrationএ) যাবার আশঙ্কা আছে। তখন আর কালবিলম্ব নয়, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। রোগের বাড়, রিপুর বাড় যেমন বরদাস্ত করতে নেই, তেমনি আবার এদের শেষও রাখতে নেই।

অপায় চতুর্বিধ—রূপাপায়, গুণাপায়, মানাপায়, সম্বন্ধাপায। এদের কথা পরের সূত্রে হইতেছে। প্রাকৃতিক অপায় স্থলে (unfulfilled or frustrated natural happenings) এবং জপাদি সাধনেও এই চারি প্রকারের অপায় (infructuousness) নিবারণ করিতে হয়। যেমন, বেজায় গুমোট গরম চলিতেছে। মৌসুমী বর্ষণ হইতে গিয়াও হইতেছে না। (ক) মৌসুমী বৃষ্টির নিমিত্ত যে 'আকৃতি'র মেঘ সঞ্চার হওয়া আবশ্যক, সেটি হইতেছে না ; (খ) বর্ষণ-নিমিত্ত তাতে যে সব 'গুণ' থাকা আবশ্যক, সেগুলির যোগ (combination) ঘটিতেছে না ; (গ) যে 'মানে' (মাত্রাদিতে) থাকা আবশ্যক, সে মানটি হইতেছে না ; (ঘ) বায়ুর গতি, পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থানবিশেষ ইত্যাদির সঙ্গে যে সম্বন্ধে থাকা আবশ্যক, সে সম্বন্ধ মিলিতেছে না। এটি সাধারণ বিশ্লেষণ। তলাইয়া দেখিলে, ঐ বিষমতাটিকে এক সামান্যলক্ষণে আনা যায—প্রকৃতিতে অগ্নীষোমীয় অনুপাত বৈষম্য। এবম্বিধ অনুপাত বৈষম্যের নৈসর্গিক হেতু সাধারণ-অসাধারণ দুই প্রকারের আছে। অসাধারণ—'Solar spots' সমূহের মাত্রা, Cosmic Rays-এর মাত্রা ইত্যাদিও অসাধারণ। মনুষ্যকৃত মহোপসর্গ হেতু—H. Bomb ইত্যাদির বিস্ফোরণ যেমন। অরণ্যধ্বংস, বিরাট্ বিরাট্ Power Plant প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদিও বটে। এ সবের ফলে, নৈসর্গিক অগ্নীষোমীয় ছন্দের ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যতিক্রম যে কারণেই ঘটুক, তার নিবারণের জন্য পূর্ব্বে সমর্থভাবে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ছিল। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান তার 'আপন পাপের' প্রায়শ্চিত্তের কথা যে না ভাবিতেছে এমন নয় ; তবে, কার্য্যতঃ 'পাপের ভার' দ্রুতগতিতে বাড়ার দিকেই। ধরিত্রী রসাতলে মজ্জমানা হবার উপক্রম। এ সঙ্কটে বিশেষতঃ বারাহীশক্তির জাগৃতির প্রয়োজন আসিয়াছে। এঁর প্রসাদে আণবিক তাপাদি শক্তির প্রাণিক এবং 'আত্মিক' শক্তিরূপে উদ্‌বর্ত্তন (levelling up) সাধিত হইয়া থাকে।

ধর, কোন প্রকারের রেডিও-একটিভ্ এটম। এর কেন্দ্রে (nucleus-এ) কেবল 'জড়' শক্তি নয়, প্রাণ এবং চৈতন্য শক্তিরও মহাভাণ্ডার নিহিত আছে। প্রকৃতির ব্যাপার ছন্দে (in natural economy) যেভাবে যে পরিমাণে ঐ মজুদী শক্তির (হ্) বিকিরণ হয়, তাতে, সৃষ্টির স্থিতি এবং পুষ্টির নিমিত্ত যে অগ্নীষোমীয় স্বচ্ছন্দ অনুপাতটি আবশ্যক হয়, সেটি মোটামুটি রক্ষিতই হয়। অর্থাৎ, 'হ্সৌ' আকৃতি দক্ষিণাদাক্ষিণ্যের দিকেই থাকে, বামত্বে সহসা যায় না।

বৃহদ্‌বিশ্বে Cosmic Rays ইত্যাদিতেও দাক্ষিণ্য বজায় রহিয়াছে। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে যে সব ionosphere-এর স্তর বিদ্যমান, তারা আমাদের 'radio roof' অথবা screen-এর মতন রহিয়া আন্তর এবং বাহ্য রেডিএশনস্ সৃষ্টি-ক্ষেমকল্পেই রক্ষা করিতেছে। কিন্তু ভয়হিংসা ইত্যাদি প্রচোদিত হইয়া আমাদের বুদ্ধি যদি আণবিক স্বচ্ছন্দ (দক্ষিণ) হ্‌সৌ আকৃতিটি ভাঙ্গিয়া ফেলে (by fission or fusion), তবে, তার ফলে, হকারে নিহিত যে মহাপ্রাণ, সেটি ক্ষুব্ধ, উপদ্রুত, বিপ্লুত হইয়া ওঠে।

হ্‌সৌ আকৃতিতে জড়াণুর মধ্যে যে প্রাণশক্তি সুপ্ত এবং অব্যক্ত, সেটি জাগ্রৎ এবং ব্যক্ত হইলে তার আকৃতি হয় 'হংসঃ'। এতে বিন্দু থেকে সোম (অনুস্বাররূপে) নিঃসৃত হইয়া আণব-অগ্নিকে যেন বলেন—'তুমি শুধু বাহিরে তাপাদিরূপে নিজেকে ছড়াইবে কেন? তোমার বাহ্যতাপ এইবার আন্তরযাগে পরিকল্পিত হোক্; তাতে আমি সোমস্থং হইব; জড়ধর্ম্মকে প্রাণের ধর্ম্মে তুলিয়া লইব।' অগ্নি বলেন—'বেশ, তাহাই হোক্। তবে আমাকে অগ্রে—অগ্নীষোমযুগের প্রথমে ঠাঁই দাও। আমিই সবাইকার মুখ। আমি হই অন্নাদ, তুমি হও অন্ন।' সোম বলেন—'তথাস্তু।' ফলে—'অহংসঃ'। সোম আবারও বলেন—"বিন্দুমুখীন, অন্তর্মুখ (subjective) হইলে, এখন আর বাহিরে আপনাকে কত ছুড়িয়া ফেলিবে? 'সঃ' কে একটু সম্বরণ কর, নিজের দিকে অভিনিবেশ দাও।" ফলে, অহংসংবিৎ—consciousness of self-এটি অহং আকৃতি। এর বামাবৃত্তিতে (বামত্বে নয়) রসায়নে হয়—'সোঽহং' (আত্মসংবিৎ)। 'সঃ' কে সম্বরণ করিয়াছিলে, নয়? আবার সে আসিল কোথা থেকে? অহং এবং সঃ—আমি এবং সে—এ দুয়েরি আধার-অধিষ্ঠান না মিলিলে আত্মা মেলে না। আত্মাই অগ্নীষোমীয় একান্ত সমতার স্থল।

জপের সাধন এই সমতার সাধন। জপে ঐ চারি রকমের অপায়াশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত অবহিত থাকিতে হইবে। অর্থাৎ জপস্থলে আকৃতি (ধ্বন্যাকৃতি এবং রূপাকৃতি), গুণ, মান এবং সম্বন্ধ—এ চারিটি সম্পর্কেই দাক্ষিণ্য রাখিতে হইবে; বামত্বে যাইলে হইবে না। জপের সংখ্যাদি পরিমাণ (quantity) মুখ্যতঃ লক্ষ্য নয়, জপের গুণ (quality) সবিশেষ লক্ষ্য। যে জপে গুণবত্তা আছে, তার স্বল্পেও ভূয়সী ঋদ্ধি-সিদ্ধি। গুণ বলিলে বাক্, মন এবং প্রাণ, এ তিনেরি উৎকর্ষ-প্রকর্ষ বুঝিতে হইবে।

এইবার, রূপাপায় (deformity) কে বিশেষতঃ দৈশিক, মানাপায়কে কালিক, গুণাপায়কে বাস্তব এবং সম্বন্ধাপায়কে ছান্দস, এই সব পূর্ব্বালোচিত পর্ব্বে যদি লও, তবে কারিকার শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে যে—এই চতুর্বিধ ব্যত্যয়বারণকল্পে যথাক্রমে স্কন্দ, একদন্ত, শর্ব্বাণী এবং শ্রীপতি—এই দৈবচতুষ্টয় মন্ত্রাদিরূপে সমাশ্রয় কর। অর্থাৎ স্কন্দাদি দৈবচতুষ্টয় আমাদের নিমিত্ত দেশ-দাক্ষিণ্যাদি বিধানপূর্ব্বক সর্ব্বতঃকুশল হউন। বিশেষ স্থলে বিশেষ উপযোগ ভাবিয়া দেখিবে। কলা, নাদ, বিন্দু, সেতু-সন্ধি—এই চারিটিকে দৈশিকাদি এবং স্কন্দাদি চতুষ্টয়ের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখিবে। তা হইলে, স্কন্দ তোমায় কলাকুশল, একদন্ত নাদকুশল, শর্ব্বাণী (বিন্দুবাসিনী) বিন্দুকুশল, এবং শ্রীপতি সন্ধিকুশল করুন। এই চারিটির সঙ্গে যথাক্রমে হ্রীঁ ঐঁ ক্রীঁ শ্রীঁ—এই বীজচতুষ্টয়কেও ভাবনা করিবে। Space, Time, Power, Correlation —সৃষ্টির এই চারিটি মূল 'co-ordinates'.

২৩॥ তত্রোদারবিচ্ছিন্নতনুতাদিপ্রসঙ্গঃ ॥

দক্ষিণার অদাক্ষিণ্যবশতঃ 'অপায়' সম্ভাবিত হইলে, লক্ষ্য করিতে হইবে—দক্ষিণা বা অনুকূলা (অনুলোমা) বৃত্তিটি কি তথাপি উদার, অথবা বিচ্ছিন্ন, অথবা তনু, অথবা অবলুপ্ত-বিলুপ্তাদি হইল ?

অপায়স্থলে (লক্ষ্যে গতিস্থিতির অসম্ভাবনায়), অনুকূলা বা অনুলোমা বৃত্তি অথবা ক্রিয়া ঠিক কি অবস্থায় রহিয়াছে, সেটি সবিশেষ না জানিলে প্রতিবিধান সম্ভবপর নয়। যেমন, দেহের অসুস্থতায় (রোগে), ঠিক জানা আবশ্যক দেহের স্বাভাবিক রোগরক্ষণী শক্তি (পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণা) কতটা কিভাবে দাক্ষিণ্যে বজায় আছে অথবা নেই। ইহাই নিদান। ভেষজের কাজ হইল—ঐ দক্ষিণাকে সমীক্ষা-পরীক্ষা করতঃ তার দাক্ষিণ্য স্বাচ্ছন্দ্যে আনয়ন করা। চিকিৎসা হইল সুষ্ঠুভাবে দক্ষিণার সমীক্ষাপরীক্ষাপুরঃসর দাক্ষিণ্যযোগক্ষেমনিমিত্ত অন্বীক্ষা। দেহে স্বাভাবিক 'হংসঃ' (শ্বাস, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি ক্রিয়া যার 'লিঙ্গ') বিবেচন-পূর্ব্বক এই অন্বীক্ষা (অভীষ্টানুকূল বুদ্ধিযোগ) সাধন করিতে হয়। কেবল শারীর ব্যাধি নয়, মানস আধি সম্বন্ধেও নিদানাদি এইভাবেই করিতে হয়।

ধর, রোগে কোন বৈদ্য আসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। যদি নাড়ীর গতিস্থিতি 'উদার' থাকে তো রোগ সহজ , 'বিচ্ছিন্ন' হইলে চিন্তার কারণ আছে। অবহিত

হইয়া বিচ্ছেদের সময়, মাত্রাদি পরীক্ষা করিতে হয়। 'তনু' বা ক্ষীণ হইলে প্রাণ বা ওজঃশক্তির দুর্ব্বলতা। অবলুপ্তাদি স্থলে সঙ্কট।

মানসিক শুভাশুভ সংস্কার-সম্বেগাদি স্থলেও ঐ ঐ অবস্থাগুলি প্রণিধানযোগ্য। প্রণিধানব্যতীত প্রতিবিধান হয় না। জপাদি সাধনে, ধর নাদ। সমগ্র জপে নাদ কি উদার, অথবা বিচ্ছিন্ন, অথবা তনু, বিলুপ্ত? নদীর স্রোতের বিপরীতে নৌকা 'গুণে' চলিতেছে। নদী চওড়া নয়; মাস্তলে গুণ বাঁধিয়া দুপাড়ে দুজন টানিতেছে। নৌকা চলিতেছে এদিকেও না, ওদিকেও না, মাঝামাঝি (parallelogram of acceleration)। এস্থলে নৌকার গতি প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও উদার। শূন্যে একটা রকেট্ ছুড়িলে। রকেট্ শূন্যে কিছুদূর উঠিয়া প্যারাবোলা 'আঁকিয়া' আবার ভূতলে পড়িল। এখানেও গতি উদার।

উদারস্থলে দাক্ষিণ্য অথবা গতিস্থিতির আনুকূল্য অবাধ এবং ঋজু না থাকিলেও, ঋতানুগ এবং ছন্দানুগ হবার দিকেই থাকে। যেটি বাধক ও 'বাম', সেটি উদার এবং 'সাম' (সহজে সমতায় আনা যায় যাকে) হইলে, সাধক হইতে পারে।

> প্রতিপক্ষেণ বামত্বে দক্ষিণায়াং সমর্পিতে।
> আকৃতিগুণসম্বন্ধ-সংখ্যানাং (মানানাং) হি বিপর্য্যয়াৎ।
> অপায়স্য প্রকারাঃ স্যুর্গুণসম্বন্ধাদিভেদতঃ॥
> রূপাপায়গুণাপায়ৌ মানসম্বন্ধভাবিনৌ।
> চেতি চত্বার ঈক্ষ্যন্ত উদারাদিবিশেষণৈঃ ॥১০৬-১০৭

দক্ষিণা (অনুলোমা, অনুকূলা) কোন বৃত্তি (গতি বা স্থিতি) চলিয়াছে। কোন প্রতিপক্ষ (পক্ষ বা সপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী) কিছু উপস্থিত হইয়া দক্ষিণাতে বামত্ব (untowardness) ঘটাইল। পূর্ব্বসূত্রব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে—ঐ বামত্ব আকৃতি (রূপ), গুণ, সংখ্যা (মান) এবং সম্বন্ধ, এই চারিটির বিপর্য্যয়লক্ষণ। (যেমন, বিরাট্ বিশ্বে কোন জ্যোতিষ্কের নির্দ্দিষ্ট গতি বিপর্য্যয়, অথবা আণববিশ্বে কোন ইলেক্ট্রণের।) এর ফলে, নির্দ্দিষ্ট অথবা অভীষ্টগতি-স্থিতির যে 'অপায়' ঘটে (deviation ইত্যাদি ঋতগতিস্থিতির ব্যতিক্রম), সে অপায় রূপাদি ভেদে চতুর্বিধ। এর মধ্যে, গুণ-মান-সম্বন্ধের তাদৃশ বিপর্য্যয় না হইয়া যদি রূপ বা আকৃতি (form)-গত বিপর্য্যয় হয়, তবে অনুমান করিবে

যে—ঐ বিপর্য্যয়টি এখনও উদারকোটিতে রহিয়াছে। এটি 'সাধ্য' বিপর্য্যয় ; 'সাধক'ও হইতে পারে। কোন বস্তু অথবা বৃত্তি যদি তার রূপটা বদ্‌লায়, কিন্তু গুণে মানে সম্বন্ধে ঠিক থাকে, তবে তাতে তাদৃশ অনর্থাপত্তি নেই, ববং তাতে ইষ্টাপত্তিও হইতে পারে। ভাল মিষ্টান্ন রকমারি ছাঁচে রকমারি হোক্, তাতে দেখিতে ভালই হয়। কিন্তু গুণেমানে আস্বাদে জিনিষটা ভাল তো ? প্রাণীর জীবকোষে chromosome গুলিতে 'gene' নামক যে আণবজীবমূলটি আছে, তাতে কোন উপায়ে পরিবর্ত্তন (mutation) ঘটিল। এখন, এ পরিবর্ত্তনে কি কেবল কৌলাকৃতিই বদ্‌লাইবে, না, কৌলগুণমানাদিও ? বর্ত্তমানে H. Bomb ইত্যাদির পরীক্ষাবিস্ফোরণে যে সব তৈজসপ্রক্ষেপ (radioactive fall-out) হইতেছে, তারা স্থূলভাবে প্রাণিমণ্ডলে কিছু না কিছু বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে ; অন্নাদির 'বাহনে' ঐ প্রাণাণুসমূহকেও কতটা বিপর্য্যস্ত করিতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে, এবং করিলে, সে বিপর্য্যয়ের গতি কতদূর অবধি—শুধু চেহারা, না, গুণ-মান-সম্বন্ধও—ইহা সবিশেষ ভাবনার বিষয়। ধর, মানুষ। বিভিন্ন চেহারার মানুষ তো আছেই। ভবিষ্যতে যদি চেহারার আরও রকমারি হয়তো তাতে চিন্তার তত কারণ নেই (যদি অবশ্য বানরগোষ্ঠীতে ফেরার, reversion ঝোঁকটা না দেখা যায় !) কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ, সামাজিক-নৈতিক-আধ্যাত্মিক মান, এবং আপন সত্তা, জীব এবং জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ—এইগুলি যদি অবাঞ্ছনীয়রূপে বদ্‌লাইয়া যায়, তবে মহান্ অনর্থ। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সব 'অবনত' মানুষগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, তাদের অবনতি কেন, কিসে ঘটিয়াছে, তাও ভাবিয়া দেখিতে হয় এই প্রসঙ্গে।

গুণগত অপায়ে দক্ষিণার দাক্ষিণ্য 'বিচ্ছিন্ন' হয়, মানগতে 'তনু' বা ক্ষীণ হয়, এবং মূল সম্বন্ধ বা ছন্দের অপায়ে অবলুপ্ত্যাদি হয়।

জপে বা সাধনে এই চতুর্বিধ অপায় সম্বন্ধে সতর্ক রহিতে হইবে। রূপ বা আকৃতির অপায়স্থলে বিশেষতঃ কলাকুশল হইবে ; মানে-গুণে নাদবিন্দুকুশল ; এবং সম্বন্ধে সন্ধিরূপা যে অর্দ্ধমাত্রা, তাতে কুশল হইবে।

২৪ ॥ বামাদক্ষিণত্বে নিসর্গঃ ॥

পূর্বলক্ষণ নিরূপিত বামার দক্ষিণত্ব বা দাক্ষিণ্যে যাহা হয় তাকে বলে নিসর্গ ॥

এই সূত্রে 'নিসর্গ' শব্দটি শুধু অভিধানিক দৃষ্টিতে দেখিলে হইবে না। 'নি' (নিতরাং নিশ্চয়েন বা) আধীয়তে সর্গঃ অস্মিন্—সর্ব্বতোভাবে অথবা

নিশ্চিতরূপে সৃষ্টি যাতে আহিত হয়, তাই নিসর্গ—the Basic Background of all creation. পাশ্চত্য দর্শনের *Natura Naturata* এবং *Natura Naturans* এতৎপ্রসঙ্গে তুলনীয়। গীতায় প্রসিদ্ধ 'নিধানং বীজমব্যয়ম্'—এতে 'নিধানং' বলিতে ঠিক কি বুঝিব ? ওর আগে আছে 'স্থানং'। এটিই বা কি ? সেই 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' মহাব্যাহৃতিত্রয়ের (the "three grand categories") কথা স্মরণ কর। 'এই' (ব্যক্ত). 'সেই' (অব্যক্ত), আর 'না-এই না-সেই'। সমস্ত কিছু 'কার্য্য' বা ফলরূপে এই দেখ আমাতেই রহিয়াছে—'স্থানং' বলাতে এটি আসিল। যেমন, প্রকারান্তরে. অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনে। 'বীজমব্যয়ং' বলাতে সেই পরমকারণে সমস্ত কিছু অব্যাকৃতরূপে রহিয়াছে। আর, 'নিধানং' বলাতে কার্য্যসমষ্টি থেকে পরমকারণে এবং পরমকারণ থেকে কার্য্যসমষ্টিতে গতিসন্ধিটিও বলা হইল। যেমন ধর, আমার ব্যাঙ্কের তহবিল আর ঘরের তহবিল। ব্যাঙ্ক থেকে ঘরে আসিতেছে, আবার ঘর থেকে ব্যাঙ্কে যাইতেছে। মাঝে লেন-দেনের একটা বন্দোবস্তও আছে।

এখন, 'নিসর্গ' বলিতে মাঝের এই ব্যবস্থাটাই বোঝায় বটে, তবু 'মুখটা' মূল বা বীজমব্যয়ের পানে। 'সবই আসিতেছে যেখান হইতে, সেখানেই সব জমা হইতেছে'—কাজেই বীজকে, বিন্দুকে খোঁজ। ইহাই নিসর্গবার্ত্তা।

সুতরাং নিসর্গে বিন্দু বা বীজমুখীনতা থাকে। সব কিছু বলে—'দেখ, ঐ বীজে, ঐ বিন্দুতেই আমরা নিহিত রহিয়াছি'। জপে বিন্দুবিলয়ে এই নিসর্গবৃত্তিটি সাধন করিতে হয়। বর্ণমালায় অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু, অনুনাসিক সামান্যতঃ উক্ত নিসর্গবৃত্তির সাধক। ইহাও লক্ষ্য কর যে, নিসর্গবৃত্তির মাঝে সর্গটি না থাকিলেই নিবৃত্তি। নিসর্গবৃত্তি বিলয়সেতুসন্ধি-সন্ধিনী। সর্গ দ্বিবিধ :— স্থূল বা ব্যক্তবর্গ ; সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত বর্গ—kinetic and potential (static)। প্রথমটি স্থগিত হইলে সাপেক্ষনিবৃত্তি, উভয়ের অভাবে নিরপেক্ষনিবৃত্তি।

বিলোমা যা ভবেদ্বামা দক্ষিণা সা সমন্বয়াৎ।
নিসর্গমূলবিন্দুত্বং সংগচ্ছমানবৃত্তিতা ॥
অমাত্রশ্চাতিমাত্রশ্চাধিমাত্রশ্চার্দ্ধমাত্রকঃ।
সমাত্রশ্চেতি তত্রাপি জানীত সর্গপঞ্চকম্।
যুক্তিখ্যাতী বিধাসংখ্যে সক্তেতি বর্গপঞ্চকম্ ॥১০৮-১০৯

পূর্ব্বে যে বিলোমার বামাসংজ্ঞা করা হইয়াছে, সে বামার দক্ষিণতা (দাক্ষিণ্য) হয় কিসে তা বলা হইতেছে। অবশ্য এ স্থলে 'দক্ষিণা' হওয়া মানে এ নয় যে, বামা (বিলোমা) আর সেরূপ রহিল না, 'মুখ' ফিরাইয়া লইল। বামার দক্ষিণা হবার মানে এস্থলে এই যে, বামা তদ্রূপেই (বিলোমাই) রহিল কিন্তু তার তদ্রূপ গতিতে এবং ছন্দে অনুকূলতা আসিল। বামার গতি এবং ছন্দে সঙ্গতি এবং সমন্বয় এই দুটি গুণ বিশেষ ভাবে বর্ত্তিল। এ দুটির মধ্যে 'সঙ্গতি' বিশেষতঃ গতির অনুকূলতা, আর 'সমন্বয়' বিশেষতঃ ছন্দের অনুকূলতা নির্দ্দেশ করে। গতিচ্ছন্দের এই যে দাক্ষিণ্য বা অনুকূলতা, সেটি কার উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে? 'নিসর্গ-মূলবিন্দুত্বং সংগচ্ছমানবৃত্তিতা'—নিসর্গের যে মূলবিন্দু বা বীজ, সেটি উদ্দেশকরতঃ যদি কোন বিলোমাবৃত্তি (যেমন, জপে বিলয়ে) সঙ্গতিতে এবং সমন্বয়ে চলে, তবেই সে স্থলে, বামার দাক্ষিণ্য হইল বুঝিবে। অর্থাৎ, এরূপ স্থলেই নিসর্গ গীতোক্ত ঐ 'নিধানং' আকৃতিটি পায়। দক্ষিণা অথবা বামা উভয়স্থলেই সমর্থগতিকে যদি বল 'তন্ত্র', তবে তাতে সঙ্গতি দেখায় তার যথার্থরূপটি ('যন্ত্র' বা correct pattern), আর, সমন্বয় দেখায় তার ঠিক ছন্দটি ('মন্ত্র' বা correct principle)।

ধর, 'ওঁ শিবায় নমঃ' মন্ত্র জপিতেছ। শেষের পদে (নমঃ) বিলোমা বামাগতিতে যদি বিন্দুলয়ই তোমার অভীষ্ট হয় তো শেষের ঐ বিসর্গটিকে ধ্বনিপ্রক্ষেপের মত উচ্চারণ করিলে চলিবে না (as an abrupt 'throw' of sound); 'নমহ্' এইভাবে ধ্বনি বা নাদকে বিন্দুলয়ের অভিমুখে সূক্ষ্মতায় (সমন্বয়ে ও সঙ্গতিতে) 'গড়াইয়া' লইতে হইবে। সঙ্গীতের আলাপনে বাদ্যের লয়ে—এই phonetic congruence—ধ্বনিগত সমন্বয় ও সংগচ্ছমানবৃত্তিতা বিশেষ করিয়া সাধিতে হয়। ধর, কোন রাগে চৌতালে গাহিতেছ 'শম্ভুশিব' ইত্যাদি। তালের 'সমে' আসিয়া 'শম্' করিয়া ছাড়িয়া দিলে; কিন্তু সেটি বলাৎ ধ্বনিপ্রক্ষেপ নয়; তালের 'ধা' বা 'ধুম্' এর সাথে যে 'শম্', তার স্বচ্ছন্দ লয়টি দেখানই উদ্দেশ্য। জপে যেমন বিন্দুবিলয়ে আসিয়া একটু লয়বিরাম পাইতে হয়, মার্গসঙ্গীতেও তদ্রূপ। সঙ্গীতে গীতবাদ্যের কলাকলাপ নাদে সমাহারপূর্ব্বক, সে নাদকে আবার বিন্দুতে 'শয়ান' দেখাইতে হয়। এটি হইলেই তবে 'সমে' ছাড়া হবে প্রকৃত 'শম্' (কল্যাণ)। এর প্রসাদে শিবশক্তি সামরস্যের রসভুক হইবে তুমি। স্থূলে গীতকে (স্বর)

বল শিব, আর, তালমাত্রাকে (স্বন বা বোল্) বল শক্তি। শুদ্ধআলাপনে শিবশক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে মিলিতবপুঃ রহেন ; গানে বাজনায় তাঁরা যেন 'আলাদা' হন ; লয়ে পুনশ্চ মিলিত হন।

অতঃপর কারিকায় সর্গপঞ্চক এবং বর্গপঞ্চক কথিত হইতেছে। অমাত্র, অতিমাত্র, অধিমাত্র, অর্দ্ধমাত্র, সমাত্র—এই পাঁচপ্রকারের সর্গ: যাহা হইতে অথবা যাতে সৃষ্টি হইয়াছে ; অথবা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, এই দুই রকমে কথাটা নাও। দুই অর্থের সর্গের (মহান্ এবং অণু দুইরূপেই) একটা 'অমাত্র' (unmeasured) রূপ আছে। ব্রহ্ম বা আত্মাকে যেভাবে অমাত্র বলা হয়, তার সঙ্গে বিলক্ষণতা আছে। তবে ব্রহ্ম সর্গের অধিষ্ঠানরূপে, এবং ব্রহ্মশক্তি সর্গের মূল আধার ও ভাণ্ডার রূপে আছেনই, কাজেই, ব্রহ্মের অমাত্রতা সর্গের অধিষ্ঠানে ও আধারে আছে। সৃষ্টপদার্থমাত্রেই মাত্রায় রহিয়াও সমগ্রতঃ এবং তত্ত্বতঃ অমাত্র। একদিকে এই তত্ত্বতঃ অমাত্ররূপ, অন্যদিকে ব্যবহারতঃ সমাত্ররূপ, এ দুয়ের মাঝে আরও তিনটি রূপ আছে। ব্যবহার প্রয়োজনে সেটিকে যে কোন মাত্রায় লই না কেন, সে সব সময়ই বলে—'আমার সবটা, আসলটা তোমার মাত্রায় গেল না—a margin of indeterminacy রহিয়াই যায় সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই। সেই 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'! ইহাকে বল—অতিমাত্র। তারপর, প্রত্যেক ব্যবহারাধিকারে তত্তদধিকার নিরূপিত তার মাত্রা বা মান থাকে। এটাকে বল—অধিমাত্র। এই মাত্রাটিও দেশকালাদি সংস্থায় একরূপেই ব্যবস্থিত থাকে না। এই নিমিত্ত এটিকে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন কাষ্ঠায় দেখিতে হয় যথা—maximum and minimum temperature ইত্যাদি। শেষকালে, অর্দ্ধমাত্র। এর ফলে কাষ্ঠাভিমুখে সকল কিছুর মাত্রা ছন্দে বাড়ে কমে—'ঋধ্যমান' হয়।

মান-মাত্রা দৃষ্টিতে এই সর্গপঞ্চক ভাবনা করিবে। এরূপ সর্গভাবনায় সর্গ আর মায়ার 'উপসর্গ' থাকে না, মায়াতীত যিনি, তাঁতে 'উৎসর্গ' হইয়া যায়।

ধর, জপ। বিন্দুতে সর্গমাত্রা একত্র শূন্য, পূর্ণ, এবং এক। নাদে অতিমাত্র। অর্থাৎ, উদয়ে, মধ্যে এবং বিলয়ে—সর্ব্বস্থলেই নাদ অখণ্ড (entire, indivisible) রহিয়া পাদকলাদির সকল মাত্রা 'অতিক্রম' করিয়া রহেন। পাদে (প্রত্যেক 'জপোস্মি'-তে) অধিমাত্র। এবং সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ মেরুস্থলে, সেতু-সন্ধিতে অর্দ্ধমাত্র।

পুনশ্চ, এই সূত্রকারিকায় বর্গপঞ্চক (the Five Fundamental Categories) কথিত হইতেছে। সত্তা, যুক্তি (যাহা যোজনা করে, সম্বন্ধ,) খ্যাতি (গুণ), বিধা (আকৃতি, প্রকারতা) এবং সংখ্যা—এই পাঁচটি বর্গ। সত্তা—Substance ; যুক্তি—Relation ; খ্যাতি—Quality ; সংখ্যা—Quantity ; বিধা—Modality. এদেশে বৈশেষিক, পশ্চিমে ক্যাণ্ট প্রভৃতির বিভাগের সঙ্গে এটি তুলনা করিবে।

ধর, ওঙ্কার। বিন্দু-নাদ সত্তা ; অর্দ্ধমাত্রায় উদয়-বিলয় যুক্তি বা সম্বন্ধ ; বৈখরী-মধ্যমাদি খ্যাতি ; পূর্ব্বালোচিত অষ্টকলা সংখ্যা ; উদয়-ব্যক্ত-বিলয়াদি বিধা (অথবা, স্থূলতঃ বাচিকাদি)।

২৫ ॥ বামাবামত্বে বিসর্গঃ ॥

বামার বামত্বে বিসর্গ সংজ্ঞা হয় ॥

এই সূত্রে বামার বামত্ব সাবধানে বুঝিতে হইবে। ধর, বামা বা বিলোমা গতি বিন্দু অভিমুখে চলিতেছে। কোন 'অন্তরায়' (any thing that crosses or intervenes) যদি না পায় তো বিন্দুই হইবে। যদি অন্তরায় আসে তো তাতে 'প্রহত' হইয়া দ্বিত্ব এবং দ্বন্দ্ব-ভাক্ হইবে (reflected, bi-polarised)। এক বিন্দুতে পর্য্যবসান না ঘটিয়া 'দুটি বিন্দু' রূপ পাইল ; এবং একের যে মুখে ও তলে গতি, অপরটির তার 'ছেদমুখে' (crosswise) হইল। অর্থাৎ, বিন্দু দুটি পাশাপাশি না থাকিয়া উপরে নীচে (:) হইল। ফল—বিসর্গ।

যেটি নিসর্গ, তার বিসৃষ্টিরূপ পাইতে হইলে, এবংপ্রকার 'বিন্দু-বিসর্গ' অবশ্যই চাই। এর বিন্দু-বিসর্গও বুঝিনা বলিলে মূলে সেই নাসদীয়সূক্তের 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'! বস্তুতঃ, বিন্দুর বিসর্গরূপতাপত্তি সর্গের এক গোড়াকার রহস্য। অনুলোমে অথবা বিলোমে কোন ঋজু, সরল গতিতে 'কেউ' বা 'কিছু' আসিয়া পড়িয়া সেটিকে তলকোণাদি সম্বন্ধে অন্যপ্রকার না করিলে তো 'সুষম' পর্ব্বের সৃষ্টিবিকাশই সম্ভাবিত হয় না। 'একোঽহং বহু স্যাম্' কামটিই চরিতার্থ হয় না। একের 'মিথুন' হওয়া এই বিসর্গপ্রয়োজনে। মহাব্যাহৃতিত্রয়ে (রজাত) বিসর্গ ঐ একি উদ্দেশ্যে। জীববীজের দ্বিত্ব-বহুত্বাদি (division and multipli-

cation) এই বিসর্গাধিকারে আসে। অহমের দ্বিত্ব-বহুত্বাদিও আলোচ্য। জড়ের ক্ষেত্রেও স্থূলে সূক্ষ্মে সকল শক্তিবিকিরণই চায় (এবং পায়) তার সম্পাতের এমন 'মুকুর', যেখানে পড়িয়া প্রতিবিম্বাদিরূপে নিজেকে দুই, বহু, দ্বন্দ্বস্থ (polarised) ইত্যাদিরূপে পাইবে। মহামায়া আলোকাদি নিখিল শক্তিবত্মে' 'মুকুরমালা' (reflecting, retracting etc. media) সাজাইয়া দেন। যার ফলে, বিম্ব পায় নিজেকে প্রতিবিম্বে; ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ইত্যাদি। চিত্তে বৃত্তি হয় স্মৃতি। প্রাণে জাতি হয় ব্যক্তি। ধরার পরিমণ্ডলে ionosphere আদি 'radio roof' থাকাতে ধরার সূক্ষ্ম তাড়িতাদি শক্তি প্রতিফলন-আবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছে যেমন, তেমনি আণবদেশেও, সম্ভবতঃ, কোন রকম 'এটম রুফ্' পাইয়া কেন্দ্রীণ 'যুগ্ম' তাড়িত শক্তি নিজেকে ইলেক্ট্রন-প্রোটন দ্বৈধ-দ্বন্দ্বে সাজাইয়া এটমের চলতি ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছে। আণব 'মুকুরমালা' আণব রক্ষাকবচ। এই মুকুরমালার কল্যাণেই হাইড্রোজেনাদি এটমে এক, চারি ইত্যাদি 'এটমিক নম্বারে' ইলেক্ট্রন কক্ষে স্বচ্ছন্দে আবর্ত্তন করিতেছে। 'Fission' অথবা 'fusion'-এ ঐ মুকুরমালা বিধ্বস্ত। সৌর-মণ্ডলেব মহাপ্রচণ্ড কেন্দ্রীণ তাপে ও চাপে চারিটি H এটম্ মিলিয়া এক হিলিয়াম্ এটম্ হইল। ফলে, কিঞ্চিৎ বস্তুমান (mass) শক্তিমানে (as energy) পরিণত হইল। ইহা প্রচণ্ডপরিণতি। এটি fusionএর দৃষ্টান্ত। তথাপি এবম্বিধ বিসর্গে সৌরজগতে স্বচ্ছন্দশক্তি সংস্থা রক্ষিতই হইতেছে। সূর্যের আপন তাপাদির ভাণ্ডার 'জমা'তেই রহিতেছে; 'ফাজিলের' দিকে তাদৃশ যাইতেছে না। কিন্তু তোমার thermo-nuclear bombএ বিসর্গটি হইতেছে 'মহোপসর্গ'।

উপায়? বিসর্গ মাত্রকেই বিন্দুনাদপ্রশাসনে অগ্নীষোমীয় সমতায় রাখ। তোমার মনন হোক্ মন্ত্রম্, তোমার যমন (control) হোক যন্ত্রম্; তোমার তায়ন ('aggression') হোক্ তন্ত্রম্। মনে রাখ যে, তোমার বর্ত্তমান 'fusion' প্রক্রিয়ায় তুমি সূর্য্যের মহাবিরাট্ যন্ত্রের অনুকৃতি করিতে চাহিতেছ বটে, কিন্তু ভুলিও না যে, সূর্য্য কেবল যন্ত্র নয়, পরন্তু 'যন্ত্রম্'; অর্থাৎ, সূর্য্যে এবং সূর্য্য-শাসিত পৃথিব্যাদি গ্রহাদিতে তাড়িত-চৌম্বকাদি (electro-magnetic) মুকুরমালা এমনভাবে বিন্যস্ত যে, তার ফলে, সূর্য্য সংহার চাইতে রক্ষণ এবং এবং পোষণেই তাঁর প্রচণ্ডশক্তি বিনিয়োগ করিতেছেন। যন্ত্রমে 'যমন' (control) মুখ্যাধিকারে থাকিবে। তোমার পরিকল্পিত stellarator প্রভৃতিতে এই

'যমন' মুখ্যাধিকারী করিতে না পারিলে মহোপসর্গের শমন সম্ভাবিত হইবে না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ জানিতেন, কিন্তু প্রতিসংহার জানিতেন না।

বিসর্গের নিমিত্ত যে মুকুরমালা আবশ্যক হয়, তারা বিভিন্ন প্রকারের। এর মধ্যে কতকগুলি সর্গের ছন্দ-সুষমতা এবং অগ্নীষোমীয় সমতার দিকে। মহোপসর্গবারণের নিমিত্ত সেইগুলি বিশেষ করিয়া 'বাছিয়া' লইতে হইবে। জড়ীয়, প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন ভাগে তাদের ফেলা যায়। যে প্রচণ্ড আণবশক্তি উদ্ভূত হইল, সেটিকে ম্যাগ্‌নেটিক ইত্যাদি কোন প্রকারের সমর্থ ব্যূহে আবদ্ধ করিতে পারে এমন উপায়বিশেষ জড়ীয়ের (physical) দৃষ্টান্ত। ভিতরে কালাগ্নি, কিন্তু বাহিরে স্নিগ্ধ-শীতল—এ দ্বন্দ্বের সমাধান প্রকৃতিতে হইয়াছে। তোমাকেও সেটি করিতে হইবে। তবে—প্রাণিক এবং আধ্যাত্মিক রক্ষাব্যূহ রচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক—a system of 'inner' nature defences. প্রণবাদি আশ্রয়ে নাদসাধন এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা 'সংযম' সাধন, মহোপসর্গস্থলে, 'আশু' রক্ষাকল্পে যতটা গোচরফল হৌক্ বা না হৌক্ (সমর্থ হইলে অবশ্যম্ভাবী), 'স্থায়ী' রক্ষাকল্পে একান্তই আশ্বাস-অভয় আনিয়া দিবে।

বাজ যার মাথায় পড়িল, তার রক্ষা পাইতে গেলে নিজের 'বজ্রসত্ত্ব' আবশ্যক, এবং সেটি 'মরলোকে' দুর্লভ; কিন্তু তার নিকট অথবা দূর অনিষ্ট প্রতিক্রিয়া থেকে 'বাঁচিতে' পারা উচিত, এবং তার উপায়ও থাকা আবশ্যক।

> বিন্দুর্মূলং নিসর্গস্য স দ্বন্দ্বভাগ্ ভবেদ্ যতঃ।
> নাদক্ষোভানুরোধিত্বাৎ সংগচ্ছমানতাচ্যুতেঃ॥
> নির্ব্যূঢ়ঘনতাপায়াদ্ ব্রজেদুচ্ছূনতাং স্বতঃ।
> সপ্তব্যাহৃতিভির্ব্যস্তো বিসর্গঃ স উদীরিতঃ॥
> বিন্দুঃ শক্তের্ঘনত্বস্য নিরতিশয়তালয়ঃ।
> ভূমত্বঞ্চ তথাত্বেঽপি বিন্দোর্হি নাদরূপতা।
> নাদক্ষোভো ভবেদ্রেতো বিন্দুক্ষোভো ভবেদ্রজঃ॥১১০-১১২

নিসর্গমূল যে বিন্দু (এক), সেটি দ্বন্দ্বভাক্ (dual and polar) হয় বিসর্গ উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, বিসর্গই প্রয়োজন এইরূপ দ্বন্দ্ব-মিথুনীভাবের। কলা এবং নাদ, উভয়েই এক, পূর্ণ-শূন্য বিন্দুতে 'সঙ্গত' (coalesced) রহিয়াছে। এখন

নাদ যদি বলে—'আমি আর এবম্ভূত একীকৃত সঙ্গতিতে রহিব না, উহা হইতে পৃথক্ সত্তা এবং বৃত্তিতে যাইব,' তবে, এটিকে বল 'নাদক্ষোভ'—the Stress of Nada to become. এর 'অনুরোধে' যাহা 'এক' এবং 'সঙ্গত' ছিল, সেটি বিন্দু-নাদ, এই দ্বন্দ্ব-মিথুন ভাব হইল। উদ্দেশ্য ? নাদ আপনাকে কলাকলিত করিবে। অখণ্ড যে নাদব্রহ্ম, তাহা হইতে অকারাদি বর্ণকলা এবং শব্দকলা অতঃপর 'বিসৃষ্ট' হইবে। বর্ণকলা এবং শব্দকলা যে সর্গকলা থেকে অভিন্ন, তা বারবার বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, sound elements are basically creative elements.

কলাকলন উদ্দেশ্যে যে নাদক্ষোভ, তার আদিম রূপটি কি ? ব্রহ্মশক্তির নির্ব্যূঢ়ঘনতারূপ যে বিন্দুত্ব, তার সে রূপটির (তত্ত্বতঃ নয়, কিন্তু ব্যবহারতঃ) 'অপায়' ঘটে, এবং বিন্দুব্রহ্মে এক 'স্বতঃ উচ্ছূনতা' (self-swelling) আবির্ভূত হয়। (যেমন, সাধারণ বীজাদিতে অঙ্কুর হবার আগে অথবা দুই, বহু হবার আগে হয়।) নাদক্ষোভপুরঃসর যে সর্গকলা বিসৃষ্টি হইবে, তার পূর্ব্বসূচনা এটি। সর্গের এই যে বিসর্গরূপ (বিবিধ কলাশক্তিতে অভিব্যক্তরূপ), সেটি পূর্ব্বোক্ত 'ব্যাসবৃত্তি' (differentiation) জন্য। অর্থাৎ, নাদক্ষোভ-পুরঃসর নিখিল সর্গকলা অতঃপর 'ব্যস্ত' হইবে। এই মূলব্যাসব্যাপারের তিন অথবা সপ্ত ব্যাহৃতি আকৃতি। অর্থাৎ, যাহা কিছু বিসৃষ্ট (ejected or projected) হয়, তারা মূল বিন্দু-নাদ-সন্ধিতে 'আহৃত'ই থাকে—hold on to the Basic Origin, Frame and Co-ordinates. এই 'আহরণ' তিন বা সাত প্রকারে পূর্ব্বে (ব্যাহৃতিসূত্রগুলিতে) দেখান হইয়াছে।

বিন্দু এবং নাদকে পুনশ্চ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। বিন্দুকে শক্তিঘনতার যে নিরতিশয়তা, তার 'আলয়' ভাবনা করিবে ; আর, নাদ সে নিরতিশয়তা রক্ষা করতঃ (তথাত্বে), বিন্দুর যে 'ভূমত্ব', তাই। একই শক্তিব্রহ্মের ঘনত্ব (বা অণুত্ব) এবং ভূমত্ব—এই দুটি ভাব। ঘনত্বে একের দিকে, ভূমত্বে বহুর দিকে যেন 'মুখ ফেরান'। শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ভূমা, এ দ্বৈতের অতীত—সেটি একও নয়, বহুও নয়। সে সম্বন্ধে কোন লক্ষণই (যথা, 'একরস') স্বরূপাববি যায় না। সেটি সেভাবে অলক্ষ্য, অক্ষোভ্য। কিন্তু বিন্দু-নাদের তত্তদবচ্ছিন্নরূপে ক্ষোভ আছে। তার মধ্যে, নাদক্ষোভের সংজ্ঞা 'রেতঃ', বিন্দুক্ষোভের 'রজঃ'।

নাদক্ষোভে বিন্দু—এ ভাবনায় যদি যাও তো, নাদকে 'পর' (অর্থাৎ ব্রহ্ম)

রূপে ভাবনা করিও। 'ক্ষোভ' মানে, সে স্থলে, কাম বা সিসৃক্ষা। 'নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে নাদ'—এভাবে পারস্পরিক জন্যজনকতা সম্পর্কে যখন বলা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উভয়কে 'পরপর্ব্ব' থেকে নামাইয়াছি। কেননা, পরত্বে কেহই অন্যজন্যত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নয়। তদ্রূপ অবচ্ছিন্ন হইলে অপরত্ব আসে। অপরের জনকত্বাদি অপেক্ষা থাকে।

অধিষ্ঠিত এবং অধিষ্ঠান, শক্তি ও শক্তিমান্ যাবৎ তাদাত্ম্যসামরস্যে অবস্থিত, তাবৎ ক্ষোভ্য-ক্ষোভক, অপর-পর ইত্যাদি দ্বৈত-দ্বন্দ্ব নেই। তাবৎ নাদ-বিন্দু পরস্পরকে 'অন্য' রূপে (জন্য-জনকাদি সম্বন্ধে) পায় না।

এখন ধর, পরব্রহ্ম (শিব অথবা মহামায়া) নিজেকে পরমকারণরূপে দেখাইবেন। ইহা পরব্রহ্মের 'অতিরিক্ত' কোন তত্ত্ব নয়। পরব্রহ্ম অথবা শিবই আপনাকে 'জগদ্‌যোনিরযোনিঃ' রূপে দেখিলেন। এটি তাঁর সৃষ্ট্যাদিকল্পে স্ব-ঈক্ষণ। ইহা পরনাদ। এইবার, পরমকারণতাকে নিখিলসর্গবীজরূপে পাইতে গেলে, ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণটিকে , 'স্ব-কাম' (Will to become) হইতে হয়, এবং নিখিলবীজটিকে একাধারে শূন্য-পূর্ণরূপে গর্ভিত করিতে হয়। ইহাই (রূপকে) অযোনি জগদ্‌যোনিতে শিবের 'বিন্দু' নিধান। এটি সৃষ্টির অনিদান মূলরহস্য। এ মূলবিন্দু থেকে পুনশ্চ নাদের, এবং তাহা হইতে কলার (অপরা) উদ্ভব, বিকাশ, বিলয়। বীজবিন্দুর স্বভাবই এই—এতে যেটি 'সমাপ্ত' হয়, এ থেকে সেটি আবার ব্যাপ্ত (ব্যাকৃত) হয়।

কারিকায় বলা হইয়াছে—নাদক্ষোভ রেতঃ, আর বিন্দুক্ষোভ রজঃ। এ দুটি সংজ্ঞাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'সমাপ্তি' এবং 'ব্যাপ্তি' (ব্যাকৃতি), বিশেষ করিয়া, ধরিতে হইবে। 'রেতঃ' বলে—আমি অগ্নি, সর্গকে রূপ দিতে দিতে বহিয়া যাইতেছি, কিন্তু এইবার তোমাতে (বীজাধারে) আসিয়া আমি সমাপন করিলাম ; তুমি আমাকে (অগ্নি = 'র') ধারণ কর। এবং আবার জনির ('জ') নিমিত্ত নিজেকে ব্যাপ্ত ও ব্যাকৃত (স্) কর।" 'রজঃ' বলে—"তাহাই হোক্ , তুমি আমাতে এস।" ব্যাপ্তি-ব্যাকৃতির সূচনা বিন্দুর (বীজের) 'স্বতঃ উচ্ছূনতা'।

জপে নাদকে 'রেতোধা' রূপে ভাবনা কর ; 'ধা' অবশ্য কর্ত্তৃবাচ্যে। বিন্দুবিলয়ে এর 'অন্তর্ভাব' (interiorization)। কর্ত্তা যেন তার কর্ম্ম সম্প্রদান (সমাপন) করতঃ করণসহ অপাদান-অধিকরণে 'শয়ন' করিল। বিন্দুতে এইভাবে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ষট্‌কারকের একত্রাবস্থান হয়। সম্বন্ধ (ষষ্ঠী) বিন্দুসম্বন্ধী হইয়া হয়

সেতু-সন্ধি। বিন্দু স্বয়ং হয় নিখিলকলনকারণতা। নাদ রেতোরূপে এতে 'প্রবিষ্ট' আছে বলিয়া, বিন্দুর জনিকল্পে স্বয়ং উচ্ছৃনতারূপ যে ক্ষোভ, সেটি 'রজঃ' সংজ্ঞা পায়।

২৬ ॥ বামো দেবো দেবনাৎ ॥

যাহা 'বাম', তাহা দেবনগুণবশতঃ 'দেব' সংজ্ঞা পাইয়া থাকে।

যে বৃত্তি ঋজু এবং 'দক্ষিণ' ভাবে থাকিতে থাকিতে তার বিপরীতে 'মুখ' ফিরাইয়া স্তব্ধ-স্তিমিত অথবা চল-চঞ্চলাদি হইয়া পড়ে (dead, dull monotony or troubled, distracted movement) তাতে (সেপ্রকার বামে) যদি 'দেবন' ধর্ম্মটি আনা যায়,—অর্থাৎ, সেটিতে যদি মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছ সাবলীল হবার প্রবণতাটি আনা যায়,—তবে, সে বামও দেব। যে মহাদেবতা সৃষ্টির সর্ব্বক্ষেত্রে বামকে এ প্রকারে দেবনে যাবার প্রেরণা এবং পন্থা দেন, তিনি বামদেব। পূর্ব্বে 'দ্যৌঃ' সূত্রে এবং অন্য নানা প্রসঙ্গে 'দিব্' 'দেব' প্রভৃতি শব্দ আলোচিত হইয়াছে। এসব এখানে পুনঃস্মরণীয়।

ক্ষোভ্যক্ষোভকবৈষম্যাৎ সঙ্গচ্ছেরন্ ন বৈ যদা।
বিসৃষ্টা যে তদা বাধাঃ প্রসজ্যন্তে পৃথগ্‌বিধাঃ ॥
বামস্থ বামতাপত্তে দীপনদেবনদ্বয়ম্।
আদ্যোঽর্চ্চিরন্যতো বর্চ্চ উভয়ত্র সমীহতে।
আর্জ্জবে দীপনং জ্ঞেয়ং বীচিত্বাদিষু দেবনম্ ॥১১৩-১১৪

ধর, কোন এক বিসৃষ্ট পদার্থ (what has been ejected or projected from a central source of Power)। ('Eject' বলিতে subjective or original এর মুখ্যতা থাকে ; 'Projection'এ কোন না কোন objective plane of incidenceএর reference মুখ্য হয়।) বিসৃষ্ট মাত্রেই কোন কিছু 'ক্ষোভ্য' (ক্ষোভযোগ্য—subject to stress-and-strain), এবং কোন কিছু 'ক্ষোভক' (operative factor) এবং এ দুয়ের কোন অনুপাত বিশেষ থাকে। ঐ অনুপাতটি হয় 'সুষম', নয় তো 'বিষম'। সুষম বলিতে লক্ষণায় ঋজু বা সরলও আসে। ধর, এক সুস্থির জলরাশি। এতে এক ঋজুধারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, অথবা এক সুষম তরঙ্গগুচ্ছ। এ দুই রকমের না হইয়া বক্র, বিষমও সৃষ্ট হইতে পারে। গানে অথবা ব্যাহরণে 'আ'

বা 'ঈ' কোন স্বর ঋজু এবং সুষম বিতানে নেয়া যায়, অথবা অন্যথা। এ দুটি দৃষ্টান্তে জল এবং স্বর হইল ক্ষোভ্য, আর বায়ু, প্রাণপ্রযত্ন ইত্যাদি হইল ক্ষোভক। এ দুয়ের ক্রিয়াকারক অনুপাতের উপর নির্ভর করে এদের ফলানুপাত (effectual ratio)। সর্ব্বত্র এইরূপ। সৃষ্টিতে পদার্থমাত্রের ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক স্থিতি-স্থাপকতা (natural ratio of elasticity) থাকে। সেইটি বিশ্ব ব্যবহারে তার 'আপন' সংস্থা। এটি দ্বারা ব্যবস্থিত থাকে তার জাতি, তার ধর্ম্ম, তার লজ্জা। ঋজু বা সুষম ফলানুপাতে বস্তুর ধর্ম্মাদির যোগক্ষেম সাধিত ও রক্ষিত হয়। বক্রবিষমে অনর্থাপত্তি। সে স্থলে বস্তুর সত্তাশক্তিছন্দঃ আকৃতি,—এ সকলের সুসঙ্গতি থাকে না—'আপন' সম্বন্ধে অথবা বিশ্বসম্বন্ধে।

এ ক্ষেত্রে বামতাপত্তি এবং বিবিধ বাধার সম্ভাবনা। 'বাম' মানে, এক কথায়, 'what is not according'—যাহা 'অভিমুখে' নেই, সুরে-ছন্দে নেই। এ স্থলে উপায—বামকে তার নিজের সম্বন্ধেই বাম কর (বামস্য বামতাপত্তেঃ)। যে বিষ (রোগাদিরও বটে) বাম হইয়া অনিষ্ট ঘটাইবে, সেটিকে উপায়বিশেষে 'মুখ ফিরাইয়া' 'ইষ্ট' (ভেষজাদি) করিয়া লও। বামদেব (নীলকণ্ঠ) কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়া এই উপায় সঙ্কেতটি দেখাইয়াছেন। তুমি জপে বাক্, প্রাণ এবং চিত্তের যত না বিষ, ব্যাহরণে কণ্ঠে আহরণ করতঃ তার শোধনজারণাদিকরতঃ 'অমৃতায়ন' কর। এ কর্ম্মে (হবনে) নাদ হউন অগ্নি, অকারাদি কলা (মনপ্রাণেরও) তাতে আহুতি, এবং বিন্দুবিলয় তাতে সোম (অমৃত) সবন। জপাদি সর্ব্ব ক্ষেত্রেই যেটি বাম, তাকেই আবার বাম (ফলে, 'according') করিয়া লইতে হয়।

এই ইষ্টফলটির সাধারণ সংজ্ঞা 'দেবন' হইলেও, দীপন এবং দেবন—এই দুটি তার আকৃতি। প্রথমটিতে ঋজু-মুখ্যতা, এবং সেটি 'অর্চ্চিঃ'। দ্বিতীয়ে সুষমবীচ্যাদি ছন্দের মুখ্যতা, এবং সেটি 'বর্চ্চঃ'। যেমন গায়ত্রীজপে শুদ্ধনাদবাহিতায অর্চ্চিঃ, এবং ভূর্ভুবঃ স্বরাদি কলাবিতানে বর্চ্চঃ। নাদে দীপন, কলাবিতানে দেবন। বিশ্বব্যবহারে সর্ব্বত্র এই সূত্রগুলি প্রযোজ্য জানিবে। যেমন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-ব্যবহারে আণবশক্তির বিষম বামতানিবন্ধন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এ বামকেই আবার বাম করিতে পারিলে তবে সৃষ্টি, পুষ্টি, ঋদ্ধি, সিদ্ধি। বামমাত্রের 'মৃত্যুবাণ' তার আপনাতেই দেয়া থাকে। সেইটার 'সন্ধি পাকড়াও'।

২৭ ॥ বামো রামো রমণাৎ ॥

'রমণ' এই ধর্ম্মটি আসিলে, বাম হয় রাম ॥

'রমণ' শব্দরসায়নে এই কারিকা—

রমিতি বহ্নিবীজং স্যাদণিত্যাদ্যক্ষরত্রয়ম্।
অন্তে হ্যকারযোগেন লভ্যতে রমণাক্ষরম্ ॥১১৫

'রম্', ইহা বহ্নিবীজ; 'অণ্'=অ, ই, উণ্—এই আদি স্বরত্রয়। শেষে আবার অকার। সংযোগে 'রমণ'। 'অরণি' এবং 'মন্থন'—এ দুটি শব্দের অক্ষরসমাহার 'রমণ' এই শব্দে হইয়াছে, ইহা দেখিও। 'ম' মধ্যে আসিয়াছে। বেদ-উপাখ্যানে অরণিদ্বয় মন্থনে অগ্নি উৎপাদনকে উর্ব্বশী পুরূরবার 'রমণ' রূপে বলা হইযাছে, এটিও স্মরণ করিও। রমণে পূর্ব্বব্যাখ্যাত নাদক্ষোভজন্য রেতঃ এবং বিন্দুক্ষোভজন্য রজঃ—এ দুটি শাক্তমিথুনের সামান্যাধিকরণতা এবং সঙ্গতি (co-existence and co-functioning) ঘটে। ফলে, উভয়ের 'হৃৎ' যে 'রস' বা আনন্দ, সেটির 'মধু' রূপে কাষ্ঠায গতি ('ণ') হইযা থাকে। 'রস' এবং 'মধু'—এ দুটিকে আলাদা করিযা বলা হইল কেন, তা ভাবিয়া দেখিও। রস স্বরূপে আস্বাদ্য-আস্বাদন সম্পর্ক ব্যতীতও রহে। যেমন, নিগূঢ় রস ইত্যাদি। ফুলের সর্ব্বাবয়বেই রস আছে, কিন্তু মধু রহে তার মধুকোষে। রস ভূমা—সর্ব্বব্যাপী, নিখিলে ওতপ্রোত নিখিল-হৃদ্‌বস্তু (all-pervasive core substance)। মধুরূপে সেটি ঘনীভূত, আস্বাদ্য। ব্রহ্ম, দুইভাবে, রস এবং মধু, দুই-ই।

ব্রহ্ম, স্বলসিত রস, স্পন্দমান বা স্পন্দরূপ হইলে হয় উল্লসিত, বিলসিত। ইহা রসের 'মধুলুভা', মধু-লালসায়, আত্ম-লীলায়ন। রসের এইভাবে মাধ্বী-লীলায়নকে 'রমণ' রূপে বুঝিতে হইবে। অলসিত (জড়ীয়) এবং প্রাণস্পন্দ-বিকাশে যে উল্লসিত, এ দুয়ের সন্ধিতে রমণ যে ইচ্ছাকৃতিটি গ্রহণ করে, সেটি হইল রিরংসা। রসের মাধুর্য্যপরিসীমা যে রাসলীলা, তাতে রসের 'রন্তুকাম' হবার পরম আলেখ্যটি ফুটিয়াছে।

ক্ষোভক্ষেত্রে নাদবিন্দ্বোররণিদ্বয়লিঙ্গিতে।
পঞ্চধা মথনং তস্য চৈকধা প্রণবাক্ষরৈঃ ॥১১৬

দুটি অরণির পরস্পর আলিঙ্গ্যমানতায় (অথবা অরণিদ্বয়দ্বারা সূচিত এবং নিরূপিত যে ক্ষোভক্ষেত্র, তাতে), পঞ্চধা এবং একধা মন্থন হইয়া থাকে। অরণিদ্বয় কিভাবে ভাবনা করিবে? একটি সামান্যতঃ নাদ, অপরটি বিন্দু (উভয়কেই ক্ষোভ্য-ক্ষোভক সম্বন্ধে লইয়া)। 'আত্মানমরণিং কৃত্বা'—ইত্যাদিতে আত্মা বিন্দুস্থানীয়, এবং প্রণব নাদ। জপমাত্রেই বিন্দুকে ভাবনা কর যেন অধরারণি, এবং নাদকে উত্তরারণি। ছন্দঃ এবং আকৃতিসহ কলা অরণিদ্বয়মন্থনে সঞ্জাতা। পৃথিবী এবং পর্জ্জন্য, দুটিকেও যথানুরূপভাবে অরণিদ্বয় ভাবনা করিও। বুদ্ধি এবং চিত্ত, এ দুটিকেও। প্রাণের ক্ষেত্রে স্ত্রীপুংমিলন তো সাধারণ দৃষ্টান্ত। জড়ে রাসায়নিক সংযোগ, এটমিক ফিউশন্ ইত্যাদিও উপমেয়। একটা নাদরূপ, অপরটি বিন্দুরূপ বলা হইল এই জন্য যে—ক্ষোভ্যক্ষোভকস্থলমাত্রেই একে 'প্রসরৎ'-মুখ্যতা (Expansive Co-efficient), অপরটিতে 'সঙ্কুচৎ'-মুখ্যতা (Intensive Co-efficient) থাকে। এক সবই (রূপে) বিচিত্র রেখায় বা লেখে ফুটাইতে চায়; অপর, সবটাকে এক কেন্দ্রীণ-ঘনতায় জড়ো করিয়া রাখিতে চায়। এ দুয়ের অনুপাত (actual ratio) নিরূপিত করে, পদার্থের বৃত্তি বিশেষ কি আকারের হইবে।

একধা এবং পঞ্চধা মন্থন? অরণিদ্বয় (যোগ্য অনুবন্ধে) মন্থনে যে অগ্নি আবীরূপতায় আসিল, সে অগ্নিকে মুখ্যপ্রাণ (অপঞ্চীকৃত) এবং প্রাণাপানাদিরূপে পঞ্চীকৃত প্রাণ—এই দুইরূপেই ভাবনা করিবে। তন্মধ্যে মুখ্যই আদি, নিধান এবং নিলয়। জপে শুদ্ধ নাদ মুখ্যস্থানীয়। পাদ, মাত্রা, ছন্দঃ, আকৃতি এবং কাষ্ঠা—এই পঞ্চবিধায় নাদাধারে কলাভিব্যক্তি। বোধে এক সামান্য প্রত্যযাধারে রূপরসাদি পঞ্চ তন্মাত্রের 'ব্যাস' (differentiation)। সৃষ্টিতে ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণ আদিম অরণিমন্থন। এ থেকে আকাশাদি পঞ্চভূতসূক্ষ্ম; এ পঞ্চেরও পঞ্চীকরণে স্থূলসৃষ্টি। নিসর্গসংবাদে ব্রহ্ম (অখণ্ডসত্তাসামগ্রী), বিন্দু, নাদ, কলা (পরা বা পরমা এবং অপরা)—এই 'পাঁচ'কে পাইতেই হয়। না যদি পাও তো, তোমাকেই 'পেঁচোয় পাইবে।' অর্থাৎ, পাঁচের পাল্লায় ফাঁসিয়া যাইতে হইবে। পাঁচকে জান, তা হ'লে পাঁচ আর প্যাঁচে ফেলবে না, একে পৌঁছে দেবে। অতএব, একধা, পঞ্চধা—এ দুটিকে ভালমতে সাধিয়া লও। একাক্ষর বীজ জপে, গায়ত্র্যাদি জপেও, কি করিতে হয়?—পাঁচকে (বিন্দু, উ-নাদ, কলা, বি-নাদ, বিন্দু) একে (পরাব্যক্ত বিন্দুতে) মিলাইতে হয়, এবং সে এক-ও একাধারে

পূর্ণ-শূন্য। গায়ত্রীতে (ব্যাহৃতিত্রয় বাদে) উদয়-বিলয় ওঙ্কারসমেত পাঁচটি কলা। দুর্গা, নৃসিংহাদি গায়ত্রীতেও প্রণব-হ্রীমাদি দ্বারা পুটিত করিলে ঐ পাঁচ সংখ্যা।

হিরণ্যবহ্নিসোমাখ্য-রেতাংসি সন্তি মন্থনাৎ।
বামো রামো ভবেদেবং হেৌংসাক্ষরসমুচ্চয়াৎ ॥১১৭

মিথুনমন্থনে (bipolar interaction-এ), বিশেষ করিয়া প্রাণ এবং চেতনার ভূমিতে, হিরণ্য, বহ্নি এবং সোম (চন্দ্রমাঃ)—এই ত্রিবিধ 'রেতঃ' সমুদ্ভূত হয় ; এবং কামকলা, সোমকলা এবং অর্দ্ধকলা—এই ত্রিবিধ রজঃও বটে। তার মধ্যে কামকলাকে ব্রহ্মের স্বকামরূপে সকলের গোড়ায় লইলে (অর্থাৎ, রেতঃ এবং রজঃ, এ দুয়েরি অভিন্নমূল ভাবনা করিলে), মন্থন-উদ্ভূত সংখ্যা পাঁচই হয়। গণনায় সোম দুইবার আছে। দুইস্থলে দুইভাবে লইবে। রেতস্‌স্থলে চন্দ্রমাঃ, রজস্ স্থলে চন্দ্রমা। পূর্ব্ব সূত্র স্মরণ কর।

প্রথমটিতে প্রসরৎ (বিসর্গ)-মুখ্যতা, দ্বিতীয়ে, সঙ্কুচৎ (বিন্দু)-মুখ্যতা। একটি বলে—বিতান, বিস্তার ; অপরটি, ঘনন, সমাহার।

রমণের বিচিত্র প্রসঙ্গ হইল। এইবার দেখ—'বাম' হয় 'রাম' কিসে ? সেটি কারিকার শেষে রহস্যভাষায় বলা হইল—'হেৌংসাক্ষরসমুচ্চয়াৎ'। ধর, পূর্ব্বালোচিত সেই 'হ্সৌ' আকৃতি (formula)। 'হ' (সঞ্চিত) এবং 'স' (সিঞ্চিত)—potential and kinetic—এ দুটি অরণিদ্বয়ের মত মন্থনে সম্মিলিত। ঔ-কার এই মিথুনীকৃত সংস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। মন্থনের উপক্রমে রণন—oscillatory movement. অরণিদ্বয়কে কি ভাবে ঘর্ষণ করিতে হয়, ভাবিয়া দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দন ইত্যাদি এর নমুনা। সূক্ষ্মেও এটি আছে। কিছু যেন সঙ্কোচে (ঘনীভাবে) আছে ; সে বলে—'আমি প্রসারিত হইব।' 'বেশ। কিন্তু আবার ঘনীভাবে ফিরিয়া আইস।' এইপ্রকার রণনী বৃত্তি আসিলে 'হ্সৌ' কি আকৃতি ধরে ?—'হংসঃ'। এখন, এই হংসঃ দক্ষিণ (according to rhythm or pattern) অথবা বাম (not according) হইতে পারে। ইহা দক্ষিণ-বামের এ প্রসঙ্গে বিশেষার্থ। দক্ষিণা এবং বামার সঙ্গে গুলাইও না। 'বাম' মানে বামদিকে, ঋণমুখে, বিপরীতভাবে, অন্যথারূপে—এ সব হইতে পারে। 'বাম' মানে শোভনাদিও হয়। এসবের মধ্যে বৈপরীত্য বা অন্যথাপত্তিলক্ষণাবচ্ছিন্নকে বর্ত্তমানে

বিশেষভাবে লওয়া হইতেছে। এখন দেখ যে, হংসঃ এই অর্থে বাম হয় কখন, কি ভাবে? ধর, শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা হৃৎস্পন্দন। স্বাস্থ্য অথবা জপধ্যানাদি সাধন প্রসঙ্গে (অনুবন্ধে), এ দুয়ের দাক্ষিণ্য আছে, অথবা নেই? বামনাসায় (ইড়ায়) শ্বাস বহিতেছে কি না—এ প্রশ্ন নয়। দাক্ষিণ্য মানে এক কথায় ছন্দোগত্ব—rhythmicity প্রভৃতি ইষ্টসাধনতানুকূল গুণ। বামত্ব এর অভাব অথবা বিরোধ। অরণিদ্বয় ঘর্ষণ চলিতেছে (অর্থাৎ রণন আছে—molecular oscillation), কিন্তু ঘর্ষণ ঠিক ছন্দোমত (দীর্ঘকাল-নিরন্তর-সংকারাসেবিত) না হইলে, তা থেকে অভীষ্ট অগ্নিমন্থন হয় না। Irregular, interrupted, retarded ইত্যাদি ব্যাজবিঘ্নসঙ্কুল ক্রিয়াদ্বারা সেটি হইবে না।

এর নিমিত্ত 'রণন'কে 'রমণ' রূপে মেলান চাই। 'ণ' মধ্যে ছিল, সেটি অন্তে গেল, শেষের 'ন' মাঝে আসিয়া 'ম' হইল। ফলে, বাম হইল রাম (যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রহিয়া, তাদের হৃদ্‌বস্তু রসকে, পূর্ব্বনিরূপিত মধুরূপে মন্থন করেন)। হংসে যে রণনীবৃত্তি, সেটিকে এভাবে রমণীবৃত্তিতে লইতে গেলে, কি চাই বলত'? ব্রহ্মের বাচক যে ওঙ্কার, সেটির ঠিক 'মধ্যে' আসা চাই। অর্থাৎ, ওঙ্কারই নাভিতে রহিয়া হকারের বিন্দুমুখীনতা (হং—intensive potential moment) এবং সকারের বিসর্গপ্রবণতা (সঃ—expansive, radiating moment), এ দুটিকেই ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণ, স্ব-কাম, স্ব-সঙ্কল্প এবং স্ব-তপঃ—এ চারিটি 'পাদে' কুশলক্রান্তি করিবে। ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারে ঐ চারিটি পাদ সম্পদ্যমান (বিন্দু = কাম ; নাদ = ঈক্ষণ ; কলা = সঙ্কল্প, সেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা = তপঃ)। ওঙ্কারের অন্তর্ভাবে হংসঃ হইল হৌংসঃ। এবং এর প্রসাদে বাম হইল রাম। (কুশলক্রান্তি কথাটাতেও ধ্যান দিও—পরে বামন সূত্রে সেটি আসিতেছে।)

২৮॥ বামো বামনো বিক্রমাৎ॥

বিক্রমধর্ম্মটি রহিলে বাম হয় বামন॥

ক্রমধর্ম্মটি পূর্ব্বে একাধিক সূত্রে এবং অনেক প্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে। ক্রমের কতিপয় ভেদ, যথা,—অনুক্রম, উপক্রম, পরিক্রম, পরাক্রম, অতিক্রম—আগে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য (end of pursuit) সম্পর্কে আমাদের (সৃষ্টপদার্থের) ক্রম বা ক্রান্তি অনুক্রম এবং উপক্রম, এ দুটি ভূমি

অধিকার করতঃ পরিক্রমের 'অৰ্দ্ধ' পৰ্য্যন্ত যায়। অর্থাৎ, সার্দ্ধদ্বিপাদ তার সাধারণ গতি বলা যায়।—Tends, approximates, conditionally and partially applies or holds. এইখানে সাধারণ স্থষ্টক্রমের এক সেতুসন্ধি ('efficiency bar')। এটি পার না হইলে উত্তরসার্দ্ধদ্বিপাদ অধিকারে আসে না। সাধনে পূর্ব্বটি কৃতির স্থল; উত্তরটি কৃপার (ভাগবতী শক্তির জাগৃতি, আবেশ, সঞ্চার ইত্যাদি রূপে)। প্রাণের ক্ষেত্রে emergence, mutation প্রভৃতি। বয়ঃসন্ধিও বিবেচ্য। অধ্যাত্মস্থলে বিশেষতঃ দীক্ষা মন্ত্রচৈতন্য প্রভৃতি। মাঝের ঐ সেতুসন্ধিটিকে বল 'বিক্রম' (বিশেষেণ ক্রমঃ)। ক্রিয়ার পূর্ব্বার্দ্ধে গতিস্থিতি লক্ষ্যের সবখানি ব্যাপিয়া হইতে বাধা পাইতেছে; অনুক্রম (tending to) এবং উপক্রম (approximating to) হওয়া সত্ত্বেও বাধা নিবন্ধন পরিক্রম (বা পরিক্রমা) সর্ব্বতোভাবে ঘটিতেছে না। যেমন, গায়ত্রীজপে বিলয ওঙ্কারে নাদ তার বৈখরীবৃত্তি এবং চিত্ত তার সঙ্কল্পবৃত্তি পূরা ত্যাগ করিল না; সুতরাং, বাক্ এবং মন দুটিকেই আহরণ এবং আত্মস্থ করতঃ প্রাণ একাই অৰ্দ্ধমাত্রা সেতু সমাশ্রয় করিতে পারিল না (যেটি আবশ্যক)। ফল—জপ পরিক্রমার ব্যাঘাত। উদয়েও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এবম্বিধ ব্যাঘাতাপত্তি বামতা। অর্থাৎ, এরূপ হইলে বুঝিবে যে তোমার সাধন 'বাম'।

ধর আবার, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রেডিওগ্রাম করিবে। পৃথিবীর উৰ্দ্ধপরিমণ্ডলে যে ionosphere স্তর রহিয়াছে, সেটির দ্বারা প্রতিফলন স্বচ্ছন্দে না হইলে উক্ত রেডিওপরিক্রমার ব্যতিক্রম ঘটিবে। সৌরমণ্ডলে কোন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ অথবা পার্থিব Bomb-testing ইত্যাদির ফলে ঐ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে পৃথিবীর electro-magnetic সংস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া। ইহাও বামতার দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ববিবৃতিমত এই বাম হয় 'বামন'।

এতাবানিতি যা ব্যাপ্তির্ভূমেরব্যাপ্তিবারণাৎ।
অমৃতং দিবি নির্দ্দেশাদতিব্যাপ্তিশ্চ বিক্রমঃ॥
কশ্যপাদিতিপক্ষাভ্যাং সৃষ্টিকৃদ্ যজ্ঞ ইজ্যতে।
কালোঽগ্নিশ্চ সমিধ্ বস্তু হবিশ্ছন্দো মনোঃ স্বয়ম্।
ভূমির্বেদীতি কল্পধ্বমুরুক্রমত্রিবিক্রমৌ॥

বামনো যঃ সমাসীনো মধ্যেঽধ্বরেঽপি সর্ব্বভৃৎ।
দ্বিধা বিক্রমণাত্তস্য বামো হি বামনায়তে ॥১১৮-১২০

শেষ শ্লোকটি আরম্ভ কর। 'মধ্যে বামনমাসীনং'—ক্রমক্রান্তি (graded or gradual progression) বিশ্লেষণকরতঃ তাতে অনুক্রমাদি (tending and conforming) পঞ্চপর্ব্ব পাইয়াছি। এও দেখিয়াছি যে, এ ক্রান্তির ঠিক সন্ধিস্থলে (আড়াই পাদে) বিক্রমণী শক্তি সূক্ষ্মভাবে (সম্ভাবনীরূপে) রহিয়াছে। ইহা বামন। ক্রমক্রান্তিকে 'অধ্বর' বলা হইল এই জন্য যে 'অধ্বনি', কিনা, ক্রমণে (in moving, which traces a path), ইহা অগ্নিকে ('র'=রত্নধাতম, পুরোহিত) অগ্রে উদ্দীপিত করিয়া রাখে (a continued function that keeps the 'fire' en-kindled, ever renewing and forging ahead)। ইহা যজ্ঞের এক বিশেষ নাম। কেন, তা ভাবিয়া দেখ। এর আদিবর্ণ 'অ'-এর ভাব পূর্ব্বের অকারসূত্রদীপে দেখিয়া লও। 'অ-আ' সূত্রে 'বলি'র ব্যাখ্যানও আছে। বলির যজ্ঞ—সৃষ্টির মূল যজ্ঞ—পুরুষসূক্তাদিতে যার বাণী রহিয়াছে। এ যজ্ঞের সমাধা হয় নাই, চলিতেছে সর্ব্বত্র। কাজেই, সার্ব্বভূমিক যজ্ঞে পূর্ব্ব এবং উত্তর সার্দ্ধদ্বিপাদদ্বয়ের 'মধ্যে' (সন্ধিতে) বামন রহিয়াছেন বিক্রমণরূপে। বিক্রমণীবৃত্তি (covering, conquering and surpassing Power) ব্যতীত কোন গতিস্থিতিই সর্ব্বাঙ্গীণ (পরিক্রম) হয় না; সর্ব্বরাট্ (পরাক্রম) হয় না; সর্ব্বাতিগও (অতিক্রম) হয় না। সুতরাং, বামন মধ্যে সমাসীন রহিয়া 'সর্ব্ব' এই ত্রিধা 'ভরণ' করেন। যেমন, কোন নদী। তাকে কূলে কূলে জলে ভরিতে দাও; তাকে সকল বর্ত্মবাধা পরাজয় করতঃ চলিতে দাও; তাকে যাত্রা শেষে অসীম নদীনাথে মিলিতে দাও। জপাদির অনুবন্ধেও এই বামনবিক্রমণ ভাবনা কর। বামন এই 'ত্রিপাৎ' ভূমি 'ভিক্ষা' করেন। অনু আর উপকে পূর্ব্বে রাখিয়া, পরির মাঝখান থেকেই অধ্বরপূর্ণকৃৎ এই বামনবিক্রমণটি সুরু হওয়া চাই। নতুবা সর্ব্বকর্ম্মের সন্ধিতে যে ভূয়িষ্ঠ বামতাকে (maximum non-according factor) মাথা খুলিতে দেখা যায়, সেটির অপগম (resolution) এবং বামনায়ন (transformation as conquering and surpassing factor) ঘটিবে না।

ঐ বিক্রমণটি যে দ্বিধা—ত্রিবিক্রম এবং উরুক্রম—তাহা এই খণ্ডেরি পূর্ব্ব দুটি

সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। যাবৎ ক্রমের অনুরোধ, তাবৎ প্রথমটি ; অতিক্রমে পরেরটি। পুরুষসূক্তে 'এতাবানস্য মহিমা' বলিয়া ভূমির যে অব্যাপ্তি (incomprehensiveness), সেটির বারণ হইয়াছে। আর 'অমৃতং দিবি' বলিয়া 'পরম' যে, সকল মেয়তাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তির অতীত হইয়া আছেন, সেটি বলা হইল। এই অভীষ্ট অতিব্যাপ্তি সম্বন্ধে 'ত্রিপাৎ' বলা হইয়াছে এ কারণে নয় যে, তাতে (অমৃতংদিবি) এক, দুই, তিন প্রভৃতি কোন 'পাদ' তত্ত্বতঃ আছে বা থাকিতে পারে ; (তৎসামীপ্য বা উপ-লক্ষণায়, অথবা তটস্থভাবনায় বিন্দু-নাদ-কলা প্রভৃতি তিন পাদ তথায় সাবকাশ হইলেও) ; পরন্তু এই কারণে বলা হইয়াছে যে, ঐ 'অমৃতং' রূপ পরম লক্ষ্যে বা উপেয়ে উপনীত হইতে হইলে পরিক্রমাদি ত্রিপাৎ (অথবা সন্ধিতে ধরিয়া সার্দ্ধদ্বিপাৎ) বিক্রমণই হইল উপায়। উপায়ের ধর্ম্ম উপেয়ে আরোপ হয়। যেমন, নয় লাখ খরচে যদি কোন মন্দির বানাও তো, তার নাম কেহ দিতে পারে 'নও লাখিযা'।

পুরুষ সূক্তে 'স ভূমিং……' ইত্যাদি বলিয়া ব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি, এ দুয়েরি স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ আছে।

পুনশ্চ, 'অমৃতংদিবি'—এটিকে পরমার্থে লইয়া যেমন উপলক্ষণায় (তটস্থ-ভাবনায়) তাতে 'ত্রিপাৎ' পদটি যোজনা করিলে, তেমনি আবার 'দিবি' (এবং সেই সঙ্গে 'অমৃতং') পদটিকে পদ্যমানতায় (in the sense of process) লইয়া, অর্থাৎ, দুটিকেই ক্রমধর্ম্মী ধরিয়া, তাদের সম্বন্ধে 'ত্রিপাৎ' ভাবনা করিতে পার। পরমে ক্রমের বিরাম। কাজেই, সেখানে পাদমাত্রাদি তত্ত্বতঃ 'সংলগ্ন' নয় ; তটস্থভাবনায়, অধ্যারোপাদি দ্বারা লাগাইতে হয়। যেমন, 'পরমং পদং' যেখানে সাক্ষাৎকারে আসিবে, সেখানে 'দিবীব চক্ষুরাততং' বাকের কোনটিকেই ক্রমিক করিয়া লওয়া যায় না। অথচ, পরম সাক্ষাৎকারের আগে এক ক্রমও থাকে, যথা—'আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদিতে। 'দিবি'কে ক্রমে এবং অক্রমে, দুইভাবেই বুঝিতে আগেকার দ্যৌঃ-সূত্রাদি স্মরণ কর। ক্রমে লইলে তাতে ত্রিবিক্রমের অধিকার এবং ত্রিপাৎ বিক্রমণ প্রসজ্যমান হইবে। ত্রিপাৎ সামান্য-ভাবে এই—"আমি সব ব্যাপিলাম ; আমি সার্ব্বভৌমরূপে সব অধিকৃত করিলাম ; এই দেখ—সব ব্যাপিয়া এবং সব জয় করিয়াও আমি তার অতীত হইলাম, সব থেকে মুক্ত হইলাম" এই প্রকার 'ত্রিধা নিদধে পদং' না হইলে পরমপদ অধিগত হয় না। পরমপদটি তুরীয় অথবা তুরীয়াতীত। তুরীয় বলিতে

ক্রমের সূক্ষ্ম (implied) অপেক্ষাটি যেন থাকিয়া গেল ; তুরীয়াতীত নির্ব্যূঢ় অনপেক্ষ।

আচ্ছা, এইবার সৃষ্টিকৃৎ যজ্ঞটি ভাবনা করতঃ এই বামন-সূত্রটি শেষ কর। যজ্ঞে ফলটিকে 'ভাবী' ভাবনাকরতঃ দুটি 'পক্ষে' লওয়া যায়। সে দুটি হইল— কারক এবং ক্রিয়া। এখন, ক্রিয়াকে শক্তিরূপে নাও, আর, কারককে শক্তিমান্। শক্তি আসলে অখণ্ডা, অচ্ছেদনীয়া (অদিতি)। কারক সেটিকে ঈক্ষণ, কাম, সঙ্কল্পন এবং মন্থন (তপঃ) রূপে কলন করে। কারক (শক্তিমান্) শক্তিকে বলে—"এই তো তোমায় দেখিলাম ; তোমাকে লইব (ভোগ) ইচ্ছা করি ; তার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলাম ; এবং সেটির চরিতার্থতার নিমিত্ত তোমায় এই দেখ মন্থন করিলাম।" সৃষ্টিতে এই মূলপর্ব্বটি চলিতেছে। ধর, সূর্য্য কশ্যপ (কারক), সাগর অদিতি (ক্রিয়মাণা শক্তিসামগ্রী)। সূর্য্য সমুদ্রকে বলিলেন—"এই তো উদিত হইয়া তোমায় দেখিলাম। আমি বর্ষণকৃৎ পর্জ্জন্য হইব ; সেজন্য তোমাকে চাই।" অন্তরীক্ষকে বলিলেন—'তুমি আমার সঙ্কল্প রূপটি ধর, অর্থাৎ, আমার তেজঃ রেডিয়েশন্ রূপে লক্ষ্যাভিমুখে লও।" তাতে মেঘ বাষ্পাকারে সমুদ্রের মন্থনটি হইল। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রেও এর অন্যথা নয়। জপযজ্ঞের অনুবন্ধেও এটি বুঝিয়া লইও।

গণিত বিশ্লেষণে কোন অভীষ্ট নিরূপকসংস্থা (Co-ordinate system) ঐ অন্তরীক্ষের ভূমিকাটি গ্রহণ করে। কোন ক্রিয়মাণা শক্তি ('এই' বা ভূঃ রূপে) সে সম্পর্কে অদিতি ; এবং অভীষ্ট ('সেই' বা স্বঃ)—মন্থনকৃৎ কোন কারক সে সম্বন্ধে কশ্যপ।

এই সৃষ্টিকৃৎ যজ্ঞে কাল হইল অগ্নি ; বস্তু তার সমিধ্ ; ভূমি (অথবা দেশ) হইল তার বেদী ; মনুচ্ছন্দঃ (বাকের ছন্দঃ) হইল তাতে হবিঃ। ফল—সোম বা অমৃত। এখন, অমৃতের পর এবং অবর দুটি রূপ। পররূপে অমৃত অক্ষর। ইহা উরুক্রমাধিকরণে। অবররূপে অমৃতে অক্ষরক্ষর, ক্ষরাক্ষর এবং ক্ষর, এই তিন ভেদ ভাবনা হয়। প্রথম দুটিতে যেটি অগ্রে, সেটি মুখ্যাধিকারে। এ তিনই ক্রমান্বয়ের পর্ব্বে পড়ে। যোগের, ভাবের, জ্ঞানের ভূমিগুলি লইয়া এই 'ত্রেধা নিদধে পদম্' বুঝিয়া লও। বাকের বৈখরী প্রভৃতি চারিটি ভূমিতে ক্ষর, ক্ষরাক্ষর, অক্ষরক্ষর, এবং অক্ষর—এই চারিটিকে চিনিয়া লও। যতক্ষণ শুধু কলায় (ক্ষরে) জপ চলিতেছে, ততক্ষণ বৈখরী মধ্যমাদির সেতুসন্ধান পায় নাই।

নাদের সন্ধানে মধ্যমা মেলে। সেতুর যথার্থ এবং পূর্ণসন্ধানে পশ্যন্তীও অপাবৃতা হয়। আর, এ সব সহ পরাব্যক্ত বিন্দুসন্ধানে পরাও মেলে। এ পর্য্যন্ত ত্রিবিক্রমের বিক্রমণ। পরাপারীণ হইতে গেলে উরুক্রম।

এ সব অভিক্রমণে বামতা কোথায় সর্ব্বাধিক ভূয়সী হইতে পারে, সুতরাং কোথায় যে ত্রিবিক্রম-উরুক্রম বামনাবতারের সাতিশয় প্রয়োজন (যজ্ঞভরণার্থ), তাও আগে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ (সামান্যার্থে) = Cosmic Metabolism (অগ্নীষোমীয় অনুপাত-ছন্দোগত্ব)।

২৯ ॥ দক্ষিণয়া বাজম্ ॥

দক্ষিণা দ্বারা 'বাজং' (ঘৃত, অন্ন, যজ্ঞ, বারি, ইত্যাদি) আসিয়া থাকে ॥

'দক্ষিণা' এবং 'বামা' লক্ষণ দুটি আবার স্মরণ কর। 'দক্ষিণ' এবং 'বাম' (আকার বাদ)—শব্দ দুটি অনুরূপ (অনুকূল) এবং বিরূপ (প্রতিকূল) অর্থে নেয়া যাইতে পারে, এবং নেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে। 'বামে' অপকর্ষ আসিতে পারে ; 'বামা'-য় সে অপকর্ষ নেই। বরং, বামা সব কিছু বৃত্তির 'মুখ' উল্টাইয়া সেটিকে নাভি, বিন্দু, মূল (পর এবং পরম) এর দিকে নেয় বলিয়া বামা বিশেষভাবে ভজনীয়া। 'দক্ষিণা' বলিতেও কেবল দক্ষিণ বা দাক্ষিণ্য নয়। অন্তে ঐ 'আ'-স্বরটি তাকে অবাধে, স্বচ্ছন্দে পরিসীমায় লইবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। বলে—"তুমি এখনতো 'দক্ষিণ' আছ, কিন্তু 'বাম' হতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু দেখ—আমি তোমাকে ঐ একমুখেই স্বচ্ছন্দে চালাব ; তুমি ভেব' না।" এই যে অভীষ্টাভিমুখে একতান বৃত্তিমত্তা (one-directional congruence) বা বহমানতা, সেটি দক্ষিণাধিকারে। সবের মূলে যে ভাগবতী শক্তি, সে শক্তি 'দক্ষিণা' না হইলে এটি হয় না। শ্রীগুরুশক্তিকে দক্ষিণামূর্ত্তি, ইষ্টশক্তিকে দক্ষিণা কালিকা ইত্যাদিরূপে ভজনা করিতে হয় এর নিমিত্ত। এর নিমিত্ত যে সাধন তারও সাধারণ নাম 'দক্ষিণাচার'। এতে যে সোজা পথে ইষ্ট অভিমুখে চলিতেছি, সে পথটি সহজ ও নিরঙ্কুশ পাইতে হয়। যেটি শ্রেয়ঃ, তার পানে স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয় (undeflected, un-impeded progression), 'দক্ষিণা'র প্রসাদে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদপুরাণতন্ত্রাদির কর্ম্ম এবং উপাসনা কাণ্ডে এ 'দক্ষিণা'-মার্গটি প্রদর্শিত হইয়াছে। এতে রজস্তমের বিক্ষেপ

এবং আবরণ কারক (factors) দুটিকে 'অপেত' (remove or reduce) করার দিকে 'জোর' (বেগ, বীর্য্য) লাগাইতে হয়। এই জন্য এটি 'বাজ' সংজ্ঞায় আসে। সামান্যতঃ, বাজ = desired accelerating 'moment' or efficiency factor. 'ব' = যে কোন শক্তির কেন্দ্র ঘন রূপ ('গুহা'), 'আ' = সেটির আততি বা বিস্তার ; 'জ' = তদ্দ্বারা কোন অভীষ্ট ফলের জাত হওয়া। সে ফলের প্রসবে ক্রিয়াকারকশক্তির একাগ্রতা, একমুখীনতা রহে বলিয়া 'বাজম্'।

পরের (বামা) সূত্রে দেখিব যে—তাতে ঐ 'অপেত'টি 'মুখ' ফিরাইয়া 'উপেত' হইতে চলে। ফলে, যাহা যাহা removed অথবা reduced হবার দিকে ছিল, তারা (যথা, রজস্তমঃ) reformed, transformed হইতে চলে। বিষমপি অমৃতায়তে। সব কিছু বৃত্তি তার নাভিতে, বিন্দুতে, আত্মায় 'ফিরিলে'-ই এই অঘটনটি ঘটে।

ঘৃতং বারি চ যজ্ঞশ্চ কারকশ্চ ফলক্রিয়ে।
ত্রিতয়ং বাজবাচ্যং যদ্ দক্ষিণয়া তদন্বয়ঃ॥
ক্রিয়াকারকফলানাং হি সর্ব্বভূমিষু সর্ব্বথা।
দক্ষিণা নাম সোঽঙ্গানাং পারস্পরিকতান্বয়ঃ॥
দক্ষিণামূর্ত্তিরিত্যাদৌ দক্ষিণাকালিকাদিষু।
নিরঙ্কুশো হি দাক্ষিণ্যং ধারাগ্রন্থিসমন্বয়ঃ॥১২১-১২৩

যজ্ঞ ঘৃত এবং বারি, ক্রিয়াকারকফল ;—ইত্যাদি যাহা কিছু 'ত্রিতয়' বাজবাচ্য হইবে, তাদের সেরূপ হইতে গেলে কি আবশ্যক হয়? 'দক্ষিণয়া তদন্বয়ঃ'। 'দক্ষিণা' নাম যে শক্তি, সেটি তাদের গতি, বেগ এবং ছন্দ—এ তিনের অন্বয় সাধিত করিয়া দিবে। বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে, ক্রিয়াকারক-ফল—এ তিনের সর্ব্বভূমিতে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বঅঙ্গের যে পারস্পরিক অন্বয়, সেইটি 'দক্ষিণা' সংজ্ঞায় আসিবে। ক্রিয়া, কারক, ফল—একভূমিতেই (planeএ) অবস্থান যে করিবে, এমন নয় ; তারা যে একরূপ বৃত্তিমান্ হইবে, এমনও নয় ; এবং তাদের নানা অঙ্গ যে একরূপই রহিবে, এবং পরস্পরে সম্বন্ধ রাখিবে, এমনও নয়। যজ্ঞাদি (অন্তরে অথবা বহিঃ) যাহা কিছুই অনুষ্ঠান করিবে, তাতে ভূমি, অবস্থা এবং অঙ্গসমূহ—এ সকলে অন্বয় অথবা সঙ্গতি না থাকার সম্ভাবনা অল্লাধিক থাকেই। এ সম্ভাবনাই ক্রিয়ায়, কারকে, ফলে

ব্যাজ-বিঘ্ন সম্ভাবনা। Actionটি uniform, one-directed, convergent হইতেছে না ঐ সম্ভাবনা থাকায়। জপক্রিয়ায় এ সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে, এবং সেটি অপনোদন (resolve) করিয়া 'দক্ষিণা' অনুবন্ধে সেটি পাইতে হয়। ক্রিয়ার ভূমি, অবস্থান এবং অঙ্গ—এগুলি স্ব-স্ব বিরোধে যেমন থাকিবে না, পরস্পর বিরোধেও তেমনি না। এদের intrinsic এবং inter-relational congruity আসা আবশ্যক। যজ্ঞে 'দক্ষিণা' এর এবংবিধ 'আঙ্গিক' পরিপূর্ত্তির 'প্রতীক'। সম্মতি (sanction)-ও বটে। ক্রিয়ার এক ভূমিতে যাহা 'গড়িলে', অন্যভূমিতে সেটি 'ভাঙ্গিলে'; এক অবস্থানে যেটি 'পক্ব' হইল, অন্যে সেটি 'কাঁচিয়া' গেল, এক অঙ্গে যেটি 'পুষ্ট' হইল, অন্যে সেটি 'ক্লিষ্ট',—এরূপ হইলে দক্ষিণাদাক্ষিণ্য হইল না। ক্রিয়াটিও 'বাজ' সংজ্ঞায় আসিল না। ভূয়িষ্ঠ এবং সাধিষ্ঠ ফল লাভ করিতে হইলে বাজ আবশ্যক। ভূমিতে সব কিছু 'ব্যবস্থিত', অবস্থায় 'অবস্থিত', এবং স্বাঙ্গে সব কিছু 'সংস্থিত'—এইভাবে দেখিয়া লইও। মধ্যমায় বিন্দুকে স্থিত ধরিয়া, উদয়ে-বিলয়ে, গায়ত্রীর বৈখরী জপ চলিতেছে। এ দৃষ্টান্তে ভূম্যাদি ঐ ত্রিতয়কে বুঝিয়া লও। 'দক্ষিণা' এবং 'বাজ'কেও মিলাইয়া লও।

কোন ফলের অভিমুখে ক্রিযার যে একমুখীনা বেগবতী গতি, সেটিকে বল—'ধারা'। এ ধারায় 'গ্রন্থি' সম্ভাবিত হয়। বেশ চলিতে চলিতে 'গাঁঠ পাকাইয়া' যায়। এর নানান্ আকৃতি। এই ধারাগ্রন্থিসমন্বয়পূর্ব্বক যাহা ধারাকে (progressing processকে) অবাধসম্বেগবতী করিয়া দেয়, সেটিকে বলে 'দাক্ষিণ্য'। দক্ষিণামূর্ত্তি, দক্ষিণাকলিকাদিতে এই দক্ষিণাদাক্ষিণ্যের নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রপন্ন হইবে।

৩০ ॥ বাময়া বাজঃ ॥

বামাদ্বারা 'বাজঃ' (শব্দ, বেগ, ইত্যাদি) আসিয়া থাকে ॥

বৈপরীত্যেন ধারায়া গ্রন্থিত্রয়বিমোচনাৎ।
গ্রন্থিনিষ্ঠা হি যা শক্তিঃ স্তব্ধা স্যাচ্ছন্দবেগভাক্ ॥
বামাবৃত্ত্যা গতে রোধাদ্ গতেঃ স্যাদ্ বীর্যরূপতা।
অনুলোমা হি যা ধারা রাধায়তে বিলোমা সা ॥১২৪-১২৫

বীর্য্যযোনিং সমুদ্দিশ্য বামং বীরঃ সমাশ্রয়েৎ।
দক্ষিণয়া চ দাক্ষিণ্যমন্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥
মন্ত্রযন্ত্রসাধনানি সম্বেগং দধতে যয়া।
সম্বেগাৎ পরনৈর্গুণ্যং বামা বাজপ্রসূর্হি সা ॥১২৬-২৭

পূর্ব্বসূত্রে গতির ধারারূপ এবং তাতে গ্রন্থিত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষিণা ধারা এই গ্রন্থিগুলি মোচন করতঃ সেটিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে (ফলে) পৌছাইয়া দেন। ধর, অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞবিশেষ করিবে। বারিবর্ষণ তাতে অভীষ্ট ফল। যজ্ঞবিশেষ তার সম্বন্ধে ক্রিয়া। আর মন্ত্রাদি সহকারে যে ঘৃত আহুতি, সেটি হইল কারক। বারি এবং অন্ন (বাজং) তাতে ফলিবে, যদি ক্রিয়াঙ্গাদির ঠিক সমন্বয় (congruence) থাকে। সমন্বয়ের বাধক 'গ্রন্থি'। এখন, ধারাবাহিকতায় যে শক্তিসামগ্রী, সেটি অভীষ্টলক্ষ্যপানে সম্যক্ স্বচ্ছন্দে চলিলেই সমন্বয়। গ্রন্থি সে ধারাশক্তির অবষ্টম্ভ, জিহ্মতাদি ঘটায়। এর ফলে ধারার শক্তিসামগ্রীর খানিকটা, আবদ্ধাদি রূপ ধরিয়া তার লক্ষ্যাভিমুখীন স্বচ্ছন্দগতির বাধা সৃষ্টি করে। সেটা 'কাজে' না লাগিয়া 'কাজপণ্ড' হবার হেতু হইয়া দাঁড়ায়। এই যে arrested and antagonised energy, এটি স্তব্ধবৎ রহিয়াও বৈরী। যে সাধক দক্ষিণাচারে অমৃত-অভিলাষী, দক্ষিণা তার নিমিত্ত এই 'বিষগ্রন্থি' (morbid complex ইত্যাদি) গুলি 'সরাইয়া' দেন। So that they become innocuous, un-operative.

কিন্তু 'সরাইয়া দেওয়া' মানে তো 'সারাইয়া দেওয়া' সব সময়ে নয়। বৈরী হটিয়া গিয়া তো আবারও জোট্ পাকাবে! 'মারিলেও' নাহি মরে—সেই রক্তবীজের ঝাড়! উপায়? তার শক্তিটাই 'আত্মনীন' (sublimated and allied) করিয়া লও। Alienকে Ally কর। গ্রন্থিনিষ্ঠ যে শক্তিকূট (the power entangled), তাকে বল—"তোমাকে মুক্তি দিলাম; তুমি আর বিপক্ষ রহিও না, আমার আপন সপক্ষ হও।" এই প্রকার বিপক্ষশক্তির যে 'বৈপরীত্য' সাধন, উল্টাকে উল্টাইয়া সোজা করিয়া নেয়া, সেটি 'বামাবৃত্তি'। এভাবে ধারাগ্রন্থির শক্তি ধারার পুষ্টিতে মিলাইতে পারিলে, ধারা সাতিশয় বীর্য্যবতী হয়, এবং তার যে সম্বেগ, সেটি 'বাজঃ' সংজ্ঞায় আসে। 'শব্দবেগভাক্' —সৃষ্টির মূলীভূত সে ক্রিয়া (Causal Stress), তার আপন যে বেগ

(Creative *elan*), সে বেগ, তোমার ধারা ভজনা করে।—The irresistible Urge of Divine Creation. 'শব্দ' শব্দের মূলের ভাবটি আবারও ভাবিয়া লও।

কিন্তু ধারাগ্রন্থির সন্ধিনীরূপে এই পরিবর্ত্তনটি আসে কি করিয়া? নিখিলের যাহা মূলগ্রন্থি বা নাভি, সেখানে ধারাকে ফিরাইতে না পারিলে, উহা সম্ভাবিত হয় না। সব কিছু উল্‌টাইয়া লইবার চরম এবং একান্ত 'সন্ধি'টি রহিয়াছে ঐ নাভিতে। চাকা যে পাকে ঘুরিতেছে, তার উল্টা পাকে ঘুরিবে ঐ নাভির নিয়ন্ত্রণে। 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ'। দক্ষিণায় তোমার গতি ছিল অধ্বনীন (অধ্বনি সাধু), বামায় সেটি হয় আত্মনীন। গতি তার গ্রন্থিপরম্পরা মোচন করতঃ লক্ষ্যপানে সফলযাত্রা করিতেছে বটে, দক্ষিণাদাক্ষিণ্যে; এ যাত্রায় গ্রন্থিশক্তিসমূহের আবারও নূতন নূতন গ্রন্থিবন্ধনের সম্ভাবনা তো যাইতেছে না। বরং নূতন গ্রন্থিগুলো যেন আরও 'জবর' মনে হয়। দেবীমাহাত্ম্যে গ্রন্থিত্রয়ের কথা ভাবিয়া দেখ। নিজের জীবনে, সাধনেও মিলাইয়া লও। আর, যে সাফল্যে (সিদ্ধিতে) তুমি দক্ষিণাবৃত্তিতে আসিলে, সে সাফল্যও কৈ তো প্রতিশ্রুতি দেয় না—'এই তো আমি নির্ব্যূঢ় হইলাম—an unconditional attainment.' এইজন্য কেবল অধ্বনীন হওয়াতে পরমকুশলতা নেই। আত্মনীন হওয়া চাই। সব কিছু ব্যাপারকে তার গোড়ায়, মূলে (নাভিতে, বিন্দুতে) ফিরাইয়া আনা চাই। জপে বারংবার বিন্দুবিলয় তো এই জন্যই। কুলকুণ্ডলিনীর জাগৃতি (মূলে) এবং চক্রভেদপূর্ব্বক 'হংসঃ' বৃত্তিকে 'সোঽহম্' করার হেতু তো ইহাই। সৃষ্টির সর্ব্বস্থলেই, স্পন্দন, আকুঞ্চন-প্রসারণ, ঊর্ম্মি ইত্যাদিতে গতির একমুখে বৃত্তিকে বিপরীতমুখে নেযার প্রবৃত্তি দেয়া রহিযাছে। নচেৎ, অর্থাৎ আপনাতে ফিরিতে না হইলে, সৃষ্টি 'দেউলিয়া' হইত! যেমন, সুষুপ্তিতে, ধ্যানে আমরা আপনাতে ফিরিয়া আসি।

এই নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল—'বামাবৃত্ত্যা ইত্যাদি।' যে মুখে গতিটি হইতেছে, তাকে যদি সে মুখে রোধ করতঃ বামায় লও, তবে (এরূপ turning roundএর ফলে), সে গতি সমধিক বীর্য্যবতী হয়। কোন মুখে? যে বিপরীতমুখে তাকে ফিরাইলে, সেমুখে। রোধিকাশক্তি এবং বামাশক্তি—এ দুয়ে মিলিয়া গতির শক্তিমান (অন্যমুখে) খুব বাড়াইয়া দেয়। অর্থাৎ, ব্যাপারটা শুধু যে sense বদ্‌লান' এমন নয়; potencyর মানও বদ্‌লান'।

ইহা 'বাজঃ'। এই নিমিত্ত, জীবাদির যে অভ্যাসাদিরূপে সাধারণ প্রবৃত্তি, সেটির 'মোড় ফেরান' শক্তিসাধনের মুখ্য কর্ম্ম। চা খাওয়া, কি সিগারেট টানা, কি জাস্তি বকরবকর করা—যে কোন অভ্যাস-প্রবৃত্তিকে রাশ্ টেনে রাখ, সে শুধু যে কমিল বা বন্ধ হইল এমন না ; সে তোমার ভেতরে পূর্ব্বলক্ষণমত 'বাজঃ' সৃষ্টি করিল। তোমার আপন অব্যয় শক্তিকেন্দ্রে সেটি তোমাকে যুড়িয়া দিল। চলার পথে তুমি পরবশ ; ফেরার পথে তুমি আত্মবশ। 'রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী'—তাকে ঠেকায় কে ?

অনুলোমায় যেটি ছিল ধারা, বিলোমায় সেটি হল 'রাধা'। এ রাধার প্রেষ্ঠ-অভিসারে যমুনাও উজান বয়। গীতার প্রসিদ্ধ সেই—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদিও এই সূত্রে ধ্যান কর। কারিকায় পরে বলা হইতেছে—'বীর্য্যযোনিং সমুদ্দিশ্য' ইত্যাদি।

'বীর্য্যযোনি' শব্দটিকে তলাইয়া বুঝিও। বামাচারে ক্রিয়াঙ্গবিশেষ এই শ্লোকের একান্ত অথবা মুখ্য লক্ষ্যার্থ নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সব ক্রিয়াঙ্গ (যেমন 'পঞ্চ মকার') কেবল অথবা মুখ্যতঃ বাহ্য অনুষ্ঠান ভাবনায় ভাবিত হয় নাই। সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ভাবনাই সকল ভাবনার প্রাণ। এখানে সূত্রগুলিতে বিশেষভাবে তত্ত্বভাবনা হইতেছে। এবং সেই ভাবনানুবন্ধেই 'বীর', 'বামা', 'বীর্য্যযোনি' প্রভৃতি শব্দের অর্থভাবনা করিতে হইবে। বীরের যেটি ভূয়িষ্ঠ বীর্য্য, সে বীর্য্যের 'যোনি' (নিধান এবং প্রভব) উদ্দেশ করতঃ বীর পূর্ব্বলক্ষিত 'বামা' আশ্রয় করিবে। বামাচার = বামা + আচার, এভাবে নেয়াই সঙ্গত। 'বামা' এস্থলে সংজ্ঞা (a Category or Concept)।

এবম্বিধ বীর ব্যতীত অন্যে 'দক্ষিণা' সমাশ্রয়ে দাক্ষিণ্য লাভ করে, ইহাও নিশ্চয় জানিও। এ আম্নায়ের সূত্রও পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। 'বামা' ও 'দক্ষিণা'কে Leftist-Rightist মনে করিও না সরাসরি।

মন্ত্রযন্ত্রাদি সম্যক্‌রূপে বেগবত্তা (Limit of Efficiency) লাভ করে যদ্দ্বারা, এবং যাহা গুণের অতীত যে নৈর্গুণ্য, তাতেও লইতে সমর্থ, সেটিকে বাজপ্রসূ বামা জানিবে।

যে কোন বস্তুর নাভিগ্রন্থি হইল তার মূলগ্রন্থি, এবং ইহা গুণগ্রন্থি। বস্তু-বিশেষের সত্তা, শক্তি, সম্বন্ধ এবং আকৃতি—এ চতুষ্টয় তার গুণগ্রন্থিতেই 'গ্রথিত' থাকে। এ গুণগ্রন্থি ভেদ না হওয়া অবধি তার গুণের বাঁধন যায় না ; সুতরাং

নৈর্গুণ্যসমাপত্তিও ঘটে না। বামা বাজপ্রসূরূপে সমস্ত বৃত্তিকে তার মূল-গুণগ্রন্থিতে লইতে, এবং তদন্তে সেটিকে নৈর্গুণ্যে অবসান দিতেও সমর্থা। গায়ত্রী ইত্যাদি জপে আদৌ দক্ষিণাশক্তির অনুগ্রহ থাকা চাই, যাতে উদয় এবং পরিক্রমটি সৌষ্ঠবে হয়। অন্তে বিলোমে বিন্দুবিলয়টি অর্দ্ধমাত্রায় ঘটাইতে বামার প্রসন্নতা চাই। উক্ত গুণগ্রন্থিকে নানাবিধায় বিশ্লেষণ করা যায়। তার মধ্যে এক রকমের হইল—স্থিতিগ্রন্থি, গতিগ্রন্থি, লয়গ্রন্থি। 'গ্রন্থি' মানে, এস্থলে, যেটি গ্রন্থন করে, গাঁথিয়া রাখে। যেমন, জপের মালা। ধর, তাতে ১০৮ সংখ্যা রুদ্রাক্ষ কি তুলসী আছে। যেখানে মূলগ্রন্থি (মেরু), সেখানেই এ সংখ্যার স্থিতি। জপক্রিয়ার গতি সেখান হইতে; লয়ও সেখানে। মেরুতে গ্রন্থিত্রয় সম্মিলিত। মেরু লঙ্ঘন না করার অন্যবিধ (সূক্ষ্ম) যুক্তির আভাষ আগে দেয়া হইয়াছে। এখানে ইহাও লক্ষ্য কর যে, লঙ্ঘনে ঐ স্থিত্যাদি ভাবত্রয় শুদ্ধ না রহিয়া সঙ্করে (confusionএ) যাইতে পারে। দক্ষিণা-বামা—দুই শক্তিকেই সহায় পাইতেও হয়।

অর্থাৎ, যে কোন গতিক্রিয়াকে তার 'একমুখে' বরাবর হইতে দিলে, সেই মুখে তার যে সম্বেগ, সে সম্বেগই তাকে অধিক, অধিকতর 'বাধ্য' করে; সেটা একটা drag of inertia হইয়া দাঁড়ায়। এ এক বাঁধন। শুভ অনুষ্ঠানও একাবৃত্তিতে বহুশঃ চলিতে চলিতে হয় 'বন্ধপাশ'। যদি সেটিকে বিলোমে (অন্যমুখে) লইয়া তার মূলে লইতে পারি তো, তার বন্ধপাশ থেকে আমার মুক্তি। ক্রিয়া বা গতিবশ্য আমি আর রহিলাম না; স্বরাট্, আত্মরাট্ হইলাম। ক্রিয়া বা গতিই হইল আমার বশ। ইহা বামায় বীরের সাধন। ক্রিয়ামাত্রকে reverse (বামা) করিয়া, তার যেটি একত্র শূন্যপূর্ণ স্থল (বিন্দু), সেখানে আনিতে পারা চাই।—যেখানে যাইয়া ক্রিয়া বলিবে—'এই দেখ, আমি শেষও হইলাম; পূর্ণও হইলাম।' শুধু একমুখে চলিয়া এটি মিলে কৈ? চলার শেষই বা কৈ, সীমাই বা কৈ? মালাজপে (এবং মন্ত্রব্যাহরণেও) এই সূত্র মনে রাখিয়া মেরু লঙ্ঘন করিতে নেই। একমুখে মালা জপিতে জপিতে যেই মেরুতে আসিলে, সেই কেহ যেন 'ঝাঁকা দিয়া' তোমাকে মালার একমুখো গতি থেকে (drag of inertia) সামলাইয়া লইল; বলিল—'ওঠ—গতির বেগ সামলাইয়া ওঠ; উজান বাও। বীর হও। বলো যে—তুমিই গতিকে চালাও, গতি তোমাকে চালায় না।'

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দক্ষিণাবামাদিনিরূপণং নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

১ ॥ ককারোঽভিব্যঞ্জকঃ ॥

'ক'-কারে অভিব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে ;

সাক্ষাৎ পরমাব্যক্তে যা ব্যক্তাভিমুখীনতা।
প্রাগিব বীচিবিক্ষোভাৎ সিন্ধোরুচ্ছূনতা বহিঃ ॥
সুপ্তিজাগরয়োঃ সন্ধিরক্ষরাক্ষরয়োঃ পুনঃ।
অভীদ্ধাত্তপসশ্চাবিরিত্যাদিভিঃ শ্রুতা হি সা ॥
ইচ্ছাসঙ্কল্পকামাদৌ ককারো যোঽপি গৃহ্যতে।
সুখং বা সলিলং বা স্যাদ্ ভূমাভিব্যঞ্জকো হি সঃ ॥১২৮-৩০

শান্ত সিন্ধু। বীচিবিক্ষোভ নেই। সিন্ধু বাতপ্রহত হইয়া এইবার বীচিভঙ্গে চঞ্চল হইবে। কিন্তু এটি হবার ঠিক আগে সিন্ধুবক্ষে একটা উচ্ছূনতা বা উচ্ছ্বাস ('heaving') সামান্যভাবে উদিত হয়, নয় কি? বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্‌গমের আগেও এটি হয়। সুষুপ্তি এবং জাগরণের ঠিক সন্ধিতেও ইহা স্মরণ করিও। সুষুপ্তিতে 'নিমগ্ন' আমার অহমাদি সত্তা যেন জাগরোন্মুখ হইয়া প্রথমে সামান্যভাবে 'ভাসিয়া' ওঠে। মগ্ন 'আমি'-টাকে 'এই যে আমি' বলিয়া 'আবিষ্কার' করার সন্ধি এটা। কেবল এইসব দৃষ্টান্তে নয়, অক্ষরবস্তু (Being at rest)-মাত্র ক্ষরভাবে (গতিপরিণতিতে) আসিতে গেলেই এই সন্ধি-সম্মুখীন হইতে হয়। অর্থাৎ, অভিব্যক্তির একটা বিশেষবিরহিত (undifferentiated) সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন আবার, মনুষ্যাদি জাতকের ভ্রূণ (embryo) বিবর্ত্তনে এটি লক্ষ্য করিতে হয়। সামান্য বা পরজাতিই আদিম অভিব্যক্তি। বিবর্ত্তনবাদের (Evolution Theoryর) এটি মূল স্বীকার্য্য (First Premise)।

শ্রুতিতে 'অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত' ইত্যাদি বলিয়া ব্রহ্মের যে আবীরূপতা (যাহা পূর্ব্বে সবিস্তার আলোচিত), তাতেও এই প্রকার বিশেষবিরহবিশিষ্ট সামান্যাভিব্যক্তিমাত্রতা, 'তপসঃ' এবং 'অভীদ্ধাৎ'—এই পদ দুটিতে সূচিত হয়।

তন্ত্রাদিতে 'কামকলা'র উচ্ছূনতায় নিখিলোদ্‌ভব, স্পষ্ট করিয়াই বলা হয়। ইহাও নানা অনুবন্ধে বুঝিতে যত্ন করা হইয়াছে। একটা বিন্দু রহিয়াছে। বিন্দুটি বৃত্ত, ত্রিকোণ, প্যারাবোলা ইত্যাদি আকৃতিতে যাবার আগে তাকে তার স্থিরভাব ('জড়সমাধি') থেকে প্রবৃত্ত্যুন্মুখতায় যাইতে হয়। এটি বিন্দুর ব্যুত্থান সামান্য। যে অগ্নি বিন্দুগর্ভে সোমের সাথে সমতাস্থৈর্য্যে ছিল, সেটি এবার 'উদ্যত'রূপে নিখিলাকৃতির 'অঙ্কক' হইবে। অগ্নির এই 'আদ্য উদ্যম' তপঃ। সোমও বলেন—"বেশ। আমিও সাথে রহিয়া, সর্ব্বাকৃতির 'রঞ্জক' হইব।" এই 'অঙ্কক' এবং 'রঞ্জক' হবার আদি এবং সামান্য সূচকটি হইল আদিম ব্যঞ্জন বর্ণ—ককার।

ব্রহ্মের সঙ্কল্প, কাম, ঈক্ষণ থেকে সৃষ্টি। এদের প্রতিটিতেই 'ক' আছে। এতে কি বুঝায় ?

'ক'তে সুখ, সলিল (পূর্ব্বনিরূপিতার্থে) ইত্যাদি যাই তত্ত্ব ভাবনা কর, ইহা ধ্রুব যে, 'ক' ভূমার (সৎ, চিৎ, আনন্দ বা রসরূপে ব্রহ্মের যে অখণ্ডত্ব ও অনন্তত্ব), আদি ও সামান্য অভিব্যঞ্জক। 'অভি' বলিতে আবিরভিমুখে। অ-স্বর অক্ষর-সামান্য। এই 'অ' 'ক'-রূপে অভিব্যঞ্জক সামান্য।

ব্রহ্ম 'ভূমা'-রূপে পরমাব্যক্ত। এই পরমাব্যক্তের 'সাক্ষাৎ' বাগাদিরূপে যে আবীরূপ, অথবা অভিব্যক্তিমুখীনতা, সেটি ক-কার। অকারাদি স্বর 'সবিতার' যেটি অক্ষরাধার (সত্তায়, শক্তিতে এবং ছন্দে), সেটি 'পাতিল'। পাতিয়া সে 'ক'-কে ডাকিয়া বলিল—"বাগাদিরূপে তোমার পটভূমিতো প্রস্তুত ; এইবার তুমি এই পটে অঙ্কক ও রঞ্জকের তুলি হাতে তুলিয়া লও।" আরও বলিল—"সবুর কর ; যা যা আঁকিবে, তাদের সামান্য ভাবটা, অঙ্কন-রঞ্জনের গোড়ার কথাটা, ভাবিয়া লও।" ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝ। যেমন, কোন মহাপুরুষের ছবি আঁকিবে। তার আগে সামান্য মনুষ্যাকৃতি তোমার ধ্যানমুকুরে ফলিতে দাও। ক-কার মুখ্যপ্রাণসমাশ্রিত। পরে তৃতীয়সূত্রে পাইব যে—হকার মুখ্যপ্রাণের মহাপ্রাণতা। 'মুখ্য' আর 'মহা'তে ভেদ আছে, তাও দেখিব। মুখ্যে আর মহা-তে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাও থাকে। এই নিমিত্ত 'কু চু টু তু পু' এই পঞ্চবর্গেই মহাপ্রাণ কোথাও কোথাও (বিশেষতঃ চতুর্থে) অধিষ্ঠিত আছে। 'মুখ্য' এবং 'মহা' কাদি হাদি আম্নায়েরও মূল কথা। 'কৃষ্ণ' নাম ঋকারাদি সহকারে সব কিছুকে মুখ্যপরিসীমায় নেবার নাম। 'হরে' মহাপরিসীমায়।

ক-কারে Prime Patency, আর হ-কারে Prime Potency—এভাবে ভেদটি ভাবনা করিও।

২ ॥ **কণ্ঠকোণাভ্যাং কৃৎস্নভাবিত্বাৎ** ॥

(হেতু বলা হইতেছে) 'কণ্ঠ' এবং 'কোণ'—এ দুটির সাহায্যে 'ক' কৃৎস্নভাবী—বিশেষ বিশেষ সকল অভিব্যক্তি জন্মায় বলিয়া (ক-কারকে সামান্য অভিব্যঞ্জক বলা হইল)॥

জিহ্বামূলেন কণ্ঠেন মূলযন্ত্রঞ্চ সূচ্যতে।
ব্যাপারবান্ যদাশ্রিত্য মূলস্পন্দঃ স্ববৃত্তিষু॥
ব্যাপারবদদিগ্‌যন্ত্রং দিশ আশ্রয়তে যতঃ।
কোণত্বেন হি তজ্‌জ্ঞেয়ং বৃত্তবীচ্যাদিবেগবৎ॥
সমুদ্রোঽর্ণব ইত্যাদৌ স্পন্দসামান্যবিবৃতিঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চেতি দিগ্‌দেশাদিনিরূপণম্॥১১-১৩

কণ্ঠ (+জিহ্বামূল) এ প্রসঙ্গে কেবল শারীরস্থান বা যন্ত্র বিশেষ (vocal organ) ভাবিলে হইবে না। ইহা দ্বারা অভিব্যক্তিমাত্রের যেটি মূলযন্ত্র (Basic Apparatus), সেটি লক্ষণায় বুঝিতে হইবে। যেমন, বীজের অঙ্কুরাদিক্রমে অভিব্যক্তি হইবে ; সে স্থলে মূলযন্ত্রটি কি ? চিত্তে কোন সঙ্কল্প ক্রিয়াপরম্পরায় আপনাকে চরিতার্থ করিবে ; এখানেই বা কি ? জপে বিন্দু (অব্যক্ত) থেকে নাদ (ব্যক্ত) উদিত হইবে, এখানেই বা কি ? মূলযন্ত্র সেইটি, যদ্দ্বারা, অথবা যেটিকে আশ্রয় করতঃ, মূলস্পন্দ (পরশব্দ) আপন বৃত্তিসমূহে বৃত্তিমান্ ও ব্যাপারবান্ হয়। মূলস্পন্দ—Causal Stress, Basic Commotion—এ ভাবে বহুধা ভাবিত হইয়াছে। যাহা অব্যক্ত (যথা বীজে), সেটি আবিরূপ পাইতে 'কারণ' এবং 'করণ' এ দুটিকে মিলাইয়া লয়। এ দুটি, বিশেষভাবে, কারক। তার মধ্যে কারণটিকে, অত্র প্রসঙ্গে, বল 'মূল-স্পন্দ', আর করণকে 'মূলযন্ত্র'। এ দুয়ে মিলিয়া কি করে ? কোন শক্তিধারা বা স্পন্দকে (স্) কোন এক নির্দ্দিষ্ট তল (level or plane) দেখাইয়া বলে—'তুমি এই তল লক্ষ্য কর, এবং তার পানে আপনাকে লও (canalize কর)।' এই দুটি 'ত' এবং 'প' বর্ণ।. তিনে মিলিয়া হইল 'তপস্'।

দেখ যে (উচ্চারণ করিয়াও), ত কারে যে তলবৃত্তিতা, তাতে (অন্য তল তুলনা বাদ দিয়া) দিগ্‌ধর্ম (directedness) সাবকাশ হয় নাই। কোন তলে যে শক্তিস্পন্দ রহিয়াছে, সেটি এখনও দিক্ বা 'মুখ' পায় নাই। গণিতের ভাষায়, Energy সেখানে 'Scalar'; 'প' (ওষ্ঠ্যবর্ণ) সেটিকে Velocity, Momentum ইত্যাকারে 'Vector' (directed) করে। ('প'-কেও উচ্চারণ করিয়া দেখ)।

এখন, বলা হইতেছে যে, মূলযন্ত্রে (যেটিকে আশ্রয় করতঃ মূলস্পন্দ আপন বৃত্তিতে ব্যাপারবান্ হয়), 'কণ্ঠ' (+জিহ্বামূল) নির্দ্দেশ দেয় ঐ 'অ-দিক্' রূপটির, এবং 'কোণ' দেয় 'দিক্'-রূপের। কণ্ঠ বলে—'এই তো শক্তিস্পন্দ জাগিল।' কোন বলে—'বেশ। এদিকে, এ পথে এস।' তপসে অদিক্-দিক্ দুটিই সম্ভাব্যরূপে মিলিত আছে, তা দেখিয়াছি। একেবারে গোড়ায় যে তপঃ, যা থেকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির অভিব্যক্তি, সেখানে অবশ্য 'অদিক্' ভাবটি মুখ্য থাকে; তথাপি সেটিকে বলিতে হয়—'আমি রাত্রি হইলাম'; 'সমুদ্রোঽর্ণবঃ' হইলাম, ইত্যাদি। লক্ষ্য বা 'মুখ' তাতে এভাবে (সূক্ষ্ম বা implicit) রহিলেও, ঐ (পূর্ব্বব্যাখ্যাত) 'সমুদ্রোঽর্ণবঃ' অবধি সৃষ্টিক্রমে (logical descentএ) কাল এবং দিক্, এ দুই-ই 'পুটিত' (enfolded) থাকে, 'ব্যাসে' (differentiation) নয়। অর্থাৎ, দিক্-কাল এখন অবধিও a frame of co-ordinate system রূপে স্পন্দ বা গতিকে ডাকিয়া বলিতেছে না—'এই যে, আমাতে তোমার লেখটি আঁকিয়া তুমি বৃত্তিমান্ হও।' পূর্ব্ব-লক্ষণানুযায়ী 'কোণত্ব' ধর্ম্মটি না আসা পর্য্যন্ত এই রেখাঙ্কন কর্ম্মটি সম্ভবে না। এই জন্য বলা হইল যে, ব্যাপারবৎ (activating) অদিগ্‌যন্ত্র ('scalar' apparatus) দিঙ্‌মান পরিগ্রহ করে এবং বৃত্ত, বীচি ইত্যাদি বেগরূপতা লাভ করে যদ্দ্বারা, সেটিকে 'কোণ' জানিবে।

পূর্ব্বগ্রন্থে আলোচিত 'সমুদ্রোঽর্ণবঃ' সূচনা করে 'সামান্য-স্পন্দবিবৃতিঃ'। সামান্যস্পন্দ বিশেষরূপতায় আসে আদৌ দিক্-কাল-কোণ—এই ত্রয়ীসহকারে। এ তিনের 'বিবৃতি' না ঘটা পর্য্যন্ত মূলস্পন্দের সামান্য আকারেই বিবৃতি থাকে। যেমন, বিন্দু থেকে সমুদিতমাত্র নাদের, অথবা বিন্দুতে বিলয়ৈকবৃত্তিমান্ নাদের। এ দুটির প্রথমটি বিশেষ করিয়া 'সমুদ্র', দ্বিতীয়টি 'অর্ণব' সংজ্ঞায় আসিবে। বিন্দুতেই ব্রহ্মকাম 'অতপ্যত'—তার আদিম তপঃ করে। ফল—অর্দ্ধমাত্রা।

এই অর্দ্ধমাত্রা নাদকে প্রেরণ করেন কলা (দেশে, কালে ও কোণে) বিতানে। এটি 'ঋতঞ্চ'। বীজাদি জপে এই ঋতান্বগ হইতে হয়। পুনশ্চ, কলাসমেত নাদকে বিলোমে আপন পূর্ণতা-শূন্যতায় 'সম্বরণ' করেন। এটি 'সত্যঞ্চ'। কোন গতি বা ক্রিয়াকে তার পূর্ণ-শূন্য দুটি কাষ্ঠায় না মিলাইতে পারিলে, সেটিকে 'সত্য' রূপে মিলান' হইল না। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শোধনে সেটিই করিতে হয়, নয় কি? অলসিত রসকে উল্লসিত-বিলসিতের মাঝ দিয়া স্বলসিতে সমাপনেও তাই করিতে হয়। 'রাত্রি'কেও এই অনুবন্ধে বুঝিয়া লইবে। কোন 'ব্যক্তি'-ই অব্যক্তকে (unmanifest, potentialকে) আধার এবং ভাণ্ডাররূপে না রাখিয়া হয় না—এটি মনে রাখিতে হইবে। বীচি ইত্যাদি রূপে নিখিল জাগতিক স্পন্দবিতানকে কেবল মূলে নয়, পরন্তু তার সংসরণের প্রতিটি ছান্দসপাদে অব্যক্তকোটিতে (সুতরাং রাত্রিতে) ফিরিতে হয়। গায়ত্রী ইত্যাদি ব্যাহরণে এই শেষের গুলি কি? এক এক পাদের লয়স্পর্শস্থলগুলি। বিন্দুবিলয়টি 'সংস্পর্শের' স্থল বলা হইযাছে।

কারিকায় শেষে আছে—'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' ইত্যাদি। দিগ্‌দেশাদি বিশিষ্টরূপে পদার্থের যে নিরূপণ, সেটি হয় মুখ্যতঃ সূর্য্য এবং চন্দ্রমাঃ এই দুটির অধ্যক্ষতায়। এ দুটিকে চিনিয়া রাখিয়াছ তো? ঐ সূর্য্য আর ঐ চন্দ্র—মাত্র ইহাই নয়।

৩ ॥ উষ্মা ঘোষবান্ মহাপ্রাণো হকারঃ ॥

হকার উষ্মবর্ণ, ঘোষবান্ ও মহাপ্রাণ ॥

উষ্মেতি বায়ুসত্ত্বাকো ঘোষবানিতি চেরিতঃ।
মুখ্যত্বেন মহাপ্রাণো হকারো হংস উচ্যতে॥
হৌংসো হ্‌সৌ হ্রীঁ মনুশ্চেতি হূমাদাবপি সর্ব্বতঃ।
নাদশক্তে র্ঘনীভাব আবিন্দু যেন লভ্যতে॥
কলাভিঃ কলনাদ্ যেন বিন্দুর্নাদায়তে পুনঃ।
বিশ্বকুণ্ডলিনীনিদ্রা যেনাপি চ নিবার্য্যতে।
বজ্রসত্ত্বো হকারঃ স সৌষুম্নার্গলপাটনঃ ॥১৩৪-৩৬

উচ্চারণ যন্ত্র কণ্ঠ। তথাপি হকারকে নিখিলশক্তিসামগ্রীর বাগ্‌বিগ্রহরূপে দেখা হইয়াছে। 'স' এর সাথে মিথুন (polar) হইলে (যথা, হ্‌সৌ

আকৃতিতে), 'হ' বিশেষ করিয়া সঞ্চিত (massed) শক্তি, আর, 'স' সিঞ্চিত শক্তি (radiated) নির্দ্দেশ করে। উচ্চারণে 'কণ্ঠ' যে মূলযন্ত্রের (Basic Apparatusএর) সূচক, তাও পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যাত। ক = ব্যঞ্জনমুখ ; ং = ঐ ব্যঞ্জনমুখকে বিন্দুপ্রতিযোগী করিলে, কিনা, তাকে বিন্দুঘনতার পানে লইলে ;—the Basic Manifesting *elan* tends to become condensed or nucleated so as to evolve. কবর্গে যে মুখ্য নাদপ্রতিযোগিতা, সেটি অনুস্বার যোগে নাদবিন্দু, এতদুভয় বা মিথুন প্রতিযোগিতায় (প্রতি + যোগে) আসিল ; আর, এই মিথুনব্যতীত কোন ব্যক্তকলার (evolved aspects) কলন হয় না। শেষে যে 'ঠ', সেটি ? চন্দ্রবীজের বর্ণ, সুতরাং, কলার নির্দ্দেশ দেয়। 'কণ্ঠ' শব্দের প্রাণরসায়নে পাইলে তবে কি ?—A power beginning to manifest (ক), condenses itself as a source or centre (ং), so as to evolve into multiple lines and phases of manifestation (ঠ)। এখন দেখ যন্ত্রসামান্যের মূল আকৃতিটি এ তিনে পাইলে কিনা। হকার এই মূলযন্ত্রসমাশ্রয় করে তার 'উচ্চারণে' (এটিকেও কেবল vocal sound ভাবিও না)। উৎ + চারণ = কোন এক অভিব্যক্তি সীমা বা target রূপে রহিয়াছে, যেন তার top or ceiling 'reach' ; সেইটিকে বলা হইল উচ্চারণ। যেমন ধর, অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ, গানে উদ্ধাপ কোন 'key' অবধি গতি ; গায়ত্রীতে 'বরেণ্যং' টিকে ঠিক চূড়ায় সানুতে দেখাইয়া এর সাথে বিশেষ কোন 'কেন্দ্র' সম্পর্কে সুষম উদয়-বিলয় ছন্দে সকল স্পন্দগুচ্ছকে 'আহরণ'-টি থাকিলে হয়, 'ব্যাহরণ'। শুধু উচ্চারণে যেটি (শক্তিধারা) ঊর্দ্ধে বা নিম্নে লম্বরেখায় চলে, ব্যাহরণে সেটি এক ধ্রুব অক্ষ সহকারে শঙ্খাবৃত্তি (spiraline movement) ও লাভ করে। কাজেই, তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকল্পে শক্তিবীর্য্য এবং শক্তি পাটব, দুই-ই লাভ হয়। শঙ্খ সে নিমিত্ত ব্যাহরণ সম্বাদী। শ্রীভগবানের করে শঙ্খ।

এখন, সকারের দ্বন্দ্বে রহিয়া হকার সঞ্চিত ভূমিকাটি বিশেষভাবে লয় বটে, কিন্তু 'দ্বন্দ্বাতীত' রূপে হকারে নিখিল শক্তিসামগ্রীই সর্ব্বথা বিদ্যমান। ককার বলে—"আমি অভিব্যঞ্জনার 'মুখ' হইলাম।' হকার বলে—"আমি হইলাম তোমার 'মুখ্য' বা পূর্ণ হবন।" 'মুখ' এর সঙ্গে বায়ুবীজ যে 'য', সেটি যোগ -

হইল। বায়ু? আদিমকারণে যে আদিম সঞ্চারী প্রসারী গতিস্পন্দরূপ। 'বিয়ৎ' বা আকাশের সঙ্গে এর 'একপর্ব্ব' ভেদ আছে,—তা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। আকাশে Continuum ভাবটি প্রধান (যেমন আবার পরাবাকে); বায়ুতে এটি রেণুরূপতাতেও (as corpuscles, quanta) আসিয়াছে (পশ্যন্তী প্রভৃতির সূচনা)। লক্ষ্য কর যে, হকার, বিশেষ করিয়া, আকাশবীজের অক্ষরপীঠ। তার মানে, 'আকাশ' বলিতে সত্তাশক্তির যে সামান্য, সমগ্র এবং অসীম—এই তিনটি ভাব আসে, হকার স্বয়ং সে ভাবত্রয়নিষ্ঠিত। 'নিষ্ঠিত' বলিতে এখানে 'inherently given' বুঝিও। অর্থাৎ, উক্ত ভাবত্রয় হকারের 'নিজস্ব', আর কোথা থেকে 'অধ্যস্ত' নয়।

এতদ্রূপ হইয়াও হকার উষ্মা, ঘোষবান্, মহাপ্রাণ—বিশেষতঃ এই তিনরূপে সূত্রে লক্ষিত। আগের তিন, আর এই তিন; হইল ছয়। শিব এবং শক্তি, দুয়েই 'হ' কে আপন বীজরূপে বরণকরতঃ তা থেকে ষডাম্নায, ষট্‌কোণযন্ত্রাদি বিশ্বমৌলিক 'ষট্‌কে'র জনয়িতৃ-যুগল রহিয়াছেন।

এইবার, 'উষ্মা বায়ুসত্তাকঃ' কথাটার মানে বোঝা। আকাশের ঈক্ষণে হইল বায়ু—শ্রুতি বলেন। আকাশের ঈক্ষণ মানে? ব্রহ্মের ঈক্ষণ?—ঠিক। তথাপি উপলক্ষণায় আকাশেরও নিজস্ব এক ঈক্ষণ আছে। জড়ের? আকাশ 'জড়' কে বলিল? তবু 'ভূত' তো? ভূতনাথ, ভূতেশ্বরই হন ভূত! আচ্ছা, এ বিচার ছাড়। আকাশের নিজস্ব ঈক্ষণটি কি পদার্থ, তাই বল। ঐ 'উষ্মন্' শব্দটিতে তার সঙ্কেত আছে। উ+ষ্+মন্—ব্যাপারটা আসলে কি? হকার আকাশরূপতায় সামান্য, সমগ্র, সর্ব্বতঃ—এই তিনভাবে নিষ্ঠিত বলা হইযাছে। শব্দ (পরশব্দ অর্থে) যে আকাশের গুণ, তা প্রথম খণ্ডাদিতে বিশেষ করিয়া দেখান' হইয়াছে। এইবার শব্দের সঙ্গে স্পর্শ (মূল অর্থে, Prime Stimulus Factor, 'আদিম উত্তেজক') আসিবে। মূল স্পন্দের সঙ্গে মূল স্পর্শ (ঐ অর্থে) যুক্ত হইলে হয় 'বায়ু'। মহাসাগরের বক্ষে সামান্য, সমগ্র এবং সর্ব্বতোভাবে কোন উচ্ছ্বাস (heaving) হইতে সাগর রেণু বা কণ সমষ্টি-রূপ না হইলেও চলে, মনে হয়; কিছু তরঙ্গ প্রবাহাদি রূপে পরস্পরস্পর্শধর্ম্মী কোন সংস্থায় সাগরকে আসিতে গেলে তাকে কণসমষ্টিরূপে না ভাবিয়া উপায় নেই। প্রাণ এবং চেতনার দৃষ্টান্ত লইয়াও এই মুল শব্দ এবং স্পর্শ তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিবে। প্রাণকে as plenum (বিভু) ভাবে লইলে, তাতে প্রথমটি (as causal

stress) থাকিতে পারে ; কিন্তু দ্বিতীয়টি (stimulate, excite, irritate) আসিতে গেলে প্রাণসামগ্রীকে নানা 'প্রাণকেন্দ্র' রূপটি পাইতে হয়। চেতনার (Feeling, Consciousness) বেলাতেও তদ্রূপ।

এখন, সামান্য সমগ্র পদার্থে (আকাশে, ঈথার ইত্যাদিতে) স্পর্শধর্ম্মানুরোধে ঐ প্রকার বিশেষ ব্যষ্টিরূপতা (কণ, কেন্দ্রপ্রভৃতি) যদ্দ্বারা সাধিত হয়, সেটির 'বায়ু' সংজ্ঞা (Prime differentiating and denoting Factor)। আকাশে বা পরশব্দে যে Connotation সমষ্টি বা Integral Significance ছিল, সেটি বায়ুতে বা পরস্পর্শের ভূমিতে হইল বিশেষ বিশেষ connotation-and-denotation. General and universal special and particularএ 'অবতরণ' করার 'সেতু' (ঐ স্পর্শটি) পাইল। 'স্পর্শ' বলিতে পরস্পরের 'আকাঙ্ক্ষা' (affinity)। বায়ুতেই মূল রজোরূপতা (যেটি রাগদ্বেষের-ও বীজ)। এই নিমিত্ত জপাদিদ্বারা বায়ুকে প্রথমে সুষম, অন্তে স্থির করাই (অর্থাৎ, বিরজাঃ হওয়াই) মহাব্যোমতত্ত্বে নিষ্ঠিত হবার সাধন।

আকাশকে এভাবে মূলরজোরূপতায় লইবে যেটি, সেইটি হইল উষ্মধর্ম্ম। "উষ্মাণঃ শষসহাঃ"। উ = ওষ্ঠ্যবর্ণ। উকার সূত্রে এটিকে বেধবৃত্তিমুখ্য উদিত, উজ্জিত স্বর বলা হইয়াছে। হ্রস্বে উদিত, দীর্ঘে উজ্জিত। আকাশ বা মূলসামান্যস্পন্দ যেন আপনাকে স্পর্শধর্ম্মী আকৃতিতে উদয়নের নিমিত্ত আপনাকেই 'বেধ' করিতেছে। আপন সামান্য সত্তাশক্তিস্পন্দের অধিকরণে—'এইযে বিশেষ' বলিয়া আপনাকে নিরূপিত (denote) করিতেছে। (উ-স্বর উচ্চারণ করিয়া আমরা বায়ুকে যেমনধারা শরাকৃতি—canalized, piercing pattern—দিয়া থাকি ; 'ফুঁ' দেওয়াতে যেমন)। 'ষ' (নিজেও উষ্মবর্ণ) সে ক্রিয়াকে topmost potencyতে (মূর্দ্ধন্যে) আনে। 'ম' সেটিকে অন্তিম স্পর্শ (to the last point of 'touchability') অবধি নেয়। অর্থাৎ, 'উ' এর উদিত-উজ্জিতত্ব যেমনধারা শেষ কাষ্ঠা অবধি, তার স্পর্শবৃত্তি (affecting factor)-ও তেমনিধারা যায় চরম অবধি। কিন্তু 'ম'-এ (অন্ত্যস্পর্শবর্ণে) বিন্দুতে স্পর্শটি দিয়া থামিয়া বা থম্‌কিয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে (যেমন, ওম্ উচ্চারণে)। শেষে, 'ন্' এটির নিষেধ করিতেছে। শুধু 'ন'তে নিষেধ তার অন্যতমা বৃত্তি বটে, কি 'ন্'-এ যেন বলা হয়—'তুমি থেম' না, লক্ষ্যে চল।' পুনশ্চ, 'ম'-এর ওষ্ঠ্যবৃত্তি আর 'ন্'-এর দন্ত্য-বৃত্তি—এ দুয়ের 'সমাহার'

(composition) হইল। দন্ত্যবৃত্তি = Principle of 'cutting up' and distribution. ধর, সম্মিলিত 'সাত-রঙা' সূর্য্যরশ্মি। একটা গাছের পাতায় বা ফুলে তার অন্তিমস্পর্শ ('ম') দিল। গাছের পাতা বলিল—"তোমার সাতের একটা—সবুজ—আমি 'কেটে' নিলাম ; ফুল বলে—"না, সবুজ আমি নেব না, লাল নেব।" বিশ্বস্পন্দ তার শেষ স্পর্শ ('terminal touch') দিতে এলে, সব কিছুই আপনটি আপনার মতন ক'রে 'কেটে' রাখে। এইটি তার মূল reactive index. হকার বায়ুসত্তাক 'উষ্মা' হইয়া এর সম্ভাবনা ঘটাইয়া দেয়। 'সম্ভাবনা' বলিলাম এই জন্য যে—বায়ু বিশেষতঃ সম্ভাব্য—সমুত্থান-সংস্থা (the realm of probability function and "waves")। পরে তার সূত্র আসিতেছে।

'ম'কে সব কিছু স্পন্দবিকিরণের 'শেষস্পর্শ' বলা হইল। কিন্তু কোন আধারে (যথা, ফলকে) স্পর্শ হইয়া (on incidence), তার সেখানে গ্রস্ত (absorbed) কিংবা প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনাই অধিক থাকে। আধারটি এক বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট (যথা, convex) না হইলে, তার কেন্দ্রীয়তায় আসা সহজে ঘটে না। বায়ুতে জলীয় বাষ্প, তার জলবিন্দুরূপে কেন্দ্রীয়তায় আসিতেও বটে। শৈত্যস্পর্শ ? শুধু সেটি নয় ; জলবিন্দুর জমাট হইতে কোন কিছু (যথা, charged particle) তার কেন্দ্র বা nucleus হওয়া আবশ্যক ও হয়। নানা দৃষ্টান্তে এই ভেদটি (বাহ্যস্পর্শ আর—কেন্দ্রীভাবানুভাবিত স্পর্শ) ভাবনা করিবে। 'ম' এর যায়গায় সেই অনুস্বার (বিন্দুপ্রতিযোগী) আন। অনুনাসিক 'ম্' তোমার বিন্দু-নাদ বীণাটিতে 'পরশ' দেয়া গেল ; অনুস্বার বীণায় তার সুরে বাঁধিয়াও দিল। প্রথমটিকে বল — অনুবাদী, দ্বিতীয়টিকে বাদী। কিন্তু কলায়—, তানে, লয়ে মূর্চ্ছনায়—আলাপন ? অর্থাৎ, স্বরব্রহ্মের বিন্দু-নাদ-কলা—এই পূর্ণ আকৃতিটি দেখাইতে সেই নাদ-বিন্দুসমাহাররূপা অর্দ্ধমাত্রাপ্রতিরূপা চন্দ্রবিন্দু (ँ)—কলা চাই। চন্দ্রবিন্দুকে তাই বল সম্বাদী। 'উষ্মাণে' যে 'ম', তার প্রসঙ্গে এই ভেদগুলি বিভাবনীয়।

পুনশ্চ, এই প্রসঙ্গে 'উষ্মা' এবং 'উষ্ণ' শব্দ দুটিকেও পরীক্ষা করিবে। প্রথমটিতে তেজঃ বা অগ্নি এখনও প্রচ্ছন্ন (latent) ; দ্বিতীয়ে অগ্নির প্রাকট্য। যেমন, ভিতরে ভিতরে 'রাগ' হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কিংবা বাহিরে রাগের কোন স্পষ্ট লক্ষণ এখনও হয় নাই।—A latent commotion tending to

generate heat. এটি 'উষ্মা' সংজ্ঞায়, বায়ুর অধিকরণে আসিবে। 'রাগ' হইলে তেজঃ বা অগ্নির অধিকারে। এটি উষ্ণ। এতে শেষে যে 'ণ', তাতে 'রং' এই অগ্নিবীজটি উচ্চারণেও ব্যক্ত হয়।

তারপর, 'ঘোষবান্'। এর দ্বারা কি বলা হইল? হকার ঈরয়িতা এবং ঈরিত—The prime Impulsion Agent and Patient—এই দুইভাবেই সমগ্র সর্বধারার মূলে রহিয়াছে। হ-ছাড়া ভিতরে বা বাহিরে কোন Basic Urge, Impulse ইত্যাদি নেই। Aspiration (স্পৃহা)-তে হ-এর মূল ঈরণা আছে। গায়ত্রীর 'ধীমহি'-তে 'হ' ঈরিত; 'ধিয়োযোনঃ' ইত্যাদিতে 'হ' ব্যক্ত না হইয়াও ঈরয়িতা রূপে বৃত্তিমান্। 'উষ্মা'-তে ছিল স্পর্শ (Impact)-বৃত্তির মুখ্যতা; এখানে 'ঘোষ'-এর। কবর্গের মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ সেই চতুর্থবর্ণ ('ঘ'); তার সাথে আমাদের পূর্ব্বভাবিত 'উষ' যুক্ত হইয়া ঘুষ্ বা ঘোষ হইল। 'ধ' ছাড়া 'ঘাড় ধ'রে' চালাবার আর কে আছে? ঘটনাও যেন 'ধাড়্ধ'রেই' চালায়। আগে আগে ঘটকেরাও কুলমেল ইত্যাদির ফাঁস লাগিয়ে এক রকম ঘাড় ধ'রেই সাদী দিত, নয় কি? আর এক জন্ কেউ (তাকে কেউ কোনদিন সনাক্ত করে নাই) ঘাড় ধ'রেই সব্বাইকে ঘাটে নেয়! এ সব শুধু রগড়ের দৃষ্টান্ত নয়। এ তিনে 'ঘ' এর ত্রিবিধা বৃত্তি বলা হইল। ঘটনা বলে—'চলতে হবে, চলো।' ঘটক বলে—'মিলতে হবে, মেলো।' ঘাট বলে—'থামতে হবে, থামো।' ঘটনা ঠেলে নিয়ে যায়; ঘটক যুড়ে দিয়ে যায়; ঘাট গড়া জিনিষ ভেঙ্গেও দেয়। মূল Impulse-এর এই তিনটিই মৌলিক বৃত্তি—to push or pull; to join consort; to disjoin and part. কবর্গের তৃতীয় বর্ণ যে 'গ' (গতিরূপ), সেটি 'হকারগর্ভ' ('ঘ') হইয়াই ঐ ত্রিবিধ মৌলিকবৃত্তি প্রবর্ত্তন করে।

বাহ্যবিশ্বে ঘোষবানের ভাস্বান্ মূর্ত্তবিগ্রহ সূর্য্যের রহস্য নাম 'ঘৃণি'—ইহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে বলা হইয়াছে। বীজে -ওঁ হ্রীঁ—স্মরণ কর।

তারপর, হকার মুখ্যভাবে 'মহাপ্রাণ'। অর্থাৎ, সব কিছুই (বর্ণও) 'হকারগর্ভিত' হইয়া, হকারের অনুগ্রহে, মহাপ্রাণ হয়। সেই যেমন 'অগ্নিগর্ভা শমী'। মহাপ্রাণের মূল মহাজন হকার। 'মহা' বলিতে শক্তির (প্রাণের) মহদ্ (অব্যক্ত এবং ব্যক্ত) রূপ।—the Plenum and Unlimited Reserve of Power. অর্থাৎ, অন্য অন্য স্থলে প্রাণ বলে—'এই

দেখ, আমি এতটা বা এতটুকু হইয়াছি', কিন্তু হকারে বলে—'এই দেখ, আমি তার বাহিরেও সমগ্ররূপে, অব্যয় ভাণ্ডাররূপে আছি।' এই নিমিত্ত হকারের বিশেষভাবে 'হংসঃ' সংজ্ঞা। অর্থাৎ, সঙ্কুচৎ (ং) এবং প্রসরৎ (ঃ), শক্তিবিক্ষেপ (স) মাত্রকেই হকার আপন আধারে ও ভাণ্ডারে রাখে। এই লক্ষণটি হংসঃ (=অজপা) এবং হংসঃ (=সূর্য্য)—এ দুটি স্থলেই মিলাইয়া লও। দুয়েরি 'আয়ুষ্কাল' আছে। অজপাস্থলে আয়ুঃ নির্ভর করে কিসের উপর? ঐ যে সকারের (শ্বাস, হৃৎস্পন্দ, vital metabolism ইত্যাদির) যে দুটি 'পক্ষ' (অনুস্বার ও বিসর্গ—intake and output), তাদের বৃত্তি (functioning), ঐ মূল মহাজন এবং ভাণ্ডারীর (হ-এর) কাছ থেকে কার্য্যতঃ কতটা মঞ্জুরি (credit) পাইয়াছে? 'হ' অবশ্য শেষ হবার নয়। তবু, তুমি তাকে তোমার কারবারে খাটাবার কতটা credit পাইয়াছ? যেমন আবার ধর—পাওয়ার হাউসে (বিশেষ, আজকালকার এটমিক পাওয়ার হাউসে), শক্তিতো মহাপ্রচুর; কিন্তু তুমি মিটার ইত্যাদির সাহায্যে তোমার ঘরে অথবা কারখানায় সে মহাপ্রচুরের কতটা অংশের সংস্থা করিয়াছ? বলা বাহুল্য, এই সংস্থাটি একান্ত 'অনড়' নয়। হ-কে 'তুষ্ট' করিতে পারিলে, তোমার credit বাড়ানও যায়। হ-কারের তুষ্টি এবং স-কারের পক্ষদ্বয়ের পুষ্টি বিধায়ক যে যোগ, তাই 'হংসযোগ' সামান্যভাবে। সূর্য্যের দৃষ্টান্তেও 'হ' আর 'স' কে অনুরূপভাবে ভাবনা কর। সমগ্র সৌরতেজঃ হকার। এর কিছুটা ব্যক্ত, বেশীটা আণবীশক্তিরূপে পিণ্ডীকৃত (massed)। সূর্য্যের তেজঃ তো কোটি কোটি বর্ষমানে প্রচণ্ড বিকিরণে ব্যয়িত হইতেছে। তবু সূর্য্যের আয়ুঃ ফুরায় না কেন? ঐ আভ্যন্তরীণ আণবমহাভাণ্ডার থেকে প্রচুর 'যোগানের' ব্যবস্থা অর্থাৎ, হকারতোষণের ব্যবস্থা থাকায় সূর্য্যে সকারপোষণও চলিতেছে। বিশ্বে প্রতিটি 'হংসৌ' আকৃতিতেই এই সমস্যা। অর্থাৎ, যাবতীয় Intake-Output Ratioতেই (Exchange Position)।

নাদ-বিন্দু-কলা প্রসঙ্গে হকারকে এইভাবে দেখান হইতেছে:—নাদশক্তি (Power as Perfect Potency) যাহা দ্বারা বিন্দু অবধি (আবিন্দু) ঘনীভাবে (Power as Perfect Potency) আসিয়া থাকে; পুনশ্চ বিন্দুও যদ্ দ্বারা কলাসমূহে আকলিত হয় বলিয়া নাদভাব প্রাপ্ত হয় (নাদায়তে); বিশ্বকুণ্ডলিনী (Cosmic Power Potential)-র 'নিদ্রা' যদ্-দ্বারা নিবারিত

হইয়া তার জাগৃতি সাধিত হয়; যদ্দ্বারা আবার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আলোচিত 'সৌষুম্নার্গল'টির পাটন ঘটে ;—তাহা কি ?—তাহা হইল (বর্ত্তমান সূত্রের) বজ্রসত্ত্ব হকার। 'হংসঃ' আকৃতিতে এর পরীক্ষা আগেই করা হইল। 'হৌংসঃ', 'হ্রীঁ'—ইত্যাদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে হইয়াছে।

লক্ষ্য কর যে, সূত্রের ঐ হকারকে সপ্ত বিশেষণে বিশেষিত করা হইল। উষ্মা; ঘোষবান্; মহাপ্রাণ; বজ্রসত্ত্ব; বিশ্বকুণ্ডলী জাগৃতিকল্পে সুষুম্নার্গলপাটন; নিষ্কল অথবা সকল নাদের বিন্দুভাবে আনয়নক্ষম; বিন্দুকে নিষ্কল অথবা সকল নাদভাবেও আনয়নদক্ষ। এ সাতের প্রায় সবগুলিই বিবেচিত হইয়াছে। 'বজ্রসত্ত্ব' বলিতে কি বুঝিবে ? যেটির সত্ত্ব অপর কিছুদ্বারা বেধযোগ্য নয়, পরন্তু মন্ত্রাদি 'আয়ুধ' রূপে প্রযুক্ত হইলে যাহা অপর সব বেধসমর্থ। বিশ্বভূত মাত্রেই তো বেধ্য (penetrable)। স্থূলে Matterকে (Atom) impenetrable ভাবা হইত আগেকার দিনে। বর্ত্তমানে তা নয়। তবু প্রশ্ন হয়—বস্তুর এমন কোন 'নাভি' ('hard core') নাই কি, যেটি অভেদ্য ? যদি থাকে তো, সেখানে সেটি বজ্রসত্ত্ব; এবং হকার সেই বজ্রসত্ত্বের স্বাভাবিকী বাক্। প্রাণ এবং অন্তঃকরণের দিক্ থেকেও ঐ বজ্রনাভি এবং বজ্রসত্ত্বের সন্ধান চলিবে। শ্রুতি প্রভৃতিতে 'মুখ্যপ্রাণ'কে (যেটি অসুরবিদ্ধ হয় নাই) এই বজ্রসত্ত্বসংজ্ঞায় আনা হইয়াছে কিনা, দেখ। 'বজ্রহস্তা কল্যাণশোভনা'র কাছে প্রাণরক্ষার প্রার্থনাও হইয়াছে। 'হস্তা' বলিতে সেই শক্তি, যেটি কোন কিছুকে এক স্থল থেকে তুলিয়া অন্যস্থলে রাখিয়া দেয়। যেটি ভঙ্গুর, ভেদ্য স্থলে আছে, তাকে অভঙ্গুর (imperishable), অভেদ্য (impregnable) স্থলে রাখিতে পারে যে শক্তি, তাহা 'বজ্রহস্তা'। সে বলে—'এমন যায়গায় তোমাকে তুলিয়া রাখিলাম, যেখানে আর তোমার মা'র নেই।' সেটি অবশ্য অমৃতকল্যাণশোভনা কোন এক সংস্থা। জপে যেমন নাদ-কলা-বিন্দু—এ তিনের সমানাধিকরণ-সামরস্য স্থল।

চিত্তে সাধারণতঃ (অহং নয়, কিন্তু) 'ধী'-ই করে বজ্রসত্ত্বের ভূমিকা গ্রহণ। তথাপি ধীকেও স্থিতধী ইত্যাদি হবার নিমিত্ত যুঞ্জান ইত্যাদিও হইতে হয়। যুক্ত, যুক্ততর, যুক্ততম হইলে তবে খাঁটি বজ্রসত্ত্ব। 'অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্ মে ধর্ম্মধারিণী'। যে ধর্ম্ম নিখিলকে ধরিয়া আছে, সে ধর্ম্মকেও যিনি ধারণ করেন (the Ultimate Principle of Cohesion etc.), তিনি ধর্ম্মধারিণী।

ইনি অবশ্য বজ্রসত্ত্বা। বজ্রসত্ত্বা, বজ্রেশী, বজ্রেশ্বরী, মহাবজ্রা ইত্যাদি বহু নামে ও ভাবে এই বজ্রশক্তি আখ্যাতা ও ভাবিতা হইয়াছেন। দেখিয়াছি যে, নিখিলসত্ত্বা তার 'নাভিতে' ("core" এ) তার শক্তিসামগ্রীভাণ্ডারটিকে বজ্রশক্তির মতই জড়ো করিয়া রাখে। ফলে, সেটি হয় নিজে অভেদ্য অথবা দুর্ভেদ্য; এবং যদি কোন অসামান্য উপায়ে তার শক্তিসামগ্রী 'মুক্ত' ও বিকীর্ণ হয় (যেমন, ফিশন্ অথবা ফিউশন্ বম্ব্), তবে সেটি হয় বজ্রেরি মত সর্ব্বপাটনক্ষম। বলা হইয়াছে যে—হকার সেই শক্তিসামগ্রী, 'স্তব্ধ' অথবা 'উদ্যত', উভয়রূপেই। সুতরাং, সে শক্তিসাধনা হ্রীঁ হ্রুমাদি বীজের সাধনা। হবনে 'স্বাহা'-তে হকার মর্য্যাদাভিবিধি, এতদুভয়েব সীমায় লইতে প্রতিজ্ঞা করে।

সাধারণতঃ ধ্বনি স্থূলগ্রামগুলিতেই জাত, বিতত এবং নিবৃত্ত হইতে চায়। অর্থাৎ, সচরাচর (পূর্ব্বব্যাখ্যাত) অবমপর্ব্বেই তার 'লীলা' (ক্রিয়া) সাধিয়া লয়। তার মর্য্যাদা ও অভিবিধি (Limit of Amplitude) অবমেই আবদ্ধ। হকার ব্যতীত ইহা 'উত্তমে' (Supersonic এ) এবং 'পরমে' (Transcendental এ) যাবার মঞ্জুরি পায় না। হকারকে 'প্রাণেশ' অথবা 'মহাপ্রাণবর' বলার মানে তাই। যে ক্রিয়াকারকশক্তি সঙ্কীর্ণপাদে, স্বল্পমানে বাঁধা পড়িয়া আছে, সেটিকে মহীয়সী, ভূয়সী রূপে উত্তম এবং পরমকাষ্ঠায় লইতে ঐ মহাপ্রাণবর।

৪ ॥ অণ্কহৈরভিব্যক্তিপঞ্চকম্ ॥

অ, ই, উণ্—এ তিন আদ্যস্বর, এবং ক, হ—এ দুই আদ্যন্ত ব্যঞ্জনদ্বারা অভিব্যক্তি পঞ্চধা ॥

প্রাণস্য প্রাণনং জ্ঞেয়ং পঞ্চধা মূলবৃত্তিভিঃ।
আদ্যৈঃ স্বরৈস্ত্রিভিস্ত্রিত্বং কহাভ্যাং দ্বিত্বমেব চ ॥
পঞ্চপ্রাণনমূলত্বাৎ সমস্তব্যস্তকল্পিতম্।
বাঙ্ময়াদ্যখিলং বিশ্বং পঞ্চত্বেন প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১৩৭-৩৮

হকার প্রাণেশ। ইহা নাভি এবং ধূঃ-রূপে নিখিল বিশ্বচক্রের যে আবর্ত্তন, তার ভরণ-বিধারণ করে। ইহা যেন আদ্যস্বর অকারকে বলে—'এস, তুমি-আমি দুটি 'প্রান্ত' বা কাষ্ঠারূপে বিশ্বচক্রাবৃত্তির অক্ষ কল্পনা করি।'

তন্ত্রে 'ক্ষ' শেষ ব্যঞ্জনরূপেও কখনো গণ্য হয়। তা হইলে, 'হ' নিজেকে যুগ্মকরতঃ—being polarised—একপ্রান্তে অক্ষরসামান্য 'অ', অন্যপ্রান্তে অক্ষর-সমূর্দ্ধগ 'ক্ষ', এই দুটি বর্ণে বিবর্ত্তিত—evolved—হয়। 'ক্ষ' কে (ক্+ষ) ভাবিলে, ক = কণ্ঠ, মূল ; ষ = মূর্দ্ধা ; সুতরাং, ক্+ষ তে মূল থেকে মূর্দ্ধা (top limit) অবধি শক্তির বৃত্তিমত্তা সূচিত হয়। কাজেই, ক্ষ = অক্ষরসমূর্দ্ধগ। আবার, অক্ষর শব্দে অ আর র-এর মাঝে ক্ষ বসিয়াছে ; এরই বা কি মানে, তাও ভাবিও। যদি বলি—ক্ষ মাঝে রহিয়া বিশ্বচক্রের প্রতিটি অরকে বলে, 'তুমি মূলে রহিয়া কাষ্ঠা অবধি যাও ; সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তোমার গতি হউক'—তবে (অর্থাৎ এ কথা বলিলে), 'বাকের বাজীগরি' বলিবে না তো ? সত্যিই, বাকই বিশ্ববাজীকর !

'ক্ষ'কে এখন ছাড়। 'অ-হ'—এ যুগলে বিশ্বচক্রাবৃত্তির, অথবা বিশ্বশক্তি-সামগ্রী মন্থনের, অক্ষ হইল। কিন্তু অক্ষ এখনও কোন দিঙ্মান লয় নাই। কোন্ দিকে (ধনে বা ঋণে ইত্যাদিতে) চালাইব বা মন্থন করিব—এ প্রশ্ন এখনও আসে নাই। এটি অক্ষের দিঙ্-নিরপেক্ষ ভাব। 'দিক্' বলিতে লক্ষণায় ছন্দঃ আসে, পাদ-মাত্রা, আকৃতিও আসে। এই 'অহ' অক্ষটিকে বিন্দু-'মুখে' নাও তো—'অহং'। নাদ-'মুখে' নাও তো 'অহঃ'। দুটিকে দুটি সীমা ধরিলে, মধ্যে অশেষ কলার পাদে, মাত্রায়, ছন্দে কলন। এই কলনের আদিম অভিব্যঞ্জক 'ক'। আর, আবর্ত্তন বা মন্থন ক্রিয়ার অপর দুইটি মৌলিক 'মুখ' (sense) থাকে ; সে দুটি আমাদের পূর্ব্ব সূত্রিত ই ও উ। অতএব, পাঁচটি—'অ ই উ ক হ'।

ধর, বীজ থেকে বৃক্ষ হইবে, আর, তাতে ফল এবং সে ফলে আবার বীজ। বীজটি লক্ষণমত 'হ', কিন্তু অব্যক্ত (potency or potential)। বীজ থেকে অভিব্যক্তির সূচনা অঙ্কুরোদ্গম—এটি অ-স্বর। অঙ্কুরটি লম্ববৃত্তিতে বাড়িতে থাকে (ই-স্বর) ; বেধবৃত্তিতে কাণ্ড-শাখাদিতে ত্বক্-শিরা-মজ্জাদি অবয়বসঙ্ঘাত গ্রহণ করে ; রস, তাপ-আলোকাদি আপন সূক্ষ্ম, নিগূঢ় প্রাণকোষে শোষণ করে ; ইত্যাদি। ইহা উ-স্বর। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প-ফলাদি অবয়ব কলন করে—ক-বর্ণ। শেষে ফলে বা পুষ্পে আবার বীজ হয়—হ। এখানে 'হ' সমগ্রব্যক্তিমাপন্ন হইয়াও অব্যক্ত হইল। সমগ্র Patency cycle ঘুরিয়া আবার Potencyতে ফিরিল। এই সমগ্র ব্যাপারে

অ-এর অগ্রে যে 'হ', সেটি যেন নেপথ্যে নীরব—মূক, এখনও কোন কথা বলে নাই। শেষের 'হ' পালা সাঙ্গ করিয়া, সব বলিয়া কহিয়া, যেন আবার নেপথ্যের যবনিকা সরাইয়া বলিল—'এই দেখ, আমি ক্ষান্ত হইলাম।' মাটিতে পোঁতা বীজ, আর ফলফুলের মধ্যে বীজ—এ দুটিকে এভাবে ভাবিয়া লও। প্রথমটি বলে—'আমি কিসের বীজ, তা পুঁতেই দেখ না!' শেষেরটি বলে—'এই দেখছ' তো আমি কার বীজ!' এই ভেদটি দেখাবার নিমিত্ত 'অইউকহ'—এই মূল পঞ্চকের শেষে 'হ' আসিল। যাহা মূলে, তাহাই ফলে, শীষে! মূলে যাকে চেন'নি, ফলে তাকে চেন'। চিনে? আবার মূলে চলো—বীজ পোঁত'।

ধর আবার গায়ত্রী জপ। অর্দ্ধমাত্রার উদয় সেতুতে 'হ' অব্যক্ত থেকে ব্যক্তিমাপন্ন হইবে। কিন্তু উদযোপক্রমে তাকে যেন 'চিনি' না—বুঝিতে পারি না। শেষে, বিলয় সেতুতে 'হ'কে চেনাইতো আসল কাজ! সেখানে স্থূল বাক্ আর সঙ্কল্পী-বিকল্পী মন—এ দুই-ই ছেড়ে প্রাণ তার প্রাণেশের ('হ')-পানেই চল্‌বে যে! নইলে, সত্যকার বিলযটিই যে হবে না! এতক্ষণ স্থূলের (বাকের ও সঙ্কল্পের) ভার বইতে বইতে প্রাণ চ'লেছিল যেন তার অযস্কান্তমণি-হারা লৌহখণ্ডের মতো! ভারের ভর যতক্ষণ, ভাঙ্গার ডরও ততক্ষণ! ভর গেছে কি ডরও গেছে! তখন লোহা চুম্বকের আপন field-এ এসে পড়ল। 'স'-এর সহ যতক্ষণ, ততক্ষণ ঘুরতেই হচ্ছে, যিনি 'হৃদিস্থিত', তাতে স্থিত হওয়া হচ্ছে না। জপবিলয়ে এই কথাগুলো মিলিয়ে নিও।

তারপর দেখ, গায়ত্রী প্রভৃতিতে উদিত নাদ অ+ই—এই আকৃতি; বিলয় নাদ অ+উ—এই আকৃতি। গায়ত্রীতে ই-স্বর 'বরেণীয়ম্' স্থলে চূড়ায় আসে, 'ধীমহি'-তে সানুতে নামিতে যায়; তৎপরে 'উ' বারত্রয় গুণে (ও-স্বরে) যাইয়া (as a triad of converging waves) ধী, প্রাণ এবং বাক্—এ ত্রিতয়কে 'ব্যাহরণ' পূর্ব্বক প্রাণেশ যে হকার, তাতেই সমাবৃত্ত হয়। কলাসহিত জপে কলা='ক'। কলারহিতে ব্যক্তনাদই='ক'। অ=সেটির এবং সমস্ত কিছুর অনুক্রম। 'অনুক্রম' বলিতে যাহা সূচনায় সামান্যাধিকরণরূপে থাকে, এবং ক্রমণেও অন্বয়রূপে চলে। উদিত ওঙ্কারে বাহ্যতঃ ই-স্বর নেই মনে হয়; কিন্তু মনে রাখ যে, 'ই' বলিতে সমস্তকিছু বৃত্তির 'ইদ্ধ' ও 'অভীদ্ধ' আকৃতি (going up, leaping up ইত্যাদি) আসে। 'আমি বাহির হইব, চলিব, আরও চলিব'—এইটি ই-স্বরে। 'উ' আসিয়া বলে—'আমি চলার ছন্দকে এমন করিয়া লইব,

যাতে ফুটিতে, ফলিতে পারি, আবারও মূলে ফিরিতে পারি।' চলাটি (গতি) কোন কোন সন্ধিমেরুতে না আসা পর্য্যন্ত, এই যে ফোটা, ফলা ও ফেরা, তা সম্ভব হয় না। প্রণবে উ-কার কি করে, তা আবারও ভাবিয়া দেখ। সেইরকম, ঐঁ বা হ্রীঁ বীজে বাহ্যতঃ উ-কার নেই, কিন্তু স্বীয় যে মূলাবৃত্তি (basic functioning), তাতে অবশ্যই আছে বা থাকিবে।

'অইউকহ'—এ পাঁচটিকে প্রপঞ্চিত বিশ্বের সমস্ত ব্যস্ত-সমস্ত কিছুতেই মৌলিক ভাবনায় ভাবিয়া লইবে। বস্তুতঃ ঐ কয়টি হইল প্রাণব্রহ্মের মূলবৃত্তিতে পঞ্চধা 'প্রাণন'। এই পঞ্চধা প্রাণনের 'ত্রিত্ব' (তিনটি রূপ), আদি ঐ তিনটি স্বরের দ্বারা হয়; আর 'দ্বিত্ব' (দ্বিরূপতা) 'কহ'—এ দুয়ের দ্বারা। অর্থাৎ, ব্রহ্মের যে 'মূলপ্রাণন', সেটি 'স্বরে' লইলে 'ত্রিপর্ব্বা', 'ব্যঞ্জনে' লইলে 'দ্বিপর্ব্বা'। অথবা, ত্রিকোটিক, দ্বিকোটিকও বলা যায়। বলা হইয়াছে যে, স্বর বিশেষতঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতির সংজ্ঞায় আসে। স্বর সবিতা। ব্যঞ্জন 'ভূঃ' —এই ব্যাহৃতিতে আসে। স্বর-ব্যঞ্জনের যোগ এবং বিযোগ যদ্দ্বারা হয়, সেটি 'ভুবঃ'। এখন দেখ—স্বর বা স্বর্ অধিকারে যাহা আসে, তাতে তিনটি পর্ব্ব ইত্যাদি থাকিবে। স্বরে 'স্+ব+র্'—এ তিন অক্ষরই তাদের নির্দ্দেশ দেয়। 'স্' বলিতে প্রাণশক্তির সঞ্চিত (radiated), বিনিযুক্ত (canalised) —এইসব রূপ। 'ব' (এতে হসন্ত নেই লক্ষ্য কর), 'আবদ্ধ', 'জমাট' (massed and concentrated) রূপ। 'র' বলিতে 'অগ্নি' (তেজের বিভিন্ন রূপ)—অর্থাৎ, তাড়িত-তাপাদিরূপে বিবর্ত্তিত ব্যক্তরূপ জড়ের ক্ষেত্রে; প্রাণ (সঙ্কীর্ণ অর্থে) এবং মনের ক্ষেত্রেও ঐ তিন মূল 'প্রাণন'কে সহজেই চিনিয়া লইবে। সর্ব্বত্রই মূলশক্তি সঞ্চিত হইতেছে (is being radiated); দিগ্‌দেশাদিমান স্বীকার করতঃ বিনিযুক্ত হইতেছে (is being directed); সেটি 'জমাট'ও হইতেছে (যেমন, অণুকেন্দ্রে, কোষকেন্দ্রে, অহমে); এবং সেটি নানা আকারে ব্যক্ত-বিবর্ত্তিতও হইতেছে (is being transformed, transmuted)। বাহির হওয়া, ভিতরে ঢোকা, আর, নানা রকমে ভো'ল বদ্‌লান—এই তিনটি মূল 'ধরণ' নয় কি সর্ব্বস্থলেই ? জপক্রিয়াতেও তাই নয় কি ? সেখানে বিন্দু 'ব' হইয়া নাদকলাকে বলে—'তোমরা আমা থেকে বের হও, আবার আমাতে এসে 'ঢোক'।' নাদকলা দুয়ে মিলে, এ স্থলে, স্ আর র্—এ দুয়ের ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ, বহির্গত হয়, বিনিযুক্ত হয়, বিবর্ত্তিত হয়।

তার মধ্যে উদয়ে (অনুলোমে) বিনিয়োগ (ওঙ্কারাদির) বিবর্ত্তন এক রকমের, বিলয়ে অন্যরকমের (বিলোম)। যন্ত্র (Apparatus) মাত্রেই এই ত্রিধা প্রাণনের ব্যবস্থা থাকা চাই। শেষেরটি—ঐ transformer, commutator ইত্যাদি—বিশেষ করিয়াই থাকা দরকার। Dynamo, Locomotive ইত্যাদিও পরীক্ষা কর। বীজমন্ত্রের শীর্ষে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি মুখ্যতঃ এই কর্ম্ম করে (sonic-কে supersonic-এ লওয়া, redirect and converge করা ইত্যাদি)।

প্রাণনের এই গেল এক প্রকার বিভাজন। এটি ক্রিয়ামুখ্য (functional)। স্বরে এই ক্রিয়ামুখ্যতা (Functional predominance) থাকে। ব্যঞ্জনে থাকে কারকাদিকৃত ফলমুখ্যতা (predominance of Effect subject to Agency Factors)। উভয়ের সংযোগে থাকে ছন্দঃসম্বন্ধমুখ্যতা (predominance of 'Link' or Relation Factors)। এখন দেখ, 'কহাভ্যাং'—এ দুয়ের দ্বারা প্রাণনের মূলদ্বিরূপতা (Basic Double-Patternedness) কিভাবে ঘটিল ? 'ক' (আদি ব্যঞ্জন) প্রাণনকে কলিত-ফলিত করিয়া দেয় ; 'হ' প্রাণনের ঐপ্রকার কলন-ফলনের মূলকারক (Prime Motor Power) রূপে থাকেই ; যদিও ফলে, কিনা অন্তে, আপনাকে 'ব্যক্ত' করে। হকার সব কিছুর ভূয়িষ্ঠশক্তিমানের (superchargeability) কারক (Factor)-ও বটে, আবার লিঙ্গ ও ফল (Index)-ও বটে।

এই পঞ্চধা প্রাণন (অইউকহ—সূত্রে অন্বিত) কথিত হইল, ইহা বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময়াদি অখিল বিশ্বের—যেটি ব্যস্ত এবং সমস্তভাবে কল্পিত—মূলে রহিয়া তাকে 'পঞ্চ পঞ্চ' আকৃতি-পর্ব্বাদিতে প্রপঞ্চিত করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যস্ত-সমস্ত—সেই ব্যাস-সমাস প্রসঙ্গ স্মরণ আছে তো ?

আচ্ছা, এই পঞ্চধা মূল প্রাণনই কি প্রাণাপানাদি বায়ু পঞ্চক ? প্রাণপাদে এ প্রশ্নের জবাব মিলিবে হয়ত। আদ্য তিনটি স্বরে ত্রিবিধ, আর আদ্যন্ত দুটি ব্যঞ্জনে দ্বিবিধ—এই যে পঞ্চধা ভেদ—এ বিভাজনে বিভাজনসূত্র প্রাণপঞ্চকের বিভাজনসূত্র থেকে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, ইহা লক্ষ্য করিও। এখানে প্রাণনের (creative evolution-এর) সম্পর্কে পাঁচটি মূল প্রশ্ন :—কোন্ সামান্য অধিকরণে সেটি হইবে ?—'অ' এর উত্তর দেয় (অক্ষর-সামান্যরূপে)। কাহা বা কি হইতে (কর্ত্তা ও অপাদানে) সেটি হইবে ?—'হ' এর উত্তর। অর্থাৎ, হকার মূলভাণ্ডারী। কি কি এবং কার জন্য সেটি হইবে (কর্ম্ম ও সম্প্রদান) ?—

এর উত্তর 'ক'। কোন্ দিকে, কোন্ মানে ও নিমিত্তে হইবে (করণে)?—এর উত্তর ই-উ। করণকে এস্থলে দিক্ ও মান (sense and measure)-সহকৃত নিমিত্ত (হেতু) বলা হইতেছে।

ধর, কোন জনিকোষ (germcell)-থেকে কোন প্রাণীর উদ্ভব হইবে। এখানে ঐ কোষে যে 'প্রাণধাতু' (protoplasm), সেটি 'অ'। উহাতে যে প্রাণকেন্দ্র (nucleus), সেটি 'হ'। কেন্দ্র থেকে যে সব শিরা 'বহির্মুখ' (outgoing) তারা 'ই'। যে সব কেন্দ্রমুখী (ingoing), তারা 'উ'। যে সব আকৃতিকলা, শক্তিকলা, ইত্যাদি তাতে অভিব্যক্ত হইতেছে, সে সব 'ক'। এ পাঁচটি ছাড়িয়া বিশ্বে কোথাও (এমন কি জড়ে-ও) কোন প্রাণন-ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে না।

আবার ধর, কোন বৃত্ত আঁকিবে। যে তলে আঁকিবে, সেটি 'অ'। যে কেন্দ্র ধরিয়া আঁকিবে, সেটি 'হ'। যে ব্যাসে বা ব্যাসার্দ্ধে আঁকিবে, সেটি 'নেমিমুখো' হইলে 'ই', 'কেন্দ্রবিন্দুমুখো' হইলে 'উ'। আর, নেমিসমেত অঙ্কিত বৃত্ত, অথবা বৃত্তের অঙ্কনে যে কোন কলা='ক'। 'ই', বিশেষ করিয়া, নেমি বা পরিধিকে চায়; 'উ' চায় কেন্দ্রকে। 'ই'-এর বিতানে ঝোঁক; 'উ'-এর ঘননে।

জপে, আবারও বলি, নাদস্বর 'অ'। গানে যেটি 'আ'। বিন্দু='হ'। নাদের উদয় এবং বিতান (যেমন, গায়ত্রীতে 'ধীমহি')='ই'। নাদের বিলয়= 'উ'। বিন্দুসংশ্রয়ে পুনশ্চ 'হ'।

ষট্‌কোণাদি যে কোন যন্ত্র আঁকিবে? যে কোন আধার বা অধিকরণ ভাবনা কর। ইহা 'অ'। তাতে এক মূল বিন্দু ভাবনা কর। ইহা 'হ'। তা থেকে নানা মুখে বহির্গতি (going out) ভাবনা কর। ইহা 'ই'। সব গতিকে ত্রিভুজ, বৃত্তাদি রূপে ঐ মূলকেন্দ্রে অন্বিত, সূত্রিত কর। ইহা 'উ'। আর, যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইতেছে, তার সাধারণ সংজ্ঞা 'ক'। যেমন অধিকরণের সামান্য সংজ্ঞা 'অ', তেমনি অঙ্কিতের, কলিতের সাধারণ সংজ্ঞা 'ক'। আবার, 'সুষুম্না' শব্দে দুটি 'উ', আর, 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা'-তে দুটি 'ই' বিবেচনা করিও।

৫ ॥ অযোগবাহাভ্যাং সপ্তকম্ ॥

অযোগবাহ, কিনা, আশ্রয়স্থানভাগী, অনুস্বার এবং বিসর্গ-এ দুটিকে লইয়া সপ্তক ॥

অযোগেন স্বরৈর্যোগো যোগাভাবশ্চ বুধ্যতাম্।
আদ্যস্য মাতৃকা মাতা মাতৃকাণাং স্বয়ং পরে ॥
অনুস্বারবিসর্গৌ যৌ বিন্দুনাদবিজৃম্ভিতৌ।
তাভ্যাং সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সপ্তপর্ব্বত্বমূর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৯-৪০

'অযোগ' শব্দটি দুই রকমে বুঝিতে হইবে। অ+যোগ বলিতে অ, কিনা, স্বর সামান্যের যোগ, এবং, যোগের অভাব। আগে দেখিয়াছি যে, অনুস্বার ও বিসর্গ—এ দুটি যথাক্রমে বিন্দু ও নাদ. 'প্রতিযোগী' (পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত অর্থে)। এ স্থলে এ দুটিকে 'বিন্দুনাদ-বিজৃম্ভিত' বলা হইল। অনুনাসিক বর্ণগুলিই বিন্দুর পানে টানে। এদের 'স্পর্শ' বিন্দুর 'বহিষ্কোটি' ('outer ring') স্পর্শ। অনুস্বার 'অন্তষ্কোটি'র স্পর্শও দেয়। অর্থাৎ, অনুস্বার বিন্দুর 'প্রতি' যুঞ্জান। কিন্তু স্বয়ং 'যুক্ত' নয়। যেটি বিন্দুর নিজ সত্তাশক্তিতে লয়, এবং 'সংশ্রিত' করে, সেটি 'যুক্ত'। ইহা চন্দ্রবিন্দু। দেখা হইয়াছে যে, অর্দ্ধমাত্রা ব্যতীত এই অন্তরঙ্গ যোগটি সংসাধিত হয় না। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রাই যথার্থতঃ 'যোগবাহিনী'। বিন্দুনাদকলা অথবা কলানাদবিন্দু—এই পূরা প্রকৃতিটি প্রত্যয়ে না-আসা পর্য্যন্ত কোন বাক্-প্রাণ-চিত্তের যোগই সম্পূর্ণ এবং নির্ব্যূঢ়রূপে 'যোগবাহ' হয় না। বাহ্য দৃষ্টান্তে, অনুনাসিক কোন এক বীজকে যেন দেখাইয়া দেয়; অনুস্বার সে বীজের আবরণ ত্বকের অভ্যন্তরেও 'কিছু' দেখায়, তার নাভিকেন্দ্রের 'আভাষ'-ও দেয়। কিন্তু যাহা তার সত্তাশক্তির মূলবিন্দু থেকে তার উন্মেষ-বিকাশের এবং আবৃত্তির পূরা আকৃতিটিই দেখায়, তাহাই যথার্থতঃ যোগবাহ এবং যোগবাহী। ব্যাকরণাদিতে এর পরিভাষা যে ভাবেই কর, এই মূলের সমাচারটি লইয়া রাখিতেই হইবে। এই মূলের সমাচারে কি পাইতেছি? অনুস্বার এবং বিসর্গ (অআ, কবর্গ এবং হ-এর মতন যার উচ্চারণ কণ্ঠে), মূলের প্রতি 'যুঞ্জান' হইয়াও 'যুক্ত' নয়। কাজেই, উপরের ঐ লক্ষণ মত 'অযোগবাহ'। অথচ আবার, অকারাদি স্বরের যোগে ('অ'+যোগ), এরা যোগবাহনে (in linking up with Root Principles) সাধকও হইতে পারে। অর্থাৎ, পূরা যোগবাহক যদ্যপি নয়, তথাপি যোগ্য স্বরযোগে সেরূপ হইতেও পারে। অনুস্বার-বিসর্গের এই তটস্থ বা মাধ্যম ভাবটি লক্ষ্য করিবে। 'ঠিক তা নয়, তবু উপায় বিশেষে তা হইতে পারে'। এদের প্রয়োগে এবং উচ্চারণে সবিশেষ সতর্কও হইতে হয় এই কারণে।

ধর, লং ও লঃ। প্রথমটি যদি এভাবে প্রযুক্ত ও উচ্চারিত হয়, যাতে বিন্দুর পানে 'ঝোঁক' (stress) সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং উচ্চারণে অভিঘাতবৃত্তি (impact factor) মুখ্য না হইয়া সঙ্ঘাতবৃত্তি (impulse factor tending to converge) মুখ্য হয়, তবে কি হইল ? লং পৃথিবীর বীজ-রূপতায় যাইতে চলিল। এর আগে চন্দ্রবিন্দুশীর্ষা ওঁ-কে আধার পাইলে তো, যথার্থই সেটি হইবে। পুনশ্চ, লঃ-ই কিভাবে লইতেছ ? অভিঘাত—যেন জোর করিয়া স্বরকে ছুড়িয়া ফেলা—হইল কি ? তা যদি হয়তো, বিন্দুর মত নাদও তাতে গররাজি। তারা উভযেই নিত্য, অনাহত , কাজেই, অভিঘাত দৌরাত্ম্য কেহই পছন্দ করে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' আছে, তাতে সতর্ক হইবে। হকার নাদের এক অখণ্ডরূপ। শেষের ঐ বিসর্গটিকে সেই নাদানুগ, নাদযুঞ্জান ভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রাণে আক্ষেপ এবং চিত্তে বিক্ষেপ —এ দুটি 'অনর্থ' কাটাবার জন্যও বটে। মনে রাখ যে, জপাদিতে 'impact factor'গুলিকে ক্রমে জড়ো (accumulated) হইতে দিতে নেই। গতিকে হঠপূর্ব্বক রোধ করিতেও নেই। উভয়থা, ঐ 'R' (Resistance) বলবত্তর হইতে থাকে, ফলে বাহ্যান্তর সন্তাপাদি। এঞ্জিনে যেমন 'cooling'-এর অভাবে। অনুস্বারে শলাকার মতো 'খোঁচা-মারা' থাকিবে না ; বিসর্গেও 'খাঁড়ার কোপ' ভাবটি থাকিবে না। থাকিলে, অভিচার। স্বস্ত্যয়ন নয়।

কোন এক মহাবিদুষী রাজকন্যা মৌন বিচারসভায় তার (আকাট মূর্খ) ভাবী বরকে দেখাইল একটা আঙ্গুল ; সে ভাবিল—তার একটা চোখ গালিযা দিবে। সে দেখাইল দুটো আঙ্গুল। এখন ধর, এক আঙ্গুলে হইল বিন্দু (অনুস্বার, একটা ফোঁটা) ; দু আঙ্গুলে বিসর্গ (দুটো ফোঁটা)। এতো একেবারে গোড়ার কথা। এক, এক হইয়া রহিলে তো হয় না ; তাকে দুই, চার ইত্যাদি হইতে হয়। এরূপ হওয়াতে অবশ্য 'চোখ' (মূল এবং তত্ত্বদৃষ্টি) 'গালিয়া' গেলে চলিবে না। অযথা ব্যবহারে তার ভয় আছে। বিন্দুনাদ-বিজৃম্ভিত যে অনুস্বার বিসর্গ, তারা অইউকহ দ্বারা প্রপঞ্চিত যে বিশ্ব, সেটিকে 'সপ্তপর্ব্ব' করে। অর্থাৎ, মূল পাঁচ সংখ্যাকে করে সাত। সব 'পঞ্চক' করে 'সপ্তক'। সপ্তস্বর কেবল স্বরেরই বিভাজন নয়। বর্ণালী, আণবগোষ্ঠী (family of elements) ইত্যাদিতেও সপ্তকের সন্ধান মেলে। পাঁচে যেটি প্রপঞ্চিত হইল, সেটা যেন 'এলাইয়া' থাকে, যতক্ষণ অপর দুটি (অনুস্বার-

বিসর্গ) তাকে ঠিক 'মুখীনতায়' (pointedness) না আনে। নিজেরা 'অযোগবাহ' হইয়াও এরা বিন্দুতে এবং নাদে স্বরাদি সব কিছুকে আদৌ মুখীন, পরে যুঞ্জান-যুক্তও করিয়া লয়। বিন্দু ও নাদ স্বভাবে স্বঃ; কলিত স্বরাদি ভূঃ। অনুস্বার-বিসর্গ এদের মাঝে ভুবঃ-এর ভূমিকা নেয়। এ নিমিত্ত এরা 'না-এই না-সেই'—অযোগবাহ। অনুস্বার-বিসর্গ দ্বারা স্বরাদি সব কিছু 'উর্জ্জিত' হয় বলা হয়। অন্যথা সব কিছু যেন 'ঢোঁড়া সাপ'—মাথা তুলছে না।

সাত সংখ্যাটি 'মৌলিক' হবার হেতু এভাবে ভাবিও।—এক থেকে সুরু। এক হইল দুই। দুই হইয়া দুই-কে যে কোনরকমে একে জুড়িয়া রাখিল (যেমন, দৃগ্-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, বিন্দু-নাদ ইত্যাদিতে) সেই 'যোজক'টি হইল ৩এর সংখ্যা। যোজনা—অন্বয়, সম্বন্ধ (linking and relating) বিবিধ আকৃতি (forms) লইতে চলিল। তথাপি মূলে, আদিতে ঐ এক বলে—'আমি সব কিছুর অন্তেও রহিব।' বীজ থেকে গাছ, তা থেকে আবার বীজের নমুনা লও। কাজেই, অন্তেও এক। All divergences and differences in becoming tend to convergence and oneness। তা হইলে কি পাইলে বলত? ১+২+৩+১=৭।

ধর আবার, কাগজের ওপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। কাগজ বলে—'আমি এক নম্বর।' কাগজে যে বিন্দু বসাইলে, সেটি দুই। তা থেকে যে ব্যাসার্দ্ধ রেখা টানিলে, সে তিন। সে রেখা বলে, 'আমাকে পাদ দেও, অর্থাৎ, কতটা পা বাড়াব তা বলে দাও।' এই পাদ হইল চার। তারপর তাকে ঘুরাইবে কোণে তো? সে কোণ হইল পাঁচ। তার একটা মাত্রা (measure) থাকিবে তো? সে মাত্রা হইল ছয়। শেষে পরিধি বা নেমিটি হইল সাত। এই সাতে দেখ এক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

বীজাদি জপমাত্রেও ঐ সাত। ১। উদয়সেতু (অব্যক্ত নিঃস্থতা), ২। ব্যক্তাব্যক্ত উদিত নাদ, ৩। ব্যক্ত নাদ, ৪। কলা; ৫। বিলয়মুখ ব্যক্ত নাদ; ৬। অব্যক্তাব্যক্ত নাদ, ৭। বিলয়সেতু (অব্যক্তপ্রান্তগা)। ২ আর ৬-এর ভেদটি বিভাবনীয়। মুখ কোনদিকে?—ব্যক্তের না অব্যক্তের? —এইটি প্রশ্ন। যেমন, ঘুম থেকে জাগা, আবার, জাগা থেকে ঘুম। অনুস্বার ও বিসর্গ (সূক্ষ্ম বৃত্তিতায়) এই দুই মুখের নির্দ্দেশ দেয়। গায়ত্রীর ব্যাহৃতি পাদে বিসর্গবৃত্তিতা প্রাকট্যে আসিয়াছে।

শুধু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে এই সাতের সন্ধান করিলে হইবে না। সৃষ্টি সপ্তপর্ব্বারূপে উজ্জিতা সর্ব্বত্র। লক্ষ্য কর যে, এক, দুই, তিন হইয়া সব কিছুই আবার একে আসিতে চায় বলিয়া এই বিশ্বমৌলিক সপ্তপর্ব্বত্ব। অথবা —এক দুই বা মিথুন হইল, মিথুনের প্রত্যেকটি আবার মিথুন হইল। অথচ গোড়ার সেই এক 'নষ্টাং' হইল না, কোন প্রকারে (continuity of the germplasm ইত্যাদিতে) থাকিয়াও গেল। এতেও ১+২+৪=৭ পাই। মিথুন ভাবটিকে দুইবার লওয়ার উদ্দেশ্য মিথুনী ভাবের 'অভ্যাস' নির্দ্দেশ করা। সৃষ্টির ধারায় যে সব G. P. Seriesগুলি দেখা যাইতেছে, তাদের মূল চেহারা পাই ঐ সপ্তকে। এইরূপে বিভিন্ন মননাধারে পঞ্চ, সপ্ত প্রভৃতি মৌলিক সংখ্যাগুলি ভাবিত হইতে পারে। বর্ত্তমানসূত্রে অনুস্বার-বিসর্গ, এ দুয়ের দ্বারা (অ-ই-উ-ক-হ) প্রপঞ্চিত বিশ্ব যে সপ্তপর্ব্বরূপে উজ্জিত হইয়াছে, এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলা হইল।

এইবার, মাতৃকার সাথে অনুস্বার-বিসর্গের সংযোগ বিয়োগ সম্বন্ধটি বলা হইতেছে। মাতৃকামাত্রের পাঁচটি 'মান'—আত্মাকলনী বা কলন মান; বিন্দুমান; নাদমান; বিশেষকলন মান; কলিত মান। ধর, 'ক'। আদৌ পরমাক্ষর যে বস্তু, তার 'কাম' হইল—'কলন করিব'। আদিম এই যে কলনকাম, সেটি অবশ্য বাক্যে ব্যক্ত হবার নয়, কেননা, পরমমৌন (Absolute Unutterable) থেকে এইবার পরাবাক্ আবির্ভূত হইবে। তবে, বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়াই বলিতে হয়। আত্মা এবং অবিশেষ কলনী হইল বিন্দু এবং নাদ। এ তিনটি মূল 'আধার' কলনের পর আসে বিশেষ কলনের পালা। অর্থাৎ, কলনী বা কলা যেন বলে—'আচ্ছা, এইবার বল, কি বিশেষ বর্ণরূপাদি কলন করিব।' এই বিশেষাখ্যা কলনীবৃত্তি চতুর্থী। এর পর কলিত হইল 'ক', ইত্যাদি। যে আত্মা কলনী (বৌদ্ধ পরিণামে— in the context of transcendental logic) এই সব প্রসব করে, সে কলা বা কলনী 'মাতৃ'-রূপা। এখন, এই 'মাতৃ' 'ক'-কে কলন করিয়াই যেন বলে—'দেখ, ক! তুমি তফাতে যেও না, আমার সঙ্গেই থাক'। 'ক' বলে—'বেশ, আমি তো থাকবো, তুমি চ'লে যাবে নাত'! 'মাতৃ' বলে— 'পাগল! তোমায় ফেলে যাব কোথা! তুমি আমার স্বভাবে অনুভাবিত হ'য়েই থাক'।' অর্থাৎ, স্বার্থে 'ক'। হইল—'মাতৃকা'। মা তার আপন

'আকারে' তাকে ঘিরিয়াও রাখিল, আকলিত করিল। এসব কি গল্প? তলিয়ে বোঝ।

মাতৃকামাত্রের এই যে পঞ্চমান, তাদের 'অ ই উ ক হ', এই মূলপঞ্চাক্ষরবৃত্তির সঙ্গে মিলাইয়াও লইও। কোন কিছুর গরমিলে যে নিজেরি গরমিল! যাতে যাতে আছি, অথবা যা যা নিয়ে আছি—সবই যতক্ষণ 'একে' মিলাইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ গরমিল গোড়াতেই রহিল। জপে বা অন্যবিধ সাধনে এই গোড়ার গরমিল সারিয়া একে মিলিতে চাই। কলা-নাদ-বিন্দু—এ তিনকেই সমানাধিকরণ সামরস্যে লইতে চাই কেন? বাক্, মন, প্রাণকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে?

এখন দেখ, ঐ অক্ষরপঞ্চকের আদি এবং অন্তে যে দুটি (অ হ), তারা কি করে? ঐ মাতৃকা পঞ্চমানের যেটি আদ্য মান—সামান্যাধারক্রপতা এবং ভূয়িষ্ঠ মহাপ্রাণতা—Basic Background and Basic Fund of Power—সেইটি 'স্থাপন' করে। যেন বলে—'এইতো তোমাকে ভূমিও দিলাম, অফুরন্ত মূলধনও (সামর্থ্য) দিলাম; এখন যা গড়িবার গড়িয়া তোল।' বেশ। 'উ' দিল বিন্দুমান। 'ই' দিল নাদমান। 'ক' দিল কলিত, কলাযমান মান।

অনুস্বার আর বিসর্গ? আবার সেই 'অযোগ'টি ভাবনা কর। দেখা হইযাছে যে, অর্দ্ধমাত্রাই সেতুরূপা হইয়া তত্ত্বতঃ 'যোগবাহিনী'। চন্দ্রবিন্দু শক্তি এ সম্পর্কে 'অন্তরঙ্গা'। অনুস্বার ও বিসর্গ 'বহিরঙ্গা' নয়, কিন্তু 'তটস্থা'। অন্য যে সব অর্দ্ধমাত্রার প্রান্তমাত্র অবধি স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসে, তারা 'বহিরঙ্গা'। দেবতার রত্নপীঠ দর্শনাভিলাষী কেহ যেন মন্দিরপ্রান্তস্পর্শ করিয়াই ফিরিল; কেহ বা মুক্ত দুয়ারের অবকাশে দূর হইতে দেখিল; আবার ক্বচিৎ কেহ রত্নপীঠ সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া সেথায় শির লুঠাইল, সেটি প্রদক্ষিণও করিল। এই শেষেরটিই লক্ষ্য ও কাম্য। আবার, সেকালকার দিনে কেদারবদ্রী যাত্রার পথে 'লছমণ ঝোলা' মনে কর। এটি সব কিছু ইষ্টপরিক্রমার সেতু সন্ধিরূপা জানিও। সেতু (ঝোলা)-নিম্নে যে অস্ফুটনাদরূপা গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, তিনি ওঙ্কাররূপিণী। তিনি ঐ 'ঝোলা' দেখাইয়া বলিতেছেন—'তুমি যদি বিন্দুকলানাদ—এ ত্রিপথগারূপে আমাকে পূরা মিলাইতে চাও তো, ঐ সেতু—অর্দ্ধমাত্রা—সাবধানে সমাশ্রয় কর।' সেটি হইলেই ওঙ্কাররূপা গঙ্গা হন—যথার্থ অন্তরঙ্গা এবং যোগবহা।

ঝোলার উপরে এক রজ্জু, নীচে আর এক। উপরেরটা শক্ত মুঠোয় ধরিয়া নীচেরটায় পা বাড়াইয়া চলিতে হয়। নীচেরটা 'পাদ', উপরেরটা 'মাত্রা'—যেটি পাদের ছন্দ, তাল ঠিক রাখে। পাদ হইল নাদগোত্র, স্থতরাং, বিসর্গস্থানীয়; মাত্রা হইল বিন্দুগোত্রা, কাজেই অনুস্বাররূপা। এই পাদমাত্রায়, অনুস্বারবিসর্গে মিতালী করাই হইল ঝোলা উত্তরণ।

এখন দেখ, এ ঝোলা পার হইতেছে যে যাত্রী, সেটি কে? তোমার শরীর? তা তো ঠিক নয়। তোমার বাক্, মন, প্রাণ? বটে; তবু সাটে, সংক্ষেপে সেটিকে বল—ঐ প্রথমটি, অর্থাৎ, বাক্। ঐ একেই তিন। যদি না থাকে তো ভূয়ো! যেমন, ওঙ্কারে অ, উ, ম। এ তিনের অ-এ পাদ ঠিক রাখা চাই (অর্থাৎ, অখণ্ড নাদ, দড়ি ছিঁড়িলে তো পতন!)। উ-এ মাত্রা রাখা চাই (অর্থাৎ, উদয়ে-বিলয়ে বিন্দুপ্রশাসন)। ম-এ এ দুয়ের সংহতি (co-ordination)। এই সংহতি বা 'যুক্তি'টি শুধু, এমন কি মুখ্যতঃ, (স্থূলা) বাকের? বাকের যুক্তির সাথে (অর্থাৎ, ম-কারে) মনের এবং প্রাণের যুক্তিও চাই। তিনে যুক্তি বা ত্রিগ্রন্থি (যজ্ঞোপবীতে যেমন)। মনের যুক্তিটি যোজনা করিতে চায় (যুঞ্জান) অনুস্বার (বিন্দুপ্রতিযোগী)। সংযম বা Concentrationই মানসযুক্তির মূল। আর, প্রাণের যুক্তিটি দেন কে? মহাপ্রাণবর হকারের 'আত্মজ' যে বিসর্গ। 'নমঃ'—এই মন্ত্রে বিশেষতঃ যেমন। মন স্বচ্ছন্দে জড়ো হইলে ধীর; প্রাণ স্বচ্ছন্দে বহিলে বীর। অনুস্বার ও বিসর্গে এই ধীরতাযুক্তিতে এবং বীরতাযুক্তিতে যুঞ্জান (prone) হইতে পারা যায়, এবং তাই হওয়া উচিত। বাকের যুক্তিতে কি হওয়া উচিত? স্থির। 'অউম' উচ্চারণে বাক্ যদি পরাগ্‌বৃত্তি না ছাড়িল, অস্থিরই রহিল, তবে 'বৃথায় লইনু—'। একদম বৃথা? তা হবার নয়। লইতে লইতেই 'বনিয়া' যাইতে হইবে। তবে গোড়া থেকেই স্থির, শান্ত হবার দিকে ঝোঁক রাখিতে হইবে। এই স্থির, শান্ত হওয়াটিও যে দুরকমের, তাও মনে রাখিতে হইবে। এক রকম—ঝিমিয়ে যাওয়া, জড়বৎ থেমে যাওয়া। এটা তামস। এটি বর্জ্জনীয়। অপরটি সাত্ত্বিক। এতে জপাদিতে বাকের যেটি বিরামস্থল, সেটি হয় প্রসন্ন-উজ্জ্বল। সে জ্যোতিঃপ্রসাদ আর রসাস্বাদ থেকে আর যেন নড়িতে ইচ্ছা করে না। মধুপ এইবার যেন আলোকপুলকভরা মধুকোষে বসার ভাগ্যটি পাইল! এটি তো ঝটিতি হবার নয়; তবু—'লগা রহো ভাই! বনত বনত বন যাই।' মধুকরের মাধুকরী

পরিক্রমারই মত তোমার এই জপব্যাহরণ-অনুস্মরণের পরিক্রমা—ইহা ভুলিও না।

ত্রিযুক্তি না হইলে যথার্থ 'যোগবাহ' কোন কিছুই হয় না। ঐ তিনযুক্তির মধ্যে প্রাণযুক্তির কথা আরও একটুখানি ভাবিয়া দেখ। প্রাণের ব্যানরূপটিই বিশেষ করিয়া ধ্যানে রাখ। ব্যানবৃত্তি একাধারে ব্যাপিনী ও সন্ধিনী। এর মধ্যে বিসর্গ (হকার-অনুগৃহীত) দ্বারা ব্যাপিনীর যোজনা বা যুক্তি হয়। কিন্তু সন্ধিনী? সন্ধিনীর যোজনায় চন্দ্রবিন্দু আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, চন্দ্রবিন্দু ব্যতিরেকে নাদকলাবিন্দু, এ ত্রিতয়ের যেটি মূলযোজনা (সমানাধিকরণ-সামরস্য) সেটি সাধিত হয় না। কাজেই, ওঙ্কার ওঁ-কাররূপেই লিখিত এবং উচ্চারিত হওয়া উচিত। নচেৎ, ত্রিযুক্তিতেও সন্ধিযোজনা হইল না। অর্দ্ধমাত্রার 'সেতু'টি পাতা হইল না।

আচ্ছা, আবার মাতৃকায় ফিরে এস। বাকে, এবং সেই সঙ্গে নিখিল প্রপঞ্চে, যেটি আদ্য মাতৃমানকে (Prime Matrix Measure Principle-কে) অভিব্যঞ্জনমুখ (First Manifest Principle বা Evolute) 'ক'-এর সঙ্গে 'স্বার্থে' (in cosignificance) যোজনা করে, সেটি 'মাতৃ+কা'। পর, আবার সেই বীজ—মাতৃমানের প্রতিভূ। এতে 'অঙ্কুরায়ণ' হইল 'ক'। এখন, এ দুটিকে যাহা 'স্বার্থে' (in community of end and function) যুক্ত, অন্বিত করে, তাহাই এস্থলে মাতৃকা। এখন, বীজ থেকে অঙ্কুর-প্ররোহাদি উদ্‌গমে নাদপ্রতিযোগিতা (Emphasis) স্পষ্ট; কাজেই, বিসর্গ (বিসৃষ্টি)-এর অনুবন্ধাধিকার। তখন সে চারাগাছে কেউ ফুলফল প্রত্যাশা করিও না। কিসে বড় হবে সেই ভাবনা। কিন্তু বড় তৈরি গাছে ফুল যদি না ফোটে, ফল যদি না ফলে? সেখানে আর অযথা বা'ড় দেখিতে চাই না। অর্থাৎ সেখানে গতিটি বিন্দু বা বীজপ্রতিযোগী হওয়া চাই। কাজেই, অনুস্বার। গোড়ায় বীজং, তা থেকে অঙ্কুরঃ, শেষে আবার ফলং পুষ্পম্। সুতরাং, 'আশ্রয়স্থানভাগী' রূপে অনুস্বার-বিসর্গ মাতৃকার পঞ্চমানের মধ্যে বিন্দুমান ও নাদমান, এ দুটি মানের 'মাতা' (Index and Measure) হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে কোন মাতৃকায় অনুস্বার দিলে, তার 'মুখ' হয় বিন্দুর পানে; আর, বিসর্গ দিলে হয় নাদের পানে। যেমন, কং, কঃ। পরেরটি কর্ত্তা, প্রথমটি কর্ম্ম? বেশ; কর্ত্তায় কর্ম্ম সম্পর্কে নাদপ্রতিযোগিত্ব—স্বপ্রসারণী বৃত্তি, আর কর্ম্মের কর্ত্তা সম্পর্কে বিন্দু-প্রতিযোগিত্ব—স্বসঙ্কোচনী বৃত্তি, ভাবিয়া দেখ। একে Agent, অন্যে Patient;

একে ব্যাপ্ত করে, অধিকার করে, অন্যে ব্যাপ্ত ও অধিকৃত হয়। যে মালী গাছের বীজ পুঁতিয়া সেটিকে বড়সড় করিল, সে কর্ত্তা; যে ফুল, ফল, ফসল ফলিল, সেটি কর্ম্ম।

এ দুটি অনুস্বার বিসর্গের স্বনিষ্ঠা বৃত্তি (intrinsic directives), অর্থাৎ, তাতেই দেয়া আছে। অন্য কোন কিছুর 'যোগে' তারা একে পায় নাই। প্রতিটি পদার্থের কোন কোন বৃত্তি তার 'স্বভাবগা', অপর কতকগুলি 'অন্যভবীয়া'। কতকগুলি Innate, অন্য কতকগুলি Induced.

অনুস্বার-বিসর্গের স্বতন্ত্রাবৃত্তি (nature of the 'directives' considered by itself) বলা হইল। কি বলা হইল? অনুস্বার মাতৃকাকে বিন্দু-মুখী (directed), বিসর্গ নাদমুখী করতঃ, তার মানের 'মাত্রা' (as Index and Measure) হয়। যেমন, কোন সংখ্যার উপর বর্গাদির চিহ্ন বসাইলে প্রসারের দিকে, আর, বর্গমূলাদি চিহ্ন দিলে সঙ্কোচের দিকে সেটি যাইবে। একে Series-এর divergence, অন্যে convergence.

এ ছাড়া, অনুস্বার-বিসর্গের 'পরাধীনা'বৃত্তিও আছে। 'আদ্যন্ত মাতৃকা মাত্রা'—কারিকায় বলা হইয়াছে দেখ। এ স্থলে ও-দুয়ের পূর্ব্বকথিত বিন্দু-নাদ প্রতিযোগিত্ব (directiveness), যে 'ন স্যাৎ' হইল, এমন নয়। স্বভাব তো 'ঘোচে' না। তবে, তাদের যেন বলা হইল—'হ্যাঁ, তোমরা ঐ বিন্দু নাদ পানেই আঙ্গুল দেখাও, কিন্তু চল অন্যের ঘাড়ে চড়িয়া, তারই মেজাজমাফিক!' অর্থাৎ, তোমার 'বাহ' বা বাহনের ওপরে নির্ভর করিতে হইবে—you depend on carrier conditions. ব্যবহারতঃ প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই এ প্রকার নির্ভর না করিয়া উপায় নেই। আচ্ছা, এখানে 'বাহ'-টি কি?—মাতৃকাস্বর, এবং বিশেষতঃ, স্বরবর্ণসংযুক্ত মাতৃকা। ধর, 'ক' একটা মৌলিক শব্দ (phonetic element)। এতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ প্রভৃতি যোগে সস্বর মাতৃকা হইল। অথবা, ব্যঞ্জনবর্ণ না লইয়া অ, ই, উ প্রভৃতি হ্রস্ব-দীর্ঘ কেবল স্বরগুলিকেও নেয়া যায়। এই যে দুই রকমের মাতৃকা ('Matrices')—স্বররূপা এবং সস্বরা—এদের সম্পর্কে অনুস্বার-বিসর্গ কি মান দান অথবা আদান করে? এ স্থলে 'মান' দুই প্রকারের ধরিতে হইবে। একটি সঙ্কেতমান (Symbol, Index); অপরটি মেয়মান (Measure)। যেমন, কোনপ্রকার শক্তিচালিত যন্ত্র চলিতেছে। তাতে মিটার বসান আছে। মিটার বলিয়া

দেয়—কতটা শক্তিমান কার্য্যতঃ খাটিতেছে; আবার এও বলিয়া দেয়—শক্তির কাজটি কোন্ মুখে (বাড়া অথবা কমা, ইত্যাদি) হইতেছে। সঙ্কেতমান ঐ আগেকার ভাষায় 'আঙ্গুল' দেখায়, বলিয়া দেয়—কোন্ মুখে শক্তিমানের পরিণাম ঘটিতেছে। এটা অতি আবশ্যক এক বিজ্ঞপ্তি সন্দেহ নেই; তবু, কার্য্যকরী অথবা মজুদী শক্তিমানের উপর এ বিজ্ঞপ্তির (Indicator-এর) সাক্ষাদ্‌ভাবে অধ্যক্ষতা নেই। সেটা থাকে রেগুলেটার অথবা ঐ জাতীয় কোন কন্‌ট্রোলের ওপর। বিজ্ঞপ্তির মতন এর এক নাম দিতে পার—প্রভুক্তি। (ভুজ্ ধাতুটিকে অবন বা পালন, শাসন অর্থে নেয়া গেল।)

এইবার চিন্তা কর—স্বরযোগে মাতৃকা, তার সম্পর্কে অনুস্বার-বিসর্গ ঐ দুইপ্রকার মানের কোন্‌টি দান বা আদান করে?—উত্তর, ঐ সঙ্কেতমান বিশেষতঃ। এটি তাদের দান। আর, স্বরের (কেবল অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত) কাছ থেকে তারা মেয়মান আদান করে। আবার মিটার বা ইন্‌ডিকেটরের দৃষ্টান্তে এই আদানটিও বুঝিয়া লও। কারেণ্ট বা পাওয়ার 'বন্ধ' হইলে ওরাও বন্ধ, আর কি দেখাইবে? অতএব আসিতেছে যে—স্বরের আশ্রয়ভাগী হইলে, এরা স্বরমাতৃকার উপর দেয় তাদের মেয়মান, নিজেরা রাখে ঐ সঙ্কেতমান।

ধর, হ্রী একটা শক্তিমাতৃকা 'যন্ত্র'। 'হ্' আর 'র্'—এ দুয়ে তার মজুদী ও কার্য্যকরী শক্তি। 'ঈ'—ঐ শক্তির পরিচালক—কন্‌ডক্‌টার এবং রেগুলেটার (ঈস্বরকে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, ঋজু, সুষম ইত্যাদি মাত্রাকৃতিতে লইয়া)। এখন ধর, হ্রীঃ বা হ্রীং। এতে ঐ ইন্‌ডিকেটার বসিল। অনুস্বার বলিল—শক্তিমান সঙ্কোচ বা ঘনীভাবের (condensation এর) 'মুখে'। যদি বিসর্গ থাকে তো, প্রসার বা ব্যাপ্তির দিকে। একটা আঙ্গুল দেখায়—Quantum-এর দিকে, অন্যটা, Wave-এর দিকে। আচ্ছা, এইবার লাগাও সেই সোমার্দ্ধ—চন্দ্রবিন্দু। আকৃতির দিক্ থেকে কি হইল? ং তার আঙ্গুলটি (ৎ) গুটাইয়া লইল। বলিল—'আর আঙ্গুল দেখাইব কি! বিন্দু মিলিযাছে। বিন্দুতে সংশ্রিত হও।' ঃ (বিসর্গ)-ও তার দ্বন্দ্বটি (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদিরূপে opposition) ছাড়িল। উপরের বিন্দুটি যেন নীচেরটিকে বলিল—'দোহাই তোমার! আমি যেখানে যা সাধিব, তুমি তলায় থাকিয়া, (drag, সংস্কারাদিরূপে), সেটি বাধিবে,—এমনটি আর হইও না! বরং, এক জোট করা যাক্ না কেন! আমি উপরেই ধ্রুব-বিন্দুটি হইয়া রহি, আর তুমি ‿—এইভাবে নীচে খাসা সুষমদোলায় দোল

খাইতে থাক। কেমন রাজি তো?' বিসর্গ বিন্দুকে দ্বন্দ্বভাক্ করতঃ অক্রুব, ক্ষর করিতেছিল—নিখিল বিসর্গ বা বিসৃষ্টিতে যেটি হইয়াছে,—কিন্তু, নাদকে সোমার্দ্ধকলায় লইয়া, ক্ষর-অধ্রুবকে ধ্রুব-অক্ষরে সমন্বয়ে লইল। ইহা চন্দ্রবিন্দু। হ্রীঁ—এই মহামন্ত্র। জপাদি সকল সাধনে অনুস্বার-বিসর্গের এই 'ঔর্দ্ধ্য'-সামরস্য-সাধন (sublimation) সাধিতে হয়।

দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় যে মন্ত্র, তাতে স্বরমাতৃকাসমূহে অনুস্বার-বিসর্গকে এমন ছন্দ-আকৃতিতে লওয়া হইয়াছে, যাতে, বাক্-কায়-মন—এ তিনের ঐ ঔর্দ্ধ্য-ভাবনাটি সংসাধিত হয়। বাক্=স্বর; কায়=বিসর্গ; মন=অনুস্বার। এ তিনই ঐ ঔর্দ্ধ্য-ভাবনীতে না আসিলে তো 'প্রাণ' অমৃতৌজা০ রূপে মেলে না। প্রাণ 'প্রতিষ্ঠিত' হইলে যে দিব্য অনুভূতি, সেটি—'অপাম সোমমমৃতা অভূম। অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।'·····ইত্যাদি।

'৫'সূত্রটিতে অনেক কথাই হইল। এইবার—

৬॥ আবৃত্তিপরিবৃত্তিপরাবৃত্তিভিঃ কোণস্য॥

(প্রাণনবৃত্তিতে প্রসজ্যমান) যে 'কোণ', সে কোণের আবৃত্তি (পূর্ব্বব্যাখ্যাত), পরিবৃত্তি এবং পরাবৃত্তি—এই ত্রিবিধা বৃত্তি হওয়া নিবন্ধন, কেবল পূর্ব্বকথিত অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু নয়, পরে কথিত জাগ্রদাদি সব কিছুই মূল ত্রৈবিধ্যরূপ পাইয়াছে।

বহুধাবৃত্তিমাপন্নং প্রাণনং কোণতাশ্রয়াৎ।
আবৃত্ত্যাদিত্রিধারূপং ভজতে ভুবনান্বয়ম্॥ ১৪১

কৌণিকত্ব অঙ্গীকার করতঃ প্রাণের যে ব্যাপার, সেটি বিশ্ববিতানে অনন্তবৈচিত্র্যভাব হইয়াছে সন্দেহ নেই। প্রাণব্যাপারের, প্রাণনের, যেটি মূলরূপ, সেটিকে যদি স্পন্দাকৃতি ভাবা যায়, তার সে মূলস্পন্দ অশেষ-বিশেষ কোণে বা কৌণিক সম্বন্ধে হইতেছে। অর্থাৎ, কোণই বলিয়া দেয়—প্রসজ্যমান অথবা বিবেচ্য স্পন্দ বা স্পন্দগুচ্ছ কি আকৃতির (of what nature and pattern)।

জপ এক প্রাণনবৃত্তি। সুতরাং, জপেও প্রশ্ন—কোন্ 'কোণে' (ঋজু, সম, সুষম, বিষম) জপ চলিতেছে? কোণপ্রসঙ্গে এ বিচার্য্য বিভেদগুলি দেখান

হইয়াছে। এও বলা হইয়াছে যে, প্রাণস্পন্দের এই কৌণিকত্ব বাকে এবং মানসে প্রতিরূপিত (reproduced) হয়। প্রাণই মূলব্যাপারী। লক্ষ্য করিবে যে, জপের উদয়-বিলয় সন্ধিতে 'কোণ' 'ঋজু' হওয়া আবশ্যক ; উদয়ে ও বিলয়ে 'সম' ; এবং কলাবিতানে 'সুষম'। এ বিশেষ ছাড়া, ঋজু প্রভৃতিকে ব্যাপকভাবেও বিবেচনা করা হইয়াছে। জপগতিতে অভিবিধিছন্দঃ আর মর্য্যাদাছন্দঃ ঠিক সহজ (ঋজু) রহিল তো, ঠিক একি প্রকার (according) রহিল তো (সম) ?—এ সবও ঋজু-সমের ব্যাপকব্যঞ্জনায় অবশ্য আসে।

বর্ত্তমানসূত্রে কোণের আবৃত্তি, পরিবৃত্তি এবং পরাবৃত্তি—এই প্রকারের মূলাবৃত্তি নিরূপিত হইয়া নিখিলভুবনান্বয় তাতেই যোজনা করা হইতেছে। আগে আবৃত্তি (অভিবিধি এবং মর্য্যাদায়) একরূপভাবে ভাবিত হইয়াছে। সেটি আবৃত্তির সামান্য (generic) আকৃতি। তাতে বর্ত্তমান সূত্রের পরিবৃত্তি-পরাবৃত্তিরও অন্তর্ভাব (inclusion) হইবে। কিন্তু বিশ্লেষণের সূত্র ও আধার আলাদা করিলে ঐ তিন আলাদাভাবেও ভাবিত হইতে পারে। ধর, আবৃত্তির ভাব বা বৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া বলিলাম—যেখানে দোলক, ঊর্ম্মি, গোলক ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছন্দসা 'দোলন' রহিবে, সেখানে হইবে আবৃত্তি। দোলনেও 'এতটা, এই অবধি' (amplitude)-এর প্রশ্ন থাকিবে সন্দেহ নেই। যেমন, গায়ত্রী ইত্যাদি জপে কোন কলা অথবা কতিপয় কলাসমষ্টি ('phase packet') সম্বন্ধে থাকে। বলাবাহুল্য, 'এতটা, এই অবধি' বলিতে গেলেই দিগ্‌দেশ, কাল, বেগাখ্যাশক্তি (momentum) এবং ছন্দঃ—এ চতুষ্টয়েরই বিবক্ষা হয়। এখন, এই চারি 'নিরূপক' (co-ordinates) লইয়া যে কোন এক আধার পাতিলাম। এই চারিটির 'পরামর্শে' এবং অনুবন্ধে, দুটি কাষ্ঠাবিন্দু লইলাম, এবং বলিলাম—'ওহে গতিবৃত্তি! তুমি এই দুটি বিন্দু স্পর্শ করিয়া পুনঃপুনঃ হইতে থাক, যেমন দেখ না দোলকে।' যেমন আবার—গায়ত্রী প্রভৃতি জপে নাদমেরু আর বিন্দুমেরু ; যে কোন কলা-ঊর্ম্মিতে তার চূড়াবিন্দু আর সানুবিন্দু। এ দুটি দৃষ্টান্তের প্রথমটিতে পরিক্রমা পূর্ণ হয়—পুরাটাই ঘুরিয়া আসা হয়, যদি নাদ অথবা বিন্দু—এ দুয়ের কোন মেরুতে সুরু করিয়া তাতেই আবার ফিরিয়া এস। কাজেই, এটাকে পরিবৃত্তি (পরিতঃ বৃত্তি) বল, বর্ত্তমান সূত্রাধারে। দুটি নিরূপিত কাষ্ঠা (limit) স্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ ছন্দসা যে দোলন বা স্পন্দন, সেটিকেই এই বিশেষাধিকরণে 'আবৃত্তি' বলা হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিও।

কেননা, জপাদি সাধন এবং যাবতীয় ছান্দসী ক্রিয়াতেই কেবল সাকল্যে সংবাদটি (review in sumtotal) লইলেই হয় না, কলাবিশেষকেও তার কুশল-সংবাদ শুধাইতে হয়। শুধু 'মোটের ওপর ঠিকই চলছে' বল্লে তো হয় না! যে পাকা ইমারৎ গ'ড়ে তুলবে, তার খিলেনগুলো কাঁচা হ'লে কি আর রক্ষে আছে! এই কারণে আবৃত্তি থেকে পরিবৃত্তিকে 'যেন' আলাদা করিয়াই দেখান হইতেছে এখানে। Analysis 'পোক্ত' না হইলে, Synthesis 'জব্দ' হইবে না।

ছন্দোভির্দোলনঞ্চৈব চক্রায়ণং সমগ্রতঃ।
দিগ্‌দেশকালবেগানামন্যথাত্বঞ্চ ছন্দসাম্॥
প্রত্যেকং ত্রিস্থণাং পঞ্চ তথা সপ্ত ভবেৎ পুনঃ।
মনোবাগ্‌বস্তুবৈচিত্র্যং প্রাণনাদ্ধি প্রণীয়তে॥ ১৪২-১৪৩

ছন্দোভিঃ, কিনা, ছন্দঃসহকারে যে দোলন (দুটি নিরূপিত—assigned—কাষ্টার মধ্যে), সেটিকে যদি, বর্ত্তমান অনুবন্ধে, 'আবৃত্তি' বল, তবে সমগ্রভাবে (completely) যে চক্রায়ণ (revolution), সেটিকে পরিবৃত্তি (অথবা পরিক্রম) বল। এখন, আবৃত্তি এবং পরিবৃত্তি, এ দুই স্থলেই দেখিয়াছি যে, দিগ্‌দেশ, কাল, বেগ (শক্তি) এবং ছন্দঃ—এই সহগচতুষ্টয় থাকে। অর্থাৎ, কোথায় কোন্ মুখে হইতেছে; কতক্ষণ বা কখন হইতেছে, কত বা কি বেগে হইতেছে, এবং কোন্ রীতিতে হইতেছে;—এই চারিটি প্রশ্ন থাকেই। এদের—ঐ চারিটি সহগের (factors)—যে কোনটি অথবা সব কয়টিরই যদি অন্যথাত্ব (change-over from one frame or system to another) ঘটে, তবে কি হইল?—পরাবৃত্তি। এই বিশেষাধিকরণে শব্দগুলিকে বিশেষ বিশেষ শক্যতাসম্বন্ধে লওয়া হইতেছে, ইহা ভুলিও না। যেমন, জপে উদয়কলায় এবং বিলয়কলায় তুলনা করিয়া বোঝ। যে বৃত্তিটি (+) ধনে চলিতেছে, সেটি ঋণে (−) চলিলে, লক্ষণমত, পরাবৃত্তি হইল। উদয়মুখে প্রাণ একাই উদিত হয়, পরে মন এবং বাকের সঙ্গে 'যুক্ত' হয়। বিলয়ারম্ভে প্রাণ প্রথমে বাক্ (বৈখরী), পরে মন (সঙ্কল্প)—এ দুই থেকে 'বিযুক্ত' হয়, এবং অন্তে একাই সেতুসমাশ্রয় করে। আবার গায়ত্রী জপে 'ধীমহি' পর্য্যন্ত বেগাখ্যা শক্তির যে রূপ, সেটি 'প্রয়াস'; তৎপরে সেটি অন্যথা হইয়া হয় 'প্রপত্তি'। পুনশ্চ, 'বরেণ্য' অবধি

নাদচূড়া থাকে গতির লক্ষ্য ; 'ধীমহি' অবধি 'তাটস্থ্য'—যেন উচ্চচূড়া হইতে নামিয়া সানুদেশে ধ্যানবেদীতে সেই বরেণ্যমের ধ্যানে বসিলাম। তার পরে, প্রপত্তিযোগে বিন্দুবিলয়। এটি 'জপসমাধি'। এতেও যদি পুনশ্চ উদয়-বিলয়-বিকল্পবীজটি নিহিত থাকে, তবে 'জপসমুত্থান' ও 'জপব্যুত্থান'। আবারও জপ আবৃত্তি-পরিবৃত্তিতে চলিল। কিন্তু পরাবৃত্তিতে যদি 'পরার' মুখটি সবিকল্প থেকে নির্ব্বিকল্পে ফিরিয়া যায়, তবে সেই পরাপারীণ যে পরম, তাতে অভিনিষ্পন্ন হওয়া গেল। এইরূপ জপবৃত্তি বৈখরী থেকে মধ্যমাদি ভূমিতে যাইলেও পরাবৃত্তি। 'পরা' এই উপসর্গে অতীত্যবৃত্তিতা—transcendence in being, function, plane ইত্যাদি আসে, এটি স্মরণ রাখিও। তবে অবশ্য, পরা 'কাষ্ঠায়' গেল কিনা, এটি জিজ্ঞাস্য থাকে।

শেষকালে উপসংহার করা হইতেছে—মন, বাক্ এবং বস্তু, এ তিনের যতনা বৈচিত্র্য, সে সবই প্রাণনের আবৃত্ত্যাদি ঐ ত্রিধা কৌণিক সম্বন্ধের দ্বারা 'প্রণীত' হইয়া থাকে। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত নাও। ধর, এক বৃত্ত আঁকিবে। কোন স্থির বিন্দু থেকে এক ব্যাসার্দ্ধ লইয়া যদি সেটিকে দোলকের মত ৩০ বা অন্য ডিগ্রীতে একবার এধারে, একবার ওধারে নাও, তবে হইল 'আবৃত্তি', ফলে একটা বৃত্তকলা। পূরা ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরাইয়া আনতো, পরিবৃত্তি—ফলে পূরা বৃত্ত। পরিবৃত্তিতে পরিধি বা 'মর্য্যাদা' পূরা। অর্থাৎ, কাষ্ঠায়।

কিন্তু ধর, ব্যাস সঙ্কোচ কি প্রসার করিতে হইবে (যেমন, জপকে দ্রুতলয় কিংবা বিলম্বিত লয়ে), অথবা অন্য অন্য সম্বন্ধাধারে (অভিবিধিতে) লইয়া বৃত্তকে বৃত্তাভাস (Ellipse) কিংবা প্যারাবোলা ইত্যাদি করিতে হইবে। তা হইতে হইলে, যে 'কর্ম্ম' করিতে হয়, তাকে বলা হইল পরাবৃত্তি। এটি ব্যতীত কোন কিছুরই প্রারব্ধের 'পাশ' মোচন হয় না, সঞ্চিতের 'গাঁঠ' খোলে না—mutation, emergence, transformation, sublimation সাধিত হয় না। এটিই সকল তন্ত্র-যন্ত্রকে বলে—'কি গো, তোমার মন্ত্রটি ঠিক আছে তো? যেটি বেঠিক, তাকে পাল্টে সঠিক করবে না?' তবে, সাবধান! পরাবৃত্তিটি যেন 'নিজে' পরা ও পরমার পানেই মুখটি রাখে! অপরার পানে ঝুঁকিলে তো 'অপরাধ'!

৭ ॥ আভির্জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদয়ঃ ॥

(বাক্, মন এবং বস্তু—এ তিন ক্ষেত্রেই প্রাণ-প্রণয়নকর্ম্মটি দৃষ্টান্ত লইয়া

বলা হইতেছে)—ঐ আবৃত্তি প্রভৃতি নিবন্ধন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

সমস্তব্যস্তভেদেন জাগরাদিবিভাগভাক্।
বাঙ্মনোবস্তুসঙ্ঘাত আবৃত্ত্যাদিভিরন্বিতঃ ॥ ১৪৪

সমাসে লও, কিংবা ব্যাসেই লও, জাগরাদিবিভাগবিশিষ্ট বাঙ্মন-বস্তুসঙ্ঘাতমাত্রেই আবৃত্তি প্রভৃতি ঐ তিনের অনুবৃত্তি বা অন্বয় আছে—ইহা ভাবিয়া দেখিও। যে কোন বস্তু ; সেটি মনে কি ভাবে 'সাড়া' দেয় (react), এবং বাকেই কিভাবে 'ব্যক্ত' হয় (express)? প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, এই সঙ্ঘাত হইল শব্দ (বাক্)-অর্থ-(বস্তু)-প্রত্যয় (মন)—এই সঙ্ঘাত। এ তিনেই পূর্ব্ববিচারিত আবৃত্তি, পরাবৃত্তি এবং পরিবৃত্তি অন্বিত আছে দেখিবে। এও লক্ষ্য কর যে, এখানে 'পরা'-কে মাঝে রাখিয়া 'পরি'-কে শেষে নেয়া হইল। 'পরি' বলিতে 'পূরা' (সর্ব্বতোভাবেন)। এই 'পূরা' দুইরকমে নেয়া যায়—আকৃতিতে (as graph or picture) পূরা, এবং প্রকৃতি (in nature, being, function)-তে পূরা। প্রথমটিতে পূর্ণের 'ভাস', পরেরটিতে সম্পূর্ণের 'ভান'। এই শেষেরটাই কাষ্ঠা ও লক্ষ্য। জপাদি সাধনে শুধু 'ব্যাহরণে'র আকৃতিটি (graph) ঠিক আঁকিলেই হয় না ; মূল সত্তাশক্তিছন্দের প্রকৃতিটিও তাতে সমন্বয়ে আসা চাই। এটি আসার নাম 'অনুস্মরণ'। পরাবৃত্তিটি সর্ব্বতন্ত্রেই commutator বা transformer-এর কর্ম্মটি করে। 'একরূপ সংস্থা থেকে অন্যরূপ সংস্থায় যেতে হবে?—আচ্ছা, আমি আছি'।—বলে পরাবৃত্তি। এটি 'ভুবঃ'—স্থানীয়া। গানে যেমন 'বাট' বদল, 'ঠাঠ' বদল, ছন্দ বদল, ইত্যাদি। যেমন, ইমন থেকে ই‍্মনকল্যাণে ('পা'-কে ধরিয়া) যাইতে পরাবৃত্তি। ধ্রুবপদ গানে—আস্থায়ী-আদি এক এক পাদে স্বর এবং ছন্দের 'আবৃত্তি' (অভিবিধি এবং মর্য্যাদা সহকারে বৃত্তি) ; অন্তরাদি পাদান্তরে গতিতে 'পরাবৃত্তি' ; এবং চারিটি পাদেরি পূর্ণ সমন্বয়ে 'পরিবৃত্তি'।

এইবার, গোড়াকার, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি-ব্যষ্টি তত্ত্বে দৃষ্টি দাও।

বিশ্বে বিরাজি চাবৃত্তির্হিরণ্যে তৈজসে পরা।
প্রাজ্ঞেশ্বরপ্রকোষ্ঠে চ পরিবৃত্তিঃ প্রকল্প্যতাম্ ॥ ১৪৫

বেদান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যষ্টিচেতনায় জাগরে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ; এবং সমষ্টি-চেতনায় বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। এখানে বলা হইতেছে যে, বিশ্বে এবং বিরাটে আবৃত্তিধর্ম্মমুখ্যতা থাকে, তৈজসে ও হিরণ্যগর্ভে পরাবৃত্তি; এবং প্রাজ্ঞেশ্বরপ্রকোষ্ঠে পরিবৃত্তি। লক্ষ্য কর যে, বিশ্ব-বিরাটে 'ভূঃ', তৈজস-হিরণ্যগর্ভে 'ভুবঃ', এবং প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরে 'স্বঃ'—এই ব্যাহৃতিত্রয় যথাক্রমে ভাবব্যঞ্জনায় সংলগ্ন হয়। এরা তিনটি 'যুগ্ম' যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণের ভূমিও নির্দ্দেশ করে। এখন, সূক্ষ্মই সব কিছু বৃত্তি ও ব্যাপারবত্তার সেতু-সন্ধির স্থল। বীজ (বাহ্যতঃ) স্থূল, অঙ্কুরও তাই। কিন্তু বীজ থেকে অঙ্কুর হইল কোথায়, কিরূপে? এই যে transition, switch-over, orientation—এটি বড় সূক্ষ্ম ব্যাপার! ভিতর-বাহির সব কিছুতেই ভাবিয়া দেখিও। ব্যষ্টিচেতনায় স্বপ্ন (বৈজ্ঞানিক অর্থে), আর সমষ্টিচেতনায় মহাপ্রাণ এবং মহামানসের আধার—এই দুইটি হইল 'কোণ' পাণ্টাইবার ভূমি। সুতরাং, পরাবৃত্তি লক্ষণে আসে। স্বপ্নে অব্যক্ত সংস্কারব্যূহ সক্রিয় হইয়া ঠিক বলিয়া দেয়—তোমার ব্যবহারিক চেতনা কোন্ আকৃতি, শক্তি, ছন্দাদির পানে 'মুখ' ফিরাইতেছে। শুধু, Psycho-Analysis-এ নয়, সাধনভজনেও 'স্বপ্নবিবেক' একান্ত আবশ্যক। স্বপ্নে যদি গুরু, ইষ্ট, নাম 'দেখা' দেন তো, তবে তুমি মধ্যমার মধ্যমাটি মিলাইলে বুঝিও। বিরাটের বেলাতেও, হিরণ্য-গর্ভের আধার এবং অধ্যক্ষতা ব্যতীত প্রাণ এবং মানসের ক্ষেত্রে কোন 'কোণ' বদলান—'turning round a corner'—ইত্যাদি হয় না বুঝিও। যেমন, গায়ত্রীর 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' স্থলে। তৎপরে, প্রাজ্ঞ এবং ঈশ্বর।—যাঁরা নিখিলবৃত্তিকে কারণে উদিত করতঃ কারণেই লয় করিবেন, এতে কার্য্যকারণের সমগ্র ব্যস্ত আবৃত্তি সমাসে আসিয়া একাধারে শূন্য (ব্যস্ত সম্পর্কে) ও পূর্ণ (সমাসে) হয়। এ সমগ্র ব্যাপারটি পরিবৃত্তি লক্ষণে আসে।

যাবৎ সব কিছু 'ব্যস্ত' (differentiated), ততক্ষণ তাদের 'আবৃত্তি' (দুটি নিরূপিত 'মেরু'-মধ্যে বারংবার গতিস্থিতি)। এটি 'কোণ' বদ্‌লাইলে 'পরাবৃত্তি'। এটি সমাস-সম্পূর্ণতায় আসিলে পরিবৃত্তি। এ তিন স্থলে 'ব্যস্ত', 'ন্যস্ত', 'সমস্ত'—এ তিন শব্দের সংক্ষেপ যোজনা হইতে পারে। লক্ষ্য করিও যে, সুষুপ্তিতে তোমার সর্ব্ব ব্যস্তচেতনার আবৃত্তি-পরাবৃত্তি সম্বেগ 'শেষ' হয় বটে, কিন্তু 'নিঃশেষ' হয় না। হয় না, কেননা, তুমি ব্যষ্টি-উপাধিমুক্ত নও। ব্যষ্টিত্বমাত্রই একটা

stress-and-strain-centre ; সুতরাং, যে সব ব্যস্ত-ন্যস্ত বস্তু সমস্ত হইল, তারা 'সমাপ্ত' এবং 'নিরস্ত' হইল না। যেমন, কোন এক 'অসীম চাপে' যেন এতবড় গাছটা ফলে তার একটুকু 'বীজ' হইয়া আসে। যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি রসাশ্রয়ে ভগবানের লীলাপ্রতিযোগী হয়, সে ব্যষ্টি শুদ্ধ, অমায়িক, অপ্রাকৃত। তাহাই হউক। কিন্তু লক্ষ্য কর যে—সুষুপ্তির ভূমিকে ব্যবহারিক 'ব্যষ্টিবন্ধ' থেকে মুক্তি দিয়া তাকে সমাধিতে, মহাভাবে লইতে পারগ শুধু একেশ্বর তিনি —যিনি নিখিলকার্য্য-কারণের যেটি পরিবৃত্তি বা সমস্যমানতা, সেটি সমাপনও করেন, নিঃশেষও করেন। এই নিমিত্ত—'মাং শরণমন্বিচ্ছ'। ব্যষ্টিকে ভোগ-মায়ার হাতেই রাখ, অথবা যোগমায়ার হাতেই দাও, যিনি যোগেশ্বর, তিনি ছাড়া অপর কেহ পরা মুক্তিদ-ও নয়, পরা-ভক্তিদ-ও নয়।

তারপর দেখ—

সর্ব্বকলাসু চাবৃত্তির্বিন্দুমাশ্রিত্য যা পরা।
স্বয়ং বিন্দৌ চ নাদে চ পরিবৃত্তিরসংশয়া॥ ১৪৬

জপাদিতে সকল ব্যস্তকলায় যে বৃত্তিমত্তা (functioning), সেটি আবৃত্তি; ধনে বা ঋণে (অনুলোমে বা বিলোমে) বিন্দুকে আশ্রয় (লক্ষ্য) করতঃ যে বৃত্তি, সেটি পরাবৃত্তি। আর, স্বয়ং বিন্দুনাদের সমানাধিকরণ সামরস্যে অভিসম্পন্ন হইলে পরিবৃত্তি—the dynamic cycle is complete without any lacunae. শেষকালে এটিও লক্ষ্য কর যে, কেবল মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়, পরন্তু যন্ত্রমাত্রেই আবৃত্ত্যাদি ঐ তিনটি যথাযোগ্য অন্বয়ে পাইতে হয়। যে কোন সমর্থযন্ত্রে (যথা, বয়নীতে) oscillator, rotator এবং commutator or transformer—এ তিনটি মুখ্য ক্রিয়াকারক 'অঙ্গ'। এঞ্জিনে পিস্টনের যেটি oscillatory movement, সেটি rotator তে পরিবর্ত্তিত হয় কিরূপে?—এ সব স্থূল দৃষ্টান্তও বর্ত্তমান সূত্রের ব্যাপ্তিতে আসিবে। গণিতব্যবহারেও ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিবে।

যদি বল—অপ্রাসঙ্গিক স্থলগুলিতে জপসূত্রের 'ব্যাপ্তি' টানিয়া কি লাভ? তার উত্তর—কোন ব্যাপ্তিকে শুধু 'ব্যাপ্ত'তে (as contained) দেখিলে তো দেখাই হয় না, 'ব্যাপকে'ও (as container) দেখা চাই। নতুবা, কোন

কিছুরই গ্রন্থি মুক্তিও হয় না, ভূয়িষ্ঠ যে আপ্তি, সেটিও হয় না। শুধু কোশাকুশির জল মাথায় ছিটাইলাম, কিন্তু 'আপো বৈ নারায়ণঃ', 'সর্ব্বদেবময়ী' যে আপঃ? আর, এটিও সর্ব্বদা স্মরণযোগ্য যে, কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ অনুবন্ধানুরোধেই কোন বিষয় অথবা সম্বন্ধ হয়ত' অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর হইতেছে; নচেৎ, অখণ্ডবাস্তবাধারে বিষয় সম্বন্ধমাত্রেই যেন 'কমলির দল'—যেখানটাতেই টান দাও, সবটাই আসিয়া পড়িবে। উচ্চ গণিতের আলোচনায়, বিশেষ করিয়া, বিষয়সম্বন্ধসূত্রসমূহের অন্যোন্যাপেক্ষাভাবটি লক্ষ্য করি। Compartmental, segmental, cross-sectional treatment আবশ্যক বটে, কিন্তু বাস্তবাবগাহী নয়।

কোণের ত্রৈবিধ্য লইয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করতঃ এইবার তললম্বাদি ত্রৈবিধ্যের প্রসঙ্গ হইতেছে—

৮ ॥ **তললম্ববেধাকৃতিবৃত্তিত্বমভিব্যক্তস্য** ॥

অভিব্যক্ত (manifested)-মাত্রের তল, লম্ব এবং বেদ—এই তিন আকৃতিতে বৃত্তিমত্তা আছে॥

তললম্ববেধ-কে কেবল যে রৈখিকবিজ্ঞানের পদার্থ মনে করিলে হইবে না, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। যেমন, অকারে তলবৃত্তিতাসামান্য, ইকারে লম্ববৃত্তিতা-সামান্য এবং উকারে বেধবৃত্তিতাসামান্য লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এ বৃত্তিগুলি কেবল বা মুখ্যতঃ দৈশিক (spatial) নয়। তবর্গের ত-বর্ণে ঐ তলসামান্য বিশেষাধিকরণে আসে, এটিও লক্ষ্য করিও। অ-বর্ণ অক্ষরপদার্থকে নিখিল বর্ণাদি অভিব্যক্তির সামান্যাধার (বা 'তল') রূপে মেলিয়া দিল; ত-বর্ণ সেটিকে 'বিশেষ' (reference to 'given' plane or frame) লইল।

ঋতংসত্যং দেশকালাবভিব্যক্তং চতুর্বিধম্।
সর্ব্বস্য ত্রিপুটীভাবস্তলাদিভিঃ প্রসজ্যতে॥
বিশ্লেষণে তলাদীনাং ধনর্ণকোণতান্বয়ম্।
মুখ্যত্বঞ্চাতথাত্বঞ্চ জাগরাদিষু পশ্যত॥ ১৪৭-১৪৮

অভিব্যক্ত (what is manifested)-মাত্রকে ঋতং, সত্যং, দেশ এবং কাল—এই চারিটি মূলপর্ব্বে লওয়া যায়। পূর্ব্বে বহুলব্যাখ্যাত 'ঋতঞ্চ' 'সত্যঞ্চ'

আবারও স্মরণ কর। প্রথটিতে 'ঋ', কিনা, গতি, দ্বিতীয়ে 'সৎ', কিনা, অস্তিতার ভাব। গতি বলিতে গতিচ্ছন্দঃ, আর, অস্তি বলিতে থাকা বা স্থিতিধর্ম্মটি ভাবনার কেন্দ্রে আসে। অবশ্য, এই যে 'হওয়া' আর 'থাকা'—এ দুয়ের এক একটা নিরূঢ় (unconditional) কাষ্ঠাও থাকিবে।—যে কাষ্ঠায় দুটিই ধ্রুব। সেই কাষ্ঠাদ্বয় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'। কাষ্ঠার নিম্নেও এদের 'প্রতিভূ' (প্রতিরূপ, অনুকল্পাদি) আছে। অভিব্যক্ত বলিতে সে সকলও ধরিতে হইবে। এই রকম ব্যাপক (elastic)-বৃত্তিতে লইয়া 'ঋতং' কে সংক্ষেপে ছন্দঃ, আর, 'সত্যং'-কে 'বস্তু' (এর লক্ষণ দেখ) বলা যাইবে।

তা হইলে, অভিব্যক্তের চতুর্বিধা কি কি হইল?—বস্তু, ছন্দঃ, দেশ ও কাল। শেষের দুটি একত্র করিয়া—দেশ-কাল—লইলে ত্রিবিধ। দেশ-কাল কি বস্তু আর ছন্দের বাহ্?—এ বিচার এখানে পাড়িয়া কাজ নেই। এ স্থলে তত্ত্ববিভাজন উদ্দেশ্য নয়, প্রয়োগ ব্যবহারনির্ব্বহণই মুখ্য প্রয়োজন।

উক্ত প্রয়োজনে দেশ-কালকে এক স্বতন্ত্রপর্ব্বেই রাখা ভাল। এখন, ভাবিয়া দেখ যে, শুধু 'দেশ' (Space অর্থে) বলিয়া নয়, সব কিছুরি (সুতরাং, কাল, ছন্দঃ এবং বস্তুরও) ত্রিপুটী ভাব (threefoldedness, tri-polarity) ঘটিয়াছে তললম্ববেধ—এই তিন আকৃতির সংহতিবশতঃ। এরূপ হবার হেতু—সব কিছুর মূলে ওঁকার, এবং সব কিছুই ওঁকারের অভিব্যক্ত রূপ। ওঁকারের যেটি অকার, সেটি সমস্ত কিছু অভিব্যক্তের তলসামান্য পাতিয়া দেয়; উ-কার (পূর্ব্ববিশ্লেষণ-মত) লম্ব-বেধ, এ দুই-ই সামান্যভাবে; এবং ম-কার এ তিনের সংহতি (congruence)। 'ম'-তে শেষ নয়। সুতরাং, তদতীত (transcendental)-ও ওঁকারে আসে। অর্থাৎ, শুধু যে three-dimensional pattern, এমন নয়; higher dimensionsও আসে। আসে বলিয়া, ওঁকার = তার বা তারক।

প্রকারান্তরে ব্রহ্মের যেটি আদিম 'তপঃ' ('তপসোঽধ্যজায়ত'), সেটি সমস্ত কিছু আবীরূপের নিমিত্ত 'তল' মেলিয়া দেয়; 'ঈক্ষণ' দেয় 'লম্ব'; 'কাম' দেয় 'বেধ'; এবং 'সঙ্কল্প' দেয় এ তিনের সংহতি (co-ordination)। আবার, সর্ব্বতন্ত্রে থাকে লম্ববৃত্তির মুখ্যতা—যেটি সম্ভাব্য (potential) মাত্রকে বাস্তবে (kinetic, actual-এ) তুলিয়া লয়, তল বা plane মাত্রকে উর্দ্ধাধঃ ইত্যাদিরূপে বদলায়। সর্ব্বযন্ত্রে তলবৃত্তি (ground, frame or plane

principle) থাকে মুখ্যতায়। আর, সর্ব্বমন্ত্রে থাকে বেধ এবং সংহৃতিবৃত্তির মুখ্যতা। সাধারণ বীজে যেটি নমুনায় দেখি—শক্তি গভীর, গাঢ় ও ঘন হইয়া অভিব্যক্তি বা বিকাশের সকল কলাকে নিবিড়সংহত (in compact coalescence and co-inherence) রাখিয়াছে।

তলবৃত্তিতে সমস্ত কিছু জাত-স্থিত হয় ; লম্ববৃত্তিতে 'চলিত', সিঞ্চিত, বিকীর্ণ হয় ; বেধবৃত্তিতে আবৃত্ত, সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়। তল সমস্ত কিছুর 'ভূঃ' , লম্ব 'ভুবঃ' ; বেধ 'স্বঃ'। জপে, বৈখরী-মধ্যমাদি ভূমিতে তলবৃত্তিতা , নাদের উদয়ে এবং কলাবিতানে লম্ববৃত্তিতা , বিন্দুমুখীনতা ও বিন্দুবিলয়ে বেধবৃত্তিতা। পুনশ্চ, নিখিল অভিব্যক্তিতে যেটি 'সেতু' (transition principle), তার 'বহিঃ' বা অবরসন্ধিতে লম্বমুখ্যতা (kineticity), সেতুতে তল ('plane' principle) এবং 'অন্তঃ' বা বরসন্ধিতে বেধমুখ্যতা (predominance of potentiality) থাকে ; সর্ব্বক্ষেত্রে এটি ভাবিয়া দেখ। যেমন, স্থূলজপ মধ্যমায় চলিয়াছে ; ভাবনা ধ্যানে গভীর হইতেছে ; ভাব 'আবেশে' অথবা 'মগ্নতায়'। সাধনের সুরুতে চাই প্রয়াসবীর্য্য (লম্ববৃত্তি), মধ্যে আধার-স্থৈর্য্য (তল), এবং অন্তে প্রপত্তিসম্পন্নতা (বেধ)।

রেখাবিজ্ঞানের একটা ত্রিভুজ বা বৃত্ত অঙ্কনের দৃষ্টান্ত থেকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিভিন্নভূমিতে এই তললম্বাদিকে চিনিয়া লও। কাগজের উপর একটা বৃত্ত আঁকিবে। কাগজটা তল , এতে একটা স্থিরবিন্দুতে কম্পাসের একটা ভুজ লম্বরূপে ধরিলে ; অপর ভুজটিকে কোন কোণে রাখিয়া সেটিকে আবর্ত্তন করিলে (এইটি বেধ)। আবার, 'অহংব্রহ্মাস্মি'—এই মহাবাক্যে, ব্রহ্ম স্বয়ং তল বা অধিষ্ঠান। 'অস্মি'—'হই'—এই পদটি লম্ব। 'অহং'টি বেধযোগ্য। বেধে অহং উপাধিনির্মুক্ত বা শুদ্ধ হইল। শুদ্ধ, নিরুপাধি ব্রহ্ম বেধযোগ্য নয়। 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে'—শ্রুতি আত্মাকে শর (প্রণবো ধনুঃ) এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন, 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যঃ'। কিন্তু এ বাক্যে আত্মা এবং ব্রহ্ম, কেহই 'শুদ্ধ' সীমায় লক্ষিত নয় , শুদ্ধিসাধন বা শোধনের (যথা, 'তত্ত্বমসি'-তে) উপায়-উপেয় সম্বন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগত্যাগ-লক্ষণায় উপাধির বেধ এবং বাধ ঘটে।

তাই আবার বলা হইতেছে (কারিকায়)—বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তলাদিতে 'ঋণ' এবং 'ধন'—এ দুটি 'মুখীনতার' অন্বয়ও লক্ষ্য করিবে ; মুখ্য এবং অমুখ্য—এ

দুটিরও বটে। যেখানে দুই বা ততোধিক ভাব একসঙ্গে থাকে, সেখানেই কোন্‌টা মুখ্য, কোন্‌টা তা নয়—এ প্রসঙ্গ ও প্রশ্ন আসেই। মনে রাখিতে হয় যে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ বা কিছু 'একা' নেই। অন্যোন্যসম্বন্ধে রহিয়াছে সব কিছুই। সুতরাং, তল-লম্ব-বেধও বটে। শুধু তল বা লম্ব বা বেধ বলিয়া তো কিছু নেই। শুধু আবার তাই নয়। কোন ভূমি বা সংস্থাবিশেষে যেটি তল, অন্যে সেটি লম্ব বা বেধ হইতে পারে। অবশ্য, এই প্রকার ব্যবহারিক অদলবদলের মূলে বা কাষ্ঠায় ওদের কি 'রূপ' বা ভাব—সেটির সন্ধান করিতেও হয়। যেমন, কাষ্ঠার সন্ধানে তলটি মূল আধার, এমন কি, অধিষ্ঠান অবধিও হয়। মা কালীর পদতলে সদাশিব। মা নিজে শক্তির অভীদ্ধ এবং উজ্জিত—এ দুয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ, লম্বগা ও বেধগা, দুয়ের। কিন্তু এ দুই হইয়াও, মা কৈবল্যদায়িনী আমার, তাঁর বেধগাতেই বেশী 'ভর' দিয়াছেন। অর্থাৎ, লয়ের দিকে, নিখিলপ্রপঞ্চকে 'গুটাইবার' দিকে। এই বেধগার পরিসীমা কি?—শিবশক্তির সমানাধিকরণ-সামরস্য। বরাভয়মুদ্রা—এর সঙ্কেত। সমানাধিকরণ—co-extension. দুটি বৃত্ত যেন কাটাকাটি না করিয়া মিলিয়াই গেল। শিব-শক্তির—তললম্ববেধবৃত্তির—তফাৎ আর রহিল না; যেমন, জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ভূর্ভুবঃস্বঃ—যেখানে তাদাত্ম্য সমীকরণে এক হইয়া গেল। ভাগবতের প্রথমেই তৃতীয় শ্লোকে নিগমকল্পতরুর ফল এবং 'গলিতং রসং' যেমন। 'রসবৎ' বা 'সরস' বলিলে কি হইত? ফল আর রসের যে তাদাত্ম্য সমানাধিকরণ্য, সেটি আসিত না। ফলে তো রস (উপাদেয়) ছাড়াও আঁঠি, খোসা, আঁশ ইত্যাদি হেয় অংশও থাকিতে পারে। 'ফলটাই রস' হওয়াই যে চাই! কেননা, এ ফলের আস্বাদ ('পান') যিনি করেন, তিনি একসাথে 'রসিক' ও 'ভাবুক' (কিনা, 'রসবিশেষবিবেকচতুর')। গবাদির মত হেয় অংশও 'চোখ বুজিয়া' চিবাইতে রাজি নন।

আচ্ছা, ঐ শ্লোকে 'ভুবি' (ইহলোকে)-কে যদি বল তল, তা হইলে নিগমকল্পতরুটি হইল তৎসম্পর্কে লম্ব—ফলটিকে 'ঊর্দ্ধধামে' তুলিয়া রাখিয়াছে। ফলটি ঐ তরুরই পরমোপাদেয় রসঘনীভাব; সুতরাং, বেধসংজ্ঞায় আসে। ঐ ফলটি যখন 'শুকমুখাৎ' ভূতলে পতিত ('গলিত') হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত লম্বের অধোগা বা 'অনুলোমা' বৃত্তি। এটিকে বলিতে পার—'ধন'। সত্যই ফলটি যে 'পরমধন'! এর বিপরীতটি 'ঋণ'। ভুবি বা ভুবনের, কাছে ঋণও বটে। এই

ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই শুকমুখাদি মাধ্যমে সেটিকে আর্ত্তধরায় অবতীর্ণ হইতেই হয়! সে আসিয়া বলে—'তোমার ধার শুধব' ব'লেই তো এসেছি!' 'আমার ধার?' 'হ্যাগো, তুমি যে তোমাতেই বঞ্চিত! তুমি কবে হবে 'রসিক ভাবুক', সেই জন্যেই তো আমার এত আকুল দীঘল প্রতীক্ষা'—'সংসারসর্পদষ্ট' পরীক্ষিৎকে, দেখ না! ভাবুকে আবার বেধ-ব্যঞ্জনা।—Poignant intensity of æsthetic enjoyment.

শুধুই কি শ্রীমতীর প্রেমের ঋণ শুধিতেই এলেন গৌরসুন্দর—আমাদের ঋণ 'নাম' বিলায়ে শুধিবেন ব'লে নয়? এই যে ঋণের কথা হইতেছে, এ 'ঋণ' 'কৃষ্ণ' নামের মধ্যেই আছে। মাঝখানে 'ষ', দুই পাশে 'ঋ' আর 'ণ'। মাঝের ঐ 'ষ'-রূপী পরম বলেন—'এ ঋণ আমি মূর্দ্ধায় ধরিয়াছি!'—যে আমায় ভালবাসে, তার ঋণ!—Love's Eternal Pledge to the Lover and Beloved.

এইবার, আবার 'অরসিক অভাবুকের' 'প্লেনে' নামিয়া আসিয়া দেখ যে, 'ধন' ও 'ঋণ'—এ দুইটিকে 'নীরস' বৈজ্ঞানিক আধারে কিভাবে লইবে। এ দুটি শব্দ আমাদের বহুধা পরিচিত এবং বর্ণরসায়নেও বিশ্লেষিত। অনুলোম-বিলোমাদি-রূপেও এদের দেখা হইয়াছে। বিন্দু এবং নাদে, স্বরূপতঃ, কোন 'দিঙ্মান' নেই, কলাকলননিমিত্ত দিঙ্মান (sense or direction) অঙ্গীকার করিলে তবে আসে ধন-ঋণের প্রসজ্যতা।

জাগরাদি অবস্থা পরীক্ষায় দেখ যে, বাক্-চিত্তাদির কলাগুলি জাগরে আকলিত হইয়া সঙ্কলনে যাইতে চায়—যে সব presented হয়, সে সব unified and appreciated হইতে চলে, অথচ সম্যক্ হয় না। জাগরে অনুভব (feeling) তলবৃত্তিতায় থাকে; সঙ্কল্পী মন থাকে লম্ববৃত্তিতায়; আর, অধ্যবসায় বা বুদ্ধি থাকে বেধবৃত্তিতায় (the End and Meaning Factor)।

স্বপ্নের বেলা? অনুভব তখনও, এবং সর্ব্বস্থলেই, তল রূপে থাকে, কিন্তু মনের 'দিঙ্মান' বদল হয়—মনের মনন ও সঙ্কল্পের গৌণত্ব, আর, চিত্তের, কিনা, অব্যক্ত সংস্কারবৃত্তিসমূহের (subconscious mind-এর) হয় মুখ্যত্ব। মনের বহিস্তলাপেক্ষবৃত্তিতার বদলে মুখ্যতঃ হয় অন্তস্তলাপেক্ষবৃত্তিতা। এটাকে বলা যায়—বিকলন। 'বি' কেবল যে ব্যাজ অর্থেই লইতে হইবে, এমন নয়। 'বি' বিশিষ্ট, এমন কি, অভীষ্ট অর্থেও হইতে পারে, যেমন, স্বপ্নজপাদি স্থলে। আর,

বুদ্ধি যা বোধবৃত্তি ? এটি অহং অথবা ব্যষ্টিসম্বন্ধাবদ্ধ (bound to Ego-centric factors or conditions) তাদৃশ থাকে না ; মহদ্‌বুদ্ধির 'অধিকারে' চলিয়া যায়।—A Greater, Immenser Reason shapes, controls and guides. এই নিমিত্ত স্বপ্নবিবেকের জন্য স্বপ্নবিজ্ঞানের আধার আবশ্যক হয়। যেমন, পশুপক্ষীদের চিত্ত আমরা সামান্যই বুঝি, কিন্তু উপযুক্ত বিজ্ঞানে সেটি বোঝা যায়। শেষকালে, সুষুপ্তিতেও অনুভবই তল থাকে, কেননা, অনুভব-ই সাক্ষাদপরোক্ষরূপে ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম নাকচ হয় না। যেটি নাকচ হয়, সেটি ব্রহ্ম নয়। বেশ। লম্ব এবং বোধ (মন এবং বুদ্ধি)—কি হয় তখন ? দুটিই তখন 'তলে' মিলাইয়া যায়। এর ফলে, একটা অব্যক্তসুখানুভূতি মাত্র থাকে। এটিকে বল—অকলন। নিষ্কলন বা নৈষ্কল্য থেকে এর ভেদ আছে। অকলনে কলাসমূহের 'কৌণিক' সম্বন্ধ এবং অনুপাতগুলি সূক্ষ্মতার এমন এক 'মেরু'-তে (cutical point-এ) আসিয়াছে, যেখানে কলার kineticity (লম্ববৃত্তি) বলে—'এইবার আমি বীজ বা কারণরূপতায়—as potency—নিজেকে জড়ো করিব—ক্রিয়া আর কারণের মাঝে যে লম্ববৃত্তি—যে interval ইত্যাদি—সেটি আর রাখিব না।' বীজ যখন অঙ্কুরিত হবার মতো হয়, তখন ঐ 'লম্ব' দেখা দেয়—the infinitesimal 'stepping-out' of interval, altitude and attribute.

তল ও বোধ—দুই-এ মিলিয়া 'এক' হইতেই চায় ; লম্বই তাদের রাখে তফাতে, কলার আকলন-সঙ্কলন-বিকলনের নিমিত্ত। দ্যৌঃ এবং পৃথিবীকে যেমন অন্তরীক্ষ। প্রয়াস আর প্রপূর্ত্তিকে যেমন সাধন। কোন কিছু দেখিলাম, শুনিলাম, পাইলাম। এটি তল। বোধ বলে—'এর পূরা মানে—significance—'তত্ত্ব'—কি তা জান ?' লম্ব বলে—'আমি জানাচ্ছি, তবে হয়ত' ক্রমে ক্রমে।' তল দেয়—perception ; লম্ব—process of understanding ; বোধ—understanding itself. গীতায় সেই 'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং' পুনশ্চ প্রণিধান কর। 'দ্রষ্টুং' মানে the process or way of 'seeing'.

বাচ্যং বা বাচকং বাপি যদভিব্যক্তিমৃচ্ছতি।
পাদমাত্রাত্মকত্বেন তস্য তলাদিসংস্থিতিঃ ॥ ১৪৯

বাচ্যরূপে অথবা বাচকরূপে যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইতে চলে (ঋচ্ছতি),

সেটি পাদ এবং মাত্রা ('plane' এবং 'measure')—এ দুটি ধর্ম পায় ; সুতরাং, সেটির সম্পর্কে তললম্ববেধবৃত্তিতা আছে। সেটির সম্পর্কে—(১) কোথায়, কতদূর অবধি ? (২) কতখানি, কোন্ মুখে, কিভাবে ? এবং (৩) কেন বা কোন্ লক্ষ্যে ?—এই তিনটি জিজ্ঞাসা রহিবেই। অর্থাৎ, প্রতিটি বাচ্য-বাচকের আধার (স্থিতি), উদয় (গতি), কাষ্ঠাপরিণতি (লয়)—এই তিনটি জানিতে হয়। জপক্রিয়াতেও এর অন্যথা নয়। জপে সাধারণতঃ এই ক্রম—কলাকলিত-জপ ; এর বেধ-বৃত্তিতে (intensification-এ) নাদ ; নাদের বেধবৃত্তিতে একদিকে যেমন বিন্দু, তেমনি আবার জ্যোতিঃ ; জ্যোতির বেধবৃত্তিতে রস এবং 'অণুমানস' ; ইত্যাদি।

৯ ॥ ত্রয়স্ত্বং বাহুল্যেঽপি পাদমাত্রয়োঃ ॥

যদ্যপি নিখিল অভিব্যক্তে পাদমাত্রার 'বাহুল্য' পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি (যথা, পূর্ব্বোক্ত-মননানুরোধে) পাদমাত্রাকে 'ত্রয়' (তিন) ভাবে দেখিতে হয় ॥

পাদমাত্রানুসংখ্যানাং বাহুল্যং যদ্যপি স্থিতম্।
তথাপ্যোঙ্কারমাত্রাভিস্ত্রিধা নিরূপ্যমাণতা ॥১৫০

ওঁকারের যে তিনমাত্রা (মাণ্ডূক্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধ), তদ্দ্বারা পাদ এবং মাত্রাও নিখিল অভিব্যক্তে 'ত্রয়' রূপে নিরূপণ যোগ্য হইয়াছে। 'ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি'—বেদের সেই প্রসিদ্ধ সূক্ত স্মরণ কর। 'অমৃতং দিবি' বস্তুটিকে যদি ওঙ্কার ভাবা যায়, তবে সে ভাবনা কি তত্ত্বভাবনাসংলগ্না হইবে না—ইহাও ভাবিয়া দেখ। বাচ্যবাচকাত্মক এই যে বিশ্বভূতজাত, এটি সেই অক্ষরামৃত পুরুষের 'একটি' পাদ—এবং এটি ক্ষরণ-মরণধর্ম্মী। তাঁর অমৃতাক্ষর পাদ, ওঁকারের মাত্রাত্রয়ের অন্বয়ে ত্রিপাৎ। এ ত্রিপাৎ 'দিবি' (দ্যৌঃ-সূত্রাদি স্মরণ কর) স্থিত রহিয়াও 'ভুবি'—'এই' রূপে অস্মৎপ্রতীতির লোকে—আপন 'প্রশাসন' রক্ষা করিয়াছে। ফলে, 'এখানেও' সমস্ত কিছু ঐ ত্রিপাদ্‌বিক্রমের অনুক্রমণ করিতেছে। 'এ' বিশ্বে যেটি 'অতিগ', সেটি এ বিশ্বে 'অনুগ'-ও হইয়াছে—the Transcendent implicating itself as Immanent in the Universe of Experi-

ence. দ্যুলোকের, ঊর্দ্ধধামের প্রশাসনবাণী 'মরতের' প্রতি—"তোমরা সব 'তিন তিন' হইয়া 'সংগচ্ছধ্বং', 'সংবদধ্বং'—সংহতি-সংবাদে মিলিত হও। শুধু 'একল' বা 'কেবলে' কুলাইবে না, 'যুগ্মে'-ও দ্বন্দ্বভাক্; কাজেই, 'যুগলানুগত যূথ' হও।" এই শেষেরটিতে একান্তপক্ষে 'তিনটি' হওয়া চাই। এ শুধু ভাব-রসিকের কথা নয়; জড়ে, প্রাণে, মানসে—যেখানে যত 'যূথান্বয়', তাদের ঐ এক কথা। তল বলে—"আমাকে লম্ব দাও, বেধ দাও; নইলে যে আমি 'অতলে তলাই'!" লম্ব বলে—"আমাকে তল ও বেধ (লক্ষ্য) দাও, নইলে যে আমি নিরাধার, নিরালম্ব!" (তল = আধার, বেধ = আলম্ব)। বাক্ বলে—'আমাকে অর্থ বা ভাব দাও!' অর্থ বলে—'আমাকে অন্বয় ও প্রত্যয় (লম্ব) দাও!' উদিত নাদ আধাররূপে আপনাকে পাতিয়া বলে— "কৈ গো, কলোর্মি! তুমি এই আধারে খেলিয়া যাও!" কলোর্মি = লম্ববৃত্তি। আর, আগেই বলা হইয়াছে—বিন্দু বেধকাষ্ঠা।

অথচ আবার স্মরণ রাখিও যে—'সহস্রপাৎ পুরুষঃ'। পুরুষের পাদ (এবং মাত্রা) 'সহস্র', কিনা, অসংখ্যেয়। অসংখ্যেয়কে যে কোন সংখ্যানে লইতে গেলেই তার অসংখ্যান এবং প্রসংখ্যান—এ দুইটি 'ভাব'-কেই 'কুঞ্চিত' (limited, restricted) করিতে হয়। 'অসংখ্যান' বলে—'আমি কোন সংখ্যানেরি ধার ধারি না'। প্রসংখ্যান বলে—'পূর্ণসংখ্যান আমি, তোমার ব্যবহারগরজে খাটো হইতে রাজি নই।' 'খাটো' নইলে তো কারবারে 'খাটে' না। তাই অসংখ্যান-প্রসংখ্যানের 'আত্মবলি'—পরিসংখ্যান, প্রতিসংখ্যান, উপসংখ্যান—এই সব। প্রথমটি, converging or governing formula; দ্বিতীয়টি, homologous or 'similar' formula; তৃতীয়টি, formula of approximation. এখন দেখ—'সহস্রপাৎ' বলিতে একসঙ্গে অসংখ্যান ও প্রসংখ্যান বিবক্ষিত হইল। ঐ মন্ত্রেই 'অত্যতিষ্ঠৎ' পদে অসংখ্যানের বিশেষ ব্যঞ্জনাও আছে।

প্রসংখ্যানের প্রশাসনে সংখ্যানের যে ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল, সে ত্রৈবিধ্যও ওঁকারের অনুশাসনে। সাধারণতঃ, 'অউম' প্রণবের মাত্রাত্রয়। প্রকারান্তরে পাদত্রয়। পাদমাত্রা—দুটিকে সমাহারে লইয়া ঐ তিন হয়—নাদকলাবিন্দু অথবা কলানাদবিন্দু। (কলোদয়ের আগেই যদি নাদ আধাররূপে উদিত হয় তো, প্রথমটি; অন্যথায়—কলার বিলয়ে নাদ, এবং নাদবিলয়ে বিন্দু।) এখন, লক্ষ্য

কর যে, কলায় প্রসংখ্যানরূপী যে পরাবাক্ (অব্যয়া), তার উপসংখ্যানমাত্র হয়। উদিত, ব্যক্ত নাদে প্রতিসংখ্যান। আর কলাসমেত নাদের বিন্দুবিলীনতায় পরিসংখ্যান। অর্থাৎ, এইস্থলে আসিয়া সর্ব্ববাচ্যবাচকের ধ্রুবরূপিণী মধ্যমার 'মর্ম্ম-কেন্দ্র'-টি সংস্পর্শ করিলে; ফলে, পরাব্যক্ত এবং পরমের—দুইটি 'দ্বারই' অপাবরণের সম্ভাবনা ঘটিল। বাক্, মন, প্রাণ তিনই এবার নিজ 'আলয়ে' ফিরিবে! যদি ওঁকারের অ, উ, ম—এ তিন মাত্রাই লও তো—অ-তে অনুসংখ্যান (অনুক্রম), উ-তে উপসংখ্যান (উপক্রম), ম-তে সমুপসংখ্যান (সংক্রম বা সংক্রমণ)—এইভাবে লইও। তা হইলে, আরও দুই-রকমের সংখ্যান বলা হইল—converging formula and connecting or communing formula. সর্ব্ব সমেত পাঁচ। অসংখ্যান-প্রসংখ্যানকেও ধরিয়া সাত।

পাদমাত্রা, বিশ্লেষণে বিভক্ত হইলেও, অবিনাভাবে থাকে যেন শিবশক্তি। পুনশ্চ কালারূপে ধ্যান দাও। পাদ=শিবাদ্বৈতাবিধান, মাত্রা=মাতা বা 'মা' স্বয়ং। কলা (কলিতাদি অর্থে) এবং কাষ্ঠা—এ দুটি 'অনুষঙ্গে' (by logical implication) আসে। কেমনে?—প্রশ্নের উত্তর কলা, কদ্দূরে? প্রশ্নের উত্তর কাষ্ঠা। কলা এবং কাষ্ঠা, এ দুটিকে জড়াইয়া যদি বল 'অয়ন' (পরাকাষ্ঠা-পরায়ণ), তবে পাদমাত্রা এবং অয়ন এই ত্রৈবিধ্য মিলিল। 'কলা' বলিতে পূর্ব্বসূত্রিত সেই 'অমা' এবং 'সমা' কাষ্ঠাদ্বয় প্রসজ্যমান হয়—অর্থাৎ, কলা কোন্ কাষ্ঠাভিমুখে চলিতেছে, এই প্রশ্ন। ওঁকারাদি জপে এই অয়ন দুইটি জানিতে ও মিলাইতে হয়। (পূর্ব্ববিচারিত উত্তর-দক্ষিণ অয়নের কথাও স্মরণ কর।) ওঁকারের 'অ' যদি বল পাদ, 'উ' যদি বল 'মাত্রা' তবে 'ম'-এ প্রবর্ত্তিত হয় ঐ অয়নদ্বয়ের যেটি সেতুসন্ধি, সেইটি। যেমন, উদয় ওঁকারে 'ম'—এর অয়না বৃত্তি একরকম (সমাভিমুখীনা), বিলয়ে অন্যরকম (অমাভিমুখীনা)। এ সেতুরও অবর-বর দুইটি সন্ধি আছে। উদয়ের বেলা, 'ম'-এর অবর-সন্ধিতে 'তনু' রূপে নাদ আবির্ভূত হইয়া বরসন্ধিতে উরুরূপ—উরুগায়ের উদ্‌গানরূপটি পায়। এ উদ্‌গানরূপতার কাষ্ঠা 'নাদমেরু'। তারপর, ব্যাহরণ-অনুস্মরণের পূরা আবৃত্তি পরিবৃত্তি সমাপন নিমিত্ত, অয়নের 'মুখ' অমাভিমুখীনতায় ঘুরিয়া যায়। এই যে 'ঘুরিয়া আসা' তাতেও অবশ্য সেতুসন্ধি (অবর-বর) রহিয়াছে। কাষ্ঠা—'বিন্দুমেরু'। এই অয়নদ্বয়ের সমঞ্জস সমাহারেই ওঁকারাদির পূর্ণজপ। ভাবের

দিক্ থেকে, নাদমেরুতে জ্যোতির্বিশাল, আর বিন্দুমেরুতে নিবিড়রসঘনরূপ। এখানে জ্যোতীরসের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য। এটি ভক্তের 'ভাব'। এর 'পারীণ' হইতে পারিলে পরমজ্যোতীরসাভিন্ন সুদুর্লভ 'মহাভাব'।

অতঃপর 'মূর্ত্ত' এবং 'অমূর্ত্তের' প্রসঙ্গ হইতেছে।

মূর্ত্তানাং দেশকালাভ্যাং চতুর্মানতয়া স্থিতিঃ।
অমূর্ত্তানাং ত্রিবৃত্তত্বং পূরকাধারলিঙ্গকৈঃ।
মানানাং লাঘবান্মূর্ত্তমমূর্ত্তং গৌরবান্মতম্॥ ১৫১

'মূর্ত্ত' বলিতে কি বুঝিব? পূর্ব্বোক্ত পাদ-মাত্রা-অয়ন নিখিলবস্তুজাতের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছে। অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র। এখন, ঐ পাদাদি তিন মানের সহিত যদি 'দেশ-কাল'—এই 'চতুর্থ' মানটিও যোজিত হয়, তবে পদার্থের যে রূপ বা আকৃতি হইল, তাকে বলে 'মূর্ত্ত'। অর্থাৎ, ঐ যে পাদাদি 'ত্রিপাৎ' সর্ব্বব্যাপি, সেটি দেশ-কাল (Space-Time)-রূপ অপর একটি পাদ অঙ্গীকারকরতঃ 'চতুষ্পাৎ' হইলে হয় 'মূর্ত্ত'। সুতরাং, ভগবত্তা দেশকালাদি সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়া বিগ্রহবতী হইলে, তাহা ভগবন্মূর্ত্তি, এবং 'অবতরণ' করিলেও 'মূর্ত্ত'। কিন্তু এ মূর্ত্তিতে অথবা মূর্ত্তে অসামান্য বিশেষ রহিবে। কেননা, ভগবত্তার 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া' এ 'মূর্ত্তে' কুণ্ঠিত হয না। কেননা, এটি- 'কীলা'-জন্য নয়, লীলানিমিত্ত। 'মূর্ত্তের' যে লক্ষণ করা হইল, তাতে, কেবল অথবা মুখ্যতঃ 'জড়ীয়ে বা প্রাকৃতে' (physical and natural plane-এ) আবদ্ধ নয়। স্থূলপর্ব্ব ছাড়িয়া সূক্ষ্ম-কারণের পর্ব্বদ্বয় অবধি এর ব্যাপ্তি। যে ভূমিতে যাইয়া দেশকাল (Extension and Duration) দুই-ই বিদায় লয়, সেই 'বৌদ্ধ' বা বুদ্ধিপ্রত্যয়ৈকসার (Pure Logical) ভূমিতে যাইয়া, তবে হয় 'অমূর্ত্ত'। কাজেই, মনের ভাব, ধ্যান, কল্পনাদিও, দেশকাল-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন হইলে, 'মূর্ত্ত' সংজ্ঞায় আসিবে। অবশ্য, এমন সব পদার্থ আছে বা থাকিতে পারে, যারা এতদুভয়ের 'তটস্থ,' কিনা, মূর্ত্তামূর্ত্ত। জপে ব্যক্ত কলাগুলি 'মূর্ত্ত', উদিত কলিত লীয়মান নাদ মূর্ত্তামূর্ত্ত। বিন্দুবিলয়ে নাদ অমূর্ত্ত। বিন্দু অমূর্ত্তমূলা; এটিকে Alogical-logical এর সন্ধিও বলা হইয়াছে।

এই অমূর্ত্ত—বিন্দুতত্ত্বের মূল আধারে অথবা সংশ্রয়ে, যেটি স্থিত এবং

পাদমাত্রায় নাদরূপে প্রবর্ত্তিত হয়—সেটির সম্বন্ধে 'ত্রিবৃত্তত্ত্ব' প্রদর্শিত হইতেছে।—আধার (Base), পূরক (Co-efficient) এবং লিঙ্গক (Index)। বর্ত্তমান সূত্রে 'অমূর্ত্ত' বলিতে যেন সরাসরি নিরঞ্জন, নির্ব্বিশেষ না ধরি—the Formless and Attributeless Absolute. দিগ্‌দেশ (perceptual or conceptual), কাল, এবং এ ত্রিতয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (conditioned) যে সম্বন্ধ (relation),—এ চারিটির দ্বারা ব্যবহারতঃ যাহা সীমিত (limited) এবং বাধ্য (determined) নয়, তাকে 'অমূর্ত্ত' বলা হইল। ইষ্টবিগ্রহ-অবতারাদিকে মূর্ত্ত-সংজ্ঞায় লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লোকব্যবহার এবং প্রত্যয়ে তদ্রূপ 'ভাস' হইলেও, সমগ্র 'ভানে' সে সকল 'অমূর্ত্ত' পর্ব্বেই পড়ে। 'ভান'-রূপে সৃষ্টির একটা রেণুও অবশ্য মূর্ত্তমাত্র নয়। বিজ্ঞান অণুতমের অন্বেষণে পূর্ণভানের অপিধান ধীরে ধীরে উন্মোচিতও করিতেছে। তথাপি সাধারণ মূর্ত্ত পদার্থের সঙ্গে বিগ্রহাবতারাদি মূর্ত্তের বিপুলবিশেষ (immense difference) আছে, যেমন, বিজ্ঞানব্যবহারে একটা সাধারণ রেণুর আর একটা রেডিও-একটিভ্ রেণুর।

বিগ্রহ-অবতার-নাম-মন্ত্রাদির বেলা যে সীমিততা এবং বন্ধবাধ্যতা—সেটি স্বতন্ত্রেন, পরতন্ত্রেন নয়, লীলা নিমিত্ত, 'কীলা' নিমিত্ত নয়। অর্থাৎ, অমূর্ত্ত যে সত্তাশক্তি, সেটি নিজেকে অনুবন্ধবিশেষানুরোধে 'যেন' মূর্ত্ত করিয়া লোকব্যবহারে আসে। এই স্বতন্ত্র এবং লীলানিমিত্ততার জন্য, তাতে অমূর্ত্তের মহত্ত্ব, অব্যয়ত্ব, পূর্ণত্বের প্রতিষেধ হয় না। সাধারণ মূর্ত্তপর্ব্বে এই প্রতিষেধটি (negation) ব্যবহারতঃ ঘটিয়াছে। বিগ্রহ-মন্ত্র-নামাদিতে ভগবত্তাদি 'আরোপিত' নয়, স্বয়ং অধিকৃত, যদ্যপি, ভূতভৌতিকব্যবহারে তাহা সীমিতগুণ্ঠিতাদিবৎ হইয়াছে। যেমন, যিনি ত্রিবিক্রম-উরুক্রম, তিনি বলির যজ্ঞস্থলে আসিলেন বামনরূপে!

অমূর্ত্ত 'ত্রিপাৎ', মূর্ত্ত 'চতুষ্পাৎ'—এটি আগেই বলা হইয়াছে। মূর্ত্তকে বিশ্লেষণে বুঝিতে ন্যূনপক্ষে চারিটি অবস্থাননিরূপক বা co-ordinates-এর দরকার হয়, অমূর্ত্তে দরকার হয় তিনটি। এই তিনটির নাম বলা হইয়াছে—আধার, পূরক, লিঙ্গক। আধার-কে, এ স্থলে, ইচ্ছা হইলে 'স্থাপক' বলিতেও পার। (১) কোন সত্তাস্বরূপে সেটি 'স্থাপিত' থাকিবে, (২) কোন গুণধর্ম্মাদির দ্বারা সেটি 'পূরিত' হইবে; এবং (৩) কোন লিঙ্গ বা লক্ষণাদি দ্বারা সেটি 'বিশেষিত' এবং 'লক্ষিত' হইবে। প্রথমটিতে বস্তুর সত্তা (substratum of

beingness); দ্বিতীয়টিতে ঐ সত্তানিষ্ঠ এবং সত্তাভিন্ন শক্তি (power of being-becoming) ; তৃতীয়টিতে ঐ সত্তাশক্তির সম্বন্ধ—ছন্দঃ এবং আকৃতি ;—এইগুলি বিশেষভাবে আসে। যেমন ধর, পরব্রহ্মের যে আগ্যা কলনী বা কলা। বিন্দু এবং নাদ—এ দুইরূপে এই আগ্যকলা পরস্পরের আধার ও পূরক ; এবং কলিতকলারূপে লিঙ্গক। ধর, ওঁকার—বৈখরীরূপে যাহা 'মূর্ত্ত' হয় নাই। নিত্যস্ফোটরূপ যে ওঁকার, তাঁর 'অ' আধার, 'উ' পূরক, এবং 'ম' লিঙ্গক। অর্থাৎ, ম-এ আসিয়াই ওঁকারের উদয়-বিলয় ভেদ এবং সেতুসন্ধি-সন্ধিনী বৃত্তি অথবা তদন্যথার 'লিঙ্গ' বা পরিচয় পাই।

ধর আবার ভগবত্তা। সচ্চিদানন্দরূপত্ব তাঁতে 'আধার' ; সর্ব্বব্যাপিত্বাদি শক্তি তাঁতে 'পূরক' ; নিখিল ঐশ্বর্য্যাদি অনুভাব বিভাব তাতে 'লিঙ্গক'। ভগবত্তার বেলা 'বাহ্য' কোন কিছুর দ্বারা তাঁর 'পূরণ' হয় না , তিনি নিত্যপূর্ণই। অতএব, স্বয়ং পূরক। তন্ন্যূন যে সব অমূর্ত্ত, তাতে বাহ্যাপেক্ষা থাকে। কাজেই, সে সব স্থলে, পূরক = co-efficient ; ভগবত্তা self-efficient.

সাধারণ গণিতবিজ্ঞানাদি ব্যবহারেও ঐ তিনটি—Base, Co-efficient and Index—যথাযোগ্য মিলাইয়া লইবে। যেমন ধর, কোন বিশেষ-দেশকালসম্বন্ধে আসে নাই—আঁকা হয় নাই—এমন বৃত্তত্বমাত্র (idea of a circle)। যে সামান্যসূত্রাধারে (যথা, General Equation of the Second Degree) বৃত্তসজাতীয় 'লেখ'গুলি স্থাপিত, সেটিকে বলা যায় বৃত্তমাত্রসম্বন্ধে 'আধার'। বৃত্তের নিজস্ব সূত্র (Equation of a Circle) হইল 'পূরক'। এবং বৃত্তমাত্রের যে ধর্ম্ম ও গুণাবলী (properties), তারা হইল 'লিঙ্গক'। এ সমগ্র 'কাঠামো'ই conceptual and logical. জপমাত্রে নাদকে যদি বল আধার, তা হইলে বিন্দু সে সম্পর্কে স্বয়ম্পূরক, আর উদিত-অনুদিত কলাগুলি লিঙ্গক। আবার, জ্যোতিঃ বা প্রকাশকে যদি বল আধার (রসকেও বলিতে পার), তবে রস তার সম্পূরক, এবং সাত্ত্বিকভাবাদি লিঙ্গক। এই প্রকারে নানা অনুবন্ধে বিচার করিও।

এইবার, একটা কাজ কর। পূরক (ধর্ম্মগুণাদি)-কে কর শূন্য। গণিতব্যবহারে সবই শূন্য হইয়া যায়। কিন্তু যদি আধার সদ্রূপ (অস্তিতা)-ই হয়, তবে অবশ্য সেটির অন্যথাত্ব হয় না। প্রপঞ্চোপশম শুদ্ধ অধিষ্ঠান মাত্র হইল আধার। লিঙ্গকও সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হইয়াছে। ফল হইল—চরম বা শেষ

অমূর্ত্ত। 'পরম' নামটিও কেহ বা দিবেন। আবার, পূরককে শূন্য না করিয়া লিঙ্গকে যদি শূন্য কর, অর্থাৎ যদি বল, 'এইবার আর লিঙ্গ বা পরিচয়টুকুও নেই, যার দ্বারা একে কোন ইতরসম্বন্ধে আনিব'—তবে, ঐ গণিতের ব্যবহার দৃষ্টান্তে, মিলিল 'একান্ত' অমূর্ত্ত—'একমেব'।—কেবলাদ্বৈত। Index-কে zero করিলে সংখ্যাটি হয় এক। 'একোঽহং বহুস্যাম্'—এভাবে অলিঙ্গের লিঙ্গতাপত্তি। সাংখ্যাদির পরিভাষায়, প্রধান (অলিঙ্গ)-কে যদি বল আধার, তবে গুণের ক্ষোভ্যমাণতা অথবা অন্যথা হইল তৎসম্বন্ধে পূরক ; এবং মহদাদি তত্ত্বের উদয়-বিলয় লিঙ্গক।

মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রসঙ্গে এ যাবৎ পাদ বা পদ্যমানতাকে সামনে রাখা হইয়াছে। এবার 'মানের' দিক্ থেকে ভেদটা ভাবিয়া দেখ। মানসম্বন্ধে কারিকায় 'লাঘব' ও 'গৌরব' কথা দুটি রহিয়াছে। এ স্থলে তাদের মানে ?

অমূর্ত্তের অপেক্ষায় মূর্ত্তে 'পাদগৌরব' (যেমন, চতুষ্পাত্ত্ব), ব্যবহারিক যে আপেক্ষিক দৃষ্টি, তাতে, পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হয় যে, সে দৃষ্টি সীমিত ব্যবহারসাপেক্ষ ; সমগ্রতঃ এবং তত্ত্বতঃ দৃষ্টিতে, ভানাধিকরণে অথবা তৎসামীপ্যে, অমূর্ত্তেই পাদগৌরব। যেন 'সহস্রপাৎ সহস্রশীর্ষা' (of infinite বা *n* dimension) পুরুষ, তদ্ভাবে অমূর্ত্ত হইয়াও, দ্বিপাৎ, ত্রিপাৎ, চতুষ্পাৎ ইত্যাদিরূপে (of finite dimensions), অস্মদাদির ব্যবহারে অবতরণ করিতেছেন। অমূর্ত্ত কূর্ম্মভগবানের কয়েকটি 'পদ' মাত্র ব্যবহার্য্যব্যক্ততায় যেন আসিয়াছে। সম্ভাব্যতারূপে যাহা অনন্ত, সম্ভূতরূপে তাহা সান্ত-পরিমিত হইল। —Limitation of infinite possibility to restricted realms of cognisable actuality. যেমন, পূর্ণ-শূন্যৈক বিন্দু উদয়-বিলয় নাদে এবং কলায় হয়।

পাদের বেলা মূর্ত্তামূর্ত্তের এই সম্বন্ধটির বৈপরীত্যে আভাস (apparent inverse relation) দৃষ্ট হইলেও, 'মানে' 'যথাতথ' ভাবটি ঠিকই থাকে। অর্থাৎ, মানদৃষ্টিতে মূর্ত্ত অপেক্ষায় অমূর্ত্তে মানগৌরব আভাসিক নয়, যথার্থ। মান বলিতে সত্তামান, শক্তিমান, ছন্দোমান, আকৃতিমান—এই চারিটিই লইতে হইবে। এ চারিটিতেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তাপেক্ষায় গৌরব, লাঘব নয়। অমূর্ত্তেরই মর্য্যাদাভিবিধির অতিশয়, মূর্ত্তে তার সঙ্কোচ।

গুরু, ইষ্টমূর্ত্তিতে, নামাদিতে অমূর্ত্তের 'মূর্ত্তি'-রূপে যে সঙ্কোচ, সে সঙ্কোচ

*স্বানুভাববিভাবাদির বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধানুরোধে। গণিতবিজ্ঞানাদি ব্যবহারে-*ও এর অনুকল্পন (sketching according to the same Model) আছে, ইহা লক্ষ্য করিও। যেমন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যাহা Mathematical and Statistical Universe, তাহা logical হইলেও picturable or imaginable ভাবে conceptual নয়। বিশ্বের মানগৌরব বাড়িযাছে, কিন্তু *সেই* সঙ্গে 'মূর্ত্তিলাঘব'-ও ঘটিয়াছে। গতশতকের এটম্‌কে 'এতটা, এইরূপ' করিয়া চিনিয়াছিলাম, মনে হইত। বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রণাদিকে 'গুণেমানে' যত চিনিতেছি, রূপাদির 'প্রতিমায়' এবং 'উপমায়' সেই পরিমাণে হারাইতেছি। বিরাটের বেলাতেও তাই। *এইটি* বুঝিতে পরের সূত্র—

১০ ॥ **সম্ভাব্যবৃত্তিতয়া সর্ব্বস্য** ॥

সম্ভাব্যরূপে বৃত্তি (থাকা অথবা হওয়া)—এই ধর্ম্মের ব্যাপ্তি সব কিছুতেই আছে ॥

'হইলে হইতে পারে', 'হইতেছে', এবং 'হইয়াছে'—এই তিনটি 'ভাব'-কে পৃথক্ করিযা বুঝিতে হয়। প্রথমটি সম্ভাব্য (possible and probable) দ্বিতীয়টি সম্ভূয়মান (becoming actual), তৃতীযটি সম্ভূত (actual)। সেই ব্যাহৃতির পরিভাষামত, স্বঃ, ভুবঃ এবং ভূঃ—যথাক্রমে। সর্গের সব কিছুর গোড়ায় স্বঃ বলে—"তুমি হইতে পার ; তবে, হওয়া-না-হওয়ায় তুমি 'মুক্ত', আর, এ-ভাবে হওয়া কি ও-ভাবে হওয়া,—এতেও তুমি 'উদার'।" ভুবঃ বলে—'বেশ ; তবু এস, তোমায-আমায় দুয়ে মিলিয়া হওয়ার একটা গতিলেখ ছকিয়া লই।' ভূঃ বলে—'এইভাবে, এইটি তুমি হইলে।' তিনের পরামর্শের ফলে এই হইল যে, সর্গের সব কিছুই 'এভাবে এইটি' হইয়াও, তার গোড়াকার স্বরাধিকার এবং স্বৈরভাব (freedom to choose)-টি বস্তুতঃ খোয়ায় নাই। মোটামুটি এবং 'গড়পড়তায়' সে 'এই, এতটুকু'-তে বদ্ধ হইয়াছে মাত্র। যে স্বচ্ছন্দ ঊর্ম্মিশ্রেণি, সেটি মাঝের ঐ ভুবঃ টিকে মাধ্যম (medium) করতঃ হয় ঊর্ম্মিগুচ্ছ ('wave-packet'), আর সেটিও ব্যবহার-সঙ্কোচে হয় রেণু (electron ইত্যাদি)।

সম্ভাব্যতার ঊর্ম্মি, যাহা আদৌ স্বচ্ছন্দ এবং উদার, তাহা ভুবঃ থেকে 'কঞ্চুক'

পরিয়া, হয় জমাট (condensed) আদি আকারে ক্ষোভপ্রাপ্ত (stressed and strained), তার ফলে হয় গুচ্ছ, সঙ্ঘাত, রেণু—এই সব। স্বরের মুক্ত, উদার অধিকার থেকে 'কাটিয়া' লইয়া দেখিলে, সেটি হয় 'ভূত' বা 'সম্ভূত'। (দ্বিতীয়ে, আদি যে স্বর্ভাব বা স্বর্ধাম, তার দিকে মুখটি, দ্বারটি, তখনও খোলা থাকে।) ভূতি, সম্ভূতি-তে ইকারযোগে স্বর্ধামের মুক্ত উদার সত্তাশক্তিছন্দে অন্বিত হয়। ভূতে এবং ভৌতিকে 'যেন' স্যুইচ্‌টি 'অফ্' করা। স্যুইচ্‌টি 'অন্' করিতে হইলে গোড়ায় বা মূলের দিকে (স্বঃ-এর পানে) ফিরিতে হইবে। তার মানে, ঐ ভূতি-সম্ভূতির আকৃতি এবং ছন্দে আসিতে হইবে।

বিস্তারে গেলাম না, তবে, এই সূত্রদীপে বিজ্ঞানের Probability Function, Statistical Universe প্রভৃতির 'গোড়া' দেখিয়া লও।

সম্ভাব্যবৃত্তিতানন্তা পরমামূর্ত্তবস্তুনি।
সম্ভূয়মানভূতত্বমানন্ত্যস্য বিকুঞ্চনাৎ॥
দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
অমূর্ত্তস্য হি নাদস্য বিন্দুনা মূলমূর্ত্ততা॥ ১৫২-১৫৩

শেষের শ্লোকটি আগে। শ্রুতি ব্রহ্মের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, দুটি রূপ বা ভাবের কথাই বলেন। পূর্ব্বসূত্রালোচনায় মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তকে যেভাবে লক্ষিত করা হইয়াছে, তাতে, উভয়ের এক এক ক্রমোন্নতা ধারা বা শ্রেণী (ascending seriality) থাকিবে—এটি সহজেই অনুমেয়। সেরূপ হইলে কাষ্ঠার প্রসঙ্গ হয়—পরম অমূর্ত্ত এবং পরম মূর্ত্ত। শুদ্ধ এবং নিরঞ্জন চিন্মাত্র অধিষ্ঠানকে পরম অমূর্ত্ত বল। নাদকে পরম পর্য্যায়ে তুলিয়া, উহাকে 'নাদ' বলিতে পার। 'কলা' শব্দটিকে নিখিল কলনাশক্তি এবং নিখিলকলিত—দুই ভাবে লইলে, ভগবত্তা অথবা মহামায়া পরমাকলারূপে 'পরমমূর্ত্ত'। আর, বিন্দু? এটিকে 'মূলমূর্ত্ত' (Primordial 'Informing' of the Formless) বলা হইতেছে। অর্থাৎ, বিন্দুরূপ বিশ্ববীজ থেকেই নিখিল মূর্ত্তের উদ্‌গম এবং অপগম। পরম মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তের সন্ধিতে থাকে বলিয়া বিন্দুকে পরমমূর্ত্তামূর্ত্তও বলা যাইবে। অমূর্ত্ত = (চরমে, Alogical), মূর্ত্ত = (চরমে, Perfect Logical),—এ দুটি-ও ভাবনায় রাখিও।

এইবার, প্রথম শ্লোক।

পরম অমূর্ত্ত অধিষ্ঠান। কিন্তু সে অধিষ্ঠানকে 'বস্তু' হইতে গেলে, ঐ পরমামূর্ত্তমূর্ত্ত বিন্দু মাধ্যমে (by the Absolute and Inscrutable Link Principle), পরমমূর্ত্তের সাথে এক অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় সাহিত্যে আসিতে হয়। নয় কি? এটিকে অচিন্ত্যা শক্তি, অনির্ব্বচনীয়া মায়া, ইত্যাদি যাই নাম দাও। অর্থাৎ, পরমামূর্ত্ত এবং পরমমূর্ত্তে এক অসন্ধেয় সন্ধি। ভগবত্তা বা মহামায়ায় এ সন্ধি স্বতঃসংসিদ্ধ। 'বিগ্রহে' অখণ্ডবস্তুপক্ষৈক—পক্ষপাত। অধিষ্ঠানই আছে, বস্তু নাই ; অথবা, বস্তুই আছে, অধিষ্ঠান নাই ;—এ দুই বিগ্রহ পক্ষ 'মহামায়া' ইত্যাদি সূত্রে বহুধা বিবেচিত হইয়াছে। শুদ্ধ অধিষ্ঠান শুদ্ধ অস্তিতা-ভাতিতা রূপে আছেই, এবং তাহা শুদ্ধজ্ঞানাভিন্ন। এর 'অপবাদ' (gainsaying) নেই। পক্ষান্তরে, পরমবস্তু—পরম-অমূর্ত্ত, পরমমূর্ত্ত, এবং পরমমূর্ত্তামূর্ত্ত, এই তিনের অদ্বয় সামান্যাধিকরণ্যে-ও—আছে। এতেও অপবাদ নেই। ঠিক-ঠিক থাকা আর না-থাকার এক একটা লক্ষণ-পরিভাষা করিয়া, তবে, 'অপবাদ' অধিষ্ঠানে লাগাইতে হয়, অথবা বস্তুতে। কিন্তু, তত্ত্ব 'অলক্ষণম-প্রমেয়ম্'। এতৎপ্রসঙ্গে শুদ্ধ অধিষ্ঠান এবং তদধিষ্ঠিত বস্তুশক্তি বা সত্তাশক্তি সম্বন্ধে সেই কালিকাষোড়শীর 'সা কালী নিরুপাধিশুদ্ধনিলয়ে শান্তে নরীনৃত্যতে' ইত্যাদি আবারও ধ্যান কর।

এইভাবে (এস্থলে সংক্ষিপ্ত) তত্ত্বভূমিকা করিয়া যদি বলা হয়—পরম অমূর্ত্ত বস্তুতে অনন্ত সম্ভাব্যবৃত্তিতা (infinite Potency of Being and Becoming) আছে, তবে সে কথা অসঙ্গত, অসংলগ্ন হয় কি? প্রকৃত প্রস্তাবে, এই অসীম সৃষ্টিবিকাশে কোথাও এক অনন্ত, অব্যয়, অপরিমেয় সম্ভাব্যতামান থাকা আবশ্যক—যেটিকে উদ্দেশকরতঃ গীতা বলেন—'নিধানং বীজমব্যয়ম্'। এই পরম সম্ভাব্যমানে যদি সম্ভূয়মান এবং সম্ভূতমান, এ দুটি 'অনুদিত' থাকে তবে হয় বিন্দু। এর সাথে সম্ভূয়টি যদি যুক্ত হয়, তবে হয় নাদ (যেটি 'পর' মূর্ত্তামূর্ত্ত)। আর, সম্ভূতমানও যুক্ত হইলে হয় কলা (আদ্যা কলনী অর্থে নয়)।

অতঃপর লক্ষ্য কর যে, ঐ পরমমানের শূন্য-পূর্ণৈক কাষ্ঠা অবধি 'অতায়ন' হয় বিন্দুতে ; অখণ্ড-মহানৈক কাষ্ঠা অবধি 'আতায়ন' হয় নাদে ; এবং 'অমা-পৌর্ণমাসী' কাষ্ঠা অবধি 'বিতায়ন' হয় কলায়। এখানে 'অতায়ন' শব্দটি এক বিশেষ পরিভাষায় লওয়া হইল। তায়ন বা Expanding, Evolving

Function এই 'অতায়ন' বিন্দুতে আসিয়া শুধু শেষ নয়, পরন্তু পূর্ণও হয়। ধর, কোন আধার সংখ্যা (Base)। তার লিঙ্গকটি (Index or Power) শূন্য করিলে ; হইল এক। তার পূরকটি (Co-efficient)-ও শূন্য করিলে, সবই শূন্য। কিন্তু ধর, পূরকটিকে বিলোমে (inverse এ) লইলে, অর্থাৎ, সেটি হইল 'হর' (denominator)। এইবার এটিকে কর শূন্য। উপরে এক, নীচে শূন্য। ফল কি হয় ? যে কোন মানকে যদি শূন্য দিয়া ভাগ কর, তবে সে মান বলে—'আমি অনন্ত ; তোমার ও ভাগ কখনই হবে না শেষ !'

পূর্ব্বোক্ত তিনটি কাষ্ঠায় 'আনন্ত্য' বজায় থাকে। কিন্তু, ঐ আনন্ত্যের বিকুঞ্চন (contraction by reduction) হইলে কি হয় ? 'সম্ভূয়' এবং 'সম্ভূত'—এই রকমের পূর্ব্বালোচিত মান। এই বিকুঞ্চন (enfolding or straining of the Continuum, the 'Homogenous Field') থেকে জড়াদি সম্ভূয়-সম্ভূত গোত্রের সমুদ্ভব। বিকুঞ্চন হইতে গেলে ঐ মূলবিন্দুর ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাধারে ('Frame'-এ) ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রব্রপতায় (stress and strain centres) নামিতে হয়। এইগুলি লইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ জালের বুনন। সম্ভূয়-সম্ভূত গোত্র নামাই এ বিশ্বজালে জড়িত। কাটাইবার উপায়—বাঙ্মন-প্রাণাদির মূলবিন্দুসংশ্রয়—অখণ্ডনাদ এবং স্বচ্ছন্দাতত কলা সহযোগে।

অতঃপর, অকার, ইকার এবং উকার—এই তিন মূল স্বরের সঙ্গে তল-লম্ব-বেধ সম্বন্ধ (যাহা পূর্ব্বেও বহুধা আলোচিত), সূত্রাকারে কথিত হইতেছে।—

১১ ॥ অকারেকারোকারাঃ ॥

অকার, ইকার এবং উকার—এ তিনেব (তল-লম্ব-বেধ—এ তিনে যথাক্রমে অন্বয় আছে ॥

অকারস্য তলত্বং স্যাদিকারস্য চ লম্বতা।
উকারো বেধপর্য্যায় ইতি সর্ব্বত্র ভাবয় ॥
ওঁকারে য উকারোঽস্তি তস্য দ্বিরূপতা মতা।
অমেপেক্ষ্য হি লম্বত্বং মমপেক্ষ্য চ বেধতা ॥
ঊর্দ্ধং নয়তি গম্ভীরশ্চার্দ্ধমাত্রাদিরূপতঃ।
পক্ষাভ্যাং লম্ববেধাভ্যামোঙ্কারমধ্যগাক্ষরম্ ॥ ১৫৪-১৫৬

(পূর্ব্বে যেমন নানা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে) অকার অক্ষর সামান্য অধিকরণ-রূপে ব্যক্তাব্যক্ত সকলের হয় 'তল'। ইকার নিখিলে মূলা ইদ্ধবৃত্তিরূপে হয় 'লম্ব'। আর, উকার মূলা উজ্জিতবৃত্তিরূপে হয় 'বেধ'। কেবল বাকে নয়, পরন্তু সর্ব্বস্থলেই এ তিনের অন্বয় যথোপযোগ চিনিয়া লইবে। ব্যাপক মানে, সর্ব্ব মন্ত্রে, যন্ত্রে এবং তন্ত্রে। যদি বল--সবই তো ওঁকারে জাতস্থিতাদি, ওঁকারই 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং', কিন্তু সে ওঙ্কারে ইকারতো কৈ নেই! উকার সহগভাবে যে আছে, তা আগে দেখান হইয়াছে। এখানে বিস্পষ্টরূপে বলা হইতেছে যে—ওঁকারে যে 'উ', তার দুটি রূপ।

অগ্রে তলরূপী যে অকার, সে অকারের অপেক্ষায় উকারের লম্ববৃত্তি, সুতরাং, ইকারে আকাঙ্ক্ষা (affinity) এবং সংহতি (alliance)। আর, পরে যে 'ম', তার অপেক্ষায় উকারের বেধমুখ্যতা। অভিব্যক্ত অথবা অভিব্যক্ত্যুন্মুখ নাদকে যেটি (ধনে বা ঋণে) ব্যক্ত মানোৎকর্ষ বা মানাপকর্ষের কাষ্ঠার দিকে লয়, সেইটি 'লম্ব' সংজ্ঞায় আসে।—Straight, direct ascent or descent of acceleration. ব্যাহরণেও দেখ যে, ওঁকারের উকারে এ বৃত্তিটি থাকেই। আবার, যেহেতু ওঁকার নিসর্গ-নিধানমূল, অতএব ইহাতে, উদিত, ব্যক্ত নাদের, অব্যক্ত যে 'বীজমব্যয়ং' (বিন্দু), তার পানে মুখ্যরূপেই 'মুখ'টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, বেধবৃত্তিতা। ইকারে অনুলোমার মুখ্যতা, উকারে বিলোমার। প্রণবের উকারে এ দুটি মুখ্যতাই (যথাক্রমে 'অ' ও 'ম'-কে উদ্দেশকরতঃ) একতনুতে সম্মিলিতা। শ্রুতির উপমায় যদি 'ধনুঃ' বলতো, 'উ' ইকাররূপে সে ধনুতে জ্যারোপণ করে, আর উকাররূপে জ্যাকর্ষণ ও শরসন্ধান করে।

এই নিমিত্ত, শেষের শ্লোকে বলা হইল—ওঁকারে মধ্যগ যে অক্ষর (উ), সেটি যেন এক সুপর্ণপক্ষী। তার দুটি পক্ষ—'লম্ব' এবং 'বেধ'। এ পক্ষী আমাদের বাগাদিকে উর্দ্ধে যে জ্যোতির্বিশাল, রসনিবিড় ধাম, সেখানে লইয়া চলে। সে ধামটি আবার দুর্গমগম্ভীর; কেননা, অর্দ্ধমাত্রাদির প্রসাদব্যতীত সে ধামে উপনীত হওয়া যায় না। প্রণবের 'ম' যেখানে শেষ স্পর্শটি দিল, সেখান হইতেই ঐ দুর্গমগম্ভীরের সেতু সন্ধিটি মিলাইতে হয়। সেইখানেই পর অথবা পরম যে লক্ষ্য, সেটিকে 'অপ্রমত্ত' হইয়া 'বেধ' করিতে হয়—প্রণবধনুতে উকারাকৃষ্ট জ্যায়ে, আত্মার শরে।

অতঃপর নাদবিন্দুকলাকে উপাদান, ব্যাপারবত্তা (functioning)-এর মূল

(prototype) রূপে বলা হইতেছে। ধর, ব্রহ্ম। উপাদান, নিমিত্ত এবং নামরূপাদি কার্য্য—এ তিনেরই 'মূল' রূপে ব্রহ্ম ভাবিত হইতে পারেন।

১২ ॥ নাদোপাদানত্বং বিন্দুসব্যাপারত্বঞ্চ ॥

ব্রহ্মবস্তু পরনাদরূপে মূল উপাদান, আর পরবিন্দুরূপে মূল ব্যাপারনিমিত্ত অথবা 'বীজ' হন ॥

মূলাধারো হ্যুপাদানং নাদ ইত্যভিধীয়তে।
সর্ব্বব্যাপারবত্ত্বস্য যোনিবীজং হি বিন্দুতা ॥
নাদাক্ষরমহাসিন্ধৌ বিন্দুনা বিশ্বমন্থনম্।
মন্থনাচ্চ সমুৎপত্তিঃ কলানাং নামরূপয়োঃ ॥ ১৫৭-১৫৮

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক প্রসঙ্গে বিন্দুকেই আদিম মূলরূপে বসাইয়া, তাহা হইতেই নাদকলাদির উদয়, বিতান, বিলয় দেখান হইয়াছে। তার হেতু—ব্যাপার দৃষ্টিতে দেখা হইতেছে, আর, সে দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রথম জিজ্ঞাসা ইহাই হয়—আচ্ছা, ব্যাপারের মূল নিমিত্ত (Radix of the Function)—যোনি বা বীজটি কি এবং কোথায়? সেই 'কুতঃ' এর কথা। এটি বিশ্বের মূল নিমিত্ত দৃষ্টি। এ দৃষ্টিতে উদিত-বিতত-বিলীন নাদ 'যেন' জন্য বা জাতরূপে পরের ভূমিকাটি গ্রহণ করে। এই 'যেন'-টি ব্যাপার বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই আসে। তত্ত্বতঃ এবং ভানতঃ (in complete cognition), নাদবিন্দুকলা—এ তিনই একই অবিভাজ্য তাদাত্ম্যে সংগৃহীত। ব্যাপার বিশ্লেষণে আসিয়াই একটি হয় উপাদান বা আধার, আর একটি হয় নিমিত্ত বা বীজ, আর শেষেরটি হয় কার্য্য। তাদাত্ম্যে যাহা 'অলক্ষণং', সেটি ব্যবহারব্যাপারানুরোধে স্ব-স্বেতরবিশ্লেষভাক্ হইয়া এক এক সংজ্ঞায় ও লক্ষণে আসিতেছে। আর, সংজ্ঞা করিতে গেলেই প্রশ্ন হয়—কোন্ অনুবন্ধে (context or reference-এ) সংজ্ঞা করিতেছ? এই গোড়ার কথা মনে রাখিয়া লক্ষণে যাইলে গোলে পড়িতে হইবে না। নইলে জেরা তুলিবে—একবার বিন্দুকে, একবার নাদকে, একবার কলাকে 'সবার বড়' করিতেছ, এ কেমন ধারা!

এখন, এই সূত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্বকে মূলাধার (Continuity as the 'Material Matrix') রূপে লইয়া, তাকে বল নাদ অথবা পরনাদ (যেটি

জন্যজনকত্বাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নয়)। আর, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপারবত্তার, কিনা, নিমিত্ত রূপতার, যাহা অযোনি-যোনি, অমূলবীজ (মূল), ব্রহ্মের আদিম 'কাম'—সেটি বিন্দু বা পরবিন্দু। এটি Primal Radix of all Becoming. (পরনাদকে ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ'-ও বলা হইয়াছে।) নাদ ব্রহ্মের যে স্বপ্রকাশ, তার আবীরূপতা ; বিন্দু ব্রহ্মের যে স্ববিমর্শ ('কাম'রূপ), তার 'রাত্রি' (পরাব্যক্ত)-রূপ। নাদ শিব, বিন্দু শক্তি। ব্রহ্ম স্ববিমর্শরূপ বিন্দুকে 'মায়া' বলিও না ; কেননা, মহামায়া বিন্দুবাসিনী। মহামায়া বিন্দুতে আদৌ 'কামকলা' হইয়া তবে মায়াদিকলাকে কলন করেন। (পুনশ্চ, 'মহামায়া' আর 'মায়া' সূত্রগুলি দেখ)। পরিভাষা-পরিভাষণকুশল হইও। নচেৎ, শুধুই বিতর্ক আর বিতণ্ডা। দার্শনিকবিচারে গাণিতিক পরিভাষার এত নজির দিতে হয় তো এই কারণে !

পূর্ব্বোক্ত উপাদানাদি সম্বন্ধ একটা উপমা দিয়া বলা হইতেছে শেষের শ্লোকে। নাদ যেন অক্ষররূপ মহাসিন্ধু। বিন্দু (পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত) 'অর্দ্ধ' রূপ অক্ষদ্বারা এর মন্থনকৃৎ। [নাদের যেটি 'অক্ষর', তা থেকে 'র'-কে যেন তফাৎ করে বিন্দু। 'র' = অগ্নিবীজ = শক্তি। অর্থাৎ, 'অক্ষরে' শিবশক্তি তাদাত্ম্য। সুতরাং, কেবল, শান্ত Being-Power. 'র' আলাদা হইলে হইল Becoming-Power. কাজেই, অক্ষ – মূল Power Axis. নির্ব্যাপার উপাদানশক্তিকে—Creative Matrix-কে—সব্যাপারনিমিত্তশক্তিতে বা বীজশক্তিতে—Creative Radix-এ—আনাই 'আদিমমন্থন' (the First Act of 'Churning')।]

'মন্থনে' যারা সমুদ্ভূত হইল, তারা নামরূপাদি কলা। 'সম্ভূয়' কলাকলনে সেই সর্গপঞ্চক (অমেয়াদি) আর বর্গপঞ্চক (সত্ত্বাদি) ভাবনা কর। 'সম্ভূত' = নামরূপাদি।

১৩ ॥ কলাসহগত্বমপি ॥

নাদবিন্দুর সঙ্গে কলার সহগত্বও (পূর্ব্ব মন্থন ফলে প্রসজ্যমান হয়।)

কলাকে আত্মাকলনী, কলয়মানা এবং কলিতা—সম্ভাব্যতা, সম্ভূযমানতা এবং সম্ভূতা—এই তিন দৃষ্টিতে পূর্ব্বাপর দেখা হইতেছে। অনুবন্ধবিশেষে এ তিনের একে, দুয়ে, অথবা তিনেই অভিনিবেশ করিতে হয়। এ তিনের সব কয়টিই

কি 'সহগ' বিশেষণে আসিবে? 'সহগ' বলিতে নিয়ত, অবিনাভাবে, যেটি সঙ্গে থাকেই, তাই কি?—A necessary component or constituent? যদি তাই হয়তো, সে 'সহগ'-এর মর্য্যাদা কোন্ অবধি? নিষ্কল নাদ, নিষ্কল বিন্দুও কি হইতে পারে?—A Pure, undifferentiated, aspectless Power-to-Be and Power-to-Become?

প্রকৃতপ্রস্তাবে, বর্ত্তমান সূত্রান্বয়ে 'সহগ' শব্দটির ব্যাপ্তি যথোপযোগ উদার বা বড় করিয়াই লইতে হইবে। অর্থাৎ, কলা কেবল যে সহগামিনী—attendant factor or complement—এমন নয়। 'কলা হইয়াছে সহগা যার' (operative co-efficient)—এই এক মানে; এবং 'কলার সহগ' (incidental to *Kala* as functioning),—এই আর এক মানে। পরেরটি ব্যাপক, এবং মূলা বা আদ্যা যে কলা (কলনী), তার সঙ্গে অন্বয় রাখে।

ধর, আদ্যা এই কলনী, হ্রীঁ—এই বীজরূপে স্বকলন করিলেন। স্বকলিত সব কিছুর মধ্যেই আদ্যা কলনা কলা-নাদ-বিন্দু—এই ত্রয়ীরূপে অনুপ্রবিষ্টা হন। কেননা, ইহা ব্রহ্মেরি কলন। ব্রহ্ম যদি স্বকল্পিত পদার্থে বলেন—'আমি তোমাকে কল্পনা করিলাম, কিন্তু আমি তোমাতে নেই, সরিয়া রহিলাম'—তবে, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মই রহিলেন না। অনুপ্রবেশে ব্রহ্ম অবশ্য আপনাকে তত্ত্বতঃ খণ্ডিত, অংশাদিও করেন না। তদ্রূপ করিলেও পুনশ্চ ব্রহ্মত্বের অপায়। যদি বল—জীব তো 'চিৎকণ'? কিন্তু দেখিয়াছি যে, সে 'কণ' মানে খণ্ড বা অংশের নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্ব নয়। কণভাবের কাষ্ঠা বিন্দু—শূন্য-পূর্ণ-এক। সুতরাং, 'অনুপ্রবেশ' বলিতে—(১) অখণ্ড, অসীম অধিষ্ঠান এবং আধাররূপতা; (২) পূর্ণশূন্যৈক বীজরূপতা, এবং (৩) অশেষ-বিশেষ বিকাশরূপতা—এই তিনটি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যথাক্রমে নাদ, বিন্দু, কলা। আদ্যা কলনী, যে আদি সেতুরূপা হইয়া, ঐ ত্রয়ী আপনাতে উদিত (ব্যক্ত) এবং সঙ্কুচিত (অব্যক্ত) করেন, সেটি অর্দ্ধমাত্রা বা 'অর্দ্ধা'।

হ্রীমিতি বীজমন্বিষ্য মহাপ্রাণস্য পীঠতাম্।
ঈমিত্যনেন চাভীদ্ধাং বীজশক্তিং বিলোকয়॥
মধ্যমস্য রকারস্য রণনবৃত্তিতাশ্রয়াৎ।
সহগপূরকত্বঞ্চ সর্ব্বত্রৈবং বিচিন্তয়॥ ১৫৯-১৬০

হ্রীঁ—এই মহাবীজে অন্বেষণ কর। কি? প্রথমেই দেখ—মহাপ্রাণ যে হকার, সেটি নাদাধার (Operative Base)-রূপে নিজেকে 'পীঠ' কল্পনা করিয়াছে। ঈ—এইরূপে সেই আধারভূত মহাপ্রাণ নিজেকে অভীপ্সোজ্জিতা বীজশক্তি (Upsurging Maximum Power)-রূপে লইয়াছে। এটি পরলিঙ্গাখ্যা বিন্দুশক্তি—যেটি ঐ অভীপ্সাশক্তিকে পরম কেন্দ্রীণতায় লইয়া সেটিকে বাক্, মন এবং প্রাণ—এই ত্রিবর্গেই স্বষ্ট্যাদিসামর্থ্য দেয়।—The Principle of Utmost Operative Index. আর, মধ্যে যে রকার, সেটি কি করে? তার রণনবৃত্তিতা (Resonance, Reverberation Principle)-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুটির (অর্থাৎ, হীঁ-এর) সহগপূরক (Operative Accelerating Co-efficient) হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—'হীঁ', এ আকৃতিতে এমন কি 'ঘাটতি' ছিল, যেটি পূরণের নিমিত্ত, এই সহগপূরক 'র'-কে মাঝে বসিতে হইল? উত্তর—সম্ভাব্যতার যে পূর্ণমান, তাতে কোন ঘাটতিই নেই; তথাপি, সম্ভূয়-সম্ভূত মানে সেটিকে আসিতে গেলে, ব্যবহারতঃ 'লাঘব' (ঘাটতি) মানিয়া লইতে হয়। পরমা-পরা থেকে অপরায় স্বষ্টির অবতরণ (descent) মানেই তাই। অবতরণে যা, উত্তরণেও তাই—'মুখ' বদল মাত্র। তাই, রণনবৃত্তিমান্ রকারকে মাঝে বসাইতে হয় স্বষ্টিলয়াদি সর্ব্বব্যাপারেই।—An Echo, Reflex, Resonance Factor must come and operate between a given state of becoming and its emergence as the Final End or Pattern. এ সূত্রের প্রয়োগ সর্ব্বক্ষেত্রেই পরীক্ষা করিও। 'রণন' মানে যাহা 'র' বা Basic Energy কে, 'ণ' বা কোন Maximum Efficiency and Value-তে তুলিয়া, পুনশ্চ সেটিকে কোন অভীষ্ট 'তলে' 'ফল' রূপে ('ন') দেখায়। জপাক্ষরের আবৃত্তিতে এই রণনবৃত্তিতা সঞ্জাত, উপচিত এবং সংহত হইয়া, জপক্রিয়াকে আদৌ নাদাধারে, মধ্যে কলাসুষমতায়, এবং অন্তে অর্দ্ধা-সমাশ্রয়ে বিন্দুলয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। তবে, 'রণনের' (অগ্নির) সাথে 'রমণের' (সোমের) মিলটি হওয়া আবশ্যক। 'বামো রামো রমণাৎ' সূত্রটি পুনশ্চ ভাবিয়া লও। হীঁ আর হ্রীঁ—এ দুটি ব্যাহরণকরতঃ-ও ভেদটি বুঝিয়া লও। পূর্ব্বেরটি যে latency বা staticityর ভাব, সেটি পরেরটিতে patent, kinetic, dynamic.

অতঃপর 'ব্যক্তি' আর 'অভিব্যক্তি' সূত্রদ্বয়।

১৪ ॥ ব্যক্তিত্বমিতরব্যাবৃত্তিবিরহপ্রতিযোগিত্বেন বৃত্তিত্বম্ ॥

'ইতর' বলিতে অন্য বা অপর ('other')। 'ব্যাবৃত্তি' বলিতে নিষেধ বা পরিহার (negation or exclusion)। 'বিরহ' বলিতে তদ্‌বহিতত্ব বা অভাব। কাজেই, 'ইতরব্যাবৃত্তিবিরহ'=অন্যের বা অপরের নিষেধ অথবা পরিহারের অভাব। এ অভাবের (যেমন, ঘটাভাবের) প্রতিযোগী কি?—ঐ নিষেধ অথবা পরিহারই (ব্যাবৃত্তি)। সুতরাং ইতর বা অপরের পরিহাররূপেই বৃত্তিমত্ত্ব ব্যক্তিত্ব—ইহাই সূত্রবাক্যার্থরূপিত ব্যক্তিত্ব লক্ষণ।

ব্যক্তিত্বের এই বৃত্তিকে যদি একটা 'বৃত্ত' ভাবনা কর, এবং যে কোন ইতর বা অপরকে অপর এক বৃত্ত, তবে, বিচার কর—ঐ বৃত্তদ্বয়ের পরিহার-অপরিহার সম্পর্ক কয় রকমেব হইতে পারে। বৃত্ত দুটির নাম দাও ক, খ। (১) ক এক বড় বৃত্ত, তার মধ্যে খ-এর সম্পূর্ণ অন্তর্ভাব হইযাছে, এতে, খ-তে ক-এব আংশিক পরিহার হইল বা পরিত্যক্ত হইল। খ-ই বৃহত্তর বৃত্ত হইলেও ঐরূপ ভাগত্যাগ। এমতস্থলে, ক বা খ কেহই বর্ত্তমান ব্যক্তি লক্ষণেই আসিল না। (২) ক আর খ পরস্পরকে আংশিক ছেদ (intersect) করিল; এটিও, অর্থাৎ ক এবং খ-এর 'সঙ্কীর্ণ'-ভাবও লক্ষণে আসিল না। (৩) ক আর খ দুয়ে সমানাধিকরণ (identical) বা সমব্যাপ্তিক হইল; এ স্থলে পরিহার বা ব্যাবৃত্তি অনবকাশ। অর্থাৎ, পরিহারের কথাই নেই। (৪) ক আর খ দুটি বৃত্ত পূরাপূরি পরস্পরের বাহিরে। এই শেযোক্ত স্থলেই লক্ষণানুযায়ী যে ইতরব্যাবৃত্তি, সুতরাং ব্যক্তিত্ব, সে আছে।

যে কোন বৃত্তিকে একটা বৃত্তভাবে আঁকিয়া, তাতে ঐ বৃত্তিটি আছে,—শুধু (অন্বয়মুখে) ইহা বলিলে তো সে বৃত্তি বা অবস্থানের ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এ বৃত্তের বাইরে সে বৃত্তি নাই, অন্য বা অপরের বৃত্তি এর একান্ত বাইরে—এভাবে (ব্যতিরেকমুখে) জানাও আবশ্যক হয়। নচেৎ, কোন ব্যক্তির (individuality-র) শুদ্ধত্ব (uniqueness), একত্ব বা নিজত্ব (singularity) এবং বিশেষত্ব (speciality) সিদ্ধ হয় না। শুধু Method of Agreement দ্বারা প্রমাণ ব্যবস্থিত হয় না; সম্ভাব্য Joint Method of Agreement and Difference সে নিমিত্ত আবশ্যক। এ দেশে অন্বয়-

ব্যতিরেক মুখে প্রমাণ। 'অন্বয়াদিতরতঃ'। এই পূরা রূপটি প্রদর্শনের নিমিত্ত সূত্রে 'বিরহপ্রতিযোগিত্বম্'।

অসম্যগ্-দৃষ্টবৈশিষ্ট্যং বৈখরীতি বিচিন্ত্যতাম্।
সম্যগ্দৃষ্টে নিজত্বে তু পশ্যন্তীত্যবগম্যতাম্॥ ১৬১

ব্যক্তির শুদ্ধত্বাদি যে তিনটি ধর্ম্মের কথা বলা হইল, ঐ গুণ বা ধর্ম্মগুলি অসম্যগ্-দৃষ্ট অথবা গৃহীত হইলে, বাক্-পরিভাষায়, সেটি বৈখরী। বৈখরীতে নাদ-কলা-বিন্দু, এবং এ তিনের আকৃতি-ছন্দঃ-সন্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধ, কোনটাই (ক) শুদ্ধ, (খ) নিজ, এবং (গ) বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট এবং গৃহীত হয় না। এই নিমিত্ত বৈখরী, বিশেষতঃ, সঙ্কর বা সাঙ্কর্য্যের ভূমি। পক্ষান্তরে, শুদ্ধত্ব-নিজত্ব-বৈশিষ্ট্য—এই তিনটিই—বাচ্য-বাচক-প্রত্যয়, এ তিনের সম্বন্ধেই—যাতে সম্যগ্ দৃষ্ট এবং গৃহীত হয়, তাহা পশ্যন্তী। কাজেই, ওঁকারাদি সব কিছুই পশ্যন্তীতে শুদ্ধ নিজরূপে আবির্ভূত।

অন্যব্যাবৃত্ত্যভাবেন সঙ্কীর্ণাং বিদ্ধি বৈখরীম্।
অনন্যত্বেন যত্তত্ত্বং পশ্যন্ত্যা (বিদ্ধি) তৎ সমগ্রতঃ॥ ১৬২

অন্য বা অপরের সাথে জটলা পরিহার হয় না বলিয়া বৈখরী সঙ্কীর্ণা। আর, ঐ জটলামুক্ত 'অনন্য' (শুদ্ধনিজ-বিশিষ্ট)-রূপে যে 'তত্ত্ব' (হানোপাদান-রহিত) রহিয়াছে, সেটিকে সমগ্রতঃ জান পশ্যন্তীতে। কোন কিছুই তার নাভি (core) এবং বিন্দু সংহতিতে দৃষ্ট না হইলে, সেটির সম্যক্, শুদ্ধ, নিজ দর্শন হয় না। আর, আবিন্দু যে দর্শন, তাহাই সমগ্র দর্শন।

অন্যত্বঞ্চাপ্যনন্যত্বমুভে কেবলতামিতঃ।
অব্যক্তবৃত্তিতাভাগ্ যা সেতুরূপা শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৬৩

কিন্তু ব্যক্তি বা ব্যক্ত (as fully, uniquely manifest)-দৃষ্টিই কি শেষ?—না। এর অতীত 'অব্যক্ত', পর এবং পরমরূপে, কেবল এবং কেবলাতীত রূপে, 'দ্রষ্টব্য'। তাই—অন্যত্ব আর অনন্যত্ব, (otherness and non-otherness), দুটিই তাদের দ্বন্দ্ব (opposition) পরিহারকরতঃ

কেবলতায় যায় ('মিতঃ')—যেমন, পরাব্যক্ত বিন্দুতে, পরাবাকে, অহং-ইদমেদ ও দৃগ্‌দৃশ্যের কৈবল্যসমাপত্তিতে। এ কেবলেরও অতীত 'পরম'। এ পরমে ভক্তেরও যে 'মহাভাব', তার পরমালয়।

ব্যক্ত বা ব্যক্তির এই অব্যক্তবৃত্তিতা হইতে হইলে (the logically cognisable being absorbed into the Alogical) মাঝে 'সেতুরূপা' (as 'Link' Principle) 'কেহ' শনৈঃ শনৈঃ (imperceptibly and inscrutably) বৃত্তিমতী হওয়া আবশ্যক।

নিজত্বং নয়তে সম্যঙ্ মধ্যমা সাঽপি গীয়তে ॥ ১৬৪

(পূর্ব্বশ্লোকের অনুবৃত্তি)—ঐ সেতুরূপা অচিন্ত্যাশক্তি কেবল যে ব্যক্তকে তার পর-পরম পর্ব্বে তুলিয়া লন, এমন নয়; ব্যক্তমাত্রকেই (whatever is actual, manifest), তার শুদ্ধ-অবিদ্ধ নিজত্বেও 'সাধিয়া' লন। অর্থাৎ, বৈখরীকে নেন পশ্যন্তীতে। তখন, বিশেষতঃ, এঁর সংজ্ঞা হয় মধ্যমা। এটি পূর্ব্বভূমিকা। উত্তরভূমিকায় ইনিই অর্দ্ধা বা অর্দ্ধমাত্রা।

নাদ এবানুসন্ধেয় যথালাপে স্বরাদিভিঃ।
স্ফুটাস্ফুটসমারম্ভো মহাস্ফোটপরায়ণঃ।
আস্ফোটমধ্যমঃ স্ফোটিস্তস্মৈ নাদাত্মনে নমঃ ॥ ১৬৫

অতঃপর, ব্যক্তকে স্ফোটসম্বন্ধে লইয়া বলা হইতেছে:—সঙ্গীতের আলাপনে যেমন ধারা, সপ্তস্বর, বাইশ শ্রুতি এবং তিনগ্রামে নাদকেই অনুসন্ধান করিতে হয়, তেমনি ব্যক্তি বা ব্যক্তিমাত্রেই অনুসন্ধান করিতে হয় মহাস্ফোট (ব্যক্ত)-রূপ নাদব্রহ্মকে। এই নাদ অখণ্ড, অব্যয়, নিত্য, নিখিল স্ফুট এবং স্ফুটাস্ফুট (ব্যক্তাব্যক্ত) প্রপঞ্চের আধার এবং পরিসীমা। এই নাদাত্মাকে নমঃ। এই স্ফোটরূপ ব্রহ্মের চারিটি পাদে বিক্রমণ। সমারম্ভপাদ স্ফুটাস্ফুট। যেটিকে বৈখরী বাগ্‌বাচ্যাদি বলা যায়, সেইটি হইল সমারম্ভপাদ। সৃষ্টজাত 'ব্যক্তি' মাত্রেই স্ফুটাস্ফুট—কিয়দংশে স্ফুট, কিছু ভূয়িষ্ঠভাগে অস্ফুট (যেমন, জলেভাসা বরফ, অথবা সংস্কারব্যূহ-উত্থিত কোন মনোবৃত্তি)। পশ্যন্তীতে এটি সমগ্র শুদ্ধ স্ফুটরূপতায় আসিতে চায়। পরায় ইহা হয় মহাস্ফোট। অর্থাৎ, পরায়

(যথা, বিন্দুতে) মহাস্ফোট (পূর্ণ) এবং মহা-অস্ফোট (শূন্য), দুই-ই 'একত্র' হয়। আবিঃ আর রাত্রি, দুই-ই মিলিত। মধ্যে যে মধ্যমা, সেটি মুখ্যতঃ, ধ্রুঃ এবং সেতুরূপা বলিয়া, 'আস্ফোট' সংজ্ঞা পায়। 'আ' উপসর্গে সেতুভাব রহিয়াছে—'এতটা ব্যাপিয়া, এই অবধি'। আভিধানিক অর্থ অন্যরূপ হইতেও পারে।

বিশেষভাবে পদার্থের যেটি আপন নাভি (স্ব) অথবা কেন্দ্র, সেটিতে দৃষ্টি রাখিয়া 'ব্যক্তি'-কে দেখা হইল। প্রতিটি পদার্থকে যেন প্রশ্ন করা হইতেছে— 'বল, তোমার শুদ্ধ নিজস্ব (individual uniqueness)-টি কি, তোমার অন্য নিরপেক্ষ স্বরূপ, স্বভাব, স্বচ্ছন্দটি কি ?'

বলা বাহুল্য, কোন কিছুরি 'বজ্রনাভি' (hard, imperishable core) এবং 'হৃল্লেখা' ('heart picture') পর্য্যন্ত গতি না হইতে পারিলে, এই শুদ্ধ (অসঙ্কীর্ণ) ব্যক্তিটি মেলে না। প্রত্যেকের কোন একটা basic owınness and uniqueness আছে, অথবা নেই—এই অনুসন্ধান। বিন্দুতত্ত্বকে সকল প্রকার অভিব্যক্তির (নাদকলাত্মক) মূলে রাখার যুক্তি থাকিলে, বস্তুমাত্রের এই 'স্বত্ব'-সপক্ষেও যুক্তি আছে।

ব্যবহারতঃ, তথাপি, বস্তুমাত্রেই অভিব্যক্তিমুখীন—having reference to an assemblage of objective conditions. এই অন্য এবং অন্যোন্য সম্পর্ক সম্বদ্ধতা (relatedness to every and any 'other') পরের অভিব্যক্তিসূত্রে বলা হইতেছে। 'সবাইকে বাদ দিয়াও, এই দেখ— কেবল বা নিজরূপে আমি আছি'—এই একরূপ ; 'আবার, এই দেখ—বিশ্বের নগণ্য একটা রেণুকে ছেড়েও আমি নেই'—এই আর একরূপ। অভিতঃ ব্যক্তি = অভিব্যক্তি।

১৫ ॥ স্বেতরসম্বন্ধত্বাবচ্ছিন্নতাবিরহপ্রতিযোগিত্বেন বৃত্তিত্বমভিব্যক্তিত্বম্ ॥

'স্ব' বলিতে 'নিজ'—যেটি পূর্ব্বসূত্রোপপাদিত শুদ্ধব্যক্তি (pure individuality)। 'ইতর' = ঐ নিজ থেকে অন্য। নিজের যদি ঐ অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ (correlation) থাকে, তবে হইল—স্বেতরসম্বন্ধ ; এইটি কোন বিশেষস্থলে না লইয়া, যদি সামান্য বা সাধারণভাবে লই, তবে হয় স্বেতরসম্বন্ধত্ব। অর্থাৎ, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই-ধর্ম্মটি। এ ধর্ম্মের অভাব—নিষেধ বা

পরিহার—পূর্ব্ব সূত্রালোচনানুযায়ী—‘বিরহ’। এর আগে আছে—‘অবচ্ছিন্নতা’; অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট হওয়া রূপ ধর্ম্ম। ফলে হইল—অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই ধর্ম্মটি থাকারূপ ধর্ম্ম। ধর, ‘ক’ একটা ‘স্ব’ বা ব্যক্তি। অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা ধর্ম্মটি তাতে থাকিতে পারে, কিম্বা না থাকিতে পারে। যদি থাকে তো—‘স্বেতরসম্বন্ধত্বাবচ্ছিন্নতা’ এই ধর্ম্মটি তাতে বর্ত্তিল। অন্যথা, অনবচ্ছিন্নতা। অনবচ্ছিন্নতা হইলে ঐ ‘বিরহ’ বা অভাব। ধর, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই গুণটিকে এক বৃত্ত ভাবিলাম। যৎকিঞ্চিৎ এ সম্বন্ধ রাখে না, তারা বা সেটি এ বৃত্তের বাইরে। এ বৃত্তের দ্বারা তারা বা সেটি ‘অবচ্ছিন্ন’ হইল না। কাজেই, সে সে স্থলে এ বৃত্তের বিরহ বা পরিহার (exclusion) আছে। এই যে বিরহ বা পরিহার, তার প্রতিযোগী কে?—যার বিরহ বা পরিহার, সেইটি; অর্থাৎ, অন্যের সাথে সম্বন্ধ রাখা, এই ধর্ম্মবত্তা—relatedness or the attribute of being related to every and any ‘other’.

এ ধর্ম্মের যেটি বিরহ, তার প্রতিযোগী—এমনধারা ‘ঘুরাইয়া’ বলা কেন—তা পূর্ব্বসূত্রে প্রণিধান কর। ‘এই বৃত্তটার মধ্যে আমি আছি’, মাত্র এটুকু বলিলে হয় না; ‘এর বাইরে কোথাও আমি নেই’—এ বলাও দরকার হয়। নইলে, কোন লক্ষণের ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

> অন্যব্যাবৃত্তিমাত্রত্বে ব্যক্তিত্বং পঠ্যতে যদি।
> অন্যসাকল্যসম্বন্ধ-বিশিষ্টত্বস্য পরিগ্রহাৎ।
> সর্ব্বসমন্বিতালেখ্যমভিব্যক্তিত্বমশ্নুতে ॥
> সর্ব্বসমন্বয়ালেখ্যমপেক্ষ্যবৃত্তিতাভিতঃ।
> তত্র স্যান্ নাদমুখ্যত্বং ব্যক্তিত্বে বিন্দুমুখ্যতা ॥ ১৬৬-১৬৭

অন্যের (other-এর) ব্যাবৃত্তি বা পরিহার ধর্ম্মটি ঠিকভাবে (‘মাত্র’-রূপে) থাকিলে যদি বল, ‘ব্যক্তি’, তবে, অন্য সকলের সম্বন্ধবিশিষ্ট যে ভাব— যে ভাবটি থাকিলে (‘পরিগ্রহাৎ’), কোন পদার্থের সর্ব্বসমন্বিত ‘আলেখ্য’ (Total Unified Field Picture) মেলে, তাকে কি বলিবে?—অভিব্যক্তি। ‘অভি’ বা ‘অভিতঃ’ এই শব্দটি আগে থাকায় এই গুণটি সূচিত হইতেছে—সর্ব্বসমন্বয়ালেখ্য (Complete Unified Picture)-টিকে ‘আদর্শ’-রূপে অপেক্ষাকরতঃ

বৃত্তিমান্ হওয়া। অর্থাৎ, অভিব্যক্তি সংজ্ঞায় সব কিছু বলিতেছে—"এই দেখ, আমি যে শুধু স্বকেন্দ্রী বা নিজকেন্দ্রী ব্যক্তি, এমন নয়; পরন্তু, অন্য সকলের সাথেই আমার সর্ব্বসমন্বয়ী সম্বন্ধ আছে, আর, সেইটি আমি সাধিতে, পাইতে চাই।"—"আমি শুধু যে বিশিষ্ট একটা তান বা স্বর, এমন নয়; কিন্তু, বিশ্বের ঐকতানে আমি আছি, এবং কার্য্যতঃ হইব, সুসঙ্গতি-সম্পন্ন।'

নাদবিতানে (বিবিধ কলাসহ) এই অভিব্যক্তিমুখ্যতা থাকে। আর বিন্দুবিলয়ে থাকে ব্যক্তিমুখ্যতা। এই যে Continuum-reference আর Point-reference—এ দুটিকে প্রথমে সমতায়, মধ্যে একতায় এবং পরিপূর্ণতায়, আর, অন্তে পরমতায় লওয়াই সর্ব্ববিধ সাধন। ব্যক্তি তার অভিব্যক্তিকে খুঁজিতেছে; অভিব্যক্তিও খোঁজে ব্যক্তিকে। প্রথমে, এই খোঁজাকে সমন্বয়ে মিলাও। অর্থাৎ, 'one at the cost of the other' হইবে না। তার পর, দুটিকেই পরিপূর্ণ (completed) হইয়া একতায় (consummation-এ) আসিতে দাও। অন্তে, এই completion and consummation কে এমন এক পরমভূমিতে লও, যেটি তার ধ্রুবা একান্ত পরিসীমা। সেটি কি সত্যই আছে—Is it a realizable End?—এ জেরা তুলিও না। 'ঋতমের' যেটি অব্ব, 'সত্যমের' সেইটিই সাধন ও সিদ্ধি। লোকসমাজব্যবহারে এবং জপাদি সাধনে এই সূত্র দুটি মিলাইয়া লও।

১৬॥ অভিব্যঞ্জকং পাংক্তকর্ম্ম॥

অভিব্যঞ্জক হইল 'পাংক্তকর্ম্ম'॥

('পাংক্তকর্ম্ম' একটি বিশেষ সংজ্ঞা। বৃহদারণ্যকাদিতে এর প্রসঙ্গ আছে।)

'পংক্তি' ('Pattern') শব্দ থেকে 'পাংক্ত'। পংক্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নভাবে যে কর্ম্ম, সেটি পাংক্ত কর্ম্ম—Action conforming to any Basic Pattern.

পাংক্তকর্ম্ম যদাম্নাতং সর্ব্বাভিব্যঞ্জকং হি তৎ।
কশ্চ কেন চ কস্মৈ চ কস্মাৎ কস্মিংশ্চ পরস্পরম্॥
ক্রিয়ান্বয়ানি বৈ পঞ্চ পাংক্তত্বং ব্যূহরূপতা।
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তেত্যাদৌ চ স্মর্য্যতে পুনঃ॥

পাংক্তেন কর্ম্মণা বিন্দুঃ সূতে বিশ্বং প্রপঞ্চিতম্।
পাংক্তেয়মখিলং বিদ্যাদপাংক্তেয়ং তু কেবলম্॥ ১৬৮-১৭০

পাংক্তকর্ম্ম বলিয়া যেটি শ্রুতিতে আম্নাত, সেটি সর্ব্ব অভিব্যঞ্জককেই বিষয় করে। অভিব্যঞ্জক মাত্রেই পাংক্তনামা। পূর্ব্ব এক সূত্রে 'ক'-কে অভিব্যঞ্জকমূল বলা হইয়াছে। এই 'ক'-কে লইয়াই-কঃ, কেন, কস্মৈ, কস্মাৎ, কস্মিন্—এই পাঁচটি পাংক্ত। যে কোন কর্ম্ম হউক, তার সঙ্গে ঐ কর্ত্তাদি পাঁচের অন্বয় থাকে। এবং এ পাঁচ পরস্পরের সঙ্গে 'ব্যূঢ়' (organically related)। গীতার 'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা…' ইত্যাদি শ্লোকে এই পাঁচের প্রকারান্তরে কথনও আছে। অধিষ্ঠানং = কস্মিন্, কর্ত্তা = কঃ; করণঞ্চ = কেন; পৃথক্‌চেষ্টাঃ = কস্মাৎ; দৈবং = কস্মৈ ('কস্মৈ দেবায় হবিষা যজেম')। বাক্‌চিত্তপ্রাণাদির যে কোন কর্ম্ম কৃত হউক না কেন—'পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ'—এই পাঁচটি তার হেতু।—Fivefold exponent of any action. গীতার শ্লোকে 'দৈবং' পদটিতে বিশেষ ধ্যান দিও। দৈব এবং পুরুষকার—এ দুটি দ্বন্দ্বরূপে কথিত হয়। 'দৈব' শব্দটি 'দেব' এবং 'দ্যৌঃ'—এ দুয়ের অন্বয়ে না বুঝিলে এ দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না। এই অন্বয়ে আনিয়াই দৈবকে 'দক্ষিণ' রূপে পাইতে হয়; অন্যথা, প্রায়শঃ, দৈব রহে 'বাম'। দৈব বাম হইলে, কর্ত্তার যেটি কর্ম্ম (পুরুষকার), সেটাকে দৈব বাধা দেয়। দৈব বামে রহিলে, অপর চারিটি হেতুর সদ্‌ভাব সত্ত্বেও, কর্ম্ম 'পাংক্তেয়' হয় না—not conforming to the Basic Norm. কর্ম্ম ঠিক ঠিক 'normal' হয় না। অতএব, দৈবকে দক্ষিণ করিতে হয়। এটিকে দৈবানুগ্রহ, দৈববল ইত্যাদিও বলা হয়। দ্যৌঃ এবং দৈব, সামান্যতঃ, ঐ আকাশের মত মুক্ত, উদার এক আধার, সন্দেহ নেই। কিন্তু, জীবশস্যাদির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে সে আকাশকে কখনও মুক্ত, কখনও বা পর্জ্জন্যসমাচ্ছন্ন পাইতে হয়। কাজেই, যে স্বরূপে মুক্ত-উদাসীন, তারও বামতা অথবা দাক্ষিণ্য হইতে পারে ক্রিয়া-কারক-ফলের বিশেষ বিশেষ অনুবন্ধে। সূর্য্যকিরণাদির দৃষ্টান্তও লইও। যেটি (ভাণ্ডার) অবাধ, উদার, মুক্ত ভাবে আছে, তার সম্পর্কে তোমার আদায়ানুপাত (ratio of availability) কতটা, ইহাই তো কার্য্যতঃ প্রশ্ন। সেই নিমিত্ত, আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম (যথা, জপ), তার সম্পর্কে ঐ প্রশ্নটাই করিতে হয়—'কস্মৈ দেবায়'। সেই দৈবভাণ্ডার বা দৈবীসম্পদের

নিধানস্থান হইতে অভীদ্ধ-উজ্জিতাদি রূপে শক্তি (বাজং এবং বাজঃ—দুই আকারেই) আদায়ের নিমিত্ত, তাতেই সর্ব্ব অভিসন্ধান সমর্পণ (সম্প্রদান) করিতে হইবে। যে সরিৎ সাগরে আপনাকে সঁপিল, সাগর তাকেই পোষণ করিল সর্ব্বতোভাবে। যে সরিতের সমর্পণ সাগরে নয়, সে সরিৎ আপন সঙ্কিতপঙ্কেই ভরিয়া উঠিবে যে! মেঘের বর্ষণ তার পুষ্টিকল্পে হইবে না যে! তাই, ঐ পাংক্তপঞ্চকের পঞ্চমটিতে (কস্মৈ) অবহিত হও—চলিতেছ তো, কিন্তু কার নিমিত্ত?—খানাডোবা, না, সাগরসিন্ধু? খানাডোবা তোমায় দিয়ে নিজেরা 'ভর্ত্তি' হ'তে চায়, কিন্তু, তোমার ভর্ত্তি-পূর্ত্তি?

পাংক্তপঞ্চকের ব্যূহরূপতায় ধ্যানও দিও। কোনটিকে আলাদা করায় কি হয়? অবাস্তবীকরণ—an abstract, unrealistic attempt. অতএব, কর্ম্মে পংক্তিকুশল হও। যূথান্বয় কথাটা মনে আছে তো? জপে বিন্দু, উদয়সেতু, নাদ, কলা, বিলয়সেতু—এই পাঁচে তোমার পংক্তি। অথবা, প্রকারান্তরে, প্রাণ, বাক, ভাব, ছন্দঃ, আকৃতি।

বলা হইতেছে যে, বিন্দু (ঐ পূর্ব্বোক্ত) পাংক্তকর্ম্মদ্বারা এই বিশ্ব প্রপঞ্চিত করে। এটি শুধু বাকে নয়। সুতরাং, অখিলই 'পাংক্তেয়' জানিবে। 'অপাংক্তেয়' যেটি, সেটি 'কেবল'। ধর, অখিলবিশ্ব (বাঙ্ময়াদি)=কিম্। বিন্দু এই কিম্ সম্বন্ধে মূল অধিষ্ঠান=কস্মিন্। উদয়সেতু=কস্মাৎ। কঃ=নাদ। কলা=কেন। বিলয়-সেতু=কস্মৈ। বিন্দুকে বিন্দুব্রহ্ম অবশ্যই ভাবনা করিবে। বিন্দুব্রহ্মের অধিষ্ঠান 'নিধানং বীজমব্যয়ম্'-রূপে অধিষ্ঠান। অর্দ্ধমাত্রার সেতু উদয়বিলয়াভিমুখ না হইয়া পরাপারীণাভিমুখ হইলে 'কেবল' (অপাংক্তেয়)। যেটি পরম, যেটি কেবলাতীত।

১৭ ॥ অভিব্যক্তং সপ্তান্নানি ॥

(শ্রুত্যাদিতে প্রসিদ্ধ) সপ্ত 'অন্ন' অভিব্যক্তরূপ জানিবে॥

অন্নান্নাদবিভেদেঽপি হ্যন্নং ব্রহ্মেতি বুধ্যতাম্।
অত্তাঽপ্যোদনতামেতি সর্ব্বেষত্ত্বমোদনম্॥
অন্নং নাদো ঘনো ভোক্তা কলনাদন্নতঃ কলাঃ।
অন্নত্বং স্বরবর্ণানাং ব্যঞ্জনমুপসেচনম্॥

অন্নময়াদি চাম্নাতং সর্ব্বত্র কোষপঞ্চকম্।
বাচো জীবস্য চাধানাত্তস্যাপি সপ্তরূঢ়িতা।
চিন্ময়ঃ সন্ময়ো বাপি সপ্তসংখ্যানিবর্হণম্॥ ১৭১-১৭৩

অন্ন আর অন্নাদ (অত্তা), ভোগ্য আর ভোক্তা—এই দ্বন্দ্ববিভেদটি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তথাপি, মূল বিভর্ত্তা (ভরণী-পোষণী সত্তাশক্তিরূপে) ব্রহ্মকেই 'অন্ন' বুঝিতে হইবে। শ্রুত্যাদিও বহুধা এ কথা বলেন। নিখিল-ভরণরূপতাই ব্রহ্মের অন্নত্ব। বেদপরিভাষায়, অন্নরূপ ব্রহ্ম অদিতি, অত্তা রূপে ব্রহ্ম কশ্যপ। পুনশ্চ, বাগ্‌রূপে অন্ন; অগ্নিরূপে অত্তা। অন্নের 'রস' সোম। অগ্নিতে হয় সোমের 'সবন'। এই সবনটি অধিভূত, অধিযজ্ঞাদি থেকে অধ্যাত্ম অবধি সর্ব্ব অনুবন্ধেই ভাবনা করিও। যেমন, সমুদ্রবারি অন্ন; সূর্য্যতেজঃ অন্নাদ (অগ্নি); বর্ষণকৃৎ পর্জ্জন্য সোমসবন। জপাদির অনুবন্ধেও দৃষ্টান্ত পরে আসিতেছে।

এইবার ধ্যান কর—অন্ন (ওদন) এবং অত্তা কি তত্ত্বৎসম্বন্ধে আসিয়াও ভিন্ন? দৃশ্য-ভোগ্য যে প্রপঞ্চ, সেটি কি দ্রষ্টৃ-ভোক্তৃ প্রমাতা থেকে বাস্তবে ভিন্ন? উত্তরে কারিকায় বলা হইতেছে—না; এটি ব্যাপার-ব্যবহারগত ভেদমাত্র। কোন এক বিশেষ অবচ্ছেদে (limiting convention এ) লইলে অত্তা এবং ওদন পৃথক্ মনে হয়। কিন্তু, অবচ্ছেদ রহিত সর্ব্বাবস্থানে দেখিলে অত্তা-ওদনের ঐ ভেদটি চলিয়া যায়। সেখানে (in universal appreciation), অত্তা এবং ওদন এক অখণ্ড সমরসে মিলিত হয়। সমগ্রের কথা যদি নাই বা ভাবি, তবুও ভাবিয়া দেখ যে—প্রতিটি ব্যস্ত (differentiated) অন্ন-অত্তা স্থলেও, 'ভান'টি হয় এক অখণ্ড সামরস্যেরই—an undivided, non-polarised whole of actual enjoyment. 'ভাসে', কিনা, বৌদ্ধ বিশ্লেষণে, ঐ সমরস 'যেন' ভাঙ্গিয়া হয়—অন্নরস এবং অত্তৃরস। চিনি খাবার কালে 'চিনিই' হইতে হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। ভানে ভাসে গুলাইও না। ভান নিজে এক বা দুই কোন সংখ্যা রাখে না। সংখ্যা রাখে সাংখ্য বুদ্ধি। ভাসে, ভানে নয়, ব্রহ্মৌদনং = অদিতি। এবং অদিতি দক্ষকশ্যপাদি থেকে অভিন্ন। প্রজাসৃষ্টিকল্পে এই অদিতি দ্বিধাবৎ হইয়া হন—অদিতি-কশ্যপ ইত্যাদি সর্গাদি-নির্বহণ দ্বন্দ্ব।

অতঃপর, ঐ মূল সামরস্য সূত্র স্মরণ রাখিয়া, নাদকে ভাবনা কর 'অন্ন',

বিন্দুকে 'ভোক্তা', আর, নাদান্নের কলনজাত নিখিল কলা। যদি, নাদবিন্দুর ভূমিকা অদলবদল করিতে চাও, তাতেও (ঐ পূর্ব্বসূত্র মনে রাখিলে) দোষ হইবে না। ঐ যে অন্নকলা জাত হইল, ওদের মধ্যে স্বরবর্ণ আবার 'অন্ন', আর ব্যঞ্জনবর্ণ সে অন্নের উপসেচন বা ব্যঞ্জন। নাদ, অন্ন হইল, ব্রহ্মৌদন বা অদিতি-রূপে। স্বরব্যঞ্জন সে মূল অন্নের দ্বারা 'কল্পিত' অন্নব্যঞ্জন। বিশেষের 'আগে' (logically or otherwise) সামান্য আসে। বিন্দু (ঘন), এবম্বিধ বিশ্লেষণে, সেই পূর্ব্বসূত্রের 'কস্মৈ'—the unique Point of reference—রূপে রহিলেন।

এইবার—সপ্ত অন্ন। শ্রুতিতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের প্রসিদ্ধি আছে। এ কয়টি জীবাত্মার অথবা প্রত্যগাত্মার 'উপাধি'ও বটে। এ পাঁচের সাথে আর দুই যোগ কর—বাঙ্ময়, জীবময়। এ স্থলে 'জীব' বলিতে সঙ্ঘাতবিশেষকেন্দ্র—Centre Principle of organised being—বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, ঐ বাকি ছয়টি (বাক্‌কে ধরিয়া) কোন্ সঙ্ঘাতবিশেষসূত্রে, দেহিদেহসম্পর্কনির্ণয়-সূত্রে, বিধৃত রহিয়াছে?—এইটি প্রশ্ন। অন্য কথায়—ঐ ছয়টির নাভিগ্রন্থিটি কোথায়? দেহী বা জীবাত্মা এই 'সপ্ত অন্ন' অদন করেন। এবং ঐ সাতটিই 'অভিব্যক্ত'। প্রত্যগাত্মা সঙ্ঘাতে প্রবিষ্টবৎ রহিয়াও 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'। 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।' প্রত্যগাত্মায় অন্ন-অত্তার অখণ্ড সমরসতা।

চিন্ময় এবং সন্ময় নামে আর দুটি কোষ (প্রকারান্তরে) বলিতে পার। তা হইলেও, সপ্তসংখ্যা। 'আনন্দময়' কোষে ময়ট্ প্রাচুর্য্য অর্থে লইলে শুদ্ধ ভূমানন্দ যে ব্রহ্ম, তদ্‌বাচক নয়; ব্রহ্মের এক 'কোষ' বা উপাধিমাত্র। কিন্তু 'ময়' 'এব' অর্থে লইলে উপাধি নয়। স্বরূপই হয় অদ্বৈতসিদ্ধান্তে। 'চিন্ময়', 'সন্ময়' শব্দদুটিকেও অনুরূপ ভাবনায় লইতে হইবে। অর্থাৎ, চিৎ এবং সতের ভূয়িষ্ঠভাববত্ত্ব স্থলেই এ দুটি 'সপ্ত অন্ন' পর্য্যায়ে আসিবে। যেমন, চিন্ময়ী তনু, সন্ময়ী সত্তা।

শুদ্ধনিরঞ্জন চিৎ অথবা শুদ্ধ নির্বিশেষ সৎ—এ দুই দৃষ্টিতে চিন্ময়ী তনু অথবা সন্ময়ী স্থিতি ইত্যাদি 'কল্পিত', 'অধ্যস্ত' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ব্যবহারযোগ্য মনে হইতে পারে বটে, তবে, সেরূপক্ষেত্রেও, প্রশ্ন হইবে—আচ্ছা, চিচ্ছক্তি, চিতি—এসব কোন্ দৃষ্টির তত্ত্ব? 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—এ চিতি কিসের দ্বারা, কোথায় কল্পিত বা অধ্যস্ত? এ প্রশ্ন সহজে

সমাধেয় নয়। 'মহামায়া', 'তত্ত্ব', 'বস্তু'—এই সূত্রগুলি পুনশ্চ অনুধাবনীয়। এখানে, 'কোষ' এবং সপ্তান্ন বিচারে, 'চিন্ময়'-এর মানে চিৎ বা প্রকাশধর্ম্মের ভূয়স্ত্ব বলিলেই চলিবে। এ ভূয়স্ত্ব, পরিসীমায়, ভূমত্ব অবধিও হইতে পারে—যেমন, 'বিভ্রদ্ ভাগবতীং তনুং' ইত্যাদি প্রসঙ্গে। দেবতা, দেবর্ষি, সিদ্ধাদির 'তনু'-ও ভাবনা কর। সামান্যভাবে, অন্ন-প্রাণ-মনঃ—এই তিন কোষ হইতে 'মুক্ত' বা 'উর্দ্ধমুখ' যে উর্দ্ধজ্যোতিবিশাল বিজ্ঞানময়-আনন্দময়ী সংস্থা, সেটির 'চিন্ময়ী' সংজ্ঞা দিতে পার। এতে সঙ্ঘাত বা তনুরূপতা থাকিতেও বাধা নেই। তবে, সে তনু অধস্তন ঐ কোষত্রয়ে জড়িত, বাধ্য নয়, এবং প্রকাশবিশালতার কাষ্ঠা অবধি সেটি যাইতে পারে। এতে প্রকাশের সঙ্গে আনন্দও অচ্ছেদ্যভাবে রহে। 'উর্দ্ধমুখ' বলিতে অন্নময়াদি কোষত্রয়ে অথবা 'অপরায়' সংসক্তিরহিত, পরাপরমামুখীন বুঝিতে হইবে। 'সন্ময়ী'-তে স্বতন্ত্রস্থিত্যাদিধর্ম্মভূয়স্ত্ব। অর্থাৎ, সত্তা বা সত্ত্ব যে সংস্থায় স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। এতেও ক্রমিকতা এবং কাষ্ঠা আছে। যেমন, অপৌরুষেয় যে বেদ, তার সত্তাকে সন্ময়ী বলা যাইবে। কিন্তু অক্ষরনিত্য? সামান্যভাবে সঙ্ঘাতসংস্থানুরোধে এ দুয়ের দৃষ্টি করা হইল। সঙ্ঘাতমাত্রেই ভোগ্য, কাজেই 'অন্ন'। অতএব, অভিব্যক্ত যে ব্রহ্মবস্তু, সেটি নিজেকে 'সপ্ত-অন্ন' রূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছে।

১৮ ॥ দ্বে প্রত্যেকং শুক্লাশুক্লভেদাৎ ॥

(পূর্ব্ব সূত্রে যে সপ্ত অন্ন কথিত হইল) তাদের প্রত্যেকটি শুক্ল, অশুক্লভেদে দুই প্রকারের ॥

> সার্দ্ধমেকেন চাদ্যেন দ্বিত্রিসংখ্যাভিপূরণাৎ।
> একঃ সংশ্চ ততো দ্বন্দ্বঃ সোঽপি পুনস্ত্রিবৃৎকৃতঃ।
> এতেন সপ্তরূঢ়িত্বং বর্ণলোকস্বরাদিষু ॥ ১৭৪

এক আদ্য রহিয়াছে। সে আদ্য এক, এক রহিয়াও, যদি দ্বি আর ত্রি, এ দুটি সংখ্যা দ্বারা পরস্পর গুণিত (অভিপূরিত) হয়, তা হইলে, ১+২+৩=৭, এই সাত সংখ্যা মেলে। এক হইল দ্বন্দ্ব, আবার, সে দ্বন্দ্বেরও প্রতিটি হইল 'ত্রিবৃৎকৃত'—ত্রিপুটী। এই 'অভিকর্ম্ম' বা প্রক্রিয়ায় বর্ণ, লোক, স্বর (যথা,

সঙ্গীতে)—প্রভৃতি নিখিল অভিব্যক্তই 'সপ্তরূঢ়ি' আকৃতি পাইয়াছে। যেমন, নাদকে যদি ধর আদ্য এক ('Basic One'), সে এক মিথুন হইল—নাদ-বিন্দু। (অবশ্য, বিন্দুকেই ঐ আদ্য এক ধরিতে পারিতে।) এদের প্রতিটি ত্রিবৃৎকৃত হয় কিভাবে? নাদ হয়—উদয় নাদ, ব্যক্ত (সকল বা অন্যথা) নাদ, এবং বিলয় নাদ। বিন্দুরও ত্রিবৃদ্‌ভাব ঐ অনুবন্ধত্রয়ে ভাবিয়া লও। বিন্দু উদয়-নাদকে বলে—'আমি তোমার নিধান—ভাণ্ডার-রূপে পূর্ণ রহিয়াছি; বীজরূপে এক ও অব্যয় আছি, আর, তোমার বিলয়ে অবসান এবং আধানরূপে শূন্যও আছি।' স্বরে, ধর, সা (মতান্তরে পা), সা-পা কিংবা পা-সা—এই দুই 'স্বরমিথুন' হইল। তারপর, প্রতিটি ত্রিবৃৎ হইয়া ঋ গা মা, এবং পা, নি, ধা হইল। এ দুয়ের সাথে আদ্য এক রহিল (সা)। স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়াও সপ্তরূঢ়িত্ব পরীক্ষা করিও। ৭×৭=৪৯ হইল সপ্তরূঢ়িত্ব ঘটিত বর্ণসংখ্যা। এর সঙ্গে ১, ২, ৩ যোগও হইতে পারে। স্বরকে যদি মূল বায়ুবৃত্তি বল তো, ঐ বৃত্তিদৃষ্টিতেও, বায়ু উনপঞ্চাশৎ। এ স্থলে বর্ণ (রং অথবা স্বর হিসাবে)—প্রসঙ্গ আর হইল না।

অকারাদিকলাস্ত্রিস্রো নাদবিন্দু যথাক্রমম্।
শান্তশ্চাতীত ইত্যেবং প্রণবস্যাপি সপ্ততা।
সপ্তচ্ছদো মনুর্জ্ঞেয়ো মন্যতে চাপি সপ্তধা ॥ ১৭৫

প্রণবে অ, উ, ম—এই কলাত্রয়; নাদ ও বিন্দু; এবং শান্ত ও শান্তাতীত—যথাক্রমে এই 'সপ্ত'-কে বুঝিয়া ও সাধিয়া লইবে। পরাব্যক্ত যে বিন্দু, তাতে, উদয়বিলয়াদিব্যাপারবিরহিত স্থিতিতে 'শান্ত'; পরাপারীণতায় 'শান্তাতীত'।

মনু বা মন্ত্র মাত্রকে 'সপ্তচ্ছদ' জানিবে, আর, সে মনুমননও 'সপ্তধা'।

মনুমননটি কি? 'কৢপ' ধাতু দ্বারা এটির নিরূপণ এই ভাবে কর। মনুর সামান্য কল্পন (fundamental ideation)-টি হইল। তারপর, এই ভিত্তি-কল্পনের আধারে কোন বিশেষ কল্পনের অনুবন্ধে (with respect to a given plan or design) অনুকল্পন হইল। এই অনুকল্পনটি নানা ভাবে হইতে পারে (সেগুলি বিকল্পন)। বিকল্পন পরিহারে কোন কল্পনকে পরিতঃ গ্রহণে হয় পরিকল্পন। এটি থেকে সঙ্কল্পন (determinate motivation)।

ইহা সাধিষ্ঠকাষ্ঠায় আসিলে বজ্রসঙ্কল্পন। এর পরিণতি এবং প্রকৃষ্টরূপ হইল সত্যসঙ্কল্পন। বিকল্পনটি পরিহারযোগ্য হইলেও অবশ্য বিবেচ্য (the choosing between alternate ways and means)।

ধর, আদি মনু ওঁকার। এর সপ্তচ্ছদ কি কি? প্রথম 'ছদ'টি (the 'First Layer') অব্যক্ত। কেননা, সেটি ব্রহ্মকল্পনই। অনুকল্পন = 'অ' = দ্বিতীয় ছদ। 'উ'-তে নিহিত যে 'ই' এবং 'উ'—এ দুয়ের দ্বারা 'বিকল্পনং বিবিচ্য পরিকল্পনং' হয়। 'উ' অশেষবৃত্তিসম্ভাব্যতার মাঝে নাদবিন্দুমুখীনা বৃত্তিটিকে বাছিয়া লয়।—A basic valve to sort possibilities. উবর্ণে তৃতীয় এবং চতুর্থ ছদ। 'ম'-এ সঙ্কল্পনরূপ পঞ্চম ছদ। নাদ এবং বিন্দু, এতদুভয়ে ষষ্ঠ এবং সপ্তম ছদ। নাদবিন্দু অথবা বিন্দুনাদ—এই দুই রূপেই বজ্র ও সত্য ছদ দুটি ভাবনা করিও। মনুকে ষষ্ঠ ছদ পর্য্যন্ত লইতে পারিলে, সেটি 'অমোঘ' হয়, এবং সপ্তমে, তাহা সত্যসমর্থ, এবং 'মন্ত্রী'র সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হয়। তোমার প্রণবধনুতে আত্মাকে শর যোজনা করতঃ, এই সপ্তচ্ছদ যে ব্রহ্মলক্ষ্য, সেটি অপ্রমত্ত হইয়া বেধ কর। শ্রীরামচন্দ্র 'সপ্ততাল' ভেদ করিয়াছিলেন, না? তুমিও তাঁরি চরণে শরদীক্ষা লও।

জীবনে ও সাধনে এই যে 'সাততালে' প'ড়ে আছি, আর পাকিয়ে আছি—এ সাততালই বা ভেদ হয় কি ক'রে?

এস্থলে, 'ছদ' বলিতে স্তর বা কোষাদি ব্যূঢ় অবস্থান বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব সূত্রে সপ্তরূঢ়, এখানে সপ্তব্যূঢ়। ছদ্ আচ্ছাদন করা। ছন্দঃ ঐ থেকে।—A system of Layers and Levers, Keys and Covers, Envelopes and Escapes which conspire to evolve harmonies; যথা, পিয়ানো। কিন্তু দেখিয়াছি যে, ছদ্ ছন্দঃ না হইয়া ছন্দ বা ছদিও হয় (প্রথম খণ্ডে)। কল্পনাদি রূপ যে সপ্তচ্ছদ আগে বলা হইল, ঐগুলি সর্ব্বসাধারণ আর মৌলিক। যেমন ধর, সাদা কাগজে একটা বৃত্ত আঁকিব। সাদা কাগজে বৃত্ত নেই। বৃত্ত আঁকিব—এই ইচ্ছায় আদৌ তাতে অব্যক্তকল্পন। একটা পেন্‌সিলে তাতে একটা রেখা আঁকিলাম—অনুকল্পন। রেখাটির একটা মাপ (দৈর্ঘ্য) ঠিক করিলাম—বিকল্পনবিবেচন। তার মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া ব্যাসার্দ্ধ স্থির করিলাম—পরিকল্পন। মধ্যবিন্দুতে কম্পাসের একটা বাহুবিন্দু স্থির করিয়া রাখিলাম—সঙ্কল্পন। কম্পাসের অন্য ভুজটি একটা নির্দ্দিষ্ট কোণ

করিয়া (ব্যাসার্দ্ধানুযায়ী) আঁটিলাম—বজ্রসঙ্কল্পন। ধীর অপ্রমত্ত করে বৃত্তটি আঁকিয়া ফেলিলাম—সত্যসঙ্কল্পন। এইরূপ সর্ব্বত্র 'মনুমনন' বুঝিও।

জপে যে মনু (বীজাদি) জপিতেছ, সেটিও সপ্তচ্ছদী ভাবনা করিও। বিন্দু থেকে উদয়সেতুতে অব্যক্তকল্পন। উদয়ে অনুকল্পন। ব্যক্তনাদে বিকল্পন-বিবেচন এবং পরিকল্পন। কলাবিতানে সঙ্কল্পন। আসেতু বিলয়নাদে বজ্র-সঙ্কল্পন। আর, নাদবিন্দু অভেদসামরস্যে সত্যসঙ্কল্পন। এ সবের মধ্যে ব্যক্ত নাদে সতর্ক রহিবে যাতে হৃদয়াদি স্থল (মধ্যমাদি)-থেকে ঠিক ঠিক নাদ ব্যক্তিমাপন্ন হন, আর, সে নাদের অখণ্ডাধাররূপে বহমানতা থাকে। বিলয়ে এবং তার সেতুতে নাদ মহাপ্রাণরূপ হইয়া অমোঘ বজ্রসত্ত্ব হওয়া চাই ; কেননা, ও সেতুটি বড় 'কঠিন ঠাঁই'। সব সন্ধান করিলাম, ওটির সন্ধান আর যেন হ'তেই চায় না !

আদৌ কল্পনমাত্রত্বং (মব্যক্তং) ব্যনুপর্য্যাশ্রয়াত্ততঃ।
সঙ্কল্পো বজ্রসঙ্কল্পঃ সত্যসঙ্কল্প এব চ ॥

'ব্যনুপর্য্যাশ্রয়াৎ'—বি, অনু, পরি, এই তিন উপসর্গযোগে।

শুক্লাশুক্লবিভেদেন সর্ব্বং কিঞ্চিদ্ দ্বিধাকৃতম্।
জ্যোতীরসান্বয়াচ্ছুক্লমশুক্লমতথাত্বতঃ
(মশুক্লং ব্যতিরেকতঃ) ॥ ১৭৬

এই দুটি সূত্রে যে দুই রকমে অভিব্যক্তের (অন্নের) সপ্তধাত্ব প্রদর্শিত হইল, তারা প্রত্যেকটি আবার শুক্ল এবং অশুক্ল—এই দুই বিধায় আসে। (ধন ও ও ঋণ—বিভাগও পরে বলা হইতেছে।) জ্যোতীরসের অন্বয় যদি 'অন্নে' রহে, তবে সে অন্ন শুক্ল। অতথাত্বে, অন্যথায়, ব্যতিরেকে অন্ন অশুক্ল। যেমন, জপে ব্যক্ত-অব্যক্ত বাগাদির যে 'অন্ন' তুমি অদন করিলে, সে অন্ন কি স্বরস-উজ্জ্বল, না, কুরসমলিন ?

১৯ ॥ চতুর্দ্দশ ভোক্তৃভোগ্যে ভোগায়তনাদীনি চ ॥

(ঐরূপ দ্বিঃসপ্তকৃত্বঃ হবার দরুণ) ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগায়তনাদি সর্ব্ব অভিব্যক্তই চতুর্দ্দশ জানিবে ॥

সপ্তধা কল্পিতং দ্বাভ্যাং ভবেৎ সর্ব্বং চতুর্দ্দশ।
সিতস্য ধনবৃত্তিত্বমৃণত্বমসিতস্য চ ॥
কঃ কিং কেনাদিরূপেণ পাংক্তস্য সপ্তধা ততিঃ।
ধনর্ণদ্বন্দ্ববিন্যাসাৎ সাঽপি ভবেচ্চতুর্দ্দশ ॥
ইত্থং মন্বন্তরাদীনি তনূনি ভুবনানি চ।
পৃথূনি ভোগ্যভোক্তৄণি সর্ব্বাণি স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৭৭-১৭৯

সাধারণভাবে (অন্যরূপও অন্য অনুবন্ধে হইতে পারে), যদি শুক্ল বা সিতকে বল 'ধন', অশুক্ল বা অসিতকে বল 'ঋণ', তবে, ভাবনা করিও যে, সর্ব্ব সপ্তকই সিতাসিত অথবা ধনর্ণ ভেদে চতুর্দ্দশ প্রকারের। চতুর্দ্দশ সংখ্যাটি ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগায়তনাদি নিখিল অভিব্যক্তকে অধিকার করিয়াছে। স্বর ব্যাকৃত হইয়া ব্যাকরণ হইবে ; এ ব্যাকরণের আধাররূপে চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্র। আগে পাংক্ত-সূত্রে 'কঃ কেন' ইত্যাদিরূপে যে পঞ্চধাকৃতি বিবেচিত হইয়াছে, সে পাঁচের সঙ্গে 'কিং' (কর্ম্ম) আর 'কস্য' (সম্বন্ধ), এ দুটিও লইলে, পাংক্তেরও সপ্তধা আততি (extension)। ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় সাক্ষাদ্ভাবে তেমন থাকে না বলিয়া 'কস্য'টিকে কারকে ধরা হয় না বটে, কিন্তু, কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নধর্ম্মবত্ত্ব সকল কারকেই অবশ্য আছে, অর্থাৎ, কোন না কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া তো কোন কারকই নেই ; কাজেই, সর্ব্বসম্বন্ধত্বাভাবপ্রতিযোগী যে 'কস্য', সেটিকে কারককোটি থেকে বহিষ্কার করিয়াছিলে বটে, কিন্তু, তাকে আবার 'সাধিয়া' আনিয়া বসাও। সুতরাং, পাংক্তেরও সপ্তধাত্ব হইল। এখন, এ সাতের প্রতিটিকে ধনে নিতে পার, অথবা ঋণে। যেমন, 'কঃ' জপ করিতেছে। অনুলোমে, না, বিলোমে—উদয়-মুখে, না, বিলয়মুখে ? জপক্রিয়ায় শুক্লাগতি অথবা অশুক্লা ? বাগাদি যে 'করণে' কাজ করিতেছে, সে করণ কি 'নিজের' (সহজ-স্বচ্ছন্দ), না 'ধার-করা' ? মনে রাখ যে, বাগাদি মধ্যমাদিতে না যাইলে, 'নিজের' (স্বতঃ) হয় না ; বৈখরীতে কণ্ঠাদি যন্ত্র, শ্বাস-বায়ু ইত্যাদির কাছে 'ধার' করিতে হয়। 'কস্মৈ'—দেবায়, না, অসুরায় ? 'ইন্দ্রশত্রো প্রবর্দ্ধস্ব'—এ আহুতিতে 'ধন' না 'ঋণ' বৃত্রাসুরের ব্যাহরণে ? এইরূপ, ধন ও ঋণকে সর্ব্ব ক্রিয়াকারক-ফলেই বুঝিয়া লইবে। ঋণনামাই দোষের নয়, তা দেখিযাছি। শ্রীমতীর প্রেমের ঋণ শুধিতে আসেন নাই গোরারায় ? জপে বিলয়মুখে

ঋণ বটে, কিন্তু সে ঋণে মিলায় যে পরমধন পরশরতন! 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

পূর্ব্বপ্রদর্শিত দ্বিসপ্তকন্যায়ে, মন্বন্তর চতুর্দ্দশ, ভুবন (তনু অথবা পৃথু) চতুর্দ্দশ। ভোগ্য চতুর্দ্দশ ; ভোক্তাও চতুর্দ্দশ। 'ভোগায়তন' বলিতে এ স্থলে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, ভোক্তৃ-ভোগ্যসঙ্ঘাতসম্বন্ধঘটক অবস্থাকে বুঝিতে হইবে।—A system of conditions causing or helping the Enjoying and Enjoyed Factors organise and co-operate. এটি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। যেমন, পরীক্ষাগারে জৈবরসায়নে প্রোটোপ্লাজম্ সদৃশ কোন পদার্থ তৈয়ারি করিতে পারিলে। প্রাণের অনেক 'সাড়া'-ও তাতে পাওয়া গেল। কিন্তু স্বয়ং প্রাণ? সেটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, এমন কি, জৈববস্তুর 'হৃল্লেখা' অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না।

জীবের যে ভোগায়তন, তাতে, ব্যক্ত অথবা ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে, পূর্ব্বব্যাখ্যাত ঐ সপ্তকোষ রহিবে। বস্তুমাত্রেই আছে, তবে, জীবে ব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্ত আকার পাইয়াছে। অতএব, 'জড়'-এরও জীব হইতে বস্তুগত্যা বাধা নেই। বিপরীত-ও বটে। অহল্যা পাষাণী, আবার, পাষাণী মানবী অথবা দেবী। এখন, এই কোষসপ্তকের প্রতিটির 'কোন্-মুখো'—ধনে অথবা ঋণে—এ দুই মুখীনতা আছে। তটস্থ যে জীব, তার মুখ কি অপরার পানে, না, পরার? জপাদি সর্ব্বসাধনার উদ্দেশ্য—উপরিমুখ কোষ বা আয়তনগুলিকে সম্বদ্ধ (link-up) করা। সপ্তরূঢ়ি বা সপ্তচ্ছদ লইয়াও এই চতুর্দ্দশকে ভাবনা করিও। পরের সূত্রে বাগাদি কথা বিশেষতঃ হইতেছে—

২০ ॥ প্রাণমনোগিরামপি ॥

ঐ চতুর্দ্দশ প্রাণ, মন এবং বাকের সম্বন্ধেও বুঝিবে ॥

> একো নাদো হি বিন্দুত্বং ত্রিমাত্রত্বঞ্চ গচ্ছতি।
> গচ্ছন্নপি ন স ব্যেতি সপ্তযোনিরতো হি সঃ ॥
> আবীরাত্রিশ্চ ভেদেন প্রত্যেকং দ্বিবিধং ভবেৎ।
> আবীরূপেণ মাত্রাণামপাবৃত্য হি বৃত্ততা।
> রাত্রিরূপেণ তাসান্তু ভূয়স্তেনাবৃতির্ভবেৎ ॥ ১৮০-১৮১

(পূর্ব্বে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে) এক পরনাদ আপনাকে দ্বিধা করিয়া বিন্দু-নাদ, এই যুগ্মকটি হইল। এদের প্রতিটি আবার 'ত্রিমাত্র' হইল। পর, অবর, পরাবর ; অব্যক্ত (with respect to a given plane or view-point), ব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (লক্ষণানুযায়ী অর্থে), উদয়সম্বন্ধী, বিলয়সম্বন্ধী, সেতুসম্বন্ধী ;—এই প্রকার নানাভাবে ঐ ত্রিমাত্রত্ব গৃহীত হইতে পারে। মানবব্যবহারের উপর নির্ভর করে মাত্রাকৃতি ; অভিবিধিদ্বারা বিহিত হয় মর্য্যাদা। আচ্ছা, পরনাদ এই ছয়টি মানে যাইয়াও, স্বয়ং 'ন ব্যেতি'—অব্যয় এবং এক। এই নিমিত্ত তাকে 'সপ্তযোনি' বলা হইল—Generator of Seven Matrices. আর, এই সপ্তযোনিতে নাদ আবির্ভূতও হয়।

এই সাতের প্রতিটি আবার আবিঃ এবং রাত্রি ভেদে দ্বিবিধ। আবীরূপে ঐ সপ্তকের অপাবৃত, কিনা, অপগতাববণরূপে বৃত্তিমত্তা হয়। যদিও, সচরাচর, অভিব্যক্তিতে অপাবরণের কালক্রমিকতাদিও লক্ষিত হয়। সবই দেশকাল-কারণতাসম্বন্ধের সম্বন্ধী হইয়াই যেন 'ফুটিতে' থাকে। রাত্রিরূপেও ঐ মাত্রাকলা-সমূহের ভূয়স্তভাবেই আবরণ ঘটিতে থাকে। জপাদিতে আবীরাত্রিকে সন্ধিসহ সজাগে মিলাইয়া লইও। বিশেষ করিয়া সন্ধিস্থলে অবহিত হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাত্রির নয়, পরন্তু আবিরও আবরণ আছে। যেমন, দিবায় নক্ষত্রাদির আবরণ। পক্ষান্তরে, রাত্রিরও অপাবরণ আছে, যেমন আবারও ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ। দ্বন্দ্বস্থিত যতক্ষণ, মাখামাখি ভাগাভাগিও ততক্ষণ। কেহই ততক্ষণ পূরা ও খাঁটি হইয়া থাকে না। কেবল, সন্ধিতে এমন একটা উদাসীনস্থল মেলে, যেখানে দুয়েই বলে—'আমরা এখন আর ভাগাভাগি মাখামাখিতে নেই ; যে যার ভাগ বুঝিয়া লইয়া ক্ষান্ত হইলাম।' হানও নেই, উপাদানও নেই, এমন যে তত্ত্ব বা যথার্থরূপ, সেটিকে ঐ উদাসীনস্থলেই ধরিতে, চিনিতে হয়।

ধর, প্রণবজপ। অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত—এই সপ্তধা ব্রহ্ম, পরনাদরূপে, নিখিলের সপ্তযোনি হইলেন। এর মধ্যে প্রথম তিনটি 'কলিতা', ষষ্ঠটি 'কলনী' (আত্মা)। শেষেরটি পরব্রহ্ম স্বয়ং। এখন, সন্ধিপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিও যে, প্রথম তিনটির পর প্রথম সন্ধি, নাদ ও বিন্দুর মাঝে দ্বিতীয়, বিন্দু ও আত্মা কলনীর মাঝে তৃতীয় ; আর, কলনী-অকলনীর মাঝে তুরীয়। অর্দ্ধমাত্রাই সর্ব্বসন্ধিসংস্থাপিকা বটে, তথাপি, ঐ তুরীয়টিই 'আত্মার্দ্ধ' (the

Prime Link-and-Lead Principle)। অতএব, সন্ধি হইল সার্দ্ধত্রিসংখ্যক ('সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা')।

সাতের অৰ্দ্ধেক এই সাড়ে তিন। ব্রহ্মস্বরূপতার প্রান্ত অবধি (অর্থাৎ, আত্মাকলনীতে) যদি যাও, তবে, বিন্দু আর আত্মার মাঝের সন্ধিটিকেই বল 'অর্দ্ধা', এবং, শেষেরটির সঙ্গে আলগ রাখার জন্য, এর নাম দাও 'সমর্দ্ধা' (কেননা, ঋজু ও সমগোত্রের ঋধ্যমানতা এইখান থেকেই সুরু)। আচ্ছা, সর্ব্বসমেত সন্ধি হইল সার্দ্ধদ্বি—'আড়াই'—যার প্রাসাদে বিশ্বাভিব্যক্তের 'পাংক্ত কর্ম'। বিন্দুকে 'পরা' সংজ্ঞা দিলে, ঐ অর্দ্ধাকে 'পরার্দ্ধা' বলিতে পার। তা হইলে, নাদ (বিন্দুদিত এবং বিন্দুবিলীন) আর বিন্দুর সন্ধিকে বল 'পরাবর', আর, কলিত এবং নাদের সন্ধিকে 'অপর'। এই সন্ধিস্থলগুলিতেই আবরণ-অপাবরণের অনুপাত ('ভাগাভাগি') যথাক্রমে লঘু, লঘীয়ান্, লঘিষ্ঠ এবং লীন হয়। V : P (Veiling and Presentation) অনুপাত। অনুপাত লীন হওয়া মানে—তা থেকে কোন কিছু (veiler) সরাইবারও নেই; তাতে কোন কিছু দেবারও (presenter) নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেক পূরা এক সাথে।—The Last Limit of both Affirmation and Denial. কাজেই, সন্ধিসন্ধানী জপই আসল জপ।

ত্রিবৃৎকৃতমিদং সর্ব্বং পঞ্চীকরণমৃচ্ছতি।
একবর্জ্জং ততঃ সর্ব্বং চতুর্দ্দশেতি গণ্যতাম্॥
মনশ্চতুর্দ্দশ খ্যাতে বাক্ চতুর্দ্দশ স্বরৈঃ।
চাতুর্বিধ্যেন মুখ্যস্য প্রাণা অপি চতুর্দ্দশ॥ ১৮২-১৮৩

গুণত্রয়াদি (অথবা, অ, উ, ম ইত্যাদি) ভেদে সর্ব্ব বস্তু ত্রিবৃৎকৃত হয়। ওদের প্রত্যেকটি আবার পঞ্চধামূলবৃত্তিবশতঃ (যথা, পাংক্তে) পঞ্চীকৃত হইতে চায়। তা হইলে, ৩ × ৫ = ১৫ এই সংখ্যা হইল। কিন্তু এই 'পঞ্চদশী' বৃত্তিতে মূলের 'এক' অধিষ্ঠানাদিরূপে প্রযোজক হইয়াও নিজেকে 'বাদ' রাখেন ('একবর্জ্জং')। সর্ব্বকৃৎ, সর্ব্বভূৎ হইয়া অকর্ত্তা, অভোক্তা। কাজেই, নিখিল অভিব্যক্তে ১৫ − ১ = ১৪, এই সংখ্যা। 'খ্যাতি' লইয়া মনের চতুর্দ্দশ; স্বরে বাকের চতুর্দ্দশ; আর, মুখ্যপ্রাণের চতুর্ধাত্ব ধরিয়া, প্রাণাপনাদি দশধা প্রাণেরও চতুর্দ্দশ। এই বিভাগগুলি পরের সূত্রে আসিতেছে—

২১ ॥ মুখ্যামুখ্যত্বেন প্রাণঃ ॥

প্রাণ, মুখ্য এবং অমুখ্য, এই দুই লক্ষণধর্ম্মে লইতে হইবে ॥

মূলং যঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং সর্ব্বপ্লবে য উত্থিতঃ।
বেবিষ্টে চ খবৎ সর্ব্বং যঃ স মুখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
হংসো যঃ শুচিষদ্ ব্যোমেত্যাদিভির্য ঈরিতঃ।
মুখ্যত্বং তস্য বোদ্ধব্যমৃতং বৃহদিতি শ্রুতম্ ॥
ক্ষপামপেক্ষ্য হংসঃ স সোঽহমাবিরপেক্ষ্য চ।
অনাহতবিভেদেন হংসতার্ক্ষ্যাদিরূপভাক্ ॥ ১৮৪-১৮৬

মুখ্যপ্রাণ যে আগ্নেয়, বৈদ্যুত, সৌর এবং চান্দ্রমস ভেদে চতুর্বিধ, আর, অমুখ্য প্রাণ যে দশবিধ, সুতরাং, প্রাণের সংখ্যা যে ঐ চতুর্দ্দশ—এটি পরের সূত্রে সবিশেষ নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমান সূত্রে প্রাণের মুখ্যত্বই দেখান' হইতেছে। ব্রহ্ম সর্ব্ববৃত্তিরূপ হইতে যে মূল 'অণন' আকারটি পরিগ্রহ করেন ; যেটি সর্ব্বসংপ্লবে (বিলয়ে)-ও 'উত্থিত', কিনা, জাগরিত থাকে ; এবং যেটি 'খবৎ' (আকাশবৎ) নিখিল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেটিকে মুখ্যপ্রাণ জানিবে। কাজেই, মুখ্যপ্রাণে (১) অণনত্ব, (২) অপ্লবত্ব, এবং (৩) অখণ্ডত্ব—এই তিনটি মূল ধর্ম থাকে। 'অণন' বলিতে কি ? অণ্+অন। অণ্ ধাতুর গত্যাদি যে অর্থই লও, মূলবিশ্লেষণী দৃষ্টিতে, অণ্=অইউণ্, এটি কদাপি ভুলিবে না। 'অইউ' এই তিন আদ্য স্বর যে নিখিলের তিনটি মূলা বৃত্তি, তা আমরা পূর্ব্ব এক সূত্রে বিশেষ করিয়াই দেখিয়াছি। চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্রের এটি আদি। চতুর্দ্দশটিও যাদৃচ্ছিক (arbitrary) নয়। শেষের ঐ ণ্-টিও নয়। 'অ' অক্ষর-সামান্যাধিকরণ—an unchanging, undifferentiating Prime Given. এটি ব্রহ্মাক্ষরের সর্ব্বাধিকরণরূপতা। এতে 'ণ' যোগে কি হইল ? ঐ অধিকরণে ইদ্ধ এবং উর্জ্জিত, এ দুটি ভাবের কাষ্ঠা দেখান' হইল। প্রথমটিতে বিকিরণবৃত্তিতা, দ্বিতীয়ে উহনবৃত্তিতার মুখ্যতা থাকে, তা দেখা হইয়াছে। উহ থেকে বৃহ ইত্যাদি। একটা Expanding Principle, অন্য Organising Principle. এ দুটিকে যদি কোন 'তল' বা plane সম্পর্কে

লইয়া তার শেষ ফলটি কি তা দেখিতে যাও তো, হয় 'অন্'। ('ন' ত বর্গের শেষ বর্ণ)। কিন্তু, যদি ঐ দুটিকে (ই-উকে), কোন তলবিশেষে 'আবদ্ধ' না করিয়া (লক্ষ্য কর যে দন্ত্য ন-এ তলবিশেষে এবং ফলবিশেষে আবদ্ধ রাখার ভাব আছে। 'ন' বলে—'এই অবধি, আর না'), তাদিগকে বিশেষতল ফলমুক্ত করিতে চাও তো, মূর্দ্ধন্য যে ট-বর্গ, তার অন্তিম যে 'ণ', তাতে যাও। ট বর্গ 'টঙ্কার'-বর্গ। আড়ষ্ট ধনুতে এ বর্গ টঙ্কার দেয়। এ বর্গে ত-বর্গের বিশেষতলাদিতে আবদ্ধবৃত্তিতা নেই।—It releases and raises to a maximum what is confined to, and contained in, a given plane, সুতরাং, ট বর্গে উদ্‌বৃত্তি, উন্মেষ ধর্ম্মটি আছে—to grow. unfold. ত-বর্গে যাহা বদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ, ট-বর্গে তাহা মুক্ত-উদার হয়। এইটি, বিশেষ করিয়া, প্রাণের ধর্ম্ম। ট-বর্গের কাষ্ঠা 'ণ'। প্রাণ এই মূর্দ্ধন্য ণ-কে প্রকৃষ্টভাবে লইয়াছেন। তার মানে, ণ-কে সব চাইতে ভাল করিয়া চিনিতে চাও তো প্রাণে চল। প্রাণই ণ-এর মূল ভাণ্ডারী। মুখ্য যে প্রাণ, সেটিকে এই অণ্-প্রতিযোগিতায় বুঝিতে হয়। অন্-প্রতিযোগী যে প্রাণ, সে প্রাণ, তলফলাদি সম্বন্ধবিশেষাবচ্ছিন্ন—limited to special plane-and-effect relations. অর্থাৎ, এতে মুখ্যপ্রাণ তার স্বতঃস্বাচ্ছন্দ্য ভাব কিছুটা 'বলি' দিয়াছে। প্রাণব্যতিরেকে লীলা হয় না। ব্রহ্মের যে নিজশক্তি ঐ অণ্-কে প্রকর্ষ পরিসীমায় যোজনা করেন, সে শক্তি, লীলাসম্বন্ধানুবন্ধে, যোগমায়া। আর, অণ্‌কে পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত 'বামায়' লও। ণ্+অ=ণ হইল। এর আগে নিখিল প্রকৃতিকে 'বামায়' যিনি আকর্ষণ করে, সেই 'কৃষ্' বসাও। কি হইল? কৃষ্ণ—প্রাণের পরমাকর্ষক।

প্রাণ শব্দে ঐ যে প্র+অ+ণ্+অ, এই চারিটি অক্ষর আছে, ঐ চারিটিই প্রাণের মুখ্যত্বের নিরূপক। 'প্র' দ্বারা সত্তাশক্তিছন্দাদিকে যেটি প্রকর্ষ মানে—higher and higher value এ—লইয়া চলে। প্রকর্ষ বলিতে কলার প্রসঙ্গ হয়। কাজেই প্রাণের 'প্র' দেয় মুখ্যপ্রাণের যে চান্দ্রমসরূপ, সেইটি। প্রাণ সব কিছুকে পূর্ণকলায় ফুটাইতে চায়, আর, বিলোমে, লয়-কলায় আনে। প্রথম 'অ' অগ্নি। অগ্নির অধিক্রমণেই সব কিছুর অঙ্কন (informing) হয়। এটিকে বল আগ্নেয়। 'ণ্' যে কোন তল-ফলসংস্থার যেটি অবষ্টম্ভ (inertia, boundedness), সেটিকে মুক্ত-উদারকরতঃ বলে—'এখানে বাঁধা প'ড়ে কেন?

তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার উদ্বর্ত্তন পরিসীমায় যাও।' 'প্র' informing, 'ণ' urging. 'প্র' দেয় পরিকল্পন ; 'ণ' দেয় সঙ্কল্পন। এই Prime Dynamic Leverটি প্রাণের বৈদ্যুতরূপ। বিশেষরূপে দ্যুতিমৎ যে ভূমি, তাতে লয় যাহা, সে শক্তি বৈদ্যুতী। বিশেষেণ দ্যোততে। যথা, যে মুখ্যপ্রাণ ভর্গঃ কে 'বরেণ্যম্' রূপে দেখায়। আর, ঐ ত্রিতয়কে সংহতমণ্ডল করিয়া লয় যে মুখ্যপ্রাণ, সেটি সৌর (অন্তিম 'ণ')। সংহতমণ্ডল বলিতে এইটি বুঝিবে— মুখ্যপ্রাণ (আদিত্য = অবর্ণ) স্বয়ং নাভি হইয়া প্রাণিমাত্রেই অর-নেমি সংস্থা বিস্তার ও বিধারণ করেন। এইরূপ সংহতমণ্ডল হইলে, প্রাণের ঐ যে মুখ্য চতুর্বিধরূপ, তারা যথাক্রমে নাভি (সৌর), অর (অগ্নিজ), নেমি (চান্দ্রমস), এবং সংহতি (বৈদ্যুত) অধিকার করে।

প্রথমেই মুখ্যপ্রাণের অণনত্ব, অপ্লবত্ব, অখণ্ডত্ব ('খবৎ')—এই তিন মূল ধর্ম্ম পাইয়াছি। তারপর, অণনত্ব ধর্ম্মটির (প্রপূর্ব্বক) বিশ্লেষণে পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধা পাইলাম। সুতরাং, অণনকে এক (সামান্য) ধরিয়া, সর্ব্বসমেত মুখ্যপ্রাণেরও সপ্তবিধা পাইলাম। এদের প্রতিটি আবার ধনে-ঋণে লইলে, সেই চতুর্দ্দশ অভিব্যক্তি।

ধনকে বল সোম, ঋণকে অগ্নি। তা হইলে, মুখ্যপ্রাণের অগ্নিষোমীয ভাবনা। আগে প্রাণকে যে সপ্তধর্ম্মা বা 'সপ্তার্চ্চিঃ' দেখান হইল, তার প্রত্যেকটি অগ্নিষোমীয় ভাবনায় বিভাবনীয়। অগ্নি সম্পর্কে যদি অর্চ্চিঃ শব্দটি রাখ, তবে, সোম সম্পর্কে—সপ্তরোচিঃ বলিতে পার। একে প্রাণের জ্যোতিষ্ক্রম, অন্যে রোচিষ্ক্রম। মুখ্যপ্রাণে এই দ্বিবিধক্রমেরই অণনত্ব, অপ্লবত্ব, অখণ্ডত্ব রহিবে। অর্থাৎ, মুখ্যপ্রাণে জ্যোতিরোচিঃ উভয়েই বলিবে—'আমরা প্লবরহিত ও ছেদরহিত ভাবে সংবর্দ্ধমান—a fullness of the urge to grow and become, which is never submerged or interrupted. বলা বাহুল্য, সৃষ্টির মূলে ব্রহ্ম এইরূপ মুখ্যপ্রাণ না হইলে তো সৃষ্টির উৎপত্তি হয় না।

বেদে প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋকে এই মুখ্যপ্রাণ, বিশেষতঃ, 'ঋতং বৃহৎ' রূপে শ্রুত হইয়াছেন। এই 'ঋতংবৃহৎ'টিকে আগে বোঝার যত্নও হইয়াছে। প্রাণপ্রসঙ্গে এটিকে পুনশ্চ অনুধাবন করি।—The Urge to-be-and-become, unchallenged and unimpeded.

শেষে বলা হইতেছে যে, ক্ষপা বা রাত্রির অপেক্ষা রহিলে প্রাণের সংজ্ঞা

হয় 'হংসঃ'। 'ক্ষপা' মানে, এস্থলে, আবৃতিভূয়স্ত্বেন বৃত্তিমত্তা—the dominance of veiling and inhibiting Factor. 'আবিঃ' মানে এস্থলে, অপাবৃতিভূয়স্ত্বেন বৃত্তিমত্তা—The dominance of unveiling and releasing Factor. এখানে, প্রাণ = সোঽহং। অমুখ্য-মুখ্যপ্রাণপ্রসঙ্গে এদের কথা আবার হইবে। 'আঘাত' এবং 'অনাঘাত', এ দুটির ভেদ মনে রাখাও চাই। ঐ ভেদটি স্মরণ পূর্ব্বক পুনশ্চ আগেকার সেই 'হংস', তার্ক্ষ্যাদি সূত্র ভাবনা কর।

মুখ্যপ্রাণে কি হংস-সংজ্ঞা সঙ্গত? শ্রুতি তো 'হংসঃ শুচিষৎ' ইত্যাদিতে তাই বলিয়াছেন, নয়? তবে আবার, ক্ষপার 'অপেক্ষা' হংসে কেন বলিতেছ? ব্যামিশ্রবচন হইতেছে না তো?

পরের সূত্রে 'হংস' এই ব্যামিশ্রগ্রন্থি মোচন করেন কিনা, তা দেখ।

২২ ॥ অমুখ্যা দশ চত্বারো মুখ্যাঃ ॥

অমুখ্য প্রাণ দশ ; মুখ্য চারি ॥

হংসবতী ঋকে উদ্দিষ্ট 'ঋতংবৃহৎ'-রূপ হংসঃ ব্রহ্মেরি যে মুখ্যপ্রাণরূপতা, তাতে সংশয় নেই। কিন্তু আবার তদ্রূপ হইয়াও, নানা উপাধিতে এবং আকৃতিতে হংসরূপী ব্রহ্ম 'যেন' বহুধা নিষণ্ণ ও জাত হইতেছেন। সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ উপাধি-আকৃতিতে যেন জাতবৎ হইতেছেন। মন্ত্রের 'সৎ' শব্দগুলিতে হংসের Immanence, 'জা' শব্দগুলিতে Involution, এবং 'ঋতং বৃহৎ'-এ Transcendence—এই তিনটি ভাবই বলা হইয়াছে। হংস সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, সঞ্জাত হইয়াও, সর্ব্ব অতিক্রমী হইয়া আছেন।

জীবের প্রাণনব্যাপারে যে হংস (অজপা), সেটি ঐ সঞ্জাতবৎ হংস। সঞ্জাত হইতে গেলে ব্যষ্টির (individual-এর) অন্নময়াদি সঙ্ঘাতের অপেক্ষা থাকে। সমষ্টিতে (cosmically 'সৎ' রূপে অনুপ্রবেশেও) সমষ্টিসঙ্ঘাতের অপেক্ষা থাকে। সঙ্ঘাতমাত্রেই 'ক্ষপা' (পূর্ব্ববিবৃতিমত) আবরণী এবং রোধনী—এই বৃত্তিদ্বয়ের অল্পাধিক ভূয়স্ত্বভাব থাকেই। সুতরাং, ক্ষপার অপেক্ষা হইল হংসে প্রথম দুটি স্থলে। তবে 'সৎ' এবং 'জা'—এই দুয়ের মধ্যে ক্ষপাপেক্ষাগত ভেদও ভাবনীয়। যেমন, পৃথিবীমণ্ডল সঞ্চারী বায়ু, আর, জীবের

নাসাভ্যন্তরচারী বায়ু। প্রথমটিতে ব্যষ্টিসম্পর্কমুক্ত উদার ভাবটি। তথাপি ইহা 'ঋতংবৃহৎ' লক্ষণে আসে নাই।

ক্ষপার অপেক্ষাতেই হোক্, আর আবির অপেক্ষাতেই হোক্, 'ভূয়স্ত্ব' বলিলেই কাষ্ঠার কথা আসে। ভূয়ঃ তো বলিতেছ, ভূয়িষ্ঠটি কি তা বল? ক্ষপা যদি আবরণী ও রোধনী হয়, 'হংসঃ'-এর বিন্দুপ্রতিযোগী অনুস্বারকে পূরা আবরণ করুক; আর, নাদপ্রতিযোগী বিসর্গকেও পূরা রোধ করুক। ফলে— 'হ্স্'। এটি উচ্চারণযোগ্য নয়, আর, গণিতের i এর মত 'imaginary' formula. হংস যেন ক্ষপার পূর্ণগ্রাসে। সৃষ্টিতে কোথাও বাস্তবে এটি নেই। নাদ-বিন্দু বাস্তবে কোথাও পূর্ণ রোধাবরণে যান না। সৃষ্টিতে, ব্যবহারতঃ, যে ফর্‌মূলাটি মেলে, সেটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত 'হ্সৌ'। জড়াণুকেন্দ্রাদি (material nuclei) প্রভৃতি যে সব স্থলে প্রাণ 'নেই' মনে হয় সে সব স্থলেও ঐ হ্সৌ-এর ব্যাপ্তি। তার মধ্যে, 'হ্'-টি nucleus বা 'inner ring' of mass energy বুঝিবে। Fission-এ অথবা Fusion-এ উক্ত হসৌর অনুপাতমান অসামান্যপর্য্যায়ে আসে বা আনিতে হয়।

পক্ষান্তরে, হংসে আবির অপেক্ষা হইলে প্রথমতঃ বৃত্তি বামা হইয়া হয় 'সোঽহং'। তার পর, মাঝে ওঁকার—'হৌঃসঃ'। অন্তে, 'হ' ও 'স' দুটি পক্ষ ছাড়িয়া শুদ্ধ 'ওঁ'।

জীবসঙ্ঘাতে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এ তিনটি 'সংজ্ঞা' জানিও। 'নাড়ীতে' এ সংজ্ঞাত্রয় পরিচ্ছিন্নভাবে উদাহৃত। সংজ্ঞায়, দক্ষিণা = পিঙ্গলা। প্রাণ এতে রহিলে, দক্ষিণাবৃত্তি—যাতে, 'সঃ' (নাদের সিঞ্চিত, radiated, রূপের) এর মুখ্যতা, outgoing function-এর। বামা = ইড়া। প্রাণ এতে রহিলে, বামাবৃত্তি—যাতে, হং-এর মুখ্যতা, অর্থাৎ, বিন্দুমুখীনতার। জপধ্যানাদি শান্তিকর্ম্মে এই বামাবৃত্তি পাইতে হয়। অথচ, এ দুটি 'নাড়ীতে' হংসের যেটি ক্ষপাপেক্ষাগ্রন্থি, সেটির মোচনত' হয় না। প্রাকৃত যে অজপা, সেটিই চলিতে থাকে। জীব পাশবদ্ধ। পিঙ্গলায় দক্ষিণার 'বামতা', ইড়ায় বামার 'বামতা' তখনও রহিয়াছে। সুষুম্নাসংজ্ঞায় আসিলে তবে, গ্রন্থিপাশমোচনানুক্রম। ত্রিপর্ব্বে এই গ্রন্থিমোচনটি হয়—সোঽহং, হৌসঃ, শুদ্ধ ওঁ। সুষুম্নামূলে 'সোঽহং'-রূপে হংসের যে বামা বৃত্তি, সেটি দ্বারা বামার 'বামত্ব' ('untowardness') কাটে। অর্থাৎ, আগে ঐ ইড়ার মত, বামা আসিয়াও 'বাম' আর রহিলেন না।

—The Return (journey) Current to start in right earnest now. কিন্তু বামানুক্রমটি যাতে বিক্রমে, কিনা, ছন্দোবীর্য্যাদির দাক্ষিণ্যে আসে, সে নিমিত্ত কি করিতে হয় ? বামার যে বামতার বীজ এবং সম্বেগ, সেটিকে কাটাইয়া জয় করিবার নিমিত্ত, আবার সেটিকে হংসঃ—আকৃতিতে দক্ষিণ করিলে ; you again reverse the reverse current. আবার সেই পুনর্মূষিক ? —নাগো, না ! মধ্যে ওঁকার বসিলেন—হৌঁসঃ।

আজ্ঞাচক্রে (at the Prime Control Centre in an Organism), স্বয়ং ওঁকার অক্ষরের স্বতঃপ্রশাসনরূপে রহিয়াছেন। সেই ওঁকার হ এবং স-এর মধ্যে বসিয়া এতদুভয়ের দক্ষিণাবামা বৃত্তিদ্বয়কে, এবং এতদুভয়-অধিষ্ঠিত বিন্দু-নাদকে দ্বন্দ্বস্থভূয়স্ত্ব থেকে নির্দ্বন্দ্ব যে স্বতন্ত্র, তাতে ধারণ করেন। অর্থাৎ, দক্ষিণাবামার অনুলোমবিলোমে যে 'পালা' চলিতেছিল, সেটি সাঙ্গ হয় ; হংসঃ-সোঽহমের 'টানাপ'ড়েন' আর থাকে না। মুখ্যপ্রাণ 'ঋতং বৃহৎ' রূপে আসে ; সঙ্গে সঙ্গে, অহম্-ও 'সত্যং-মহৎ'-তে নিজেকে মিলায়। বৃহদ্‌তম্ আর মহানাত্মা মিলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, নাদবিন্দু (অথবা শিবশক্তির) দ্বন্দ্বরূপে (as polar) যে ভূয়স্ত্ব (supercharging, as on the plates of an electric condenser) চলিতেছিল, সেটি দ্বন্দ্বপরিহারপূর্ব্বক ভূয়িষ্ঠ-স্বতন্ত্রে (Ultimate Ownness of Being-Power-এ) সম্মিলিত হয়। এই মহাসংঘটনটি ঘটে হৌঁসঃ মন্ত্রে।

সুষুম্নার যেটি 'আ'-কার, সেটি এই আজ্ঞাস্থলে আসিযা একটা যেন সীমা বা কাষ্ঠা দেখাইয়া দিতেছে। বলিতেছে—'মুখ্যপ্রাণের দক্ষিণাবামা এস্থলে অভিন্না, কাজেই, সম্পূর্ণা। সঃ আর হং-এর অবিরাম দোলায় তুমি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্ব, দোল খাইতেছিলে, সে দোল (প্রাকৃত) এখানে ক্ষান্ত হইল।' হৌঁসঃ বিন্দুনাদকলা, এ তিনেরি সমতা-পূর্ণতার স্থল। জপে বিন্দুবিলয়ে সমতায় আস' বটে ; কিন্তু সে সমতা যেন তার শূন্যতার পিঠটাই তোমার পানে ফিরায়, পূর্ণতার পিঠটা গোপন রাখে। হৌঁসঃ-এ পূর্ণতাসমাপন মন্ত্র।

কিন্তু শূন্যতা—যথা প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ? শূন্যতাকে সাকল্য-শূন্যতা এবং নৈষ্কল্যশূন্যতা—দুইভাবেই দেখা হইয়াছে। এ দুটির নিমিত্ত, হৌঁসঃ-এর 'সঃ'-কে ছাড়িয়া দাও প্রথমে। পাইলে হৌঁ। এটি সাকল্যলয়ের বীজ হইল। এতে 'হ'রূপ সাকল্য লোপ পাইল, না, পরবিন্দুতে লয় পাইল।

ঔ-কার বিন্দুর (সঙ্গে সঙ্গে নাদকলারও) পরত্ব দেখাইতেছে। কলাকে বল 'আ', আর নাদকে বল 'ও'; আ+ও=ঔ। তারপর, নৈষ্কল্যের নিমিত্ত 'হ্'-কেও ছাড়। অবশেষ, শুদ্ধ ওঁ। শুদ্ধ নিরঞ্জনসমাপত্তিতে এই শুদ্ধ ওঁ সাধন।

আজ্ঞায় 'হ, ক্ষ' দুই অক্ষর রহিয়াছে এই দ্বিবিধ পরাবৃত্তির সাধক ও লিঙ্গক রূপে। এ দুটি অক্ষরে ওঁকার অধিষ্ঠিত হইলে হয়—হৌঁ ও ক্ষৌঁ। প্রথমটিতে সকল বিলয় শূন্যতা, দ্বিতীয়ে সকল পূর্ণতাবসান সূচিত হয়। একে মুখ্যপ্রাণের সকল বিধা মহাপ্রাণবর যে হকার, তাতেই কারণাকারে (as 'Radices') সমাহৃত। অপরে, মুখ্যপ্রাণের সকলকলা পূর্ণতায় কলিত (as 'Evolvents' and 'Evolutes') হইয়া সমাপ্ত। দুটিতে Perfect Potency (হৌঁ) এবং Consummated Potency (ক্ষৌঁ)—অভিন্নমুখে (in one-pointed-ness) দেখায়। এ দুটির সাথে অগ্নিবীর্য্য 'র' মিলিলে, হ্রৌঁ এবং ক্ষ্রৌঁ। প্রথমটি সাকল্যলয়ের বীর্য্যরূপ, যথা, কালাগ্নিরুদ্র; দ্বিতীয়টি, সাকল্যসমাপ্তির 'উগ্রং বীরং' রূপ, যথা, নৃসিংহ ভগবান্।

মুখ্যপ্রাণের স্বতোবহা যে নাড়ী সুষুম্না, তার অন্তে যে 'আ', সে 'আ' যে আজ্ঞায় আনীত করে, সে আজ্ঞার আজ্ঞাপন সংক্ষেপে হইল। মুখ্যপ্রাণের সংলয় আর সমাপ্তি—এই দুই 'মুখের' শেষ সন্ধিস্থল এই আজ্ঞা। 'সুষুম্না'-তে যে দুটি উকার, তাদের প্রথমটি মুখ্যপ্রাণ যে হংসঃ, তার জাতিগ্রন্থিটি বেধ করে; ফলে, হংস জাত বা জায়মান রহে না; হয় অজ, নিত্য। পরের উকার হংসের সত্তিগ্রন্থি বেধ করে; ফলে মুখ্যপ্রাণ কোন সংস্থাবিশেষে নিষণ্ণ প্রত্যাসন্নাদি আর রহে না; হয় তত্তৎসংস্থাসম্বন্ধমুক্ত। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী জাগৃতিতে সুষুম্নার ঐ প্রথম উকারটি বৃত্তিমান্ হয়, আর পর পর কয়টি চক্রভেদে বৃত্তিমান্ হয় দ্বিতীয়টি। পৃথিবী, আপঃ প্রভৃতি কয়টি তত্ত্বই হইল সৃষ্টিতে মূল তত্তৎসংস্থা। এই কয়টি 'চক্রে' 'ব্যোমসৎ' ইত্যাদিরূপ যে 'হংসঃ', সেটিকে তত্তৎসংস্থামুক্ত 'ঋতংবৃহৎ' রূপে পাইতে হয়। নচেৎ, মুখ্যপ্রাণকে তার যথার্থ মুখ্যপরিসীমায় পাওয়া যায় না।

আগ্নেয়ো বৈদ্যুতশ্চান্দ্রঃ সৌরশ্চেতি চতুর্বিধঃ।
মুখ্যোঽয়মগ্নিহোত্রঞ্চ নিত্যমাগ্নেয় ইজ্যতে॥

মিথুনীকৃতবৃত্তিত্বং যেন স বৈদ্যুতো মতঃ।
ছন্দসা বৃত্তিমত্ত্বঞ্চ চান্দ্রমসেন কল্পিতম্॥
সৃতে সরতি চাধ্যক্ষঃ সৌরঃ স বিশ্বনাভিভৃৎ ॥১৮৭-৮৮

আগ্নেয়, সৌর, চান্দ্রমস এবং বৈদ্যুত—এই চতুর্বিধ মুখ্যপ্রাণ পূর্ব্বসূত্রেই বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ, প্রাণ অগ্নিরূপে সমস্ত কিছুর অর অঙ্কন ও বিস্তার করে; সৌররূপে নাভি এবং চান্দ্রমসরূপে নেমি ভরণ এবং কল্পন করে। আর, সর্ব্বমিথুনীভাব কল্পনকরতঃ যাহা তাদের সংহতি রক্ষা করে, সেটি বৈদ্যুত। একাধারে Principle of polar dissociation and association: thesis, antithesis, synthesis.

সৃষ্টিরূপে এই যে নিত্য অগ্নিহোত্র, ইহাতে আগ্নেয় মুখ্যপ্রাণের যজন হইতেছে। এই বিশ্বাগ্নিহোত্র জড়াদি সকল পর্ব্বেই ভাবনা করিবে। দেহে প্রাণাগ্নিহোত্র তো প্রসিদ্ধ। ইড়া অথবা পিঙ্গলার 'স্রুবায়' নিত্য অগ্নিহোত্র শরীরে চলিতেছে। অন্তরে, মনঃ আর অহমের স্রুবায়। কিন্তু ঐ 'যজন' যেখানে যেভাবেই হোক্ উহাতে কোন না কোন আকৃতিতে মিথুনীভাব থাকিবে। যথা, ক্রিয়া আর কারক। অথবা, ক্রিয়া আর তার ফল। জড়ে, 'কেন্দ্রীণ' আর 'চক্রীণ'—ধনশক্তি-ঋণশক্তি। এ মিথুনের সংহতবৃত্তিতায় যোগ না হইলে, সৃষ্টিতে কোথাও কোন 'সজ্ঘাত' হয় না। এর সংঘটক মুখ্যপ্রাণের বৈদ্যুতরূপ। মননে অন্বয়, ব্যতিরেক, নিগমন।

ছন্দসা, অভিবিধিপূর্ব্বক, যে বৃত্তিমান্ হওয়া, সেটিকে চান্দ্রমসরূপ বলা হইল। মুখ্যপ্রাণ এর দ্বারা নিখিল সর্গকলার মর্য্যাদা ভরণ এবং রক্ষণ করে। আর, বিশ্ব (নিখিলের)-নাভিতে সবিতা, অধ্যক্ষ এবং 'সরণ'রূপে যে মুখ্যপ্রাণ বিদ্যমান, সেটি সৌর। 'সরণ' বলিতে ধনে ও ঋণে যে বহমানতা (outflow and inflow), সেটি বুঝিবে।

এই স্থূলবিশ্বটাকে যদি একটা বিরাট্ আণবযন্ত্র ভাব, তবে এ যন্ত্রের কেন্দ্রীণ (nuclear) পাওয়ার ম্যাগাজিনের ভাণ্ডারী সৌর মুখ্যপ্রাণ। এর সমগ্র-শক্তিবিকিরণের ক্ষেত্রপাল ('ফিল্ড মার্শাল') আগ্নেয় মুখ্যপ্রাণ। সর্ব্বক্ষেত্রেই যেটি 'ক্ষেত্র'-কে পোষণ ('fertile') এবং ভরণ ('breeder') করে, সেটি চান্দ্রমস। আর, সর্ব্বস্থলেই যেটি ধন-ঋণাদি দ্বন্দ্ব (polarity) সম্ভাবিত

করতঃ, সে দ্বন্দ্বের সংহতিতে নব নব 'সঙ্ঘাত' সৃষ্টি করে, সেটি বৈদ্যুত। সৃষ্টিতে সমস্ত কিছু 'put up' করে সৌর ; 'burn up' করে আগ্নেয় ; 'make up and keep up' করে চান্দ্রমস ; এবং 'link up and set up' করে বৈদ্যুত।

কেবল, স্থূলবিশ্বে নয়, পরন্তু, জপাদি বাচিক-আধ্যাত্মিক অনুবন্ধেও মুখ্যপ্রাণকে ঐ চারিটি রূপে মিলাইয়া লইও। কেননা, প্রাণ এবেদং সর্ব্বম্। জপে ব্যক্ত নাদ আগ্নেয় ; মর্য্যাদাসংস্কৃত কলাবিতানে চান্দ্রমস ; উদয়-বিলয় উভয় বিন্দুসন্ধিতে সৌর ; এবং সেতু-সন্ধি-মেরু—এই ত্রিতয়সংস্থাপক রূপে বৈদ্যুত। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রা বিশেষভাবে 'বৈদ্যুতী'। স্বয়ং বিন্দুতে, আদ্যাশক্তির কূর্ম্মরূপতায়, এ চতুষ্টয় সাকল্যতাদাত্ম্যসংবৃত। সাকল্যতাদাত্ম্যে কলিতবিশেষগুলি অপাস্ত (equilibrated) বটে, কিন্তু নিরস্ত (negated, reduced to zero) নয়।

অতঃপর, আগ্নেয়াদির বিভেদ বলা হইতেছে—

দাহকঃ পাচকশ্চাগ্ন্যো বৈশ্বানর ইতীরিতঃ।
দহ্রুদহরভেদেন সোঽপি দ্বিধা প্রকল্পিতঃ ॥১৮৯

সর্ব্বক্ষেত্রেই আগ্নেয় দাহক এবং পাচক—'Burner' and 'Transmuter.' যেমন, minerals-এর বেলা coal, petrol প্রভৃতি metastable পদার্থকে পোড়াইয়া অপেক্ষাকৃত stable পদার্থে পরিণত করে আগ্নেয়, সেটিও একটিভেও অনুরূপ। প্রাণীদেহেও আগ্নেয় তো প্রসিদ্ধ। বিশ্বে (মানসকেও ধরিয়া) এই দাহক-পাচকের নাম বৈশ্বানর। 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা' স্মরণ কর। এটি দহ্র এবং দহর ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটি বৈশ্বানরের যেন বীজরূপ, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম অঙ্কুররূপ। বীজে অব্যক্ত কারণতায় 'পিণ্ডীকৃত' ('untreated'), অঙ্কুরে সূক্ষ্মকার্য্যরূপতায় 'পুঞ্জীকৃত'। এই ভেদটি বহিরন্তঃ সর্ব্বক্ষেত্রেই সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিও। 'দহ্রে' মাঝের অকারটি নেই। দহ (দহন)-কে সরাসরি (immediately)-'র' (অগ্নি) রূপে রাখে যাহা, সেটি দহ্র।—A power mass without reference to an intervening medium. দহরে ঐ মাধ্যমটি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তিয়াছে। সুতরাং, (বহিঃক্ষেত্রে) continuum-এর স্থলে corpuscularity and quanta-ও

প্রসজ্যমান হয় দহরে। দহরে মুখ্যপ্রাণ প্রাণাণুত্বও যেন অঙ্গীকার করে। মহানাত্মা এবং হিরণ্যগর্ভের কথাও ভাব।

> ধনর্ণদ্বন্দ্বভাগ্ যস্তু চাকর্ষতি বিকর্ষতি।
> বৈদ্যুতঃ সোঽসবঃপ্রাণা অস্যতেরুৎসমন্বয়াৎ॥
> অস্রানস্রবিভেদেন বৈদ্যুতোঽপি দ্বিধা মতঃ।
> অস্রভেদেন সৌষুম্নোঽন্যথেড়াদিষু বৃত্তিমান্॥১৯০-৯১

যে মুখ্যপ্রাণ ধন-ঋণ—এই দ্বন্দ্ব ভজনা করতঃ আকর্ষণ-বিকর্ষণ—এই দুইভাবে বৃত্তিমান্ হয়, সেটি 'অসু' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রাণ জানিবে। অস্+উ—এই ফর্মূলায় সেটি আসে। 'অসে' বিক্ষেপণ, 'উ'-তে সঙ্কুচন—এ দুটির সংহতিসমন্বয় বৈদ্যুতে। বিক্ষেপণদ্বারা সমস্তকিছু নাভি-অর-নেমি ইত্যাকারে ব্যস্ত ও দ্বন্দ্বস্থ (polar) হয়; সঙ্কুচনে তারা পুনঃ সম্মিলিত ও সংহত হয়। আমাদের দেহে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে এবং হৃৎস্পন্দনে এই 'অসু' আকৃতিটি প্রদর্শিত হইতেছে নিরন্তর।

অস্র এবং অনস্র ভেদে বৈদ্যুতও দ্বিবিধ। অসু বা অস্ যদি অগ্নিকে ('র'-কে) ডাকিয়া বলে—'তুমি আমার বৃত্তিলেখটি পদ্ম বা অন্য পুষ্পের মতন করিয়া পাঁপড়িভঙ্গীতে আঁকিয়া দাও', তবে, কি হইল? 'অস্র' আকৃতি আসিল। যেমন, সাধারণবৃত্তে একটাই পরিধি। এতে সমান সমান দূরে চারটি বিন্দু নিয়ে, দুটি-দুটি সুষম (symmetrical) বক্ররেখায় যদি তাদিগকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে ঐ বৃত্তটি হইল এক চতুরস্র, চতুর্দ্দল। (চারিটি সুষমদলের অক্ষরেখাচারিটিকে বিশেষ করিয়া বল 'অস্র'।)

এখন দেখ—বৈদ্যুতপ্রাণ 'সৌষুম্ন' নাম পাইবে কি হইলে? যদি সে ঐ অস্রভেদকর্ম্মা হয়। অর্থাৎ, মূলাধারে চতুরস্র, স্বাধিষ্ঠানে ষড়স্র ইত্যাদি বাগাদির সংস্থাব্যূহভেদকর্ম্মে সে যদি প্রবৃত্ত হয়। এবং এই কর্ম্মেই সেটি বিশেষেণ দ্যোততে। অন্যথায়, ইড়াপিঙ্গলায় যে প্রাণন চলিতেছে, সেই অনস্রবৃত্তিতায়, বৈদ্যুতকে সন্ধান করিবে। প্রাণায়ামে, শ্বাসজপাদিতে এই সন্ধানটি করিতে হয়। সন্ধান কিসের?—কে এই সূর্য্য-চন্দ্র নাড়ী দুটিকে দ্বন্দ্বস্থ করিয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ অথবা প্রাণাপানবৃত্তিদ্বারা, শারীর যে প্রাণন 'সমূহ', সেটির নির্বহণ করিতেছে?

'সমূহ' মানে সম্মিলিতভাবে, সংহতিতে, যে উহন। যেমন আবার ধর, হ্রীঁ বীজ। এতে, মুখ্যপ্রাণ হকারে সৌর, রকারে আগ্নেয়, ঈ-কারে চান্দ্রমস, এবং চন্দ্রবিন্দুতে বৈদ্যুতরূপে রহিয়াছে। এতে দেখ যে, ঈকার বা চান্দ্রমসই চন্দ্রবিন্দু বা বৈদ্যুতকে শীর্ষে ধারণ করিয়াছে।

ছন্দোভির্বৃত্তিমান্ যোঽপি সর্ব্বস্বচ্ছন্দতাজনিঃ।
হংসঃ সোঽহমিতি দ্বন্দ্বস্তস্মিংশ্চান্দ্রমসে স্থিতঃ ॥১৯২

যাহা ছন্দোরূপে বৃত্তিমান্, এবং যাহা আবার সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দতার আধান, সেটি চান্দ্রমস প্রাণ। হংসঃ, কিনা, নাদ, আর, সোঽহং, কিনা, বিন্দু—এ দুয়ের সর্ব্বব্যাপারে যে দ্বন্দ্ব (polar dissociation) দেখা যাইতেছে, এবং যে দ্বন্দ্বের সমাধান (resolution) হয় চন্দ্রবিন্দুতে (পূর্ব্বকথিত বৈদ্যুতে), সে দ্বন্দ্ব কোন্ অধিকারে—pertains to what? উত্তর—চান্দ্রমসে, যেটি সর্ব্বক্ষেত্রে ছন্দোগমূর্ত্তি—কলাসুষমতান্বয়াকৃতি। যেমন ধর, ঐ 'ঈ'। এটি কলার ছন্দোগত্ব দেখাইয়া বলে—'আমি নাদে যাইব, না, বিন্দুতে, 'ঈঃ', না, 'ঈং'?' বৈদ্যুত যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি এই গতিসন্ধিতে আসিয়া বলে—'দ্বন্দ্বস্থ এটিতে বা ও-টিতেও যেওনা। সংহতিতে এস; অর্দ্ধমাত্রায় অন্বিত হও।' যে কোন ছন্দোগা গতি (uniform or harmonic process) একটা মেরুতে আসিয়া আপন স্বগত যে দ্বন্দ্ব (inner antithesis or opposition), সেটি 'আবিষ্কার' করে। ফলে, গতিসঙ্কট। জপাদি সাধনেও বটে। তখন দরকার হয়—অধিকতর ব্যাপক ও মৌলিক অন্বয়ে (synthesis-এ) তাদের দুটিকে মেলান। জড়বিজ্ঞানে স্থূল (mechanical) আর সূক্ষ্ম (chemical) পর্ব্বের যে সব দ্বন্দ্ব, সে সব দ্বন্দ্ব সমাধানের নিমিত্ত অণিষ্ঠ বৈদ্যুতমণ্ডলে (Nuclear Physics-এ) যাইতেছে। সাধারণতঃ বাকে আগ্নেয় মুখ্য প্রাণ, মানসে চান্দ্রমস, বুদ্ধিতে ও বোধে সৌর, এবং অস্মিতায় বৈদ্যুত প্রাণকে দেখিও। অস্মিতা—the Root Principle of Polarity (অহং-ইদং প্রভৃতি), and of Affiliation. অস্মিতা ইদন্তাকে 'ন্যস্ত' করে, এবং সে 'অপর' বা 'ইতর' আবার 'আপন' করে।

বিশ্বনেম্যর-সংযোগনাভিতা সৌরমাশ্রিতা।
হিরণ্যগর্ভ আদিত্যো যদ্বেধেঽত্যেতি চক্রতাম্ ॥১৯৩

অতঃপর, সৌর মুখ্যপ্রাণ। বিশ্বনেমির অরসমূহ যে নাভিতে সমর্পিত, সে নাভিধর্ম্ম সৌরকে আশ্রয় করে। আর্যপ্রজ্ঞানে এই সৌর মুখ্যপ্রাণ 'হিরণ্যগর্ভ', 'আদিত্য' আখ্যা পাইয়াছে। মুখ্যপ্রাণ কদাপি 'অসুববিদ্ধ' হয় না। তথাপি বিন্দুমুখ স্বর (নাদ) এবং 'অগ্র্যাবুদ্ধি'-দ্বারা বিশ্বচক্রনাভি সৌর যদি বিদ্ধ হয়, তবে, এই ভুবনচক্রের অতীত হওয়া যায়। 'অগ্র্যাবুদ্ধি' বলিতে সেই বুদ্ধি, যেটি ব্রহ্মৈকলক্ষ্যনিশ্চয়া হইয়া নিজ অধ্যবসায়কে তদেকলক্ষ্যবেধযোগ্যতায় লইয়াছে। অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে যেমন।

প্রদ্যুম্নাকার আগ্নেয় উৎসঙ্কর্ষণবৈদ্যুতঃ।
মেত্যনিরুদ্ধচান্দ্রত্বং মহাসঙ্কর্ষণঃ পরঃ ॥১৯৪

প্রণবের অ, উ, ম এবং 'পর'—এই চারিটিতে আগ্নেয়াদিকে সন্ধান কর। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহও। অকার = আগ্নেয = প্রদ্যুম্ন ; 'উৎ' (উকার) = বৈদ্যুত = সঙ্কর্ষণ ; মকার = চান্দ্র = অনিরুদ্ধ। 'পর' বলিতে নাদ-বিন্দু-অর্দ্ধমাত্র, এই তিন। এ 'পর' স্বযং পরতত্ত্ব বাসুদেব। ইনি নাদ-বিন্দুরূপে সৌরমুখ্যপ্রাণ। এবং, 'অর্দ্ধমাত্র' রূপে, আপনা থেকে অভিন্ন মহাসঙ্কর্ষণ (অনন্ত)। তা হইলে, সঙ্কর্ষণ 'উৎ' এবং 'মহা'—এ দুটিকে লইযা অবর এবং পব, এ দুই বিধা অঙ্গীকার করেন। সুতরাং, বৈদ্যুত মুখ্যপ্রাণও 'উ' এবং 'অর্দ্ধমাত্র'—এই দুই সন্ধিতেই সঙ্কর্ষণের ভূমিকাটি লইয়াছে। প্রদ্যুম্নাদির অর্থব্যঞ্জনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে পুনশ্চ স্মরণ কর।

অর্থলক্ষণ হইতেছে পবের সূত্রে—

২৩॥ প্রাণেন যঃ প্রণীয়তে সোঽর্থঃ॥

প্রাণের দ্বারা যেটির প্রণয়ন হয়, সেটিকে অর্থ বলে॥

তেজীয়ঃ সর্ব্বমাগ্নেয়ং সর্ব্বং কর্ষতি বৈদ্যুতম্।
সর্ব্বং সমঞ্জসং চান্দ্রং সৌরং সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বভৃৎ॥
প্রাণেন হি প্রণীতত্বং সর্ব্বস্যার্থস্য সর্ব্বথা।
বাগর্থপ্রত্যয়ানাঞ্চ প্রাণনবৃত্তিরূপতা ॥১৯৫-৯৬

যাহা কিছু তেজীয়ঃ, তেজোরূপ অথবা তেজোবহুল, তাহা আগ্নেয় অধিকারে, যৎকিঞ্চিৎ 'কর্ষক' (আকর্ষক-বিকর্ষকরূপে বৃত্তিমান্), সেটি বৈদ্যুত অধিকারে ; যেটি সুষম-সমঞ্জস, সেটি চান্দ্রে ; এবং, ভরণ ও ধারণ করে যে সর্ব্ব সে সর্ব্ব সৌর অধিকারে আসে। বাক্ বল, অর্থ বল, প্রত্যয় বল—সব কিছুই, ঐ চতুর্দ্ধা যে মুখ্যপ্রাণ, তার প্রাণনবৃত্তিরূপ ধর্ম্মে ব্যাপ্ত বুঝিবে। ঐ তিনের মধ্যে, অর্থকে মাঝে রাখিলে, অর্থের একরূপ হইল 'পদ' (বাক্যের), অন্যরূপ হইল 'প্রত্যয়' (মানসের)। একটা অর্থের word or sound 'body', অপরটা 'mind body' (impression or idea)। এই যে অর্থ ('object'), এটি সর্ব্বভাবেই মুখ্যপ্রাণ দ্বারা 'প্রণীত' জানিবে। 'প্রণীত' বলিতে, তত্তৎ-রূপ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ সঙ্ঘাত ভাবে বৃত্তিমত্তা।—সেই সেই রূপ বা আকৃতি, ধর্ম্ম এবং সম্বন্ধের সঙ্ঘাত (a specific unified or organised being and functioning)-হওয়া। 'অর্থ' শব্দে সৌরমুখ্যপ্রাণ 'অর্' রূপে আগ্নেয় ; 'থ'-রূপে চান্দ্র ; এবং শেষ অকারে বৈদ্যুত।—কেন, তা একটুখানি ভাবিয়া দেখ। 'থ' অর্থটিকে স্থিতি (মর্য্যাদা) দেয়, শেষের 'অ' অর্থটির নিজ রূপধর্ম্মাদিকে যেমন 'কর্ষণ' (hold together) করিয়া রাখে, তেমনি আবার সেটি 'ইতর' বা অন্য অন্য অর্থ ব্যাবর্ত্তনও করে। অর্থাৎ, শেষ 'অ' অর্থের অভিবিধি বা ব্যাপ্তি ঠিক করিয়া রাখে।

অরিত্যরস্য সংযোগাৎ থকার ইতি সংস্থিতিঃ।
ঊর্ণনাভোপমপ্রাণো হ্যরবিস্তারসার্থকঃ ॥১৯৭

'অর্থ' শব্দে ঐ 'অর্' এবং 'থ'-কে পূর্ব্বোক্তভাবে এই শ্লোকে বলা হইতেছে। 'অরে'র দ্বারা অরসংযোগ, এবং 'থ'-দ্বারা সংস্থিতি। বিশেষ রূপ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধাদি অরস্থানীয় ; 'থ' নেমিরূপে তাদের মর্য্যাদাসংস্থিতি দেয়। (শেষের 'অ' সংস্থাকে অন্বয়-ব্যতিরেক, দুইভাবেই দেখাইয়া দেয়। বলে—'তুমি এতটা, এর বাইরে অন্য'।) মুখ্যপ্রাণ ঊর্ণনাভির মত এইভাবে অরবিস্তার করতঃ হয় 'সার্থক'। পুনশ্চ দেখ—

মূলান্ মূর্দ্ধা ততো দন্তস্তস্মাচ্চ মূলবিভূতিঃ।
প্রাণনেন ত্রিকোণত্বমর্থমাত্রস্য রূপকম্ ॥১৯৮

প্রাণনের এক রহস্য 'ত্রিকোণ' (triangular polarity) ঐ 'অর্থ' শব্দে লক্ষ্য কর। অ=জিহ্বামূল বা মূল ; র্=মূর্দ্ধা ; থ্=দন্ত ; অ=আবার সেই মূল। মূল থেকে মূর্দ্ধা একটি রেখায় যোগ করিয়া মিলিল অর্—মূল বা নাভি থেকে কোন শক্তিবৃত্তি অনিরূপিত কাষ্ঠাভিমুখে (with respect to an undefined limit) হইল। মূর্দ্ধা থেকে (র্-থেকে) দন্তে (থ্-এ) আসা মানে ? যে শক্তিবৃত্তি ('lines of force'), অনিরূপিতরূপে বাড়িয়াই চলিতেছে, তাকে, কোন এক নির্দ্দিষ্টনিরূপণে ছেদ করা—restrict it to a given measure, dimension and relation, এই মর্য্যাদাসংস্থিতি দেয় থ-কার। (অর্-এ র্-তে যে হসন্ত, সেটি, মূর্দ্ধন্যগতির অনিরূপণীয়তার লিঙ্গ)। থ-তে অর্ হইল determined and defined. অর্থাৎ, পদার্থ তার denotation, connotation পাইল। শেষে, দন্ত্য থ-কে আবার মূলে (অ-তে) যোগ কর। কেন ? মূল (শেষ অবর্ণ) অর্থের যেটি ব্যাপ্তি, সেটি ঠিক হবার পর তাকে বলে—"তোমার এই মানে, ও মানে নয়, বটে ; তবু, দেখ, তোমাতে আমি আর আব সব মানেও, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, ভরিয়া রাখিলাম। তুমি সাধারণ ব্যবহারে যতটুকুই হওয়া কেন, বস্তুতঃ তুমি সর্ব্বভৃৎ—সবই আছে তোমাতে।" ইহা মূলবিভূতি। মূলের সঙ্গে যোগ রেখে ডালপাতা যা কিছু বেরোয, মূল তাকে এই সর্ব্বভরণী প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখে। তবে হ্যাঁ, মূলে যোগটি থাকা চাই। সুতরাং, প্রাণপ্রণয়নের এই রহস্য ত্রিকোণ সিদ্ধ হইল—মূল থেকে মূর্দ্ধা, মূর্দ্ধা থেকে দন্ত ; দন্ত থেকে আবার মূল। দন্ত ছেদ করে ; মূল তাকে আবার মুড়িয়া গাঁথিয়া লয়—মায়ের গলায় মুণ্ডমালা যেমন।

অর্থের এই লক্ষণ মনে রাখিয়া ব্যঞ্জন যে কাকে বলে, তা বুঝিতে চল।

২৪ ॥ স্বরাশ্রয়েণার্থাভিব্যঞ্জকত্বং ব্যঞ্জনত্বম্ ॥

স্বরকে আশ্রয় করিয়া অর্থের অভিব্যঞ্জক হইলে হয় ব্যঞ্জন ॥

প্রত্যেকং প্রাণবৃত্তীনাং ধত্তে বাগাদিবিগ্রহম্।
সামর্থ্যঘনতাকাষ্ঠা তস্যৈব বীজরূপতা ॥
অরাণাং সন্নিবেশো যঃ সম্যক্ সোঽপি সমর্থতা।
সামর্থ্যেন হি বাগর্থৌ প্রণীয়েতেঽবিনাভবৌ ॥

উদাত্তাদিস্বরেণৈব ছন্দসা পরিনিষ্ঠিতম্।
ব্যঞ্জকত্বং হি বোদ্ধব্যং সামর্থ্যং স্বরনির্ভরম্॥১৯৯-২০১

পূর্ব্বসূত্রদ্বয়ে মুখ্যপ্রাণের যে সৌরাদিরূপ মুখ্য চাতুর্বিধ্য বর্ণিত হইল, সেগুলি, অমুখ্য প্রাণাপানাদি দশধা বৃত্তিসহকৃত হইয়া, বাগাদি 'বিগ্রহ' ধারণ করে। বিশেষরূপে গৃহীত যেটি, সেটি বিগ্রহ। অর্থাৎ, মুখ্য চারি এবং অমুখ্য দশ, এই চতুর্দ্দশ প্রাণ, প্রত্যেকে, ধনেঋণে যাইয়া, হয় অষ্টাবিংশতি। এদের প্রত্যেকটি আবার স্বল্প এবং ভূয়ান্—এই দুটি বিধা পাইয়া হয় ৫৬। এদের প্রতিটিতে বিন্দুপ্রতিযোগিতা (অনুস্বার) এবং নাদপ্রতিযোগিতা (বিসর্গ) থাকিলে হয় ১১২। এই ১১২ থেকে মুখ্য ৪ বাদ দিলে ১০৮ এই অষ্টোত্তরকলাভাক্ প্রাণ, সৃষ্টিতে বাক্, অর্থ, প্রত্যয়ের যে সমস্ত বিগ্রহ (specific assemblage, formulation or formula) দৃষ্ট হইতেছে, সে সকলের 'মৌলিক' (elements)। বিগ্রহমাত্রই এ সম্বন্ধে 'যৌগিক'।

উক্ত প্রাণমৌলিক সংযোগবশতঃ বাগাদি নিখিল বিগ্রহের প্রণয়ন। এইপ্রকার সংযোগে 'সামর্থ্য' যদি ঘনতার কাষ্ঠায় আসে, তবে বিগ্রহ হয় 'বীজ'। 'সমর্থ' মানে সম্যক্‌রূপে অর্থবৎ হওয়া। এটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় বোঝা হইযাছে। বাক্, অর্থ, প্রত্যয়—এ ত্রিপুটীর অর্থকে যদি নাভিতে বসাই, আর প্রত্যয় যদি হয় নেমি, তবে, বাক্ (অগ্নি) সে সম্পর্কে অর। তা যদি হয় তো, সহজেই বোঝা যাবে যে, সমর্থ মানে, বিশেষতঃ, অরের সম্যক্ সন্নিবেশ—proper and perfect disposition of the 'links' of correlation. এক দিকে অর্থ (Object), অন্যদিকে প্রত্যয় (Subject's reaction); এ দুয়ের মধ্যে সম্যক্ সন্নিবেশ ঘটায় যাহা, তাহা সমর্থ। অর বা বাক্ সম্বন্ধেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এখন, 'সম্যক্' কথাটায় ধ্যান দাও। সন্নিবেশ দুই রকমের—ঘন আর আতত। একটা গাছ, আর বীজ যেমন। স্মৃতি আর সংস্কার যেমন। রীলে জড়ানো ছবি, আর পটে ফেলান' ছবি যেমন। একটা macroscopic, অপরটা microscopic presentation. এই যে ঘনতা, এটি যেখানে কাষ্ঠায় আসে, সেইটি বীজ (যথা, বীজমন্ত্র)। আততিতে বিগ্রহ (বিশেষভাবে)।

এই সামর্থ্য ধর্ম্মটি রহিলে, বাক্ এবং অর্থ (সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়), অবিনাভাবে

(একেকে ছাড়িয়া অন্য থাকে না, এমনভাবে) প্রণীত হয়। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, সমর্থ বাকের এইটিই লক্ষণ। বাগর্থৌ নিত্য-অবিচ্ছেদে সংপৃক্তৌ। নাম ও নামীর অভেদ। বীজে এই সামর্থ্যের কাষ্ঠা। প্রণবে শুদ্ধ কাষ্ঠা। এই নিমিত্ত বীজমাত্রকেই প্রণবপ্রশাসনে পাইতে হয়। 'গোবিন্দ', 'হরিবোল' ইত্যাদি নামেও।

উদাত্তাদি স্বর দ্বারা পরিবৃংহিত, এবং গায়ত্র্যাদি ছন্দো দ্বারা পরিনিষ্ঠিত হইলেই ব্যঞ্জনের ব্যঞ্জকত্ব নিরূপিত হয়, ইহা বুঝিতে হইবে; কেননা, পূর্ব্বোক্ত সামর্থ্য বিশেষতঃ স্বরনির্ভর, কিনা, স্বরের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং, কেবল সঙ্গীতাদিতে নয়, জপকীর্ত্তনাদিতেও স্বর-সামর্থ্যের সাধনা কর' বলা বাহুল্য, এ সাধনা, মুখ্যতঃ, 'প্রাকৃত' (অপরার) নয়। জীবযন্ত্রের 'নিজ' প্রকৃতি যে পরা, সে পরাকে পরমানুগৃহীতা না করা পর্য্যন্ত, এ সাধনা সম্যক্ হয় না। তবে, যাতেই হউক, স্বরবীর্য্য এবং স্বরসামর্থ্য আনা চাই। অজামিল অন্তিমকালে পুত্রচ্ছলে 'নারায়ণ' বলিয়া যমভয় তরিয়া গেল। সে বলায়, তার অনুষ্ঠিত অশেষ দুষ্কৃতসত্ত্বেও, 'স্বরবীর্য্য' ছিল, সন্দেহ নেই। এরূপ স্বরবীর্য্যের অতর্কিত-অভাবনীয় সংঘটন দেখিয়া মনে হয়—ইহা আকস্মিক। বস্তুতঃ তা নয়। আকস্মিকতার আড়াল দিয়া অনেক 'অঘটন' ঘটিয়া থাকে। তবে অবশ্য, সাধারণস্থলে, উদাত্তাদি স্বর আর গায়ত্র্যাদি ছন্দের উপযোগটি মিলাইয়া লইতে হয়। যেমন ধর, লীলাকীর্ত্তন। এখানে নিগূঢ় রসসংবেদনই মুখ্য। তথাপি সে রসসংবেদনে সুরচ্ছন্দাদির কি অপূর্ব্ব উপযোগ! আসলে, সুরচ্ছন্দঃ তো বহিরঙ্গ, অবান্তর নয়। মুরলীমোহন নওলকিশোরটি কি বলে? সুরতালের যেটি 'ভাব', সে ভাববিহনে, ভাবভঙ্গিমা 'ভ্যাঙ্গচানি'-তে যাবারও ভয় নেই কি? অন্তর্দশাতেও সুরচ্ছন্দঃ সাথে করিয়াই ভাব যান তাঁর অন্তঃপুরে। সেখানে সুবচ্ছন্দঃ এক নিবিড় 'উজ্জ্বলমধুর' ভূমিকা নেয়। আর, তা যদি না নেয় তো, আমার এ 'দশা' দশদশার ওপর এগারদশা বই আর বেশী কিছু নয়!

ব্যঞ্জন তো, মূলে, প্রাণের, এবং স্বরূপে, যে আমার প্রাণের প্রাণ, তারিরই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনা! 'ক' প্রভৃতি প্রতিটি অক্ষর যদি গোড়াকার সেই ব্যঞ্জনাই না দিল (প্রহ্লাদকে যেমন দিল), তবে ব্যঞ্জনা হয় একসাথে বঞ্চনা ও গঞ্জনা! কুটিলা আর জটিলা। শ্রীমতী রাধা পরিপূর্ণ-ব্যঞ্জনা-পরিসীমা। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী নিরতিশয়স্বরসামর্থ্য-পরিসীমা।

শেষের কথাগুলো ভাবুক রসিকের তরফ থেকে বলা হইল বটে, কিন্তু বিশ্বে বাগর্থপ্রত্যয়ের নিখিল অনুবন্ধে এ ব্যঞ্জনসূত্র পরখ করিয়া লইও।

তাই বলা হইতেছে—

২৫॥ ভূর্ভুবঃ স্বুবরপি চ তে॥

'তে' (ব্যঞ্জনসমূহকে) ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বুবঃ—এই তিন ভাবেও দেখিবে॥

ভূঃ স্পর্শা ভুবরন্তঃস্থা উষ্মাণশ্চ স্বরিত্যপি।
স্পর্শাদিবৃত্তিভেদেন ত্রিলোকী বৃত্তিমশ্নুতে॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনামেবমেব বিচারণা।
প্রাণপ্রজ্ঞাঘনত্বঞ্চোক্তত্বেনাত্র প্রসজ্যতে।
এতত্রিতয়সংগ্রাহ্যং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্॥
মন্ত্রাণাং স্বরসামর্থ্যং ব্যঞ্জনৈর্ব্যক্তিরূপতা।
লয়ো যত্র কুতস্তত্র স্বরো বা বাপি ব্যঞ্জনম্॥২০২-২০৪

বর্ত্তমানসূত্রে স্বলসিত যে রস এবং স্বপ্রকাশ যে সংবিৎ,—সেই স্বেতবসম্বন্ধবত্ত্বাভাবের 'অপ্রতিযোগী' যে জ্যোতীরস, সেই জ্যোতীরসবিলয়প্রান্ত অবধি স্বরব্যঞ্জনের সন্ধান হইতেছে।

'ক' থেকে 'ম' অবধি বর্ণ 'স্পর্শ'। এরা নিরূপিত এক এক আকৃতিতে স্পর্শ দেয়; কাজেই, স্পর্শবর্ণগুলি 'ভূঃ'—'এই' সংজ্ঞায় আসে। 'এই' রূপে নিরূপণীয়তাই ভূঃ। 'শষসহ'—এ চারিটি 'উষ্মাণঃ' (উষ্মসূত্র দেখ)। এ কয়টি 'স্বুবঃ' বা 'সেই' লক্ষণে আসে। এরা মহাপ্রাণগোষ্ঠী। এদের উচ্চারণ স্থান যদিও তালু প্রভৃতি, তবু এ কয়েকটিতে, বিশেষভাবে, প্রাণের সবিতৃধর্ম্ম (Creative *elan*) নিহিত। তন্মধ্যে, ষ-এ বীজভাব, শ-এ অস্ফুট-অঙ্কুরভাব, স-এ স্ফুটকাণ্ডাদিভাব। প্রথমে অব্যক্ত (বেধ), দ্বিতীয়ে ব্যক্তাব্যক্ত (তল), তৃতীয়ে ব্যক্ত (লম্ব) মুখ্যতায় থাকে। যথাক্রমে, ব্যঞ্জনের সুষুপ্তি, শয়ন এবং জাগরণ। 'হ' পূর্ব্বে বহুশঃ আলোচিত। সৃষ্টিতে সব কিছু ত্রিলোকী (ব্যঞ্জনাখ্যা ত্রিপুটী সংস্থিতি), স্পর্শাদি ঐ তিন বৃত্তিকে ভজনা করে।

'য র ল ব' এই 'অন্তঃস্থ' চতুষ্টয় এই বিশ্বব্যঞ্জনায় ভুবঃ বা অন্তরীক্ষস্থানীয় জানিবে। এ অন্তরীক্ষের চতুর্ধা ভেদ ভাবনা করিবে। 'য' এ 'বায়ু', 'র'-এ তেজঃ, 'ল'-এ ক্ষিতি, এবং 'ব'-এ বরুণ বা অপ্ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তা হইলে, অন্তরীক্ষেরও এই চারিরূপে ব্যাপারবত্তা। অন্তরীক্ষ কোন কিছুকে (ব্যঞ্জন) ব্যাপ্ত হইতে দেয় ; সেটিকে ধনে অথবা ঋণে তেজীয়স্ত্বে আসিতে দেয় ; সেটিকে শ্রান্তিলয় (relative rest or equilibrium) পাইতে দেয় ; এবং সেটিকে রেণু বা ঊর্মি আকারে অধ্বগ হইয়া বহিতে দেয়। এই চারিটিই মাধ্যম বা অন্তঃস্থ মাত্রের মূল কাজ। তেজঃ ছড়াইয়া গিয়া ক্রান্তিলয় পায় ; নিগূঢ় হইয়া শ্রান্তিলয় (as 'rest-energy') পায়। এই কারণে 'র ল'-এর অভেদ। যেমন, 'ক্র' বর্ণে ক্রান্তিলয়, 'ক্ল'-তে শ্রান্তিলয়। 'ক্ল' এবং 'কঌ'-ও পরীক্ষা করিও। 'ক্ল'-তে ক্রিয়ান্বয়ের ব্যঞ্জনা থাকে ; 'কঌ'তে কঌপ্তি বা ফলান্বয়ের।

ত্রিলোকীর দৃষ্টান্তরূপে বলা হইতেছে যে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এ সকলও ঐ স্পর্শাদি সংজ্ঞায় (category তে) আসে। সুতরাং, ভূর্ভুবঃস্বঃ সংজ্ঞাতেও বটে। জাগ্রৎ ব্যঞ্জনের স্পর্শভূমি ; স্বপ্ন অন্তঃস্থ ভূমি ; সুষুপ্তি উষ্মভূমি। এটি গোড়াতেই বলা হইয়াছে। 'উষ্মত্ব' বলিতে, প্রাণপ্রসঙ্গে, কি বুঝিতে হইবে ? —প্রজ্ঞাঘনত্ব। এর মানে ? 'প্রজ্ঞা' শব্দে যে 'প্র', সেটি প্রাণ স্বয়ং। 'জ্ঞা'= জ্ঞান। প্রাণের আপন জ্ঞান (ব্যাপ্তি এবং সীমা, দুই সহ)। জাগরে মাত্রাস্পর্শের জ্ঞান থাকে ; স্বপ্নে যেটি 'অন্তঃস্থ' (what comes between 'this' and 'that'), তার জ্ঞান। সুষুপ্তিতে এ দুটিরই 'ত্যাগ' হয় ; প্রাণ (স্পর্শাদিব্যাপারবিরহিত) একাই থাকে, আর, তদ্রূপে আপনাকে জানে। শারীর উপমায় স্পর্শ peripheral consciousness. এটির রোধ বা inhibition-এ সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর যে রণনী প্রতিক্রিয়া (reverberatory reaction), সেটি স্বপ্ন (অন্তঃস্থ)। এতে (রণনে) সচরাচর 'য' (বায়ু) আর 'র' (তেজঃ), এই দুই প্রকারের 'কোয়াণ্টার' মুখ্যতা থাকে। ফলে, স্বপ্নের অল্পবিস্তর উগ্রচঞ্চল রূপ। জমাট ও সঙ্গতি বিশেষ থাকে না। 'ব'-তে স্নিগ্ধভাব আনে ; উগ্রতা কাটে। 'ল'-তে স্থৈর্য্যও আনে ; চঞ্চলতা এবং অসংহতত্তা (lack of cohesive co-ordination) যায়। 'র-ল' কে সাহিত্যে এবং অভেদে আনিলে—'ল'-এর আধারপটে 'র' অঙ্কন করে অপূর্ব্ব

সুঠাম রূপায়ণ। সে স্বপ্ন 'দিব্য' হয়, 'সত্য'-ও হইতে পারে। ফলতঃ, স্বপ্ন ঐ চারিটি 'অন্তঃস্থ মৌলিকের' ('য র ল ব')' বিচিত্র যোগাযোগ। এ যোগাযোগে স্পর্শ (সংস্কাররূপে) নেপথ্যসহগ হয়। আর, 'শষসহ'—উষ্মাণঃ? এরা মুখ্যপ্রাণের যে ভূমিকাটি নেয়, সেটাকে বলে 'মহা'। সকল স্বল্প আর মধ্যমকে যাহা ভরণপূরণ করে, সেটি 'মহা'। ঢেউ-এর সম্পর্কে যেমন জলাশয় এবং বায়ু।

এবার ধর, 'য র ল ব'—এই চারিটি নিজ নিজ বৃত্তিসহ 'ল'-তেই লয় পাইল। যেমন জপে, উদয়ে 'য', নাদমেরুতে (যথা, বরেণ্যং) 'র', বিলয় বা বিলোম-গতিতে 'ব', এবং বিন্দুলয়ে 'ল'। এবং 'ল' আপনাকে ঘনতার কাষ্ঠায় আনিল—The system's reverberatory reactions reach a focal point of equilibration; ফলে, vibrations বা স্পন্দ সমূহের সঙ্ঘাতফল (resultant) হইল একসঙ্গে শূন্য ও পূর্ণ। যে কোন বিশেষ স্পন্দ বা স্পন্দগুচ্ছ সম্পর্কে সেটি শূন্য। তাদের একত্র-শক্তিসমুচ্চয়রূপে পূর্ণ। (প্র + অজ্ঞ = প্রাজ্ঞ; আবার, প্রজ্ঞা যাতে আছে সেটি প্রাজ্ঞ।)

এরূপ সংস্থা উপস্থিত হইলে স্বপ্নবিরহিত সুষুপ্তি। তখন, 'এষ প্রাণো জাগর্ত্তি'। আর জুটি নেই তখন। এ প্রাণ তথাপি ব্রহ্মস্বরূপে 'অভিনিস্পন্ন' নয়, যদিও 'অভিসম্পন্ন'। কেননা, মহাপ্রাণবর 'হ'কার তখনও 'শষস' এই মূলত্রিপুটী বীজটি লইয়া বর্ত্তমান। এর উপশম (resolution) এখনও হয় নাই। কাজেই, 'ব্রহ্মপুর' মিলিল, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ নয়।

পূর্ব্বে স্পর্শাদিরূপে যে ত্রিতয় ব্যাখ্যাত হইল, সে ত্রিতয়ে স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ, এ তিনই সংগ্রহণীয় বুঝিও। যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টি ভুবনচক্রের নেমিমাত্রেই ব্যঞ্জন স্পর্শরূপে, অরে অন্তঃস্থরূপে, এবং নাভিতে উষ্মরূপে রহিয়াছে। যেমন আবার, গণিতব্যবহারে, পদার্থের basic formulation বা formula-তে উষ্মা, equation-এ অন্তঃস্থ, এবং application-এ (graph ইত্যাদিতে) স্পর্শ অধিকারে রহিয়াছে।

অতঃপর উপসংহার করিয়া বলা হইতেছে—মন্ত্রের যেটি সামর্থ্য, সেটি স্বরনির্ভর; এবং তার যেটি 'ব্যক্তি', ব্যঞ্জনা, ভাব, সেটি ব্যঞ্জননির্ভর। সামর্থ্য এবং ব্যঞ্জনা দুয়ে মিলাইয়া হয় 'ব্যাহরণ'।

কিন্তু লয়ে—সুষুপ্তিলয়ে, সমাধিলয়ে, উভয়ত্র—স্বরই বা সবিতৃরূপে কি

প্রসব করিবে, ব্যঞ্জনই বা ব্যঞ্জকরূপে কি ব্যক্ত করিবে, বল? জপে, নাদে, কলায়, বিন্দুতে—তিনেই লয় সম্ভাবিত, অর্থাৎ, হইতে পারে। নাদে লয়কে জাগরলয়, কলালয়কে স্বপ্নলয়, বিন্দুলয়কে সুপ্তিলয় লক্ষণায় বলা যায় বটে। তথাপি, নাদে লয়টি ঠিক ঠিক হইলে জ্যোতিঃ, কলায় লয় ঠিকঠিক হইলে রস; বিন্দুলয়ে এ দুয়ের সামরস্য। সুতরাং, বিন্দুলয় (জ্যোতিরও পূর্ণতা থাকে বলিয়া) সুষুপ্তিজাতীয় নয়; বিন্দু সমাধি। নাদরূপ ঠিক ঠিক জাগরলয়েও বাহ্যান্তরস্পর্শ থাকিবে না। চেতনায় কেবল নাদজ্যোতিঃ পরিস্পর্শ। কলালয়েও চেতনায় কলারস-প্রত্যক্‌স্পর্শ। যেন একটা রসনিবিড় মধুনিষ্ণাত স্বপ্নঘোর! এ ত্রিবিধ লয়ের পারে পরমলয়। লয়=সমাধি যদি বল তো জাগরসমাধি, স্বপ্নসমাধি, সুষুপ্তিসমাধি এবং তুরীয় সমাধি।

২৬॥ মুখ্যানুগ্রাহকত্বেন মুখ্যানুবৃত্তত্বং সর্ব্বেষাম্॥

মুখ্য অনুগ্রাহক থাকে, তাই সমস্ত কিছু (গৌণ বা অমুখ্যভাবে) মুখ্যের অনুবৃত্তি করে॥

মুখ্যপ্রাণের সম্বন্ধানুরোধে স্বর-ব্যঞ্জন প্রসঙ্গ করা হইল। অতঃপর, বিশ্বব্যবহারে দেখ সব কিছুই মুখ্যের অনুবৃত্তি করে। এর হেতু কি? আর, অনুবৃত্তি বলিতেই বা কি বুঝিব?—এ দুটি প্রশ্নের উত্তর বর্ত্তমান সূত্রে আসিতেছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—মুখ্যের 'অনুগ্রহ' থাকে, তাই। 'অনুগ্রহ' অথবা 'অনুগ্রাহক' মানে? আর, মুখ্যেরই বা লক্ষণ কি?

গ্রাহকব্যাপ্তিবৃত্তিত্বং মুখ্যত্বমিতি ভাবয়।
গ্রাহ্যব্যাপ্যঞ্চ বৃত্তত্বমুখ্যমিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২০৫

যেটি গ্রহণ করে, সেটি গ্রাহক। যেটি গৃহীত হইতে পারে, সেটি গ্রাহ্য। এখন ধর, গ্রাহকটিকে একটা বৃত্ত দিয়া দেখাইলাম; গ্রাহ্যও, ধর, আর এক বৃত্ত। দুটি বৃত্তের গ্রাহক—গ্রাহ্য সম্বন্ধ হইতে গেলে, প্রথম বৃত্তটিতে দ্বিতীয়টি আসা চাই। কিন্তু কতটা? যদি পুরোটাই আসে, তবে, প্রথমটি দ্বিতীয়ের সম্পর্কে ব্যাপক, আর, দ্বিতীয় প্রথমের সম্পর্কে ব্যাপ্য। যদি, দুটো বৃত্তই একান্ত মিলিয়া যায় তো, সমব্যাপ্তি। এমতস্থলে মুখ্যামুখ্যের ভেদ হইল না। দুটো বৃত্ত পরস্পরের বাহিরে থাকিলে, তৎসংস্থায়, কোন ব্যাপ্তি নেই। দ্বিতীয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হইলে,

মুখ্যামুখ্য উল্টাইল। কাজেই, প্রথমটিতে দ্বিতীয়ের পূরাপুরি অন্তর্ভাবই এ প্রসঙ্গে আবশ্যক। যদি তাই হয় তো, প্রথমটির গ্রাহকব্যাপ্তিবৃত্তিত্ব হইল; অর্থাৎ, গ্রাহকরূপে তার যে ব্যাপ্তি (ব্যাপকতা) থাকা আবশ্যক, সে ব্যাপ্তি তাতে বর্ত্তিল। আর, যেটি এতাদৃশব্যাপ্তিরূপে বৃত্তিমান্ হয়, সেটি মুখ্য। গ্রাহকের আগে 'অনু' উপসর্গে এইরূপ ব্যাপ্তির অনুবন্ধ সূচিত হয়; অর্থাৎ, গ্রাহ্যের ব্যাপ্তি গ্রাহকের ব্যাপ্তির সর্ব্বথা অন্বয়ে আসে। 'অনু'-টি থাকায় দুটো বৃত্তের কাটাকাটি ইত্যাদি স্থলগুলি পরিত্যক্ত হইল। অতএব, 'অনুগ্রহ' মানে এমন এক 'ক্রিয়াকারকত্ব', যেটি তার 'কর্ম'-কে পূরা ব্যাপিয়া, অধিকারকরতঃ, রহিয়াছে। যে স্থলে কর্ম্ম বলে—'আমার এই কিছুটা তোমার অধিকারে নাও, বাকিটায় রফা, নয়তো নারাজ', সে স্থলে 'অনুগ্রহ' নেই। কর্ম্মের 'surrender' চাই অনুগ্রহসম্বন্ধে তাকে আসিতে গেলে। কর্ম্মপ্রবৃত্তির দিক্ থেকে এই অনুবৃত্তি, আনুগত্য, সমর্পণের নাম—'আগ্রহ'। অতএব, গ্রাহকের অনুগ্রহ, গ্রাহ্যের আগ্রহ 'সমে' থাকা চাই, বিষমে নয়।

আবার বৃত্ত দুইটি। অনু-বা-গ্রাহ্য বৃত্ত যেটি, সে বৃত্তিদ্বারা ব্যাপ্য (coverable) হয় যা কিছু, অর্থাৎ, যা কিছু তার বাইরে পড়ে না, ভিতরেই আসে, এমনকি, তার সঙ্গে সমবৃত্ত (co-extensive) হইয়াও আসে, সে সব 'অমুখ্য' বা গৌণ লক্ষণে আসে। মনে রাখ যে, মুখ্যপ্রাণপ্রসঙ্গেই এইভাবে মুখ্যামুখ্যের কড়াকড় লক্ষণ করা হইল। অন্য অনুবন্ধে লক্ষণের এতটা কড়াকড় না থাকিতে পারে। যেমন, 'গাং দুগ্ধং দোগ্ধি' ইত্যাদি স্থলে।

প্রাণস্যামুখ্যবৃত্তিত্বং প্রাণনমিতি গ্রাহকম্।
অনুপ্রাণনমিত্যেবান্যদ্ গ্রাহ্যংযদ্ব্যাপ্যবৃত্তিমৎ॥
গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধ-নিরূপ্যমাণতা যতঃ।
সোঽপ্যনুগ্রহসংজ্ঞঃ স্যাৎ সর্ব্বানুবৃত্তিষু বশী॥
দৈশিকঃ কালিকঃ সোঽপি ছান্দসো বাস্তবস্তথা।
চতুর্বিধোঽনুগো বাপ্য-তিগ ইতি দ্বিরূপভাক্॥২০৬-২০৮

প্রাণের মুখ্যভাবে বৃত্তিমান্ হওয়া 'প্রাণন'। ইহা পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত 'গ্রাহক'। 'অন্যৎ' বা অন্য এক প্রকারে বৃত্তিমান্ হওয়াকে বলে 'অনুপ্রাণন'। ইহা 'গ্রাহ্য'-রূপে ব্যাপ্যবৃত্তিমৎ। (গ্রাহকটি ব্যাপকবৃত্তিমৎ)। গণিতে Taylor's

Theorem, General Equation of the Second Degree ইত্যাদি যেমন এদের দ্বারা ব্যাপ্য (subsumed) অন্য অন্য Theorems এবং Equations সম্পর্কে ব্যাপক এবং গ্রাহক। গ্রাহকটি Super Function ; গ্রাহ্য Sub Function.

'অনুগ্রহ' কাকে বলে ? পূর্ব্বোক্ত গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধটি যদ্দ্বারা নিরূপ্যমাণ হয়, এবং সর্ব্ববিধ অনুবৃত্তিতে যেটি 'বশী', কিনা, স্বতন্ত্রনিয়ন্তা রহে, সেটিকে বলে 'অনুগ্রহ'। লক্ষণটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। (১) গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধ কে নিরূপণ করে ? (২) নিরূপিতস্থলে গ্রাহ্যরূপে যারা গ্রাহকের অনুবৃত্তি করিল, তাদের সেরূপ অনুবৃত্তি কার স্বতন্ত্রপ্রশাসনে ? যদি গ্রাহ্য বলে, 'আমিও অনুবৃত্তিটির শাসন করিব, অথবা ইতর 'অন্য কিছু'ও, তা হইলে, গ্রাহকের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইল না, এবং অনুগ্রহ লক্ষণও বর্ত্তিল না। গুরুর সমীপে শিষ্যের দীক্ষায়, শিষ্যের আগ্রহ (শ্রদ্ধাদিরূপে) আবশ্যক বটে, কিন্তু দীক্ষায় শিষ্যের (গ্রাহ্যের) গুরু (গ্রাহক)-সম্বন্ধে অনুবৃত্তি স্থিত হইলে, গুরু-অনুগ্রহের অন্যাপেক্ষা-বিরহিত স্বতন্ত্র নিয়ন্তৃত্ব। শিষ্যের আগ্রহপরিসীমা আত্মসমর্পণে। এটি পূরা না-হওয়া পর্য্যন্ত অনুবৃত্তিও সম্যক্ হয় না ; এবং গুরুর অনুগ্রহও শুদ্ধ-স্বতন্ত্ররূপে 'প্রত্যয়ে' আসে না। সুতরাং, দীক্ষার পরও শিষ্যের আগ্রহ তার 'প্রকৃতি' পূরণ করিতে থাকিবে ; এবং গুরু-অনুগ্রহসম্বন্ধেও আপন 'প্রত্যয়' শোধন করিয়া লইবে। (পরে দীক্ষাসূত্র আসিবে।)

দৈশিক, কালিক, ছান্দস এবং বাস্তব—এই চারি রকমের প্রত্যয় বিভাজন অঙ্গীকার করতঃ অনুগ্রহ হয় চতুর্ব্বিধ। অর্থাৎ, সংক্ষেপতঃ—(১) কাকে অনুগ্রহ (বাস্তব), (২) কিভাবে অনুগ্রহ (ছান্দস), (৩) কখন অনুগ্রহ (কালিক), (৪) কোথায় অনুগ্রহ (দৈশিক)। আধ্যাত্মিক এবং গণিতাদি সর্ব্বব্যবহারেই এই চারি রকমের অনুগ্রহ (subsuming)। এ চারের বিস্তার পরের প্রসঙ্গক্রমে হইবে।

এস্থলে অনুগ্রহের অনুগ (immanent) এবং অতিগ (transcendent) এ দুটি রূপও লক্ষ্য করিয়া রাখ। 'অনুগ' বলিতে, বশ্য বা বাধ্য নয়। তাতে, বশী যে অনুগ্রহ, তার স্বলক্ষণ হানি। 'তোমার অন্বয়ে আমি সূত্রাত্মারূপে রহিলাম'—এই অঙ্গীকার। 'তোমার সব কিছুতে আমি আছি'—এই মহাশ্বাস।

২৭ ॥ পরমত্বেনানুগ্রাহকত্বমীক্ষণম্ ॥

পরমভাবে যে অনুগ্রাহকরূপতা, সেটি 'ঈক্ষণ' ॥

পূর্ব্বসূত্রে আগ্রহ-অনুগ্রহ বিচারে পূরণ শোধনের প্রসঙ্গ আসিয়াছে। দেখিয়াছি যে, আগ্রহের 'প্রকৃতি' পূরণের অপেক্ষা যাবৎ থাকে, অনুগ্রহেরও 'প্রত্যয়' শোধনের অপেক্ষা তাবৎ থাকে। 'তুমি তো অনুগ-অতিগ দুইরূপে আছই, কিন্তু, আমি তা প্রত্যয়ে আনিতে পারিলাম না যে!' অর্থাৎ, সেই 'একের কৃপা' হইল না যে! অতএব, আপন প্রকৃতিপূরণ হওয়া চাই। ইহাই সাধন। বাহে সৌরকিরণাদিতে নিখিলসামর্থ্য আছে মনে হয়; কিন্তু আমার 'যন্ত্রে' তার কার্য্যতঃ প্রত্যয় কতটুকু?

কাজেই, ঐ প্রকৃতিপূরণ আর প্রত্যয়শোধনকে অপেক্ষা করিয়া চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা হয়—আচ্ছা, এমন কোন ঠাঁই নেই কি, যেখানে প্রকৃতি বলিবে 'আমার সকল ভাব পূর্ণ', আর, প্রত্যয় বলিবে—'আমার সকল অভাব শূন্য'? সেই ঠাঁই হইল পরম। এই পরমভাবে যে অনুগ্রাহকত্ব, সেটিকে বলে 'ঈক্ষণ'। এ ঈক্ষণ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' এবং 'রসানাং রসতমঃ'—এ দুইভাবেই লইবে।

গ্রাহ্যং ব্যাপ্নোতি গৃহ্নাতি পাদমাত্রাক্রমৈরিহ।
গ্রাহকং পরমত্বেন কাষ্ঠায়াং তু তদীক্ষণম্ ॥
অকাময়ত সদ্‌ব্রহ্মাকল্পয়তাপ্যতপ্যত।
অজায়তেতি চত্বারি রূপাণি সন্তি চৈক্ষতঃ ॥
গ্রাহ্যেষু পরমত্বেন হীক্ষণং পঞ্চপাৎ ভবেৎ।
ওঁকারমীক্ষণং বিদ্যাদকারাদ্যক্ষরান্বয়াৎ ॥২০৯-২১১

গ্রাহক গ্রাহ্যকে, বিশ্বব্যবহারে (ইহ), পাদ এবং মাত্রা—এই দুটির ক্রমসম্বন্ধে ব্যাপিয়া থাকে, এবং সেটিকে অধিকৃতও করে। পাদ বা ব্যাপ্তিগৌরবে ব্যাপিয়া থাকে; আর, মাত্রা বা মানগৌরবে অধিকার করে। এ গৌরব সংখ্যাদ্বারা সর্ব্বস্থলে নিরূপ্য নয়; পরন্তু ক্রমদ্বারা। 'ক্রম' বলিতে, order, grade; গ্রাহকগৌরব কেবলমাত্র সমপর্য্যায় যে বহুলত্ব বা ভূয়স্ত্ব, তদ্দ্বারা বিচার্য নয়; পরন্তু, ক্রমোন্নত পর্য্যায়ের যে মহত্ত্ব বা মহীয়স্ত্ব, তদ্দ্বারা বিশেষভাবে। গ্রাহ্য ইহা ভাবিবে না—'আমি যে স্তরে বা ভূমিতে, পদে মানে রহিয়াছি, আমার

গ্রাহক (যথা, গুরু, নাম), সেই স্তরে, ভূমিতেই আমার ব্যাপক ও অধিকারী।' সেটি হইতে বাধা নেই ; তবে, আসলে, গ্রাহক, লক্ষণমত উন্নতগ্রামাদিতে গুরু হইবে গ্রাহ্যের অপেক্ষায়।—A higher dimension of covering extension ; a finer grade of controlling measure. সর্ব্বক্ষেত্রেই, অধিভূতাদি স্থলেও, এমন কি, গণিতব্যবহারেও, এই গ্রাহকগৌরবটি বুঝিয়া লইও। অত্র দৃষ্টান্তে যাইলাম না।

এখন, এই গ্রাহকগৌরব ক্রম, সুতরাং কলার, অপেক্ষা রাখিতে রাখিতে পরমের পানে চলিয়াছে। যখন কাষ্ঠায় আসিল, অর্থাৎ গৌরব যখন ক্রমসম্বন্ধ ছাড়িয়া পরিসীমায় আসিল, তখন তার সংজ্ঞা 'তদীক্ষণম্'। 'তৎ', কিনা, ব্রহ্মের আপনাকে প্রাণব্রহ্ম রূপে ঈক্ষণ। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ'। ব্রহ্মের স্ব-ঈক্ষণেই 'জন্ম'।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম 'তদৈক্ষত' রূপে শ্রুত আছেন। সদ্রূপ ব্রহ্ম (যিনি কদাপি অসৎ অথবা সদসৎ হন না), 'অকাময়ত', 'অকল্পয়ত', 'অতপ্যত', এবং 'অজায়ত'—এই চারি রকমে নিজেকে ঈক্ষণ করেন, ইহাও শুনি। মূল ঈক্ষণেরি এ চারিটি বিধা। কাজেই, মূল ঈক্ষণকে মূলে রাখিয়া, নিখিল গ্রাহ্যে পরমগ্রহীতার যে 'গ্রহণ', সেটি পঞ্চপাৎ। এ পঞ্চপাৎ, প্রকারান্তরে, আমরা সংগ্রহ-প্রতিগ্রহাদিরূপে আগে বহুধা ভাবনা করিয়াছি। পরের (২৮) 'পঞ্চগঙ্গম্' সূত্রে সেটি আবার সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

এখানে, ওঁকারকে, অর্থাৎ, সদ্ব্রহ্মের আদিম প্রাণনকে, উদ্দেশ করতঃ ঐ শ্রৌত ঈক্ষণাদি পঞ্চবিধা (পঞ্চপাত্ত্ব) বলা হইল। অবশ্য, যাহা ওঁকারকে উদ্দেশ করে, তাহা সার্ব্বভূমিক ; কেননা, 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্'। ওঁকারের অক্ষরাবয়বের সঙ্গে ঐ পঞ্চপাদের অন্বয় আছে। এ অন্বয়ও পরের সূত্রে বলা হইতেছে।

ধর বিশ্বসৃষ্টি। অসৎ বা অব্যক্ত রূপটি (inscrutable) এর আদি। 'ঈক্ষণ'দ্বারা অব্যক্তের আদিম যবনিকা (Primordial Veiling) 'উত্তোলিত' হইল। 'দেখিলাম' সেটিকে 'বিন্দু', বিশ্ববীজ রূপে। 'কাম' এ বিশ্ববীজের সম্বিৎ (জাগৃতি) আনিল। 'তপঃ' বীজের উচ্ছূনতাদি উন্মেষধর্ম আনিল ; 'কল্পন' থেকে 'অঙ্কুরাদি'। তৎপরে, বিশ্বপাদপরূপে সেটি 'জাত' হইল। ব্যষ্টিসৃষ্টিতেও এইরূপ। যেমন, একটা শ্লোক বা কবিতা লিখিব। প্রণবের

অক্ষরাবয়বে গোড়ায় (অকারে) শেষ, অর্থাৎ, অ = অজায়ত। এইবার পরের সূত্রে চল—

২৮॥ **তস্যৈব পঞ্চস্রোতোভিঃ পঞ্চগঙ্গম্** ॥

(এতস্য) প্রাণব্রহ্মের পাঁচটি স্রোতঃ 'পঞ্চগঙ্গা' ॥ ('পঞ্চগঙ্গং' একটি সংজ্ঞা।)

ওঁকার প্রাণব্রহ্মের 'স্বাভাবিক নাম'। সুতরাং, ওঁকারের নিজ অবয়বের সঙ্গে পঞ্চগঙ্গমের সমন্বয় সূচিত হইতেছে।

অজায়তেত্যকারেণ চাতপ্যতেত্যুকারতঃ।
অকল্পয়ত মেনেতিত্যকাময়ত বিন্দুনা।
ঐক্ষতেতি চ নাদেন পঞ্চ প্রণববেধসঃ॥
স্রোতোভিঃ পঞ্চভিস্তস্য সর্ব্বগ্রাহ্যেষু সর্ব্বতঃ।
বেবিষ্টে পরমাশ্চর্য্যং তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥২১২-২১৩

প্রণববেধসঃ = প্রণবাক্ষররূপী বিধাতৃবর্গ (First Creative Factors)। এ আদিমবিধাতৃবর্গের প্রথম যে 'অ', সেটি দ্বারা সব কিছু সামান্যাধিকরণতায় জাত হয়। এই সামান্যভাবে জনন বা জাতিটিই সব কিছু সম্ভবের বা হওয়ার আদি অধিকরণ (Fundamental Frame)। জাতি বা জন্ম—এই 'Idea'টাই সব কিছু হওয়ার প্রসূতি-আগার। এই সামান্য ভাবে হওয়া-ভাবটাই (সম্ভূয়-মানতা) সকল বিশেষ বিশেষ ভাবে হওয়ার গোড়ায়।—Logically first prior antecedent. একটা বৃত্ত আঁকিবে, তাতে 'অঙ্কন' এই ভাবটা যেমন।

তারপর, যাহা সামান্যভাবে 'জাত' এই ভাবটি মাত্র, তাতে কোন বিশেষ ছন্দঃ, আকৃতি, পাদ, মাত্রায় জাত হইতে গেলে কি চাই? অ-তে পাইয়াছি সত্তাসামান্য। এইবার সে আধারে আবশ্যক শক্তিসামান্য। অর্থাৎ, শক্তির সামান্যভাবে উচ্ছূনভাব বা জাগৃতি। এটি 'অতপ্যত'—ওঁকারের মাঝে যে উকার। তার পরে, সত্তাসামান্য বা জাতি বলে 'আমায় আকৃতি দাও'; শক্তিসামান্য বলে—'আমাকে পাদ-মাত্রা-ছন্দঃ দাও'। এটি 'অকল্পয়ত'—

ওঁকারের অন্ত্যস্পর্শ মকার। এ তিনের সংহতিতে, যাহা সাধারণভাবে জাতমাত্র, তাহা, পাদমাত্রাদিসহকৃত হইয়া, 'সঞ্জাত' হইল। এটি হইল জাতপদার্থের বৌদ্ধ-অনুপ্রত্যয় (logical appreciation)। কিন্তু 'হওয়া'-তো পুরাপুরি, এমন কি, বস্তুতঃ-ও, বৌদ্ধপ্রত্যয়গ্রাহ্য নয়—not completely or basically a logical process. অনিরুক্তমলক্ষণম্ তো পেছনে আছেই। কাজেই, নিরুক্ত-সলক্ষণের আর অনিরুক্ত-অলক্ষণের মাঝে 'সেতু'-টিও চাই। 'নৈরুক্তে' উকারকে এক সেতুরূপে পাইয়াছি। অনৈরুক্তে (Alogicality-তে) সেতু সেই 'অর্দ্ধা'। একে চেন তো? চেন না? তবু, চাই-ই। বেশ। এই অর্দ্ধার 'সেতুসন্ধিতে' ওঁকারের আর দুটি ভাব—'ঐক্ষত' (২), আর, 'অকাময়ত'। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে—এ নিয়ে গোল ক'রে লাভ নেই। ঐ পরাবৃত্তি দুটি ধারণাতে, যতটা পারা যায়, আনাই দরকার। ঐ দুটি নাদ এবং বিন্দু। এরা নৈরুক্ত-অনৈরুক্তের মধ্যস্থ।

এইভাবে দেখিলে যে, 'তদ্‌বিষ্ণোঃ' পরমাশ্চর্য্য যে 'পরমপদ', পরাবাকের মাধ্যমে, তিনি পঞ্চস্রোতোরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্যপদার্থে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছেন (বেবিষ্টে)।

ঐ পঞ্চধারার (বিষ্ণুপদোদ্ভবাব) সংজ্ঞা—'পঞ্চগঙ্গম্'। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে সংগ্রহাখ্যা, প্রতিগ্রহাখ্যা, বিগ্রহাখ্যা, পরিগ্রহাখ্যা এবং অনুগ্রহাখ্যা, রূপে বিবেচিত। ওঁকারের পঞ্চ 'অক্ষরের' সঙ্গে এ কয়টির সম্বন্ধ অনুধাবনীয়। ওঁকারের অ-তে তুমি গ্রহণের সম্পর্কে আসিলে (সংগ্রহ); উকারে প্রতিরূপতায় তত্তদ্রূপে রূপিত হবার যোগ্যতায় এবং প্রবণতায় (প্রতিগ্রহ); ম-কারে তদ্রূপ হবার সমন্বয়ে (বিগ্রহ)। পরিগ্রহ আর অনুগ্রহকে নাদ-বিন্দু এই মূলসম্বন্ধে ভাবনা করিবে। একটিতে 'পরিতঃ', অপরে, 'অন্বয়তঃ' গ্রহণ। যেমন, একটা মালা। সূত্রে 'পরিতঃ' ভাব; মূল বা মেরুগ্রন্থিতে 'অন্বিত' ভাব মুখ্য। মুখ্যপ্রাণ 'ব্যান' রূপে এ দুটিই।

সপ্তগোদাবরং বাপি সপ্ত ব্যাহৃতয়স্তথা।
পঞ্চভ্যঃ সপ্তধা বৃত্তির্যথা বা সপ্ত সিন্ধবঃ ॥২১৪

পঞ্চধা থেকে সপ্তধার উদ্ভব (logically or factually), অগ্রে বহুশঃ বিবেচিত। 'সপ্তব্যাহৃতি', 'সপ্তার্চ্চিঃ'—এগুলি পূর্ব্বে আলোচিত। বর্ত্তমানস্থলে,

'সপ্তগোদাবরং' (পঞ্চগঙ্গংএর মত), এবং 'সপ্তসিন্ধবঃ' বিশেষতঃ উল্লিখিত। গো = বাক্ ; দা = দান ও আদান ; অবর এবং বর এবং বরাবর, এই তিন ভাবেই। সুতরাং, গোদাবরী = বাক্‌ব্রহ্মের বা ওঁকারের পূর্ণরূপস্বরূপা। বাক্ = এক। দান-আদান (যথা, উদয়-বিলয়) দ্বারা এক হয় দুই। প্রতিটি অবরাদি-ভেদে তিন। কাজেই, ১+২×৩ = ৭। বাক্ পরাভাবে এক থাকেই। 'সিন্ধু' মানে সিঞ্চিতশক্তিধারাসমূহকে যাহা ধারণ এবং বিলীন করে। ইহা নাদাবিন্দু-সমানাধিকরণতা। এতে চতুর্ধা নাদ এবং ত্রিধা বিন্দু সম্মিলিত। চতুর্ধা (এই একভাবে)—অব্যক্তব্যক্ত, ব্যক্ত, অভিব্যক্ত (কলাসহ), ব্যক্তাব্যক্ত। অন্যভাবেও চতুর্ধাত্ব ভাবিত হইতে পারে। বিন্দুর ত্রিধা—উদয়ক্রমসম্বন্ধ, বিলয়ক্রমসম্বন্ধ, এবং পরমনিষ্পন্নতাসম্বন্ধ। এই 'সপ্তসিন্ধু' দেশে যিনি বাস করেন, তিনি 'আর্য্য'। এবং বাগ্‌ব্রহ্মে যাঁর অনাকুল দৃষ্টি, তিনি ব্রহ্মর্ষি ('ঋতং বৃহৎ')। আর, 'সত্যমার্জ্জবমে' যিনি সুপ্রতিষ্ঠ, তিনি মহর্ষি ('সত্যং মহৎ')।

অতঃপর, এই 'পঞ্চগঙ্গম্' সূত্রের যেটি বর্ণবিনিযোগ, সেটি প্রদর্শিত হইতেছে—

২৯॥ স্বরাশ্চ স্পর্শানুনাসিকান্তঃস্থোষ্মাণঃ॥

স্বর, স্পর্শ, অনুনাসিক, অন্তঃস্থ ('অন্ত্যস্থ') এবং উষ্ম—এই পাঁচটি বর্ণবিভাজন॥

> স্বরানুগ্রাহকত্বং স্যাৎ স্পর্শাঃ প্রতিগ্রহাশ্রয়াঃ।
> বিগ্রাহকত্বমন্তঃস্থৈঃ সংগ্রহশ্চানুনাসিকৈঃ।
> পঞ্চগঙ্গাশ্রয়া বর্ণা উষ্মভিঃ পরিগৃহ্যতে॥
> ক্ষরন্তো যেঽক্ষরৈঃ কামং পঞ্চগঙ্গাম্বুবিন্দবঃ।
> মনুভির্মাতৃকান্যাসৈস্তেষাং কামায় দোহনম্।
> তনুন্যাসো মনুন্যাসো ধনুষ ইব কামধুক্॥২১৫-২১৬

বর্ণমালায় স্বরকে অনুগ্রাহক, স্পর্শবর্ণকে প্রতিগ্রাহক, অন্তঃস্থকে বিগ্রাহক, এবং (বিশেষতঃ) অনুনাসিককে সংগ্রাহক জানিবে। শেষ, উষ্মবর্ণ পরিগ্রাহকের রূপ। এভাবে বর্ণের পাঁচটি বিভাজনে 'পঞ্চগঙ্গম্' আশ্রয় হইযাছে।

বিন্দু, নাদ, কলা, সেতু-সন্ধি এবং ক্রম (অনুলোম-বিলোম) এই পাঁচটি মূল পদার্থ (categories) যদি মনে কর, অত্র প্রসঙ্গে, তবে দেখ—বিন্দুতে সব কিছুকে সংগ্রহ, নাদে পরিগ্রহ, কলায় প্রতিগ্রহ ('taking up'), সেতু-সন্ধিতে অনুগ্রহ, এবং ক্রমে (অবর-বর কাষ্ঠাসম্পর্কে) বিগ্রহ—এই ভাবপঞ্চক মুখ্যভাবে রহিয়াছে। ক্রম ছাড়া আর কে বলিবে—'ওগো, তোমার এইটি বিশিষ্ট রূপ, গুণ, ছন্দঃ ইত্যাদি'? সেতুসন্ধি বই আর কেবা 'পারীণ' হইবে? ক-কারাদি স্পর্শবর্ণ বিন্দুদিত নাদকে এক এক প্রতিরূপে লয়, নয় কি? মহাপ্রাণ উষ্মবর্ণে বিশেষভাবে নাদপ্রতিযোগিতা; আভাষে সম্পর্কগুলি দেখান' হইল। সাবধানে পরীক্ষা করিয়া লইবে। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এই পঞ্চপর্ব্ব বর্ণমালায় সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গারূপে অবতীর্ণ আছেন। সুতরাং, সংগ্রহাদি ঐ পঞ্চ-অমৃতধারা বর্ণমালারূপা কামদুঘা গো থেকে দোহন কর। তাই—

পঞ্চগঙ্গার অমৃতাম্বুবিন্দুসমূহ স্বরাদি অক্ষরের দ্বারা যথাকাম (কামং) ক্ষরিত হইতেছে। মাতৃকান্যাসপূর্ব্বক (অর্থাৎ, বর্ণসমূহকে তাদের মাতৃকায়—Matrix-এ—ঠিক ঠিকভাবে সংযোজনা করতঃ) 'মনু', কিনা, মন্ত্রবীর্য্যদ্বারা একাধারে প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ যে 'অমৃতস্য ধারা', তার দোহন হউক!

উক্ত ন্যাসকর্ম্মটি এমন হওয়া আবশ্যক, যাতে, তনু এবং মনু—এ দুয়েই সামর্থ্যরূপ বীর্য্যাধান ঘটে। 'তনু' বলিতে, বিশেষ করিয়া, তোমার জপাদি ক্রিয়ার যেটি সূক্ষ্ম যন্ত্র (Inner Apparatus), সেটি বুঝিতে হইবে। 'মনু' বলিতে, বিশেষতঃ, সেতুসন্ধিরূপা অর্দ্ধমাত্রানুগৃহীত যে মন্ত্র। 'ন্যাস' বলিতে যথাযোগ্য তন্ত্র। এরূপ সম্মেলন ঘটিলে, সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'প্রণবো ধনুঃ' ইত্যাদিতে যেমন, তোমার দোহন যথার্থ ইষ্টকামধুক্ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতঃপর, এই সামর্থ্য ('প্রৌঢ়ি' সংজ্ঞায়) বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে—

৩০ ॥ ঈক্ষতের্দক্ষঃ সর্ব্বতঃ প্রোতাত্বৎ প্রৌঢ়েঃ ॥

ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মময়ী ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি করেন। তাঁর প্রৌঢ়ি (প্রতিভা, সামর্থ্য) সর্ব্বত্র অবাধে প্রোত (অনুপ্রবিষ্ট, অনুস্যূত, ব্যাপ্ত) হয় বলিয়া, তাঁর ঈক্ষণ নিরতিশয় দক্ষ (সমর্থ) ॥

তদৈক্ষতেতি দক্ষত্বং বিশ্ববপুষি সর্ব্বতঃ।
প্রোতং যৎ স্থূলসূক্ষ্মেষু পূর্ণপ্রাতিভমেব তৎ॥
মানমেয়াদিবৈদগ্ধ্যে বৈদগ্ধ্যং যৎ প্রমাতরি।
প্রৌঢ়ত্বং তদ্ বিনা প্রৌঢ়িং রচনা নোপপদ্যতে॥
ছন্দসা তায়তে যজ্ঞো যজ্ঞকৃচ্ ছন্দসোজ্জিতঃ।
ছন্দো ধনুঃ শরশ্ছন্দশ্ছন্দোঽপি লক্ষ্যমুচ্যতে।
সম্যক্ত্বং ছন্দসি প্রৌঢ়ি র্মহৎ সত্যমৃতং বৃহৎ॥
আনুরূপ্যাদিভাবৈশ্চ তন্মহচ্চ বৃহৎ ব্রজেৎ।
বাক্প্রাণবুদ্ধিযোগেন সমচ্ছন্দস্তয়া গতিঃ॥২১৭-২২০

কোন ক্রিয়া দক্ষকুশলতায় এবং সামর্থ্যে আসিতে হইলে, সেটিকে, স্থূল-সূক্ষ্ম নিখিল বিশ্বহৃদয়ে বা অন্তরাত্মায় যে প্রৌঢ়ি বা পূর্ণপ্রতিভা 'প্রোত' (immanent) রহিয়াছে, সেই প্রৌঢ়ির সঙ্গে সংযোজনায় (যুঞ্জান-যুক্তাদিরূপে) আসিতেই হয়। ক্রিয়ামাত্রের যেটি উহ বা উহন, সেটিকে, নিখিলহৃদিস্থিতের অনুগ্রহসম্বন্ধে আসিতে হয়—'মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান-মপোহনঞ্চ'। কূপ কাটিতেছি; সেটিকে যেমন অন্তঃস্থলে নিরবচ্ছিন্ন ফল্গুপ্রবাহের সাথে মিলিতেই হয়। নচেৎ, ভেকগর্ত্ত! জপে যেমন আবার ক্ষরকলিতবৃত্তিগুলিকে অখণ্ডৈকনাদে, নাদকে জ্যোতিতে, জ্যোতিকে রসে। রস অবধি যাওয়া চাই, কেননা, রসই নিখিলের 'হৃৎ'। প্রৌঢ়ির অনুগ্রহ ব্যতীত সবই রহে 'তরুণ', 'অবিপক্ক', 'অসমৃদ্ধ'। প্রৌঢ়ির 'ঈক্ষতা' এবং 'দক্ষা'—এ দুটিতে প্রপন্ন হইবে। প্রথমটি 'সর্ব্বদৃক্', অপরটি 'সর্ব্বভুৎ'।

প্রৌঢ়ি ঠিক কাকে বলে? মান-মেয়-মাতা—এ ব্যবহার চলিতেছে। মাতা বা প্রমাতা একদিকে; মান-মেয়-এবং তৎসম্বন্ধাদি অন্যদিকে। এ দুটি-পক্ষের বৈদগ্ধ্যপরিসীমা যেখানে সমতায় আসে, তাকে বলে প্রৌঢ়ি। ধর, অগ্নির মত কাষ্ঠাদি ইন্ধন 'গ্রহণ' করিতেছি; কিন্তু, ইন্ধন পূরাপূরি গৃহীত হইতেছে না। এ স্থলে, ইন্ধন 'বিদগ্ধ' হইল না; কাষ্ঠ-ধূম-ভস্মাদিরূপে ত্যক্তও হইল। Complete 'burn up' হইল না। অতএব, আংশিক-অসম্যক্ গ্রহণস্থলে বৈদগ্ধ্য নেই। পাদ-মাত্রা এবং সম্বন্ধ—এ তিনেরি সম্যক্ গ্রহণ যোগ্যতা মান ও মেয় সম্পর্কে হইলে, তবে, গ্রাহ্য যে 'ইন্ধন', সেটির বৈদগ্ধ্য। যিনি প্রমাতা বা গ্রাহক, তাঁর ঐ গ্রাহ্য ইন্ধন সম্পর্কে সম্যক্ গ্রাহকযোগ্যতা রহিবে।

Fuel fully combustible হয়তো বটে, কিন্তু Fire সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ দহনসমর্থ বটে তো? প্রমাতায় মানমেয়াদি সম্বন্ধে যে প্রতিযোগী বৈদগ্ধ্য, সেটির প্রৌঢ়ি সংজ্ঞা করা হইল। অসমগ্র, অসম্যক্ রূপে গ্রাহ্য যে মানমেয়াদি (partial, relative measures and relations), তাতে অসম্যগ্‌বুদ্ধি প্রমাতা গ্রাহক (knower and treater) হইতে পারে। সে বুদ্ধি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ততা (Principle of Sufficient Reason) এবং লঘিষ্ঠ ভ্রমসম্ভবতা (Principle of least Probability of Error),—এই দুটি সূত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। এবং ইহাই তার 'বিজ্ঞান'। কিন্তু এতে সমগ্র বিশ্বরচনা কেন, একটা ধূলিরেণুরও পূরা উপপত্তি হয় না। প্রৌঢ়ি, পূর্ণ প্রাতিভজ্ঞান (Perfect Reason residing and ruling at the heart of things) যদি মানিব না বল, তবে বল—সৃষ্টির মূলের খবর Unreason—অন্ধতামিস্র। তা বলিলে, যে রচনা বাস্তব, তাকে আপন অপ্রৌঢ়িগৌরবে লঘু করিলে।

রচনার গোড়াতেই ছন্দঃ। কাজেই, নিরতিশয় ছান্দসী যে কুশলতা, তাই প্রৌঢ়ি। তাই—যজ্ঞ (সৃষ্টি)-এর তায়ন করে ছন্দঃ, এবং যে যজ্ঞকৃৎ, সে স্বয়ং ছন্দোদ্বারা উজ্জিত হয়। যজ্ঞের ক্রিয়াদিরূপে বিতান ছন্দসা; যে যজমান, তারও কারকাদিরূপে সামর্থ্যাদিতে অভ্যুদয় ছন্দসা। লক্ষণায়, ক্রিয়াকারক দুটি ছাড়া ফলও ফলে ছন্দসা। কাজেই, সম্পূর্ণতা, সামর্থ্য এবং সাফল্য—এ তিনের নিমিত্তই আবশ্যক প্রৌঢ়িপ্রশাসন। পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ যে—ছন্দঃই ধনুঃ, ছন্দঃই শর, এবং ছন্দঃই লক্ষ্য। আর, ছন্দে যে সম্যক্তা (Perfectness), তাহাই প্রৌঢ়ি। প্রৌঢ়ির দুটি রূপ—সত্যং মহৎ এবং ঋতং বৃহৎ। বাক্, প্রাণ এবং বুদ্ধি—এ তিনই 'সমচ্ছন্দস্তা' (in the same tune or concordance) আসে কিরূপে—ইহাই সাধন। কার সঙ্গে সমচ্ছন্দস্তা য?—সত্যং মহৎ এবং ঋতং বৃহৎরূপা যে প্রৌঢ়ি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে আলোচিত অনুরূপ-প্রতিরূপাদি শুদ্ধিসাধন সমাশ্রয় করিতে হয়। ইহা ক্রমসাধন। জপধ্যানাদি প্রৌঢ়িসমরূপতায় আসিলে হয় 'সমর্থ'। 'সম' বলিতে সদৃশ (similar)। 'তদ্ ভিন্নত্বে সতি তন্নিষ্ঠভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্'। আর, একরূপতায় 'দক্ষ'। এর সূত্র পরের অধ্যায়ে।

ইতি জপসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ে মুখ্যপ্রাণ-প্রৌঢ়িত্ব-নিরূপণং নাম চতুর্থঃ পাদঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

(প্রথমঃ পাদঃ)

অক্ষরত্বমদিতেঃ

অদিতিকে অক্ষর জানিবে ॥

অদিত্যক্ষরসামান্যং ক্ষোভবিরহবৃত্তিতা।
ইতীতিগতিবীজত্বং বিমর্শশক্তিসম্ভবম্ ॥২২১

অং+ইতি=অদিতি, এইভাবে লও। 'অং' বলিতে অক্ষর-সামান্য—এভাবে থাকা, যাতে, কোনরূপ 'ক্ষোভ' নেই। যেমন, নিঃস্পন্দ মহাকাশ, নিস্তরঙ্গ মহোদধি। তবে কি শুদ্ধ অধিষ্ঠান মাত্র? অদিতির ব্যাপ্তি তৎসম্পর্কেও ন্যূন নয়; তথাপি, অদিতিকে 'আদিমাতা' রূপেই এখানে পাইতে চাই। তাই, 'ইতি', কিনা, বিমর্শশক্তিবৃত্তির সম্ভব হয় যাতে, সেই গতিবীজটিও অদিতিতে আছে। অর্থাৎ, অদিতি বিমর্শমূলাও বটে। বিমর্শের পুনর্ভাবনা করিয়া লও।

প্রকাশস্য বিমর্শস্য সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা।
রোধিকাঽপি ক্ষরক্ষোভে হ্যদিতির্ব্যাপিকা পরা ॥২২২

প্রকাশ এবং বিমর্শ—এ দুটি এখনও 'পৃথক্' হয় নাই; পুরা অপৃথক্ও নয়। দৃগ্‌দৃশ্যাদি দ্বন্দ্বস্থিত হয় নাই। অথচ, চণকের ত্বকে দুটি 'দানা'র মত গাঢ় 'সম্পরিষ্বক্ত' আছে—in neutral coalescence. 'Neutral' বলিতে অদ্বন্দ্বস্থমিথুনীভাব। They do not yet 'face' and accost each other.

এই যে 'সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা', এটি ব্রহ্মের আদিমরাত্রিরূপতা অথবা রোধিকা-শক্তিতে আসে। এইটি সেতুরূপা—যেটি মধ্যে রহিয়া অক্ষরসামান্যকে ক্ষরক্ষোভে বিবর্ত্তিত করে। It is the Inscrutable Link Principle between Being as given and Becoming. সেতুটিরও দুই সন্ধি—বর ও অবর। বরসন্ধিতে বিমর্শ আপনাকে পরমঘনীভাবে (বিন্দুতে) আনে। অবরে, ঐ

সম্পরিষ্বক্তগাঢ়তা—বিমর্শ দ্বৈতত্ব লইয়াছে, তথাপি দ্বন্দ্বস্থ হয় নাই। 'মিথুন', অথচ, 'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ'—এ ভেদ অনুদিত। বিমর্শের বিন্দুত্বে 'স্বতঃ' কোন বিমর্শবিশেষবিশিষ্টতা নেই। মর্শপঞ্চকের বীজ বা মূলরূপে তাতে পূর্ণত্ব, শূন্যত্ব, একত্ব ভাবনা করিতে হয়—the Root Pre-condition of all Logical Becoming.

উক্ত দুই সন্ধিতেই রোধিকা (বা রাত্রি)—at both ends of the 'Link' leading the Alogical into the Logical. দুটি সন্ধির মধ্যে ভেদটি অনুধাবনযোগ্য। একটি বিমর্শবীজ বা মূল—যার সম্পর্কে স্বতঃ কোন বিমৃশ্যবৃত্তিতা নেই। বিমর্শও আপন বীজে যাইয়া বলে—'এখানে তো কোন কিছু বলার নেই ; আপন গোড়ার গোড়ায় যাই কি ক'রে !' অপরটি ঐ বিমর্শবীজের আদিম 'তপঃ'—যার ফলে বীজটি উচ্ছূন হয়, আর, 'নিজের' পানে 'নিজেই' ফেরে—যেমন, সুষুপ্তির আর জাগৃতির ঠিক সন্ধিতে। এখনও স্ববিমর্শ টি ("I"—discovery) কিন্তু পূরা হয়নি। স্ববিমর্শ টি পূরা হইতে গেলে ঐ 'সম্পরিষ্বক্ত-গাঢ়তা' থেকে উত্থিত হওয়া চাই। রোধিকা বা রাত্রি বিমর্শবীজটিকে অঙ্কুরাভাস, অঙ্কুর—ইত্যাদি ক্রমে মর্শপঞ্চক রূপ ধরিতে 'মুক্ত' (release) করিবেন। তার মানে, রোধিকা নেবেন ব্যাপিকার ভূমিকা ; রাত্রি নেবেন আবির।

এ দুটিই পরা যে অদিতি, তাঁর ভূমিকা। পরমা অদিতি সর্ব্ববিধ ভূমিকার (সুতরাং, মর্শপঞ্চকের) উর্দ্ধে। যাহা অপরা ও পরা, তাদের পরমায় ব্যাপিকা হবার যো নেই।

স্বরস্পর্শাদি-পঞ্চত্বং পঞ্চত্বং পদমাত্রয়োঃ।
বিমর্শবৃত্তিতাজন্যস্তত্ত্বসংখ্যেয়তান্বয়ঃ ॥২২৩

অক্ষরসামান্যে বিমর্শবৃত্তিবশতঃ (owing to 'Fundamental Stress') পূর্ব্বালোচিত স্বরস্পর্শাদি স্বরব্যঞ্জনাকৃতি ক্ষরক্ষোভ (Basic Strain Conditions) ঘটে। পরন্তু, সেই নিমিত্তই আবার 'পদ' এবং 'মাত্রা' পঞ্চ পঞ্চ আকৃতি পায়। শুধু 'পদ্যমান হই'—এই ভাব থাকিলে 'পদ' (যেমন, ব্যাকরণে প্রত্যয়যোগে প্রকৃতি)। এই 'পদে' কোন সীমাসমুদ্দেশে ব্যাপ্তি উপলক্ষিত হইলে 'পাদ' (যেমন, গায়ত্রীর)। উপপদ, প্রতিপদ, অনুপদ, অধিপদ এবং

অতিপদ—এই কয়টি পদের মূল পঞ্চ বিভাজন। পদ্=পদ্যমান হওয়া। (১) এর 'সমীপে' যাওয়া (approximating); (২) এর 'মতন' হওয়া (being similar to); (৩) এর অন্বয়ে বা অনুবন্ধে আসা (being 'linked up' with); (৪) এর অধিকারে বা ব্যাপ্তিতে আসা বা আনা (being 'covered' by it or 'covering' it); এবং (৫) তাকে অতিক্রম করা (going beyond it as transcendent or as both immanent-transcendent)। মাত্রার বিভাজন 'দেশ' সম্পর্কে দেখা হইবে।

এখন, লক্ষ্য কর যে—তত্ত্বমাত্রের (যথা, দেশ, কাল, পদ, মাত্রা) সংখ্যেযতা (সংখ্যারূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা) বিমর্শবৃত্তির অন্বয়ে বা অনুবন্ধেই সম্ভব হয়। অর্থাৎ, যাবৎ বিমর্শ নেই, তাবৎ তত্ত্ব সংখ্যাসম্বন্ধাদিতে নিরুত্তর—চুপ। বিমর্শ হইলে সংখ্যাসম্বন্ধাদির সাবকাশতা। বিমর্শবশতঃই ভান হয় ভাস।

এইবার, কাল।

> মহাকালোঽপ্যকালশ্চাক্রমিকক্রমিকৌ ততঃ ।২২৪
> ক্রমমাত্রিক ইত্যেবং কালোঽপি পঞ্চতাং গতঃ ॥

মহাকাল, অকাল, অক্রমিককাল, ক্রমিককাল, এবং ক্রমমাত্রিক কাল—কালও এই পঞ্চরূপ। এদের বিস্তার পরে প্রসঙ্গতঃ হইবে। সংক্ষেপে, কালের 'ভূমা' এবং পরিপূর্ণরূপ মহাকাল। ইনি ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, উভয়থা। বিশেষকে যদি একান্তশূন্যতায় লও তো, ইনি 'অকাল'। বিশেষের মধ্যে, কলাকাষ্ঠামাত্রাপাদ, এই চারিটির, পাদ ও কাষ্ঠা, এ দুটিকে রাখিয়া, কলা ও মাত্রা, এ দুটিকে যদি ছাড়, তবে কাল হয় অক্রমিক—Time as homogeneous infinite extension. এ কাল 'সূত্রাত্মা' সর্ব্বভূতানাম্। তার পর, কলা (aspects, phases) বাদ রাখিয়া 'মাত্রা' (measure) লইলে। হইল ক্রমিককাল। গণিত ব্যবহার এইবার হইবে। শেষ, কলাও যোগ কর; পাইলে ক্রমমাত্রিক। সাধারণ কালব্যবহারও এতে নিষ্পন্ন হইবে। মহাকাল বিমর্শবীজের 'আধান'।

তার পর, 'দেশ' (বাহ্য Space মাত্র নয়)।

> ভূমা চাকাশ ইত্যেবামাত্রিকমাত্রিকৌ পুনঃ।
> পদমাত্রিক ইত্যেবং দেশস্যাপি বিভাজনম্ ॥২২৫

দেশ-ও ভূমা, আকাশ, অমাত্রিক, মাত্রিক, পদমাত্রিক—এই ভাবে পঞ্চ। কাল, বিমৃশ্যবৃত্তিতার জন্য, বিশেষ করিয়া 'ক্রম'-কে, দেশ বিশেষ করিয়া 'মাত্রা'-কে গ্রহণ করে। কাল হইতে সংখ্যান ; দেশ হইতে পরিমাণ। সংখ্যা এবং মান—এ দুটিকে লইয়া পদার্থের সংখ্যেয়ত্ব। সংখ্যেয় পদার্থ predicable, measurable, thinkable.

২ ॥ বর্ণত্বং কশ্যপস্য ॥

কশ্যপকে 'বর্ণ' রূপ জানিবে ॥

অক্ষরের মত বর্ণও এক রহস্য সংজ্ঞা।

অর্ণো যদক্ষরত্বেনার্ণবস্তদন্তবগ্রহাৎ।
আদৌ সম্প্রসরদ্বাচ্চ হ্যর্ণো বর্ণায়তেঽঞ্জসা ॥২২৬

'অর্ণ' অক্ষরের এক নাম। এর শেষে 'ব' বসাইলে অর্ণ হয় অর্ণব। ঐ অন্ত্য 'ব'-টির সম্প্রসার করতঃ (অর্থাৎ, উ) যদি অর্ণের আদিতে বসাও তো, উ+অর্ণ = বর্ণ (অর্ণো বর্ণাযতেঽঞ্জসা), এইটি কৌশলে সাধিত হইল। কৌশলটি খেয়াল কর—অন্ত্য 'ব' আদিতে 'উ' হইয়া সন্ধিতে আসিল।

এর ভাব ?

উচ্ছূনত্বমুকারেণার্ণেন চ ক্ষরদক্ষরম্।
এবং বর্ণেন বিজ্ঞেয়ঃ স্বোভাবো যোঽক্ষরাদিতেঃ ॥২২৭

'অর্ণ' বলিতে 'ক্ষরদক্ষর', কিনা, ক্ষররূপে আসিয়াছে, এবং পূর্ণকাষ্ঠা পর্য্যন্ত যাবার সামর্থ্য পাইয়াছে অক্ষর পদার্থ—এইটি সূচিত হয়। 'ঋ' = মূর্দ্ধন্য গতি ; সে গতি 'গুণিত' হইল—Motion multiplies itself (যথা, রণনাদিতে হয়)। 'ঋ' হইল 'অর্'। যে কোন তল বা plane সম্বন্ধে একে এক সীমা দেখাইয়া বল—'দেখ, এই অবধি'। এটি 'ন'। কাজেই, অর্+ন = অর্ণ। এটি 'ক্ষরৎ অক্ষরের' পূর্ণ ব্যক্ত আকৃতি (full kinetic pattern)। অন্তে 'ব' বসাইলে সেটি অব্যক্ত (potential) আকৃতিতেও পাইলে। অর্থাৎ, গতিলেখটি পূরাই হইল। কিন্তু 'মুখটি' কোন্ দিকে বলত ? Kinetic হইতে Potential-এর দিকে, যেমন, জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তির বেলা। 'মুখ' পাল্টাও।

কোন কিছুকে পাণ্টাইতে গেলে তাকে 'সম্প্রসরং' ভাবে লইয়া, তবে পাণ্টাইতে হয়। যেমন, রীলে ছবি জড়ানো আছে; সে ছবি খুলিয়া, তবে আবার উন্টা-পাকে জড়াইতে হয়। কোন চিত্তবৃত্তির সংস্কার রহিয়াছে; সে চিত্তবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, এবং তার মোড় ফিরাইয়া, তবে তার সংস্কার বদল করিতে হয়—Psycho—Analysis-এর ইহা এক মূল সূত্র।) সুতরাং, 'অর্ণব'-এর 'ব' 'উ' হইয়া 'অর্ণে'-র আদিতে আসায় এই প্রকার বামাত্ব বা শক্তিবৈপ্রতীপ্য ঘটিল। 'অর্ণব' সব কাটতি শক্তিমান লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানং করে; 'বর্ণ' বলে—'আমিই তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক; আমা থেকেই সব শক্তিমান বের ক'রে নাও।' অতএব, 'বর্ণ' বলিতে বুঝিবে—অক্ষররূপা অদিতির উচ্ছূন ভাব; অদিতি আর যেন শুধু শক্তিসামান্যরূপা রহিলেন না; হইলেন অসামান্য শক্তিগর্ভা। অক্ষরের এইরূপটি বর্ণ।

ক্ষরক্ষোভস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বতো মৌলিকাকৃতিঃ।
বর্ণাভিধা হি হৃল্লেখা শব্দার্থপ্রত্যয়াদিষু॥ ২২৮

বর্ণয়তি অথবা বর্ণ্যতে অনেন ইতি বর্ণঃ—এই ভাবনায় প্রতীয়মান হয় যে, নিখিল ক্ষরক্ষোভের (stressing and straining of the Basic Continuum) সর্ব্বতোভাবে মৌলিক আকৃতিটি সেটি হইল 'হৃল্লেখা' (পূর্ব্ব আলোচিত), এবং সেটি, ঐ মৌলিক অর্থে, বর্ণাভিধা।—The Primary Dynamic Definitive. শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়াদি সর্ব্ব স্থলেই। এই নিমিত্ত, জপসূত্রমে বর্ণরসায়ন (যথা, বর্ণ=উ+অর্ণ; অর্ণ=ঋ (অর্)+ন; ইত্যাদি), প্রাণরসায়ন, এবং ভাবরসায়ন—এ তিনই অবিচ্ছেদে অন্বয় করা হইতেছে। শব্দবর্ণ, রূপবর্ণাদিকেও মূল প্রাণস্পন্দনাধারে অন্বিত করিয়া দেখিও। যোগ্যস্থলে Chromo-therapyর মত Phono-therapyও প্রযোজ্য।

এইবার 'কশ্যপ' শব্দের বর্ণাদি রসায়ন।

ভূঃস্পর্শত্বং কপাভ্যাঞ্চ ভুবরন্তঃস্থতা হি যঃ।
শেন স্বরুষ্মতা চাহি বর্ণ অধ্যাত্মকশ্যপঃ॥ ২২৯

'কশ্যপ' শব্দের আদি ও অন্তে ক, প। এ দুটি আদি ও অন্ত স্পর্শবর্গের আদ্য অক্ষর। অক্ষর সামান্যরূপা অদিতিকে যদি বল—'এই' (ভূঃ), তা হইলে,

ক, প—কশ্যপে এ দুটি প্রান্তবর্ণ, সে অদিতিকে স্পর্শ করিয়া আছে। মধ্যে, শ্য=শ্+য। 'শ' উষ্মবর্ণ' এটি 'স্বঃ' বা 'সেই'। উষ্মবর্ণ, পূর্ব্বোক্ত উচ্ছ্বন-এবং মহাপ্রাণতা, এই দুয়ের লিঙ্গক। এই দাঁড়াইল যে—কশ্যপ অদিতিকে 'ক্ষেত্র'-রূপে আদ্যন্ত স্পর্শ করিয়া, সেটিকে উচ্ছ্বন মহাপ্রাণতায় লইয়াছেন। যে কোন ক্ষেত্র (field)-কে এবম্বিধ surcharge-এ লইতে গেলে, তাতে এক লম্বমান দিতে হয়। ঐ লম্বই নির্দ্দেশ দেয়—কতটা উপরে বা নীচে 'চার্জ্জ' যাইবে না যাইবে। ভূঃ এবং স্বঃ—'এই', 'সেই'-এর মাঝে এটি 'ভুবঃ'—অন্তরীক্ষ। 'কশ্যপ' শব্দে এটি 'য' (ইয়)। সুতরাং, অদিতি=ক্ষেত্র হইলে, কশ্যপ=ক্ষেত্রপ, ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রথমটি অক্ষর সংজ্ঞায়, পরেরটি পূর্ব্বোক্ত বর্ণসংজ্ঞায় আসে। অবশ্য, অক্ষররূপা অদিতি অসীমা, তাঁর আদ্যন্ত স্পর্শ হয় না। তবে অক্ষরের বর্ণত্ব হইতে গেলে তাতে আদি-অন্তের 'ব্যবহার' লাগাইতে হয়। বর্ণ Definitive Principle মনে রাখ। বর্ণ দ্বারা সব 'বর্ণিত', নিরূপিত হয়। কশ্যপ সেই মূল নিরূপক।

আগেকার সেই আধার-পূরক-লিঙ্গক বিশ্লেষণ মনে আছে? অদিতি= আধার। 'ক' ঐ আধারে কোন আদি (original) স্থল (position) স্পর্শ করিল। 'প' তাতে কোন অন্তস্থল (terminal position)। উষ্ম-মহাপ্রাণ 'শ'=পূরক, অন্তঃস্থ 'য'=লিঙ্গক। এইরূপে বহুধা অদিতি কশ্যপকে ভাবনা করিবে। যথা, অদিতি=অন্ন; কশ্যপ=অত্তা। অক্ষর আর 'বর্ণ' এস্থলে মৌলিক পরিভাষায় এসেছে।

৩ ॥ সংযোগাদিভ্যো দক্ষঃ ॥

সংযোগাদি হইতে হয় দক্ষ ॥

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ প্রতিযোগস্তৃতীয়তঃ।
প্রয়োগশ্চ নিয়োগশ্চ পঞ্চৈতাঃ ক্ষররূপতাঃ ॥
আদ্যাভ্যাং জায়তে মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ প্রতিযোগতঃ।
অন্ত্যাভ্যাং জায়তে তন্ত্রং দক্ষো ধুরন্ধরো জনেঃ ॥
ক্ষোভ্যক্ষোভকসম্বন্ধে সম্বন্ধস্য নিয়ামকঃ।
দক্ষোঽয়ং ব্যবহারেষু ভূমিকাপটচিত্রকঃ ॥ ২৩০-২৩২

পর পর কয়েকটি সূত্রে 'দক্ষ' প্রসঙ্গ হইতেছে। প্রথম বিচার কর যে, যত প্রকারে ক্ষরভাব (mobility) দৃষ্ট হইতেছে, তাদের নিযামক (operating factors) রূপে থাকে এই পাঁচটি :—সংযোগ, বিয়োগ, প্রতিযোগ, প্রযোগ এবং নিয়োগ। প্রথম দুটির কাজ সংযোজন এবং বিয়োজন। এ দুটি দ্বারা হয় 'মন্ত্র'। ধর, তোমার বাক্, মন, প্রাণ। এরা প্রত্যেকে 'বহুশাখ' ভাবে বৃত্তিমান্ ; যেটি শ্রেয়ঃ নয়, 'অমৃতায়' নয়, তার সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহারতঃ যোগ রাখিযাছে। এ সকল 'অনিষ্ট'। এ থেকে বিযোজন করতঃ যাহা 'ইষ্টে' সংযোজন করে, তাহা মন্ত্র। কাগজে একটা স্থিরবিন্দু। অপর এক বিন্দু যদি একে কেন্দ্রে রাখিয়া বৃত্ত আঁকিতে চায় তো, তার আবর্ত্তনে তাকে বিষমবৃত্তিতা ছাড়িতে হইবে, সমবৃত্তিতা পাইতে হইবে। এইটি বৃত্তের সূত্র বা মন্ত্র। সাগরের জলকে যদি পর্জ্জন্যরূপে পাইতে চাই, তবে, জলকে সাগর ছাড়িয়া বাষ্পাকারে উঠিতে হইবে, এবং সে বাষ্পকেও আবার বায়ুর উপরিস্তরে উপযুক্ত শৈত্যমানাদি মিলাইতে হইবে। ইহা পর্জ্জন্যমন্ত্র। ওঁকারাদি সর্ব্বজপে, নাদকলাবিন্দুর সমানাধিকরণ যে বিন্দু, তা থেকে, আদৌ নাদকে, পরে কলাকে 'বিযুক্ত' (উদিত) করিতে হয় ; অন্তে, বিন্দুতেই উভয়কে সংযুক্ত (বিলীন) করিতে হয়। ইহাই মন্ত্র, এবং উদযবিলয়সন্ধি নিযামিকা 'অর্দ্ধা'-ই সকলমন্ত্রেরই 'মনু'।

প্রতিযোগে হয় 'যন্ত্র'। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সংযোগ-বিয়োগ 'যেমন-তেমন' ভাবে হইলে হয় না। যেমন, Quadratic Equation , তার, 'x', 'a', 'b', 'c'—এ সব এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতসূত্রে সম্বদ্ধ হইলে, তবে সেটি হয় , অন্যথা নয়। অতএব সংযোগ-বিয়োগের একটা বিশিষ্ট রূপ, লেখ বা আকৃতি আমাকে পাইতে হয়। যেটি আবশ্যক সংযোগ-বিয়োগ, তার একটা পরিকল্পনা (design and diagram), একটা প্রতিরূপলেখ থাকা চাই। ধর, ক, খ, গ তিনটি বিন্দু। মন্ত্র বলিল, 'ঐ তিনটিকে এমন এক কৌণিক সম্বন্ধে বসাও, যাতে ক'রে তাদের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হয়'। যন্ত্র বলে—'এইতো ত্রিভুজ আঁকলাম'। ত্রিভুজে ঐ নির্দ্দিষ্ট কৌণিক সম্পর্কে বিন্দুতিনটি পরস্পরের 'প্রতিযোগী' হইল। এইরূপ সর্বত্র প্রতিযোগব্যবস্থাপককে যন্ত্র ভাবনা করিবে। In is the Principle of Power Co ordination (and Control)।

প্রয়োগ আর নিয়োগ—এ দুয়ে 'তন্ত্র'। 'তন্ত্রে' সমস্ত কিছু প্রযুক্ত হয় এবং নিযুক্ত হয়। যে সকল যোগ্ অথবা বিয়োগের জন্য 'যোগ্য' (fit, proper)

আছে, সে সকলে যে অভীষ্টক্রিয়া (desired activation), তাকে বলে 'প্রয়োগ'। আধান-সন্ধান-বিধানাদি পূর্ব্বক 'যোগ্যতা' জন্মাইয়া অভীষ্টক্রিয়াটি করিতে হইলে 'নিয়োগ'। যেমন, যাগে যাজক ও যজমান পরস্পরকে 'নিয়োগ' না করিলে অভীষ্টযাগের সম্পাদ্যতা ঘটে না। যজমান যাজককে যথাবিধি 'বরণ' করিবে ; যাজক যজমানকে সংকল্পাদি করাইবে। এই সাধারণ লক্ষণটি সর্ব্বক্ষেত্রে পরীক্ষা করিবে।

ঐ তিনেতেই এক 'ধূঃ' বা অক্ষের আবশ্যক হয়। 'ধূঃ' বলিতে যেটি গতিবৃত্তিমাত্রের অভীষ্ট মান, ছন্দঃ, আকৃতি বিধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যথা, Axis of Rotation or Spiral Motion. ধূঃ আর অক্ষের একটু বিশেষও আছে, যেটি 'অক্ষ' সূত্রে বলা হইবে। সংক্ষেপে, ধূ-তে কেন্দ্রীণমুখ্যতা, অক্ষে ব্যাসমুখ্যতা। এখানে দুটিকে মিলাইয়া বল যে—দক্ষ হইল সেই তত্ত্ব (Principle), যেটি জনি বা সম্ভব (হওয়া)-মাত্রে 'ধুরন্ধর'।

তাই, ক্ষোভ্যক্ষোভকের যত সম্বন্ধ হোক্, দক্ষ সে সব সম্বন্ধের নিয়ামক। নিখিলব্যবহারে যে 'ভূমিকাপট' (background plan or picture) আবশ্যক হয়, দক্ষ হইলেন তার 'চিত্রক' (Designer)। এই বিচিত্র অদ্ভুত বিশ্বরচনায় প্রজাপতি স্বয়ং Architect (মন্ত্রদ), বিশ্বকর্ম্মা (তন্ত্রদ) Engineer, আর, দক্ষ (যন্ত্রদ) Designer. অবশ্য, একই 'পুরুষ'-কে তিন করিয়া দেখা হইল। বর্ত্তমান সূত্রে (এবং পরেও) দক্ষই মুখ্যভাবে আসিতেছেন। দক্ষ 'শিবায়'—কুশল থাকা চাই।

৪॥ অদিতের্দক্ষো দক্ষাদদিতিঃ ॥

অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি ॥

ঋচাং প্রহেলিকা যেয়ং তাং বিদ্যাদ্ বিশ্বসৃষ্টিষু।
স্থিতিস্থাপকতাবীজং পৃথু বাণু তনু স্থিতম্ ॥
রেখাচিত্রং হি বর্ণানাং বর্ণ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ।
বর্ণকস্তস্য দক্ষোঽয়মদিতির্বর্ণমাতৃকা।
অক্ষরূপাক্ষযোগেন বিশ্বে তরঙ্গভঙ্গিমা ॥ ২৩৩-৩৪

ঋগ্বেদাদিতে 'অদিতি থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি'—এইভাবে যে

'প্রহেলিকা' শ্রুত হয়, সে প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিটি বিশ্বসৃষ্টিতে, সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে, জানিতে চাও। কেন? কেননা, ঐ হেঁয়ালিতে, স্থূল (পৃথু), তনু এবং অণু (সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম) নিখিলবস্তুজাতের, স্থিতিস্থাপকতাধর্ম্মের যেটি বীজ• (Root Principle of Basic Elasticity), সেটি নিহিত। বস্তুর একটা স্থিতিরূপ ব্যবহারতঃ আছে। সেটি সে বস্তুর ব্যবহারনির্বাহক 'স্বরূপ' ও 'স্বভাব'। এটি অবশ্য অক্ষর, অচ্যুত নয়। এর ক্ষোভ, চ্যুতি নিরন্তর ঘটিতেছে। তথাপি বস্তুটি 'ক্ষেমে', আপন 'স্বভাবে-স্বরূপে' রহিতে চায়। একটা রবার বল অথবা একটা স্প্রিং-কে চাপ বা টান দিলে যেমন। এটা কেবল জড়ধর্ম্ম নয়—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সর্ব্বত্র আছে। ক্ষরভাবে একটা থাকে ক্ষোভক (Stress); বস্তুটা ক্ষোভ্য, তার ক্ষরবৃত্তিটা ক্ষোভ (Strain)। কাজেই, বস্তুমাত্র সম্বন্ধেই ঐ ক্ষোভ্য-ক্ষোভকের অনুপাতটাই ঠিক করিয়া দেয়, উহা কতটা ক্ষেমে (স্বভাব-স্বরূপে) থাকিল বা থাকিতে পারে। এটি স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম্ম। পূরা ধর্ম্মটি কোন সৃষ্টবস্তুতেই কার্য্যতঃ নেই। পুরা যে শক্তিতে হয়, সে শক্তি ক্ষেমদা, ক্ষেমঙ্করী। জড় (স্থূল-সূক্ষ্ম) ছেড়ে প্রাণে গেলে ঐ ধর্ম্মটি সমধিক সাবকাশ হয়। মুখ্যপ্রাণে সাতিশয় হয়। অদিতি এমন সত্তা, যেখানে স্থিতিস্থাপকতা নিরতিশয়।

আগে 'বর্ণ'—এর যে লক্ষণ করা হইয়াছে, সেটি আবার ভাবনা কর। এতে তিনটি রূপ—বর্ণ, বর্ণ্য, বর্ণক। এখন, এ তিনের সম্বন্ধে অদিতি = বর্ণমাতৃকা—the Matrix underlying whatever evolves from the potential ('ব'), to a top limit of actuality ('র্ণ')। উদিত-কলিত-বিলীন নাদ সম্পর্কে বিন্দু অদিতি; কলিতকলাসমূহ সম্পর্কে আবার নাদ অদিতি; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত। বর্ণমাতৃকা অদিতি থেকে বর্ণ এবং বর্ণ্য—দুই-ই প্রসূত হয়—both Predication and Predicable. এর নিমিত্ত অদিতি এক 'মাধ্যম' ভজনা করেন। সে মাধ্যম 'বর্ণক'। অর্থাৎ, অদিতি যেন 'বর্ণক'কে আপনাতেই উদিত ও বৃত্তিমান্ করিয়া বলেন—'তুমি আমার এই মূল আধার-উপাদানে (Ground and Matrix-এ) নিখিল বর্ণকে, আবার—আবার, আবারও বর্ণনীয়—continued predicable করিয়া যাও। থামিও না সহজে। —যতক্ষণ না 'আমি আবার নিখিল বর্ণ বর্ণ্য গোষ্ঠী আপনাতে

গুটাইয়া লই'।' কথাটা হেঁয়ালির মত। ভাবিয়া দেখ। সৃষ্টিব্যবহারে একটা continued process of predicating the predicable চলিতেছে, নয় কি? বর্ণক যেটির বর্ণনা দিল, সে 'বর্ণ্য' বলে—আমার এ বর্ণনার আবার বর্ণনা দাও, আবারও দাও। লেখটির কখনই সমাপন হয়. না। অদিতি—মূলবর্ণমাতৃকা,—প্রতিটি বর্ণনস্থলে, নিজেকে আবার মাতৃকা (Matrix) রূপে 'পাতিয়া' দেন। Prime Matter-Power আপনা থেকে First Informing Power evolve করতঃ তাকে বলে—"তোমার 'রূপায়ণ' ভূয়োরূপে—progressively—চলিতে থাকুক ; আমি তোমার প্রতি পদেই, প্রত্যযেই 'প্রকৃতি' রূপে নিজেকে লইব।" Matrix = 'প্রকৃতি'। ফলতঃ, Matter and Form, এ দুয়েরি এক সামান্য প্রকৃতিরূপতা আছে। সত্তা (Being) যেখানে বলে—'আমি এখানে আছি' ; আকৃতিও (Pattern, Form) সেখানে বলে—'এই তো আমিও সঙ্গে আছি'। দুয়ে যে 'কিভাবে' জড়িয়ে থাকে, তা বলা যায় না ; তবু থাকে—যেমন, ভানে, সুষুপ্তিতে। এটি মূল মাতৃকা অদিতি। এটি আপনা থেকে বর্ণ এবং বর্ণক,—এই দ্বন্দ্বটি (প্রতিযোগিতা) আদৌ 'প্রসব' করে। এ দুয়ের অন্যোন্য ক্রিয়মাণতায় যেটি 'জাত' হয়, সেটি 'বর্ণ্য' ; এই বর্ণ্য জাত হইয়া নূতন করিয়া মাতৃকার (অদিতির) ভূমিকাটি লয়। —Becomes a new datum or fresh material for further treatment and elaboration. তন্নিমিত্ত আবার 'বর্ণ-বর্ণক' সন্নিবেশটি আবশ্যক হয়। 'বর্ণ' যে—dynamic activation out of a potential 'base' with a view to evolving a desired pattern, ইহা ভালমতে দেখা হইয়াছে। এরূপ ক্রিয়াতে কোন 'অক্ষদণ্ডের' আবশ্যকতা হয়ই। ইহাই মাতৃকারূপী সমুদ্রমন্থনের যেন দণ্ড। বর্ণকরূপে যেটি অক্ষদণ্ডটি ধরে, সেটি 'দক্ষ'—মন্থনকৃৎ।

এইভাবে দেখিয়া লও যে—অদিতি থেকে দক্ষ, আবার, দক্ষ থেকে অদিতি। অদিতি Matrix Principle ; দক্ষ Exponent Principle. নিখিল সৃষ্টি, ভিতরে বাহিরে, এ দুয়ের অন্যোন্য জন্য-জনকতা আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

অদিতি-কশ্যপ এবং অদিতি-দক্ষ—এ দ্বন্দ্বদ্বয় বিবেচনপূর্ব্বক ভাবনা করিও। অদিতিকে 'উচ্ছূনা' করিয়া, সেটিকে (বর্ণরূপে) নিখিলসৃষ্ট্যাকৃতিসম্ভবে 'প্রসূতি'

করে যেটি, সেটি কশ্যপ। অর্থাৎ, মূলমাতৃকাকে করে আদিমাতা। অক্ষরমাত্র 'বর্ণ' হইয়া, তবে হয় এই বর্ণনীয়া, বর্ণময়ী সৃষ্টি।

অদিতি-দক্ষে যে 'সম্ভূয-সমুত্থান' ভাব—সেটি মূল মাতৃকার মৌলিক স্থিতিস্থাপকতা নিবন্ধন, ইহাও চিন্তা করিও। 'প্রকৃতি' যে কোন 'প্রত্যয়ে' যাইয়া বলে—'আবার আমি প্রকৃতিতে ফিরিব।'

শেষকালে দেখ—বিশ্বে (অন্তর্বহিঃ) যে তরঙ্গভঙ্গিমা (wave pattern) দেখা যায়, সেটি এই অদিতি-দক্ষ সম্ভূযসমুত্থানবৃত্তিতার ফলে। ধর, অদিতি= কোন সামান্য আধার (যথা, Hydrodynamic Equations of Continuity)। এ আধারে 'অপর কিছু' অক্ষদণ্ড (Vertical Exponent) রূপে নিজেকে ধরিবে। আর বলিবে—'এই অক্ষদণ্ডের দুটি প্রান্তের সঙ্গে 'স্পর্শ' রাখিয়া ধনে-ঋণে (ওঠা-নামায) অবিচ্ছেদে (in continuity) গতিবৃত্তি চলুক।' ফলে—উর্ম্মিশ্রেণী। দ্ (দণ্ডবৃত্তি)+অক্ষ=দক্ষ।

ঐ প্রান্তদ্বয় 'স্পর্শ' পরের সূত্রে আসিতেছে—

৫ ॥ অক্ষত্বং সমাবৃত্তে র্মূলমূর্দ্ধনোঃ ॥

মূলমূর্দ্ধার সমাবৃত্তি যদ্দ্বারা ঘটে, সেটি অক্ষ ॥

'মূল' বলিতে মূল আধার=Base, 'মূর্দ্ধা' বলিতে সে আধারসম্পর্কে 'উদয়' বা 'উন্নতি'-র কাষ্ঠা=Apex. 'সমাবৃত্তি' এস্থলে অনুবন্ধানুরূপ এক মূল সংজ্ঞায় লওয়া হইতেছে। ধর, কোন 'বর্ণ' (Dynamic Activation) মূল মূর্দ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া হইতেছে। এই 'সম্পর্ক' (correspondence) যদি ছন্দোগবৃত্তিতায (harmonically) ঘটে তো, গতিবৃত্তির 'সমাবৃত্তি'।

তা হইলে, কোন গতিবৃত্তিকে, যেটি, তার আদি ও কাষ্ঠা, উপক্রম এবং উপসংহার অবধি, সুযমসম্বন্ধবৃত্তিতায (in harmonic correspondence) রাখে, সেটিকে বলে 'অক্ষ'।

অকারো হ্যদিতের্মূলং ক্ষো দক্ষস্য চ মূর্দ্ধনি।
এতাভ্যাং যা সমাবৃত্তির্বিশ্বস্য মূলমূর্দ্ধনোঃ।
তয়া হ্যক্ষত্বমায়াতি রাদক্ষোঽক্ষরতাং গতঃ ॥

মূলাধারসহস্রার-সমাবর্ত্তনবৃত্তিতা।
সৌষুম্নাক্ষেণ নিষ্পাদ্যা মূলমূর্দ্ধাসমাসতঃ॥
নাদোঽদিতি র্দক্ষো বিন্দু র্ব্যাসঙ্গোঽক্ষ ইতি স্থিতিঃ।
অমাবদিতিদক্ষৌ চো-কারোঽক্ষ ইত্যপি স্থিরম্॥ ২৩৫-২৩৭

'অদিতি'র আদিতে (মূলে) 'অ'; 'ক্ষ' 'দক্ষ'-এর মূর্দ্ধায়। এ দুটির দ্বারা, পূর্ব্বোক্তলক্ষণমত, নিখিলপদার্থের, আমূল আমূর্দ্ধ (Base to Apex) যে সুষমসমন্বয়ে বৃত্তি সেটির নির্ব্বহণ হয়; সেইজন্য, 'অক্ষে'-র অক্ষত্ব। যেমন, গণিতে একটা Cone. এর যেটি Axis, তার সঙ্গে ব্যাসের সমকোণ রাখিয়া যদি একটা অবচ্ছেদ (section) করি তো পাই বৃত্ত; eccentricity (e) স্থলে Ellipse ইত্যাদি। তথাপি এ সকলগুলিই 'সজাতীয়' 'লেখ'। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অভিবিধি (Equation) হইলেও এদের সাজাত্যনিরূপক এক সাধারণ অভিবিধিও আছে। আর, 'সাজাত্যনির্ব্বাহক' Cone এর ঐ অক্ষ। 'দীক্ষা' এমন এক সমর্থ মন্ত্ররূপ অক্ষের দ্বারা শ্রীগুরুর 'ঈক্ষণ', যদ্দ্বারা শিষ্যের বৃত্তিলেখ আসে শ্রীগুরুর 'সাজাত্যে'। বাহ্যপূজায় 'প্রাণপ্রতিষ্ঠায়' এই অক্ষটিকে বিশেষভাবে চিনিবে। দীক্ষা এবং ন্যাস প্রসঙ্গে এ কথা আবার আসিবে।

অক্ষ-এর সাথে 'র' যোগ করিলে 'অক্ষর'। 'র' = ক্ষরভাব, অথবা, ক্ষরাভাবে ক্ষরভাবের উপযোগ। ক্ষরাভাবের প্রতিযোগী ক্ষর; অনুযোগী অক্ষর। আবার, এও দেখ যে, 'ক্ষ' যদি 'ক্+ষ' মনে কর, তা হইলে, 'ক'-এ মূল, এবং 'ষ'-এ মূর্দ্ধা—এ ব্যঞ্জনাটি লক্ষ্য করিও।

ষট্‌চক্রের মূলে 'মূলাধাব', মূর্দ্ধায় 'সহস্রার'। 'সুষুম্না' এ দুয়ের মাঝে 'অক্ষ'। কি উদ্দেশ্যে?—সমাবর্ত্তনবৃত্তিতা। অর্থাৎ, এবম্বিধ বৃত্তিমত্তা, যেটি 'সমাবৃত্তি' সংজ্ঞায় আসে। সৃষ্টিতে, ব্যবহারতঃ, যত প্রকারের 'পথ' বা 'মার্গ' দেখা যায়, সে সকলে ব্যাবৃত্তিবহুলতা (dominance of the 'disturbing potential') বিদ্যমান থাকে। ঐ বহুলতার লাঘবতা (reduction)-সাধনই তত্তৎপন্থী সকলের সাধন। সকলেই স্বভাবতঃ the path of least resistance খুঁজিতেছে। সমাবৃত্তিতে ব্যাবৃত্তিবিদ্বেষটি লঘিষ্ঠ হইয়া যায়। তখন, গতিবৃত্তি বলিতে পারে—'এইবার আমি স্বচ্ছন্দে ঋতানুগভাবে চলিব।' এইটি 'সৌষুম্নমার্গ'।

সমাবৃত্তিতে মূল ও মূর্দ্ধা—দুই-ই সমাসে (integrally) এবং অন্যোন্য সমন্বয়ে (in mutual 'happy' correspondence) গৃহীত হয়। যেমন, জপে বিন্দুমেরু আর নাদমেরু।

এ প্রসঙ্গে, নাদ = অদিতি, বিন্দু = দক্ষ, আর, এতদুভয়ের ব্যাসঙ্গ = অক্ষ,—এভাবেও ভাবনা করিতে পার। বিন্দু (পূর্ণশূন্যৈক) স্বয়ংই যে দক্ষ, এমন না হইলেও, বিন্দুকে বিশেষভাবে ধরিয়াই সৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যাপারবত্তাই দক্ষ হয়।—The Source and Nucleus Principle। জপক্রিয়াটি দক্ষ কখন?—বিন্দুসংশ্রয়টি হইলে। ব্যাসঙ্গ = বিশেষরূপে আসঙ্গ। অথবা, 'বি', কিনা, ব্যাবৃত্তি পরিহারে যে আসঙ্গ। এটি অক্ষ।

পুনশ্চ, ওঁকারে অ = অদিতি, ম = দক্ষ, উ = অক্ষ—ইহাও দেখিও। প্রণবে ঐ তৃতীয় মাত্রা (ম) কি করে? মাঝের উকার দিয়া, অক্ষর সামান্য যে অকার সেটিকে 'মন্থন' করে। কেন? অর্দ্ধমাত্রা, এবং তৎপ্রসাদে, অমৃত মিলাইবার জন্য।

৬ ॥ তস্যৈবাজিহ্মত্বানুবন্ধিত্বেন দণ্ডত্বম্ ॥

অক্ষ যদ্যপি অজিহ্মরূপে অনুবন্ধী হয়, তবে দক্ষ হয় 'দণ্ড' ॥

অজিহ্মত্বমৃজুত্বং স্যাদনুবন্ধিতয়া দমঃ।
দাদক্ষো দক্ষতাং যাতি দক্ষো দণ্ড ঋজুত্বতঃ ॥ ২৩৮

'অজিহ্মত্ব' বলিতে জ্যামিতিক সরলরেখাদির ঋজুত্বই বুঝিলে হয় না। সরল, বক্র, শঙ্খাবর্ত্ত ইত্যাদি যে প্রকারেরই গতিবৃত্তি হোক্ না কেন, সেটি ঠিক তার নির্দ্দিষ্ট অভিবিধি বা ছন্দে অনড় স্থিতিতে (in undeviating rectitude or conformity) আছে কি না, এইটিই দেখার বস্তু। বৃত্ত, বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা—এ সকল তো ঋজুরৈখিক নয়, তবু অজিহ্মত্ব বা ঋজুত্ব লক্ষণে আসে। জপব্যাহরণাদিতে ঋজুত্বের প্রসঙ্গ আগে হইয়াছে। এই প্রকার অজিহ্মবৃত্তিকে যে ধর্ম তার স্বীয় অভিবিধির অনুবন্ধিতায় বা অনুশাসনে রাখে, তাকে বলে 'দম'। এই দম = 'দ'। 'দ'-যোগেই অক্ষ হয় দক্ষ। দমকুশলী (Master Control) ছাড়া দক্ষ কেহ নেই। এবং অনুশাসনে দমের সঙ্গে যদি ঋজুত্ব (আর্জব)—Rule or Discipline following

the straightforward line of undeviating rectitude—মিলিত হয়, তবে দক্ষ হয় 'দণ্ড'। দম = ধর্ম ; দণ্ড = ধর্মের বিনিয়োগ।

অন্বয়াদনুবন্ধঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধস্তু বারণাৎ।
নিবন্ধশ্চ প্রবন্ধশ্চ ভূতভব্যদ্বয়ান্বয়ৌ ॥ ২৩৯

ধর, সাধারণভাবে 'বন্ধ' (Nexus or Binding Principle)। এটি যদি অন্বয়ে এবং অনুলোমে থাকে তো অনুবন্ধ ; ব্যতিরেকে (বারণে) এবং প্রতিলোমে থাকে তো প্রতিবন্ধ। 'ভূত' (actual)-এর সঙ্গে অন্বয় থাকিলে নিবন্ধ ; 'ভব্য' (prospective-এ) অন্বয় রহিলে প্রবন্ধ। সর্ব্ব ব্যবহারেই বন্ধসম্বন্ধ এই চারি প্রকারের হয়—দৃষ্টান্তাদি দ্বারা বুঝিয়া লইও। বন্ধ না বুঝিলে বন্ধমুক্তি নেই।

ব্যাপ্তিগ্রহণমাত্রেন চাপ্যব্যাপ্তির্দ্বিতীয়তঃ।
তত্রাপি ভূতনিষ্ঠা চ ভব্যনিষ্ঠা বিশিষ্যতে ॥ ২৪০

অনুবন্ধে ব্যাপ্তিগ্রহণ। 'খ' যদি 'ক'-এর অনুবন্ধে থাকে তো, ক-এর ব্যাপ্তিতেই খ-এর গ্রহণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ক-বৃত্তেই খ আছে। যদি সেরূপ ব্যাপ্তিতে না আসে, তবে প্রতিবন্ধ। খ, সেস্থলে, ক-এর অভাবের যে অভাব, তার প্রতিযোগী। 'তত্রাপি', কিনা, ঐ ব্যাপ্তিগ্রহণে, ভূতনিষ্ঠাস্থলে নিবন্ধ, আর, ভব্যনিষ্ঠাস্থলে প্রবন্ধ। যেটি হইযাছে বা চলিয়াছে, তার সম্বন্ধে যে বন্ধ (linkage, affinity, reference), সেটি নিবন্ধ (নিবধ্নাতি)। ভাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধ (the prospective 'projected' into the actual)। যথা, ভূগর্ভস্থ খনি। যেটি আবিষ্কৃত, সে সম্বন্ধে নিবন্ধ ; যেটি আবিষ্করণীয়, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ। জপে নাদসন্ধান হইল = নিবন্ধ ; জ্যোতিঃ এবং রস সন্ধান হইবে = প্রবন্ধ।

ওঁকারস্য হ্যকারাদিচতুর্মাত্রাভিরেজিতৈঃ।
তকারাদিচতুর্বর্ণৈঃ কৢপ্তং দণ্ডচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪১

ওঁকারের অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা—এ চারি মাত্রা দ্বারা 'এজিত' (উত্তেজিত = 'energised') হইয়া, দণ্ড-ও চারি প্রকারের হইয়াছে। 'অ'-কারে 'কায়দণ্ড'

হয় ; 'উ'-তে 'বাগ্দণ্ড' ; 'ম'-তে 'মনোদণ্ড'। 'অ' স্বরপ্রধান ; এতে 'কায়' বা Apparatusটি 'স্বরে' আসে। 'উ' বায়ুপ্রধান ; এতে বাক্ ছন্দে আসে। 'ম' স্পর্শপ্রধান ; এতে মন আসে ভাবে বা অনুধ্যানে। অর্দ্ধমাত্রায় হয়—'তপোদণ্ড'। এতে কায়-বাক্-মন—ত্রিতয়ের মুখ্যপ্রাণরূপতায় (নাদ-বিন্দু, জ্যোতীরস, ইত্যাদিরূপে) পরিণমন ঘটে। তা হইলে, 'ক, ব, ম, ত', এই চারি দণ্ড।

এই তপোদণ্ডই সর্ব্বত্র (সাধনেও) 'এই' আর 'সেই'-এর মধ্যে বিধৃতি-বিধায়ক। এটি ব্যতীত কায়দণ্ডাদি 'ভেস্তে' যাবার ভয় থাকে। এই নিমিত্ত জপাদিতে 'অর্দ্ধা'কে প্রসাদিত রাখ। 'তপোভঙ্গে' সাধন ও সিদ্ধি, দুয়েরি ভঙ্গ। চতুরাশ্রমে, ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যদণ্ড, গার্হস্থ্যে যজ্ঞদণ্ড, বানপ্রস্থে তপোদণ্ড, এবং প্রব্রজ্যায় যতিদণ্ড—এই চতুষ্পাৎ দণ্ডপ্রশাসন। বাকে মৌন, প্রাণে 'আয়াম', মনে মতি বা শম, বুদ্ধিতে ধৃতি বা ধ্যান—এ সব দণ্ড। ইত্যাদি।

৭॥ **মূলমূর্দ্ধমুখ্যতয়া দক্ষস্যাক্ষত্বম্** ॥

(দণ্ডবৃত্তিমুখ্য না হইয়া) মূলমূর্দ্ধমুখ্য হইলে, দক্ষ হয় 'অক্ষ' ॥

আগে ৫ম সূত্রে মূলমূর্দ্ধসমাবৃত্তিতে 'অক্ষ' পাইয়াছি। এখানে, মূলমূর্দ্ধমুখ্যত্ব। অক্ষের সাথে 'দণ্ড' থাকে। এই যে সাহিত্য, এতে প্রশ্ন হয়—'আচ্ছা, এ দুটির কোন্‌টিকে প্রধান করিয়া ভাবনায় লইতেছ?' অক্ষমাত্রে অভিবিধি এবং মর্য্যাদা, দুই-ই অন্বিত থাকে : একটি বলে—'এই তোমার গতিবিধি', অপরটি বলে—'তুমি তো এই এই অবধি।' এ দুয়ের কোন্‌টা বিশেষ করিয়া ভাবিতেছ, তাই বল। প্রথম স্থলে, কিনা, প্রশাসনানুবন্ধে, অক্ষ হয় দক্ষ। দ্বিতীয় স্থলে, কিনা, প্রশাসিতানুবন্ধে, সীমা-সম্পর্কে, দক্ষ হয় অক্ষ। (এইটি ৮ম সূত্র)

মূলমুপক্রমো মূর্দ্ধোপসংহার ইতি স্থিতেঃ।
উপক্রমোপসংহারসম্বন্ধমুখ্যতাক্ষতা ॥ ২৪২

মূল = উপক্রম, মূর্দ্ধা = উপসংহার,—এই স্থিতিতে যদি উপক্রম-উপসংহার-সম্বন্ধের মুখ্যতা লক্ষিত হয়, তবে 'অক্ষ' হইল বুঝিতে হইবে। কোন ক্রিয়ার গোড়ায় কি, আর শেষেই বা কি, এবং এই গোড়া আর শেষের সম্বন্ধটি কে বা কিসে বিশেষভাবে রাখিতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষ। যেমন, সর্ব্ব জপেই

মধ্যমা ; এটি নিত্যস্ফোটরূপা, সর্ব্বজপের (এবং বাকেরও) হৃদিস্থিতা অক্ষ। ইহা আধার বা Base অক্ষ। নাদ আবৃত্তি-পরিবৃত্তির অক্ষ। অর্দ্ধমাত্রা পরাবৃত্তি-সমাবৃত্তি অক্ষ। এবং বিন্দুমেরু-নাদমেরু সংযোজকটী সম্যক্ অনুবৃত্তির (ছন্দোগত্বের) অক্ষ।

'সম্বন্ধমুখ্যতা' কাকে বলে ?

অনুবন্ধাদিবন্ধানাং সম্বন্ধব্যবসায়িতা।
চতুর্ব্যবহিত্যভাবঃ সম্বন্ধমুখ্যতা মতা ॥ ২৪৩

অনুবন্ধাদি যে চারি রকমের 'বন্ধ' (Binding Principle) আগে বলা হইয়াছে, তাদের সম্বন্ধ যদি 'ব্যবসায়ী' হয় ; আর, (১) দেশব্যবধান, (২) কাল-ব্যবধান, (৩) বস্তুব্যবধান, এবং (৪) অন্যসম্বন্ধব্যবধান—এই চারি 'ব্যবহিত'-এর যদি অভাব হয়, তবে সম্বন্ধমুখ্যতা হইল বুঝিবে। 'ব্যবসায়ী' বলিতে, ঐ অনুবন্ধাদির সম্বন্ধ নানাবিষয়ক, নানামুখী নয়—not in multilateral reference, but in one-pointed reference. 'ক'-এর অনুবন্ধে 'খ'-এর সম্বন্ধ কি একমুখী, না, নানামুখী ?—এইটি প্রশ্ন। ব্যবসায়ের কাষ্ঠায় নিষ্ঠা। গুরু, ইষ্টমন্ত্রাদি সম্বন্ধে তোমার জপাদির অনুবন্ধ, এই ভাবে বুঝিয়া লইও। অনুবন্ধ সাধু, অনুবৃত্তি সাধ্বী হওয়া চাই। তার পর, ঐ ব্যবধান চারিটি না সরা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ব্যবসায়ী হইয়াও 'মুখ্য' হয় না। লোহার গুঁড়া চুম্বকেই চায় ; কিন্তু দেশাদির ব্যবধান থাকিলে কি হবে ? অন্য বা ইতর সম্বন্ধও মুখ্যতাপত্তিতে অন্তরায়।

অক্ষমিন্দ্রিয়মিত্যত্র গৃহ্যতেঽক্ষতান্বয়ঃ।
সামান্যাধিকরণ্যেনাস্মিতেদন্তেতি চ দ্বয়োঃ ॥ ২৪৪

'অক্ষ' বলিতে যদি 'ইন্দ্রিয়' বোঝ, তবু, অক্ষে অক্ষতাধর্ম্মের অন্বয় আছে, লক্ষ্য করিও। বিষয়ের সঙ্গে মনের এবং আত্মার সম্বন্ধমুখ্যতা (পূর্ব্বোক্ত অর্থে) ঘটে ইন্দ্রিয়দ্বারা। মন 'অব্যবসায়ী' থাকিলে, এবং ঐ চতুর্ব্যবধান বর্ত্তমান থাকিলে, বিষয় সম্বন্ধ মুখ্যভাবে (অর্থাৎ, ঠিক 'গ্রহণ' রূপে) হয় না। 'অস্মিতা' এবং 'ইদন্তা' (অহং এবং ইদং)—এ দুটির সামান্যাধিকরণসংঘটক 'অক্ষ'। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হইতে হইলে, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমেয়চৈতন্য এবং প্রমাণচৈতন্য—

এদের কোন কোন বিশেষভাবে সমানাধিকরণ সম্বন্ধে আসা চাই। সুতরাং, ঐ প্রকার সম্বন্ধসংস্থাপক অক্ষ আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্ত লইয়া এই অক্ষটির সন্ধান করিও।

সংগৃহীততলাদীনামাবৃত্তৌ বৃত্তিতুল্যতাম্।
সমীকর্ত্তুং সমর্থোঽক্ষঃ কমঠমেরুমন্দরঃ॥ ২৪৫

ধর, একাধিক তল (plane), 'সংগৃহীত'—কোন ক্রিয়া নির্বহণ উদ্দেশ্যে 'এক সঙ্গে' করা হইয়াছে। (যেমন, Energy-র different levels and forms.) এই 'তল'গুলি আবর্ত্তিত হইতেছে, অথবা হওয়া দরকার। এদের সব্বাইকার আবর্ত্তনে তুল্যবৃত্তিতা (accordance and uniformity) রাখা যায় কিসে? বিভিন্ন তলে বিভিন্ন রকমের গতির 'সমীকরণ' হওয়া আবশ্যক। 'সম' মানে ঠিক সমান না হইতেও পারে; সমানুপাতিক হইলেও হয়। যেমন, সঙ্গীতে তিন অথবা ততোধিক গ্রামে স্বরমূর্চ্ছনায়; মৃদঙ্গাদির বোলেও বটে। এরূপ সমীকরণসমর্থ হইল অক্ষ। সুরে ছন্দে সমানুপাতিত্ব ঐ অক্ষ। বৃত্ত, বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা প্রভৃতির অক্ষ তাদের যেটি সাধারণ অভিবিধি (General Equation)। জপাদিতে মধ্যমাদি অক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক হইবে। গায়ত্রীজপে ষট্‌পদিকসুষমবৃত্তিতা—the Six-Phase Harmonic Process. (বাকি দুটি ঠিক ব্যক্ত নয়, তথাপি অক্ষধৃত রহিবে।) অর্দ্ধমাত্রারূপী মূল অক্ষ উদয়-বিলয় (ধন-ঋণ) মুখে রহিলে পরিবৃত্তি। 'উর্দ্ধমুখ' হইলে পরানিবৃ্তি। পর পর ষট্‌চক্রবৃত্তি সম্পর্কে সুষুম্নার অক্ষত্ব।

৮॥ **দণ্ডানুবন্ধিত্বপ্রাধান্যেনাক্ষস্য দক্ষত্বম্॥**

(পক্ষান্তরে) দণ্ডের অনুবন্ধিত্ব যদি প্রধান হয়, তবে অক্ষ হয় দক্ষ॥ (অনুবন্ধিত্ব = Logical reference, সোজাসুজি লও।)

জ্যামিতির্দেশনিষ্ঠা যা কালে সংখ্যেয়বৃত্তিতা।
তয়োঃ প্রশাসনো দণ্ডঃ সমীকরণসূত্রতঃ॥ ২৪৬

সমীকরণসূত্রতঃ = সমীকরণসূত্রবশতঃ। দেশে যেমন অন্তর্নিহিত (নিষ্ঠিত) জ্যামিতিক সংস্থা রহিয়াছে, কালেও তদ্রূপ নিষ্ঠিত এক সংখ্যেয়বৃত্তিতা আছে।

অর্থাৎ, ব্যবহারিক দেশকাল স্বগতসংস্থাবিশিষ্ট (having an intrinsic 'make' and pattern)। প্রথমটিকে যদি বল—intrinsic geometry of Space, তবে পরেরটি intrinsic kinematics of Time. দেশে-কালে কোন কিছু ঘটিতে গেলেই, এ দুয়ের অপেক্ষায় এবং তন্ত্রবিধিতে ঘটিতে হয়। দুটিতে দেশশক্তি-কালশক্তি—Power *ensemble* as Space-Time. এর 'লঙ্ঘন' হয় না, তবে 'সমাধান' হয়। সমাধানের সূত্রকে সমীকরণসূত্র বলা যায় (যথা, আধুনিক Law of Gravitation)। কর্ম্মসম্বন্ধে যাকে 'অদৃষ্ট' বলা হয়, সেটি, মুখ্যতঃ, উক্ত দেশকালশক্তিসংস্থাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মের উপযোগ-ফলাদি বিচারে জ্যোতিষের প্রমাণ প্রাসঙ্গিক।

দেশে পরিমেয়বৃত্তিতা এবং কালে সংখ্যেয়বৃত্তিতা নিষ্ঠিত। এ দুটিতে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যবস্থানসমস্যা (problem of planned process) উদিত হয়, তার সমাধান নিমিত্ত সমীকরণসূত্র আবশ্যক। সূত্র না মিলিলে সমাধান (solution) সাধিত হয় না। সূত্রমাত্রের অনুশাসন, প্রশাসন—এই দুটি রূপ। অনুশাসনে যেটি অনুকূল, সেটির অন্বয়; প্রশাসনে যেটি প্রতিকূল, সেটির ব্যতিরেকও হয়। সূত্রের এই যে অন্বয়ব্যতিরেকী প্রশাসনরূপ, সেটিকে বলে 'দণ্ড'।

সমীকরণসূত্র = Equation of Conformity. দণ্ড = Rule of Rectitude, of Pure Conformity.

অক্ষমাশ্রিত্য চারোহো জপাদিসর্ব্বকর্ম্মসু।
সমীকরণসূত্রেণ শাসিতাক্ষস্য দক্ষতা ॥ ২৪৭

জপাদি নিখিল কর্ম্মেই অক্ষ আশ্রয় করতঃ আরোহ, অভ্যারোহ সাধিত হয়। যথা, শঙ্খাবৃত্তিতে—in spiral motion. গায়ত্রীজপে ছয়টি পাদে ছয়টি শঙ্খাবৃত্তি রহে, ইহা বুঝিও। নাদ এ সব কয়টিতে অক্ষরূপে থাকে। ইতঃপূর্ব্বে বহুস্থলে পাদগুলিকে ঊর্ম্মিকলা (wave phase) রূপে দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মপ্রত্যয়ে, প্রতিটি ঊর্ম্মিকলায় শঙ্খাবৃত্তি 'নিষ্ঠিত' থাকে। যেমন ধর, কোন একটা স্প্রিং। তার দুটি মুড়ো কোন এক তলে আঁটিলে। তার পর, মাঝখানে ধরিয়া সেটিকে টানিলে। দেখিতে ঊর্ম্মির মত হইল, নয়?

এখন, কোন সমীকরণসূত্রের (নিরূপিতার্থে) যদি প্রশাসনে রহিয়া অক্ষ

বৃত্তিমান্ হয় তো, সে অক্ষ দক্ষ। জপে উদয়বিলয় সেতুতে রহিয়া 'অৰ্দ্ধা' এই প্রশাসনসূত্র নির্দ্দেশ দেন।

প্রশাসয়িতৃ যে সূত্র, তাকে বলে বিধি; এবং বিধির নির্ণয় (অন্বয় এবং ব্যতিরেকে) যদ্দ্বারা হয়, তাকে বলে 'শাস্ত্র'। সুতরাং, শাস্ত্রের এই লক্ষণ লইলে, কোন্‌টি ঋত, কোন্‌টি অনৃত, এর ব্যবস্থাপনে শাস্ত্র প্রমাণ। লক্ষণমত অশাস্ত্রীয় যেটি, সেটি অনৃত।

৯॥ দণ্ডপরিবৃত্ত্যা বৃত্তত্বম্॥

দণ্ডের পরিবৃত্তিতে বৃত্ত॥

আবিন্দু বিন্দুশেষঞ্চ বৃত্তং হি পরিতো মতম্।
অণুতনূরুভেদৈশ্চ তদপি ত্রিবিধং ভবেৎ॥ ২৪৮

বিন্দু (Point of Origin) থেকে আরম্ভ করিয়া কোন গতিবৃত্তি (বৃত্ত) যদি আবার বিন্দুতেই শেষ হয়, তবে, হয় পরিবৃত্তি। যেখানে উদয়, সেখানেই বিলয়। এই পরিবৃত্তি অণু, তনু, উরু ভেদে তিন প্রকার। অণুবৃত্তিতে পরিবৃত্তি বিন্দুমুখীনা হয়। তনুতে কলা; এবং উরুতে নাদ-মুখ্যা হয়। অণুতে intensive, উরুতে extensive, তনুতে expressive. শুধু জপে নয়, সর্ব্ব ক্রিয়াতেই এ তিনটিকে দেখিও।

পরিবৃত্তেন সংগ্রাহ্যং বৃত্তকোণাদিকঞ্চ যৎ।
চতুর্ধা তস্য বিশ্লেষো দেশকালাঙ্কবস্তুভিঃ॥ ২৪৯

পরিবৃত্ত দ্বারা (by a complete act of revolution) সংগ্রাহ্য (coverable) হয় যা কিছু—বৃত্ত (sphere), 'কোণ' (cone), শঙ্খাবৃত্ত (spiral) ইত্যাদি—তাদের চারি প্রকারে বিশ্লেষণ হইতে পারে—দেশ, কাল, অঙ্ক, বস্তু—এই চারি 'নিরূপক' অনুবন্ধে। 'অঙ্ক' বলিতে যেটি অঙ্কন করে—marks, traces; সুতরাং, যাহা সব কিছুকে 'লেখাঙ্কনে' দেখায়; nexus, সম্বন্ধ। অঙ্ক ব্যতীত আকৃতি হয় না।

অতএব, পরিবৃত্ত দেশ-কাল-সম্বন্ধ (বা নিমিত্ত)-বস্তু—এই 'বৃত্তভাগ'-চতুষ্টয়ে (functional quadrants-এ) বিশ্লেষণ হইতে পারে। অর্থাৎ, পরিবৃত্ত

চতুষ্পাৎ। দেশকালাদির আধারে ('Frames') যখন কোন ঘটনার বিশ্লেষ করিবে, তখন এরা হয় 'চতুর্মান' (four basic co-ordinates of any event-analysis)।

অঙ্কয়তি কলাবিন্দু-নাদাংশেচতি ত্রিধা পুনঃ।
সপ্তভঙ্গিবিধানেন দণ্ডস্য সপ্তধাঙ্কনম্ ॥ ২৫০

ঐ পরিবৃত্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে যে অঙ্ক (অঙ্কক যে সম্বন্ধ বা নিমিত্ত—the tracing and informing Factor), সেটি, পূর্ব্বালোচিত বিন্দু-কলা-নাদ—এ তিন 'মুখে' (sense or reference-এ) তার অঙ্কনটি করে। যার ফলে হয়—অণুবৃত্ত (microscopic), উরুবৃত্ত (macroscopic), এবং তনুবৃত্ত ('মধ্যম', সাধারণ)। সুতরাং, দণ্ড (the Ruling and Conforming Principle)-এর বিধান বা বিধি 'সপ্তভঙ্গী'। দণ্ড দ্বারা বিশ্বলেখাকৃতির যে অঙ্কন-প্রশাসন হইতেছে, তাতে সপ্তভঙ্গী দর্শন করিবে। দেশকালকে এক করিয়া লও; আর, বস্তুকে আর এক। 'বস্তু' মানে এখানে সত্তাশক্তি। এ দুটির সম্পর্কেই অঙ্ক হয় অঙ্কক। অঙ্ক ঐ দুয়ের প্রতিটিকে অণু, তনু (মধ্যম), উরুরূপে অঙ্কন করে। ফলে, ছয় 'ভঙ্গী' (Six 'Modes' of Becoming)। এর মূলে অঙ্ক নিজে অঙ্কনসূত্রসামান্যরূপে থাকে। কাজেই ১+৬=৭, এই সপ্তভঙ্গী (Seven Basic Modes)। বিশ্বের দণ্ডবিধি সপ্তপর্ব্বা।

১০ ॥ তদ্বৃত্তপ্রতিচ্ছেদাৎ প্রবৃত্তম্ ॥

(দণ্ডের ঐরূপ) পরিবৃত্তিতে যদি প্রতিচ্ছেদ ঘটে, তবে 'প্রবৃত্ত', এই সংজ্ঞা ॥

ধর, দুটি সরলরেখা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করিল। (অবশ্য, সমকোণে না হইয়া বিষমকোণেও হইতে পারে; তার ফলে, a system of oblique co-ordinates)। এখন, যে কোন গতিবৃত্তিকে ঐ দুটি 'প্রতিচ্ছিন্ন' সরলরেখার সম্বন্ধে (with respect to 'that' frame of co-ordinates) যদি ব্যাসে এবং সমাসে দেখা যায়, তবে, সমগ্র গতিলেখটির যে আলোচ্য আকৃতি (analytic or analysable section) পাই, সেটিকে বলে 'প্রবৃত্ত'

(an 'event', 'occurrence')। প্রতিচ্ছেদটি সোজা আকৃতিতে পাবার জন্য, উক্ত সরল প্রতিচ্ছেদ কল্পিত হইল বুঝিও।

পরিবৃত্ত্যা হি দণ্ডস্য বিশ্বং যদ্ বর্ত্তুলায়তে।
তদ্ ব্রহ্মাণ্ডাভিধং জ্ঞেয়ং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্॥ ২৫১

দণ্ডের পরিবৃত্তিবশতঃ বিশ্বসামগ্রীর বর্ত্তুলাকৃতি (Sphere Pattern) হয়; সেই 'বিশ্ববর্ত্তুল'-টিকে বলে 'ব্রহ্মাণ্ড'। এবং এটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণরূপে তিন। 'দণ্ড' বলিতে পূর্ব্বোক্ত সমীকরণ সূত্রপ্রশাসন—The Rule of a pan-Cosmic Equation. পরিবৃত্তি = এর পূরা সাবকাশতা = its total field or range of application. এ সামগ্রিক বিনিয়োগটিকে যদি সকল 'মানে' (dimensions-এ) লও তো, ঐ 'ক্ষেত্র'-টি হইল 'বর্ত্তুলবৎ'। (সমগ্রভাবে ঠিক বর্ত্তুল নয়; অবচ্ছেদে—by limiting the dimensions বর্ত্তুল।) সুতরাং, এ 'বর্ত্তুল' বা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বধ্যাতার 'ধ্যানে' আছে, অস্মদাদির কল্পনাতে নেই।

ক্রিয়াকৃতিত্বমাত্রেন সূক্ষ্মং শক্ত্যনুপাতিতা।
ক্রিয়াকৃতেশ্চ শক্তীনাং কার্য্যতাশক্যতাশ্রয়ম্।
সম্ভূয়মানতাবীজং ভূর্ভুবঃ স্বর্যথাক্রমম্॥
চতুরস্রপ্রতিচ্ছেদাদপেক্ষমাণদৃষ্টিতঃ।
সামগ্রীচ্ছেদকং চিত্রং প্রবৃত্তং ঘটনাভিধম্॥ ২৫২-২৫৩

'স্থূল' বলিতে বিশ্বের ক্রিয়াকৃতি (Patent Pattern—Cosmic Actual); 'সূক্ষ্ম' বলিতে অনুপাতসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে শক্ত্যাকৃতি (Potent Pattern—Cosmic Potential) বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম কেবল 'শক্তিপিণ্ড' নয়। যেমন, চিত্তের সংস্কারব্যূহ। ক্রিয়াকৃতি এবং শক্ত্যাকৃতি (লক্ষ্য কর যে, এটিকেও আকৃতি বলা হইল)—উভয়স্থলেই জিজ্ঞাসা হয়—কার্য্যের যেটি ধর্ম্ম, সেই কার্য্যতা, আর, শক্তির ধর্ম্ম শক্যতা, এ দুটির আশ্রয় কি? এবং শক্ত্যাকৃতি আর কার্য্যাকৃতি, এ দুই আকারেই যে সম্ভূয়মানতা—possibility of becoming—তারির বা 'বীজ'-টি কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত 'কারণ'-ও মানিতে হয়। 'অর্থাৎ, বিশ্বের কারণরূপ।—A Cosmic

Root, Basis. ঐ তিনটি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এ তিনের সঙ্গে যথাক্রমে মিলাইয়া লইও।

এই যে বিশ্বসামগ্রী (Cosmic Totality), এটিকে, যদি কোন অবেক্ষকের (Observer's) দৃষ্টিতে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিচ্ছেদ ভঙ্গীতে (অর্থাৎ, দুটি সরল-রেখাকে পরস্পর ছেদে লইয়া কোন এক 'চতুরস্র' অবেক্ষণ-আধারে) দেখিতে যাও তো, বিশ্বসামগ্রীর ছেদজন্য যে 'চিত্র' মেলে (a sectional view with respect to a certain system of co-ordinates chosen by a given Observer), সেটিকে বলে 'প্রবৃত্ত', এবং সেটির 'ঘটনা' (Event) আখ্যাও হয়।

কিন্তু ঐ প্রতিচ্ছেদটি 'সুষম' না হইয়া 'বিষম' (asymmetrical, cross-grained) হইতেও পারে। সাধারণ লোকব্যবহারেও ঘটনা আছে; বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান ব্যবহারেও আছে। আগেরটি 'অবিমৃশ্য' ঘটনা; এর শোধনাদি আবশ্যক। তাই পরের সূত্র—

১১ ॥ তদ্বৃত্তানুচ্ছেদানুবৃত্তত্বম্ ॥

(পূর্ব্বোক্ত দণ্ডপরিবৃত্তির) অনুচ্ছেদ হইলে অনুবৃত্ত ॥

বিশ্বসামগ্রীর এক নিজস্ব অন্বয় (intrinsic congruence) আছে, যেহেতু এটি প্রশাসয়িতার পরিবৃত্তি। এর অন্বয় মহাসমন্বয়। সুতরাং, এই universal domain of Cosmic Reason থেকে যে কোন 'ছেদ'-ই লও, তাতে অন্বয়বিরুদ্ধতা (non-amenability to reason) আভাসিক (apparent)। ইহা অবশ্য ঠিক যে, এই বিশ্বের মূলে, সুতরাং সব কিছুরই মূলে, একটা 'অনিরুক্ত' (undefined) কিছু থাকেই। কাজেই, বুদ্ধির ব্যবসায় ভানগ্রাহী নয়, ভাসগ্রাহী। তথাপি, Alogical-এ 'imbedded' হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ব এক Logical Entity—'বৌদ্ধ' বিশ্ব। প্রতিচ্ছেদাদি এই বৌদ্ধ বিশ্ব সম্পর্কে লইয়াই ঘটনাদিকে 'বুঝিতে' হয়। যদি বল—'সবটা, আসলটা বোঝা গেল না', তাতে ইষ্টাপত্তি। 'বুদ্ধেঃ পরস্তু সঃ'—সেই পরতত্ত্বে যদি যাবে তো 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'। তাই—

অবেক্ষকেণ যৎকিঞ্চিদসমঞ্জসমাহৃতম্।
পরীক্ষয়া সমাহার্য্যং সমঞ্জসং সমীক্ষয়া ॥

সুষমো বিষমো বাপি প্রতিচ্ছেদো দ্বিধা মতঃ।
সুষমচ্ছেদকো যস্তু সোঽনুচ্ছেদো বিশেষতঃ॥ ২৫৪-২৫৫

কোন অবেক্ষক অসমঞ্জস (incongruent, non-corresponding to formula, pattern) ভাবে যেটি সমাহার করিল, সেটির যথার্থ এবং যোগ্য সমাহার হয় পরীক্ষায় ; এবং সেটি সমঞ্জস হয় সমীক্ষায় (by ratiocination)। আগেই বলা হইল যে, প্রতিচ্ছেদ সুষমও হয়, আবার বিষমও হয়। তার মধ্যে যাহা সুষমচ্ছেদক (making a symmetrical, harmonic section), তাকে 'অনুচ্ছেদ' জানিবে বিশেষভাবে। 'অনু' বলিতে অনুলোমে—'towards'—ঋতং সত্যম্।

ক্রিয়াশক্ত্যাদিসামগ্রী হ্যানুরূপেণ গৃহ্যতে।
অনুবৃত্তের্বিজ্ঞানেন ততোঽনুবৃত্তিরন্বয়ঃ॥ ২৫৬

বিশ্বের ক্রিয়ারূপ, শক্তিরূপ এবং বীজরূপ—এই তিন লইয়া যে সামগ্রী (wholeness), সে সামগ্রীটিকে বিজ্ঞান যদি পূর্ব্ব লক্ষিত 'অনুচ্ছেদে' গ্রহণ করিতে পারে, তবে বিজ্ঞান ব্যবহারের 'অনুবৃত্তি' বা 'অন্বয়' সাধিত হইল, অন্যথা নয়। বলা বাহুল্য, প্রজ্ঞানবিরহবিধুর যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান, তাতে এই অনুবৃত্তি, অন্বয় সম্যক্ হইতেছে না। এর Matter, Life, Mind-এর analysis 'cross-sectional', সুতরাং, unrealistic, dead ; 'ছেদ' 'প্রত্যবচ্ছেদ' এক নয়। 'প্রাণিক ছেদে' সামগ্রাসমঞ্জসতা শুধু 'লক্ষ্য' হইবে না, বর্ত্তিয়া রহিবে। যেমন, বর্ত্তমানে Nuclear Physics-এর যে 'Nucleus', সেটি একটা physical (কাজেই, conventional) 'cross-section' মাত্র ; a live section of a live whole of Reality নয়।

১২ ॥ তদ্বৃত্তিবিচ্ছেদাদ্ বিরামঃ ॥

(পূর্ব্বোক্ত) পরিবৃত্তির বিচ্ছেদ হইলে বিরাম ॥

পারস্পরিকসঙ্ঘাতাত্তরঙ্গস্তব্ধতোপমম্।
বৃত্তান্বয়স্য বিচ্ছেদাদ্ গ্রন্থিকূটত্বমাপ্যতে॥
দোদুল্যমানতা বাপি ন তস্থৌ ন যযৌ স্থিতিঃ।
বৃত্তবিচ্ছেদজন্যোঽয়ং বিরামঃ সর্ব্বকৃন্তনঃ॥ ২৫৭-২৫৮

বিশ্বসামগ্রীসমঞ্জসতায় (in Cosmic Congruence) Pattern), বিচ্ছেদ ('arrest', 'deadlock', 'stalemate') যদি অসঙ্গত হয় তবু যে কোন সান্ত অবেক্ষকের (finite Observer's) প্রতিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ চিত্রলেখায় বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে।

সমষ্টির যে 'ভাস' (appreciation) আমাদের হইতেছে, তাতেও সমষ্টির এক একটা মূর্চ্ছাদির মত অবস্থান (Cosmic 'Torpor', 'Swoon'—এই জাতীয় একটা কিছু) থাকিতে পারে মনে হয়। বিশ্বের কারবারে ধনসম্বেগ আর ঋণসম্বেগ যেন একটা পারস্পরিক শোধচুক্তিতে স্বাক্ষর করিল। কিন্তু এ কথা বাদ দাও।

অনুচ্ছেদাদিতে দুটি তরঙ্গশ্রেণি যখন পারস্পরিক সঙ্ঘাতবশতঃ (due to mutual interference), তাদের আপন আপন বৃত্তান্বয়ের (lines of 'proper' propagation) এর ভঙ্গ জন্য একটা স্তব্ধতায় (tie অথবা deadlock-এ) আসে, তখন স্পষ্টতঃ ঐ বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত পাই। সে বিচ্ছেদবশতঃ শক্তির 'গ্রন্থিকূট' (dynamic tangle or 'knot') ঘটে, এবং যেটি প্রবৃত্ত, তার বিরাম হয়। আলোক শব্দাদির স্থলে এ সব 'atropy', 'blind spot' ইত্যাদি। এখানে 'সাড়া' নেই। মনে 'Suspense', প্রাণে 'Suspended Animation'। জপধ্যানাদিতে এর উদাহরণ খুবই মিলে। ক্বচিৎ বা অগ্রগাবৃত্তি—the action in progress—বিরামে দোদুল্যমানতা রূপ পায়। চিত্তে সংশয়, বিকল্প; প্রাণে ও বাকেও একটা 'থম্‌কিয়া দোল-খাওয়া' ভাব। যন্ত্রের তারে খাসা স্বরলহর খেলিতেছিল; এইবার, তার শুধু 'প্রিং প্রিং' করিতে লাগিল। স্বরসম্বেগ যেন দিশে পাচ্ছে না, কোন্‌দিকে কিভাবে যায়! অস্পষ্ট ভাব তার পঙ্গু ভাষায় জড়াইয়া যেন 'আমতা আমতা' করে। 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। তারের কম্পনের উপমা লইয়া বলা হইতেছে—বিরাম সর্ব্বকম্পন।

বিরাম বৃত্তিবিনাশের স্থল নয়। বিরাম যে সর্ব্বতোভাবে অনভিপ্রেত, এমনও নয়। তাই পরের সূত্র—

১৩ ॥ তত্র ক্লিষ্টাক্লিষ্ট-ভেদঃ ॥

বিরামে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট, এই ভেদ ॥

অক্লিষ্ট-ক্লিষ্টভেদেন বিচ্ছেদোঽপি দ্বিধা স্মৃতঃ
স্বচ্ছন্দবৃত্ত আদ্যস্তু কৃচ্ছ্রবৃত্তোঽপরোঽসিতঃ ॥

বিশ্রামঃ পুনরারামো ধনং স্বচ্ছন্দতাস্পৃশৌ।
আস্বচ্ছন্দ্যং বগাহ্বান্তৌ ব্যামোহবিভ্রমাবৃণম্॥ ২৫৯-২৬০

ক্রিয়া বা ব্যাপার মাত্রের এমন একটা স্থল বা ভূমি (plane) আছে, যেখানে স্থিত এবং প্রবৃত্ত হইলে, সে নিজ (স্ব) ছন্দে বাহাল থাকে। সে স্থলে তার 'স্বাস্থ্য', স্বচ্ছন্দতা। শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, স্নায়ুসম্বেগ—এসব থেকে আরম্ভ করিয়া চিত্তের ভাব-ভাবনাদিতেও ঐ স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য 'স্থল'টি আছে, এবং সেটির সন্ধান করিবে। ঐ স্থলটি ধরিতে না পারিলে (the calm centre, the placid zone in all kinds of disturbance), গতিস্থিতি, সুতরাং বিচ্ছেদবিরামও স্বচ্ছন্দবৃত্ত না হইয়া কৃচ্ছ্রবৃত্ত (troubled, strained) হইয়া পড়ে। যেমন, জপে ধ্যানে বাহ্যবৃত্তির বিচ্ছেদে। জপধ্যান সারিয়া উঠিলাম, কিন্তু বাকে সংযম (মৌন), চিত্তে ধৈর্য্য এবং প্রসাদ (তুষ্টি) মিলিল না। অথবা, বিচ্ছেদবিরামে শুধু 'নিগ্রহ' (repression) মাত্রই হইল—বিক্ষেপক-আক্ষেপক সংস্কার-ব্যূহের। ভিতরে প্রাণের তন্ত্রী কৃচ্ছ্রভাবে শুধুই অস্বস্তিক্রন্দনটিই করিতে থাকিল !

এবম্প্রকার কৃচ্ছ্রবৃত্তিতা 'অসিতা'—অশুক্লা, মলিনা। এতে যন্ত্রে স্ত্যান, আর, মন্ত্রে দৌর্মনস্য আসে।

এই নিমিত্ত বিচ্ছেদবিরামকে 'ধনে' (as positive gain) অথবা 'ঋণে' (as otherwise) দেখিতে হয়। প্রাণের যেটি স্বাচ্ছন্দ্যতন্ত্রী (basic harmony 'temper'), সেটির 'স্পর্শে' (in con-cordance) বহিলে, 'ধন'। তখন, বিরাম হয় 'আরাম' ও 'বিশ্রাম'। বিশ্রামে শ্রম (fatigue of activation) বিগত হয়, কাজেই, স্ত্যান তিরোহিত ; আরামে দৌর্মনস্য দূর, কাজেই, তুষ্টিপ্রসাদে উপযোগ ঘটে। আর, অস্বাচ্ছন্দ্য বা কৃচ্ছ্রকলিলে যেটি (যে বিরাম বিচ্ছেদ) মগ্ন করিতে চলে, সেটি 'ঋণ' (a remainder of momentum that stresses to disturb the evenness of positive accession)। এটি তামস রাজস ভেদে দ্বিবিধ—ব্যামোহ ও বিভ্রম। একটা obscuring confusion ; অন্যটা distracting delusion. একটাতে 'সব যেন গুলিয়ে গেল' এই ভাব ; অন্যে, 'সব যেন ভেস্তে গেল'। ধন = শুক্ল , ঋণ = অশুক্ল।

পরের সূত্রে অক্লিষ্টধারার অনুসরণ—

১৪ ॥ ছেদোপমর্দ্দবিরহবিশিষ্টাক্লিষ্টধারা প্রশান্তবাহিতা ॥

ছেদ এবং উপমর্দ্দ—এ দুটি রহিতভাবে যদি অক্লিষ্টধারা চলে, তবে, সে ধারাকে বলে প্রশান্তবাহিতা ॥

'ছেদ' বলিতে ভঙ্গ বা চ্যুতি। অন্য কোন ধারা কর্তৃক 'ব্যাঘাত' (interference) নিমিত্ত, ঐ ভঙ্গ ঘটিলে, তাকে 'বিলোপ' (interruption) বলিব। আর, তার নিজস্ব কোন বাধাবশতঃ ভঙ্গটি ঘটিলে, তাকে বলিব—'অবলোপ'। যেমন, জপকালে বা ধ্যানকালে রেডিও-র আওয়াজ, টেলিফোনের ঘণ্টি ইত্যাদিতে বিলোপ। ভিতরের বিক্ষেপবশতঃ ছিন্ন হইলে অবলোপ। দুই স্থলেই অভীষ্ট ধারাটির 'কাটিয়া যাওয়া' ('crossed') ভাবটি থাকে।

উপমর্দ্দে 'দাবিয়ে দেয়া' ভাব।—Suppression, Compression, Repression ইত্যাদি। এরও বিভিন্ন রূপ—অপমর্দ্দ, বিমর্দ্দ ইত্যাদি। ছেদ এবং উপমর্দ্দ—এতদুভয়স্থলে ধারার 'প্রতিঘাতক' কিছু থাকে, এবং সেই প্রতিঘাতকের বেগমানের উপর নির্ভর করে—ছেদোপমর্দ্দ কতটা, কিভাবে হইবে।

প্রতিঘাতজন্যবেগেন যাঽক্ষিপ্যমাণবৃত্তিতা।
তস্যাং ছেদোপমর্দ্দৌ যৌ লোপৌ বিপ্রতিপূর্ব্বকৌ ॥ ২৬১

কোন অভীষ্ট ধারাতে প্রতিঘাতজন্য বেগবশতঃ (due to the impact of any intruding factor) যে আক্ষিপ্যবৃত্তি (a continued, aggravated disturbed condition) ঘটে, তাতে, ঐ ধারায়, বিলোপ-প্রতিলোপ নামে ছেদোপমর্দ্দ সম্ভাবিত হয়।

তাভ্যাং বিরহিতাঽক্লিষ্টা যা ধারা নিরুপদ্রবা।
প্রশান্তবাহিতা সা স্যাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-দ্বিমাত্রিকা ॥ ২৬২

উক্ত বিলোপ-প্রতিলোপ বিরহিতা, অর্থাৎ, বিলোপ-প্রতিলোপ হয় নাই যার, এমন—ধারা, যদি পূর্ব্ব সূত্রানুরূপ অক্লিষ্ট (not 'laboured') হয়; এবং সে ধারায় যদি উপদ্রবরহিত ধর্ম্মটিই রহে, তবে সে ধারাকে বলে প্রশান্তবাহিতা।

'নিরুপদ্রবা' বলিতে—কেবল যে বিলোপ-প্রতিলোপ এমন নয়, পরন্তু, 'অবলোপ' বা অবলুপ্তিরও নিষেধ হইল। কেবল যে, বাইর থেকে কিছু 'কেড়ে দিচ্ছে, দাবিয়ে রাখছে' এমন নয়; ভেতর থেকেও কোন 'গাঁঠ' কার্য্যতঃ ঠেকিয়ে রাখছে না।

তথাপি প্রশান্তবাহিতা, স্থূল-সূক্ষ্ম—এই দুটি তল সম্পর্কিত (two-dimensional) হয় বলিয়া 'দ্বিমাত্রিক' ('two-dimensional' quiescence and placidity)। এটি 'তল-লম্ব' দুটিকে 'সাধিয়াছে', 'বেধ'-কে এখনও সাধে নাই। সূক্ষ্ম আর কারণের যে সন্ধি, সে সন্ধিবেধ এখনও তাতে হয় নাই। এই নিমিত্ত, এ প্রশান্তি ঋতম্ভরা-সত্যম্ভরা এখনও নয়। তাই—

১৫ ॥ তত্রাপি বেধবিরহবিশিষ্টত্বে সম্প্রসাদঃ ॥

প্রশান্তবাহিতায় যদি ক্লেশবীজদ্বারাও বেধ না হওয়া, এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে হয় সম্প্রসাদ (সম্যক্ প্রসন্নতা)॥

ধর, এক স্রোতস্বতীর বক্ষঃ। নদীর বক্ষস্থলটিকে এক সরলরেখা মনে করিলাম। তবে নদীটির 'বাহিতা' অপর এক সরলরেখা দ্বারা দেখান যাবে। দ্বিতীয়টি প্রথমের সঙ্গে 'লম্ব' সম্বন্ধে। এতে নদীর দ্বিমাত্রিক মান মিলিল। যদি নদীবেগ তটাদি দ্বারা অভিহত, বাতাদি দ্বারা বিষম বিক্ষুব্ধ না হয় তো, গতি অক্লিষ্টা এবং প্রশান্তা। কিন্তু নদীর বেধমানে, গভীরে যে কি আছে, বা থাকিতে পারে, তার খোঁজ হয় নাই। গতির সে ক্লেশ ও অশান্ততা, তার হেতু বাইরে থাকে বটে, তথাপি গভীরে, অন্তঃস্থলে মুখ্যতঃ থাকে। যথা, নদীর bed-strata গুলির nature of formation ইত্যাদি। ঐগুলি নদীর বেধমান। যেমন, মার্বেল রক্‌সের মধ্যে নর্ম্মদা। এখানে গতি কুটিল, তথাপি শান্ত। আগে ও অন্তে ('ধোঁয়াধার' প্রভৃতিস্থলে) গতি বিষমবিক্ষুব্ধ। এই উপমা লইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

ক্লেশস্য কারণং যত্তু তস্য স্যাদ্ বেধরূপতা।
তস্যা অস্পুরবিদ্ধত্বং সূক্ষ্মং তু পাপ্যবিদ্ধতা॥
যত্র নিবার্য্যতে ক্লিষ্টং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণম্।
ত্রিমাত্রিকঃ প্রসাদঃ স সম্প্রসাদ ইতীরিতঃ॥ ২৬৩-২৬৪

নদী অথবা অপর যে কোন বেগরূপতার তলাকৃতিকে বিষয় করিয়া যে ক্লিষ্টভাব থাকে, সে ক্লেশ একমাত্রিক এবং স্থূল। যেমন, নদীতে বায়ুর অভিঘাত, নৌকাদি চালন নিমিত্ত। এ 'ক্লেশ' surface-acting. মানসে ও প্রাণে এ অবস্থায় 'এনস্' রূপ ক্লেশ দ্বারা আকৃতি ক্লিষ্টা হয়। নদীর তটাদি সম্বন্ধজন্য যে ক্লেশ, সেটি দ্বিমাত্রিক, যেহেতু সেটি কেবল আকৃতি নয়, পরন্ত নদীর শক্তি-সঙ্ঘাতসম্বন্ধ (power alignment)-কেও বিষয় করে। এজন্য, স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মও (শক্তিসঙ্ঘাতরূপে) এখানে আসিল। আর, নদীর যেটি আপন বাস্তবরূপ (জলসংস্থা), সেটি বেধমাত্রিক। তটসংস্থা এবং বাতাদিসংস্থা 'শান্ত' রহিলেও, নদীর এই আপন বেধসংস্থার উপর মুখ্যতঃ নির্ভর করে নদীর সাবলীলস্বচ্ছন্দতা। কেননা, বেধসংস্থাই সর্ব্বত্র কারণসংস্থা।

নদীর উপমায় সবিস্তার হইল প্রসঙ্গ। প্রাণে, বাকে এবং মানসে এ উপমানের মর্ম্ম ভাবনা করিবে। যে কোন বৃত্তির তলসংস্থা (আকৃতি) অনভিপ্রেত অন্য বৃত্তিবেগে বিদ্ধ হইতে পারে। এতে অভীষ্টবৃত্তিবৈরূপ্য ঘটে। আবার, অভীষ্টবৃত্তির লম্বসংস্থা (গতিচ্ছন্দাদি) ব্যাহত হইতে পারে। এটি পাপ্মা। এতে বৈগুণ্য। শেষ, তার বেধসংস্থা (স্বভাব ভাবনা) বাধিত হইতে পারে। ইহা 'অসুরবেধ'। ফল, বৈধর্ম্ম্য।

এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—বৈরূপ্য, বৈগুণ্য, বৈধর্ম্ম্য—এ তিনই নিবৃত্ত হইয়া বৃত্তিধারায় যে ত্রিমাত্রিক 'প্রসাদ' প্রতিষ্ঠিত করে, সেটির আখ্যা 'সম্প্রসাদ'। 'যেনাত্মা সম্প্রসীদতি'।

এই প্রসঙ্গে এই শ্লোক কয়টি ভাবিও—

পাশবদ্ধস্তু শালায়াং দুষ্টাশ্ব ইব সহ্যতাম্।
বহিঃ প্রগৃহ্যমাণং তং তিতিক্ষস্বাপি দুর্দ্দমম্॥
অনুদ্বেগকরঞ্চাশ্বং প্রগ্রহাদ্ ধীরতাং নয়।
প্রমুক্তপ্রগ্রহে সৌম্যে প্রসন্নং সুসুখং ব্রজ॥ ২৬৫-২৬৬

তোমার ইন্দ্রিয় আর চিত্তরূপ দুরন্ত অশ্বটি আদৌ শালায় (কোন শুভ-কর্ম্মাদিতে) দৃঢ়বদ্ধ (নিগ্রহ) কর, এবং নিগ্রহাধীন তার সকল দুরন্তপনা সহ্য কর (সহিষ্ণুতা)। তারপর, তাতে বিচারবিবেকের 'লাগাম' লাগাইবার মত হইলে, তাকে বাহির করিয়া, দুর্দ্দম হইলেও, তাতে চাপিয়া বইস (সংযম ও

তিতিক্ষা)। সে বশ হইয়া যখন আর উদ্বেগ ঘটাইবে না, তখনও প্রগ্রহ হাতে রাখিবে। তাকে 'ধীর' হইতে শিক্ষা দাও (শমদম)। 'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি…'। শেষে সে যখন সৌম্য হইল, তখন প্রগ্রহও ত্যাগ কর ; তখন 'প্রসন্ন' হইয়া সুস্থে চলিতে থাক (এটি শ্রদ্ধাসমাধানের ভূমি)।

১৬ ॥ বৃত্তমতীত্য বৃত্ত্যোপরমঃ ॥

যে কোন সান্ত এক বৃত্ত (finite sphere)। তাতে যে বৃত্তি (being or action with respect to that given field or sphere), সেটি বৃত্তবৃত্তি। সে বৃত্তকে ঐ বৃত্তিটি যদি ছাড়িয়া যায়, তবে, সে বৃত্ত সম্পর্কে উক্ত বৃত্তির 'উপরম' ॥

একটা প্লেটে ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ রহিয়াছে। যদি চার্জ্জ চলিয়া যায় তো, তার উপরম। মানসাদি স্থলেও এই লক্ষণ লাগাইবে।

> বস্তুবৃত্তং ক্রিয়াবৃত্তং শক্তিবৃত্তমিতি ত্রিধা।
> তদ্‌বৃত্তবৃত্তিমত্যেতি সোঽপরতিরিতি স্থিতা ॥ ২৬৭

বস্তুবৃত্ত (Thing Sphere), ক্রিয়াবৃত্ত (Action Sphere), এবং শক্তিবৃত্ত (Force Sphere)—বৃত্ত এই তিন রকমের। যেমন, জপকর্ম্মে বাক্ হয় বস্তুবৃত্ত, মনের সঙ্কল্পাদি হয় ক্রিয়াবৃত্ত, এবং প্রাণ হয় শক্তিবৃত্ত। এখন, তিন বৃত্ত (three-fold sphere) ছাড়িয়া যায় (অত্যেতি) যদি কোন বৃত্তিবিশেষ অথবা বৃত্তিসামান্য, তবে, সেরূপ হওয়াকে বলে উপরম। উপরমের ব্যাপ্তি বৃত্তিমাত্রনিরোধ অবধি আছে বুঝিবে। তবে, বিশেষ বিশেষ বৃত্তিস্থলেও অব্যাপ্তি নেই। বস্তুবৃত্ত প্রভৃতি তিনটিকে সমাহারে লইলে উপরম উত্তম ; দুটির সম্পর্কে হইলে মধ্যম ; একটির সম্পর্কে অবম।

> স্পর্শকবেগসম্বন্ধে বিবেকখ্যাতিতাদয়ঃ।
> অস্পর্শঃ পরবৈরাগ্যং সাংখ্যসূত্রেণ বিশ্রুতি ॥ ২৬৮

ধর, কোন 'কেন্দ্র' লইয়া এক বৃত্তবৃত্তি (spherical motion) চলিতেছে। কেন্দ্রের (যথা, অহমের) আকর্ষণী শক্তি তাকে ঘুরাইতেছে। তথাপি তার

একটা বিপ্রকর্ষক সম্বেগও (tangential moment-ও) আছে। ঐ বিপ্রকর্ষকে 'স্পর্শক'ও বল। যেমন, মাত্রাস্পর্শ মনঃসংযোগকে টানিয়া লয়। এই স্পর্শকের বেগসমৃদ্ধি হইলে কি হয়? কেন্দ্র অভিতঃ যে বৃত্তটি চলিতেছিল, সে বৃত্ত যেন চাপসরাণো স্প্রিং-এর মত খুলিতে লাগে। কেন্দ্রমুখ না হইয়া, সে সম্পর্কে 'পরাঙ্-মুখ' হয়। সেই কেন্দ্রবন্ধন সে কাটাইবে। মানসক্ষেত্রে এটি বৈরাগ্য। এটি সাধিত হয় কেন্দ্রবিশেষ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণজনক যে 'সম্পর্ক' (সাধুসঙ্গ, গুরুকৃপা ইত্যাদি), সে স্পর্শকের সমৃদ্ধিসংঘটনে (acceleration of the tangetial component)। যে কেন্দ্রে 'অভিনিবেশ' আবশ্যক ও অভিপ্রেত, সে সম্বন্ধে কোন 'স্পর্শক'-কে মিত্র ও ধনমুখে মিলাইতে হয়। সে স্থলে 'উপরম' মানে অন্যকেন্দ্রাণতোপরম।

উপরমের প্রসংখ্যান, বিবেকখ্যাতি, পরবৈরাগ্য, অস্পর্শ এসব ভূমি আছে। 'সাংখ্যসূত্র' দ্বারা এ সকলের 'ভরণ' করে। কি ভবণ করে? উপরম। 'সাখ্যসূত্র' বলিতে এস্থলে দর্শন বিশেষ নয়। সংখ্যাসংখ্যেযানুপাতসূত্র— Principle of ratio-proportionality বুঝিতে হইবে।

যেখানেই যেভাবে বৃত্তবৃত্তি হইতেছে, সেখানেই তার নিযামক-নিরূপক এক 'সংখ্যা' থাকে (যথা, এটমিক্ নাম্বর ইত্যাদিতে)। বৃত্তিটি সে সংখ্যা সম্বন্ধে 'সংখ্যেয'। এ দুয়ের অনুপাত যথাযথ নিরূপণযোগ্য যে অভিবিধি বা সূত্রদ্বারা, তাকে বলে 'সাংখ্য'। যেমন, ওঁকার জপ যদি অষ্টপদী হযতো, প্রশ্ন হয়—সে অষ্টপদের যথার্থ সুষমানুপাত বিষয়ক 'সাংখ্য' কি? মানুষের ক্রমোজোম নাম্বর যদি হয ৪৮, তবে প্রশ্ন হইতে পারে—মনুষ্যজাতির প্রজননে এই সংখ্যাটি তার সংখ্যেয়ের সঙ্গে ঠিক কি অনুপাত রাখিলে তবে জাতির কোন অভীষ্ট অথবা অনভীষ্ট আকৃতিতে 'রূপায়ণ' (mutation) হইবে অথবা হইবে না।

বৃত্তমাত্রের স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয়—এ ত্রিবিধ 'সাংখ্য'-ই যদ্দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা 'প্রসংখ্যান'। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ রূপে বৃত্ত বা দৃশ্যসামগ্রী এর বিষয়। সুতবাং, এটি প্রকৃতিবিজ্ঞান। এর প্রতিযোগিতায় যে শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ দৃগ্ (দ্রষ্টৃ) বিজ্ঞান সেটি 'বিবেকখ্যাতি'। যে 'বৈরাগ্যের' কথা আগে আভাষে বলা হইয়াছে, সে বৈরাগ্য পরাকাষ্ঠায় আসে প্রসংখ্যান প্রতিযোগিনী যে বিবেক খ্যাতি তদ্দ্বারা। অর্থাৎ, দৃগ-দৃশ্যসাম্যসমাপত্তিতে। দৃশ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া

পূরা না হওয়া পর্য্যন্ত দৃগ্‌দৃশ্যের কারবার বন্ধ হয় না। কারবারের 'জেরটুকুও' (সংস্কার লেশ) মুছিয়া গেলে, তবে 'অস্পর্শ'।

গণিতে কোন বৃত্তবিশেষকে আদৌ তার 'সাংখ্যে' (Equation সম্বন্ধে) জান। তারপর জান তাকে সমগ্র রৈখিক বিজ্ঞানের আধারে। এবং সেটিকে দেশ-কাল-সামান্যাধারে। তখন প্রশ্ন হয়—এ দেশ-কালই বা কি, আর, কার সম্বন্ধে? প্রমেয় ঐ পদার্থ কোন্ প্রমাতা সম্বন্ধে? তখন প্রমেয়কে ছেড়ে প্রমাতার এবং প্রমাণের পরীক্ষা (epistemological analysis)। তারপর, প্রমাতার স্বরূপ নিশ্চয়ে অতীত্যবৃত্তিতা—transcendence ইত্যাদি।

উপরম এইরূপ নানা অনুবন্ধে বুঝিবে।

১৭ ॥ শূন্যং সমেত্য বৃত্ত্যোপশমঃ ॥

শূন্যে সমেতবৃত্ততা হইলে উপশম ॥

> শূন্যমপেক্ষ্য সংখ্যেয়ং কল্প্যত ইতি নিশ্চয়াৎ।
> সর্ব্বসংখ্যেয়বৃত্তীনাং ব্যাসানাং বৈন্দবো লয়ঃ ॥
> কলাকলনবিস্তারং নাদবিন্দ্বোর্যদন্তরম্।
> দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্তমদ্বৈতমুপশমো হি তল্লয়াৎ ॥ ২৬৯-২৭০

শূন্যকে অপেক্ষা করিয়াই সংখ্যেয় যে কল্পিত হয়, তাতে নিশ্চয় আছে তো? সেই শূন্যাদি সূত্রগুলি পুনশ্চ প্রণিধান কর। আদৌ নিখিল সংখ্যেয় বৃত্তির 'ব্যাস' (অরসমূহ) একান্ত সঙ্কোচনপূর্ব্বক তাদের 'নাভি' যে বিন্দু, তাতে 'বৈন্দবলয়' সাধিলে। (জপব্যাহরণে যেরূপ করিতে হয়।) তারপর, নাদ এবং বিন্দুর যে 'অন্তর' (Medium, 'Interval'),—যে অন্তরকে আশ্রয় করতঃ কলাকলন বিস্তার হয়,—সে অন্তরটিকেও লয় করিলে। 'অন্তর' দ্বারাই 'অন্তরিত' হইয়া বিন্দু-নাদ-কলা পরস্পরের তাদাত্ম্য থেকে মুক্ত হইয়া সংখ্যেয় বৃত্তিমান্ হয়। অতএব, অন্তরলয় হইলে দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্ত যে অদ্বৈত—সেইটি। এটি 'উপশম' সংজ্ঞায় আসে। তবে, এখানেও সূক্ষ্মভেদ পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছে। অন্তরলয় (resolution of the interval factor) দ্বিবিধ—সমবেত এবং সমেত। প্রথমটিতে বিন্দুনাদকলার সামানাধিকরণ্যসমাপত্তি এবং সামরস্য। এতে বিন্দুর

'এক' এবং 'পূর্ণ'—এ দুটি 'পিঠ' মেলে। সমেতস্থলে শূন্যের পিঠ-ও। অর্থাৎ 'অন্তরের' কলাভিমুখীন 'মুখ' নৈষ্কল্যমুখীন হয়। তাই—

নেমিশূন্যমরান্ ধত্তেঽরশূন্যং নাভিনিষ্ঠিতম্।
সমেত্য নাভিশূন্যত্বং বিশ্বচক্রস্য শূন্যতা ॥ ২৭১

বিশ্বচক্রের নেমি, অর, নাভি। নেমিকে যদি শূন্য কর, তথাপি অরসমূহ, প্রসরৎ-শক্তিসম্ভাব্যতারূপে (as lines of possible power projection), রহিয়া গেল। এইবার, অরশূন্যও কর—যে অর নাভিনিষ্ঠিত রহিয়াছে। নাভি = the Basic Formula ; অর = lines of formulation ; নেমি = the formulated. শেষকালে, নাভিটিকে শূন্য কর। তা হইলে নেমিশূন্য, অরশূন্য, নাভিশূন্য—এই তিনশূন্যই 'বিন্দুশূন্যে' 'সমেত' হইল। এরূপ হইলে বিশ্বচক্রের শূন্যতা।

'বিন্দুশূন্য'-কে দুইভাবে ভাবিয়া উপশম বুঝিবে। বিন্দু স্বয়ং পরমে বিলীন—এই এক, নিখিল প্রপঞ্চ বিন্দুতে বিলীন—এই আর।

উপরম-উপশম—দুটিই কাষ্ঠায় মিলিত। তবে, প্রথমটিতে অতীত্য বৃত্তিভাব (going beyond-এর) ভাবমুখ্যতা , দ্বিতীয়ে সমেত্যবৃত্তিভার (absorbing and resolving) ভাবমুখ্যতা। এক বলে—'সব ছাড়' ; অন্য বলে—'সব নিরঞ্জনে মিলাও'। এক বলিল—'কিছুই আর রৈল না যে!' অন্যে বলিল—'ঐ কিছুই না-থাকাই যে আসল থাকা!'

ভক্ত এবং কর্মীও স্ব স্ব অনুবন্ধে উপরম-উপশম লইবেন। লক্ষণে কোন পক্ষপাত নেই।

১৮ ॥ বৃত্তং নিপাত্য যদ্বৃত্তিত্বং তন্নিবৃত্তত্বম্ ॥

বৃত্তের 'নিপাতনে' যে বৃত্তিমত্ত্ব হয়, তাকে বলে নিবৃত্ত হওয়া ॥

'প্রবৃত্ত' আগে হইয়াছে ; এইবার 'নিবৃত্ত'।

যৎ কলাকালয়োঃ সাম্যং কলনমাত্রতান্বয়াৎ।
অন্তে মধ্যে য আকারস্তেন তত্র বিশিষ্টতা ॥ ২৭২

'কলা' আর 'কাল', এ দুটিকে ভাবিয়া দেখ। দুটিতেই 'কল্'; কাজেই, দুটিতেই 'কলনমাত্র', এই ধর্ম্মে অন্বয় আছে। কলা-কাল, দুয়েই বলে—'কলন করি'। দুটির বিশেষ কিসে? কলাব অন্তে 'আ', কালের মধ্যে 'আ'। বেশ, তাতে কি হইল? কলার 'আ' কলাকে বলে—"তুমি নিখিলকলনের উপাদান ('Matter') হও দেখি।" কালের 'আ'-বলে—"তুমি নিমিত্ত হইয়া সকলের আকৃতি ('Form') দাও দেখি।" কলা দিক্ পরিমাণ; কাল দিক্ সংখ্যা। কলা দিক্ পাদ, কাল মাত্রা; কলা স্বর বা সুর, কাল ছন্দঃ, আকৃতি।

কলাকালের এই কলনমাত্রসমতাটিকে 'সৌষমে' (as harmony relation) লওয়াই সৃষ্টিতে 'রচনা', আর জীবনে 'সাধনা'। কাল ও কলা হরগৌরীর মত 'অৰ্দ্ধনারীশ্বর' হইয়া আছে বটে, কিন্তু 'দ্বন্দ্ব অহনিশ'! কলা হয় তো কাল হয় না; কাল হয়তো কলা হয না! সৌষম্যটি রহিয়াছে অনেক বৈষম্যের পাল্লায। সৌষম্য সাধিতে একটা সৌষ্ঠবের ক্রম ধরিতে হয়—

সৌষম্যেণ হি সঙ্কোচো নেমেঃ স্যাদ্ বিনিপাতনম্।
সন্নিপাতোঽরসম্বন্ধী প্রণি-বিন্দুপরিক্রমা।
ত্রিধৈবং বৃত্তবৃত্তীনাং সৌষ্ঠবেন নিপাতনম্॥ ২৭৩

প্রথম, বৃত্তকে 'নিবৃত্ত' (অথবা, নির্বৃত্ত) করিতে হইলে, সুষমভাবে (symmetrically) তার নেমিসঙ্কোচ কব। জীবনে, সাধনে—সর্ব্বত্র। কর্মজাল, চিন্তাজাল সুশৃঙ্খলায় সাবধানে গুটিয়ে আন। নিবৃত্তির এইটি প্রথম ভূমিকা। এর নাম দাও 'বিনিপাতন'। অরসমূহকেও (যেমন, বাসনাদি) যদি গুটাইতে পারতো—'সন্নিপাতন'। সাধনে আত্মশুদ্ধিপ্রয়াস দ্বারা এই দুটি কর্ম্মে লাগিতে পার, লাগিবেও। কিন্তু বিন্দুব্রহ্মে সমর্পণ না হইলে, ঐ দুটি 'পাতনে' বারংবার পতন। নেমি আর অর 'চিৎ' করিতে যাইয়া নিজেই 'চিৎপাৎ' হইতে হয়। তবু 'লগা রহো'। চাই কিন্তু সমর্পণ যোগে 'বিন্দু-পরিক্রমা' (জপাদিতে যেমন)। এটিকে বল—'প্রণিপাতন'। 'বিন্দু' বলিতে —ভাব, বোধ, শক্তি ইত্যাদির ঘনীভাবপরিসীমা।

এইবার, ঐ তিন বৃত্তবৃত্তি বা ব্যাপারই (বিনিপাতন, সন্নিপাতন, প্রণিপাতন) যদি সৌষ্ঠবের সহিত (without any residual untoward strains and stresses) সাধিত হয়, তবে হইল, 'বৃত্তনিপাতন'—নিবৃত্তি। যেমন, কর্ম্মাদির

নিবৃত্তি হইতে গেলে আদৌ কাম্যকর্ম্মসঙ্কোচ, মধ্যে কামনাসঙ্কোচ, অন্তে তদেক-কাম হইয়া তন্ময়তা সমাপত্তি আবশ্যক হয়। জপে ব্যাহরণ নিবৃত্তি কোথায়, তাও দেখ।

লক্ষণটি ব্যাপক। গণিত বিজ্ঞানাদি ব্যবহারেও সংলগ্ন হইবে। দৃষ্টান্ত লইয়া দেখ। একটা সাধারণ বৃত্তেরি উপমা লইয়া লক্ষণটি সর্ব্বতোভাবিত হইয়াছে।

১৯ ॥ শ্রেণিশরীরে পরিচ্ছেদাবচ্ছেদাভ্যাম্ ॥

বৃত্তের পরিচ্ছেদ এবং অবচ্ছেদ হয় যথাক্রমে 'শ্রেণি' ও 'শরীর' ॥

'শ্রেণি' বলিতে ক্রমান্বয় (series), কোষ (envelopes) ইত্যাদি। 'শরীর' = কোন মূর্ত্ত সঙ্ঘাত (vehicle, embodiment, gross or subtle)।

বৃত্তবৃত্তিপরিচ্ছেদাচ্ শ্রেণিকোষাদিজন্যতা।
অবচ্ছেদেন তস্যাঃ স্যুঃ শরীরাণি বিশেষতঃ ॥ ২৭৪

ধর, কোন বৃত্ত। সে বৃত্ত যদি কেন্দ্রটি ধ্রুব রাখিয়া ব্যাসার্দ্ধ বাড়াইয়া বা কমাইয়া বৃত্তান্বয় (a system of concentric circles) করে ; অথবা, কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া স্প্রিং বা শঙ্খাবর্ত্ত ভঙ্গীতে নিজেকে সজ্জিত করে ; অথবা কেন্দ্র থেকে এক অক্ষ কল্পনা করিয়া, সেই অক্ষে নিজেকে ঊর্ম্মি-আকৃতিতে বিতত করে ; তবে, এই সকল এবং এতদনুরূপ স্থলে, বৃত্তবৃত্তির 'পরিচ্ছেদ' হইয়া 'কোষ', 'শ্রেণি' ইত্যাদি আকার ধরে। পরিচ্ছেদ স্থলে মূলা বা আদ্যা যে বৃত্তবৃত্তি, সেটি তার অভিবিধি (ব্যাপ্তি বা বিতান সূত্র) বজায় রাখিয়া নিজেকে বহুধা 'অভ্যস্ত' করে। গণিতে series, প্রাণিদেহে 'কোষ' ইত্যাদি লইয়া সূত্রটি বিচার করিয়া দেখ। জপে, বিন্দুকেন্দ্রা নাদাক্ষে যে সুষম-কলাসমূহ বিতত হয়, তারা এই শ্রেণি-সংজ্ঞায় আসে। সঙ্গীতেও অনুরূপ। শ্রেণিতে নাদমুখ্যতাবশতঃ 'প্রসরৎ' ভাব ; কোষে বিন্দুমুখ্যতায় 'সঙ্কুচৎ'। সংখ্যায় জপ 'শ্রেণিবদ্ধ' হয়। মেরুতে আসিয়া জপ শক্তিমণ্ডল বা কোষ রূপ পায়! শ্রেণিকে অযথা ভাঙ্গিতে নেই ; কোষকে অযথা কাটিতে নেই। একটি ছেদ্য, অপরটি বেধ্য, এরূপ হইলে

শক্তিসমর্থতা ঘটে না। শ্রেণিতে ক্রিয়াদির সমুচ্চয় হয়; কোষে হয় সঞ্চয়। কোষে স্বগতভাব, শ্রেণিতে সজাতীয় ভাবটি অধিকারে থাকে। এ দুটিতে বিজাতীয় অনবকাশ। শরীরে বিজাতীয় সাবকাশ। অর্থাৎ, তিনটি ভাবই শরীরে থাকিতে পারে। পূর্ব্ব দুটি স্থলে অভিবিধি-আনুগত্য (conformity to one given pattern and governing formula), শরীরস্থলে 'অবতরণ' করিয়া, এবং শরীরকে তার মূর্ত্ত আয়তন রূপে অঙ্গীকার করিয়া, কিছুটা 'লাঘব' মানিয়া লইল। অবচ্ছেদের 'অব' এই অবতরণের (incarnation-এর) দ্যোতক। শরীর অবশ্য মুখ্যতঃ স্থূল নয়। লিঙ্গাদি শরীরও লক্ষণে আসে। যাহা শরীরী, তারও অবশ্য শ্রেণিভাব এবং কোষভাব পরিগ্রহে বাধা নেই, তথাপি, শরীরমাত্রে 'অবচ্ছেদ' বলিয়া এক বিশেষ ধর্ম্ম থাকিবে। শ্রেণিতে ও কোষে নিয়ামক অভিবিধি শুদ্ধ বা প্রায়িক শুদ্ধ থাকে বলিয়া, তাদের ছন্দে ও আকৃতিতে পূর্ব্বোক্ত সজাতীয়ভাবটি প্রধান থাকে। সঙ্গীতে কোন রাগের অভিবিধি অনুযায়ী যে স্বরবিতান হয়, সেটি শ্রেণি; তানে এবং মূর্চ্ছনায় কোষরূপতাও পাই। মৃদঙ্গাদির বোলেও অনুরূপ। কিন্তু এক রাগ এবং অন্য রাগের শরীর পৃথক। জাতি, বা 'ঠাঠ', এ সবের মিল রাগশরীরেও থাকিতে পারে।

ধর, এক বৃত্ত। বৃত্ত যদি বৃত্তাভাস, প্যারাবোলা ইত্যাদি আকৃতিতে যায় তো, বৃত্তের 'শরীর' বদল হইল। এক সাধারণ অভিবিধি-অনুশাসনে রহিয়াও, এ সব শরীরের বিশেষ বিশেষ অভিবিধিও হইল। শ্রেণী-কোষে যে প্রকারের পৃথক্ত্ব, শরীরে শরীরে পৃথক্ত্ব তা থেকে ভিন্ন—ইহা লক্ষ্য করিবে। এক শরীর ধ্বংসে বা উদ্ভবে অন্য ধ্বংস বা উদ্ভব হইবেই—যেমন এই স্থূলশরীর ধ্বংসে লিঙ্গাদি শরীর ধ্বংস—এমন নিয়ম নেই। কিন্তু শ্রেণীতে বা কোষে শ্রেণীবদ্ধ বা কোষবদ্ধ যে সমস্ত অঙ্গ বা অবয়ব, তাদের যোগক্ষেম আবশ্যক হয় সমগ্র শ্রেণী বা কোষের যোগক্ষেমের নিমিত্ত। জপক্রিয়া শ্রেণীবিশেষ। উদয়সেতু থেকে বিলয়সেতু পর্য্যন্ত, এ শ্রেণীর কোন অঙ্গই স্খলিত অথবা বিকল হইলে হইবে না। এক মন্ত্র বা যন্ত্র অন্য মন্ত্র বা যন্ত্র হইতে পৃথক্ 'শরীর'।

শ্রেণী বা কোষে কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু সম্পর্কে অক্ষের প্রশাসন (governance by the Axis Principle with respect to a given 'origin' or point of reference) থাকে। এক শরীরে অন্য শরীরে এই প্রশাসন

নাও থাকিতে পারে। 'নির্মাণ শরীর', 'কায়ব্যূহ' ইত্যাদি স্থলে ঐ প্রশাসন থাকিতেও পারে। অস্মদাদির শরীরও, কেবল স্থূল-সূক্ষ্মাদি নয়, পরন্তু কোষাকৃতি এবং শ্রেণ্যাকৃতিতে নির্ম্মিত—a series of inter-linked apparatus—A_1, A_2, A_3···তথাপি, এক শরীরের অপর শরীরাপেক্ষায় 'অবচ্ছেদ' রূপ বৈশিষ্ট্য আছে। এই জন্য, এক শরীর অন্যের সম্বন্ধে 'ব্যাবৃত্ত'। একের ইন্দ্রিয়াদিও অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত। অবশ্য, এ ব্যাবৃত্তি আপেক্ষিক ও আনুপাতিক।

শ্রেণিকোষশরীরাণি বিনিপাতাদিযোগতঃ।
প্রাণায়ামজপধ্যানৈঃ সমাধৎস্বাশু বৈন্দবে॥
আদ্যেন বিনিপাতশ্চ মধ্যমাৎ সন্নিপাতনম্।
অন্ত্যেন প্রণিপাতশ্চ মন্ত্রযন্ত্রাদিষু ক্রমঃ॥ ২৭৫-২৭৬

পূর্ব্ব সূত্রালোচনায় বিনিপাত, সন্নিপাত এবং প্রণিপাত দেখান' হইয়াছে। শ্রেণিকোষ-শরীর—এ তিনে ঐ তিনের যথাযোগ্য সাধন। শরীরে বিনিপাত, কোষে সন্নিপাত, শ্রেণিতে প্রণিপাত—মুখ্যতা লক্ষ্য করিও। (নিপাতন—এ তিনেরি সাধারণ সৌষম্যসাধন।) সাধনে—প্রাণায়ামে (মুখ্যতঃ শরীর বিষয়ী) বিনিপাতন সৌষ্ঠব সাধিত হয়। জপে (মুখ্যতঃ বাগাদির শক্তিকোষকলা-বিষয়ী) সন্নিপাতন; অর্থাৎ, বিন্দুকে 'মেরু'-তে রাখিয়া, নাদাক্ষ আশ্রয়ে, কলা-সমূহের সম্যক্ নিপাতন; যার ফলে, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে, নাদভাবহিরণ্যতন্তুতে রসসমুজ্জ্বল এক 'আন্তরকোষ' রচিত হইবে, আর যাতে, বিরসমলিন কোষকষায়-বিধুর রসভাসলোলুপ মন রমণ করিবে। ধ্যানে—অভীষ্ট জ্যোতীরস-প্রত্যয়ৈকতানতায়—প্রণিপাতন। এ ধ্যান গাঢ় হইলে অচিরে বৈন্দবসমাধি সমধিগত হয় (সমাধৎস্বাশু বৈন্দবে)।

মন্ত্রযন্ত্রাদিতে বিনিপাতাদির এই ক্রম অনুসরণ করিবে। যেমন, ষট্‌কোণযন্ত্রে কোন ধ্রুব বিন্দু লইয়া প্রথমে উপর্য্যধঃ দুটি অক্ষ বিনিপাতন; তারপর, উপর্য্যধঃ দুটি ত্রিকোণের এক সৌষ্ঠববিশেষে সন্নিপাতন; শেষে, এক বৃত্তরেখায় ঐ ষট্‌কোণকে প্রণিপাতন।

এইবার, জপস্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির সবিশেষ পরিচয় লও—

২০ ॥ **ধীমহীতি প্রশান্তবাহিতা** ॥

(গায়ত্রী মাত্রে) যে 'ধীমহি', তাতে প্রশান্তবাহিতা ॥

ধীমহিবৃত্তিবিশ্লেষে ম এধীত্যস্য 'ধীম'-তা।
শান্তবৃত্তির্হকারঃ খং ধীমহীতি বিয়ৎস্থিতিঃ ॥
ব্যাসব্যাকৃতিশূন্যত্বে সমাসসমতা যতঃ।
তদ্ধীমত্বং তু ধীরত্বং বিকার্য্যত্বেঽপ্যবিক্রিয়া ॥ ২৭৭-২৭৮

'ধীমহি' পদটির বৃত্তিবিশ্লেষণে, ধীম+হি—এই রূপটি পাই। এ দুটি এক এক বিশেষ রহস্য সংজ্ঞায় দেখান' হইতেছে। প্রসিদ্ধ শ্রৌত আবির্মন্ত্রে যে 'মএধি', সেইটিকে 'ধীম' জানিবে। "হে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ! তুমি আইস আমার বুদ্ধিতে"। কিন্তু বুদ্ধি যদি গুহা বা কোষরূপই হয়, 'বোধ' রূপ না হয় তো, স্বপ্রকাশ বরেণ্য যে জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ তথায় আসে কিরূপে? তাই—'হি'। হ=খং=আকাশ। 'হি', কিনা, সে আকাশরূপতায়, 'বিয়দি', স্থিতি হোক্ ধীর। সেই সূরিগণের মত 'দিবীব চক্ষুরাততম্'। হকার শান্তবৃত্তি এবং মুক্তবৃত্তি। আকাশে 'মাতরিশ্বের' বুদ্ধি অব্যাহত, অনাকুল হোক্।

পুনশ্চ, কোষাকৃতি যে ধী, তার নিশ্চয়ে এবং অধ্যবসায়ে যে ব্যবহার, সে ব্যবহার (পূর্ব্বব্যাখ্যাত) 'ব্যাস-ব্যাকৃতি' (differential co-efficient)-কে আশ্রয় করত। সব কিছু বলিতেছে—'আমায় ব্যাসব্যাকরণে লইয়া—as differentiated—দেখাও'। সমাসসমতার উদ্দেশ কৈ? Differential Equations এর ছড়াছড়ি; Equations of Quiescence and Placidity কৈ? 'ধীমহি'-র অন্তে যে 'ই' (I), সেটি নির্দ্দেশ দেয় এমন এক স্থলের, যেখানে, ব্যাসব্যাকৃতি হয় শূন্য। ব্যাসব্যাকৃতি যেখানে শূন্য, সেটি ধ্রুব (C)। সুতরাং, 'ধীমহি' বলিতে বুদ্ধির এমন এক মুক্ত-শান্ত ভূমি, যেখানে সব Differential Equations অনবকাশ হয়। ধী আত্মাকে নিদিধ্যাসনে না পাইলে 'ধীম' হয় না। কেননা, মাণ্ডুক্যশ্রুতি যেমন বলেন—'শান্তং···স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।' কঠও বলেন—'শান্ত আত্মনি'। এ ভূমি না মেলা পর্য্যন্ত ধী হয় 'ধীর', কিন্তু 'ধীম' নয়। বিকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও, যদি অবিক্রিয়া ধর্ম্মটি থাকে

তো 'ধীর'। 'র' = R = Intrinsic Stress potential এখনও রহিয়াছে, যদিও কোন stress বশতঃ কোনরূপ strain (বিক্রিয়া) লক্ষিত হইতেছে না। ধীস্পন্দনের রণনস্বচ্ছন্দতায় ধীর ; রমণস্বচ্ছন্দতায় ধীম।

২১ ॥ বিদ্মহ ইতি সম্প্রজ্ঞাত-সম্প্রসাদঃ ॥

'বিদ্মহে' এর দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত যে সম্প্রসাদ, সেটি বুঝিবে ॥

আগে 'সম্প্রসাদ' সূত্রিত হইয়াছে। তার সঙ্গে আসিতেছে 'সম্প্রজ্ঞাত'।

সম্প্রসাদ তিনপর্ব্বে সমাপন হয়। সংপ্রক্ষায়মান, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রসাদ যখন স্বলসিত-জ্যোতীরসানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয়, তখন শেষেরটি। 'জ্যোতিরহং', 'রসং লব্ধ্বা আনন্দী'—এতে সম্প্রজ্ঞাত। প্রশান্তবহা সরিদ্‌ববার মত জ্যোতীরসাপূর্য্যমাণতায় প্রথমটি।

'বিদ্মহে' প্রথম দুটিকে অধিকারকরতঃ।

বীতি বিয়দ্‌বিতানং যদ্ বিন্দোর্নাদোপলক্ষণম্।
বিন্দূপলক্ষণং দ্মেতি নাদনৈবিড্যগাঢ়তা ॥
হ ইতি সম্প্রসাদঃ স্যাদ্ হীতি প্রশান্তবাহিতা।
বোধস্য বিন্দুনাদত্বে যৌগপদ্যেন বিদ্মহে ॥ ২৭৯-২৮০

বি+দ্ম+হে—এই আকৃতিটি বুঝিয়া লও। 'বি' = বিয়দ্‌বিতান। প্রাণ এবং সম্বিতের এমন এক বিততি (expansion), যেটি, অস্মিতাসনাবিতে যেমন, আকাশবৎ নিজেকে উদার বিভু-রূপে দেখাইতেছে।—An all-pervasive expanse of Life-Consciousness. এটি কি? বিন্দুর নাদোপলক্ষণ। বিন্দু নাদের উপলক্ষণে যাইতেছে। অণু বলিতেছে—'দেখ, আমি মহান্ হই'। বিন্দু বলিতেছে—'আমি সিন্ধু হই'। উপলক্ষণ মানে তদ্‌ভাবমুপেত্য তল্লক্ষ্যতাবচ্ছিন্নতা। সরিৎ সাগরে উপনীতা হইয়া সাগরোপলক্ষিতা হইল।

আচ্ছা, 'দ্ম' বলিতে? নাদের বিন্দূপলক্ষণ। নাদসিন্ধু নৈবিড্যগাঢ়তার কাষ্ঠায় নিজেকে আবার বিন্দুরূপে দেখাইল।—The utmost intensive 'point'-ness of the Continuum as Life-Consciousness. অতএব, 'বি+দ্ম' এ দুটিতে প্রাণসম্বিতের অনুলোম-বিলোম, দুটি-কাষ্ঠাই দেখা হইল।

শেষ যে 'হে', সেটি সম্প্রসাদলিঙ্গ। যেমন, 'হে গোবিন্দ, হে গোপাল'—এতে 'হে' সম্প্রসাদসন্ধান সম্বোধন। 'এ' কারে গড়াইয়া যাওয়া বটে; জ্ঞান-ক্রিয়া-ভাব শক্তির ('হ') ত্রিধারা গড়াইয়া যতক্ষণ না তাঁতে (পরমাত্মায়) মিলিতেছে, ততক্ষণ সম্প্রসাদ নেই। এও লক্ষ্য কর যে—'হি' প্রশান্ত-বাহিতাব লিঙ্গ।

কাজেই, বোধ বা ভান যদি যৌগপদ্যে নাদভাব এবং বিন্দুভাব—এ দুটিকেই মিলাইতে পারে, তবেই বিদ্মহে। আণবী দৃষ্টি এবং বৈরাজী দৃষ্টি—দুটিই সে বোধের দুটি আতত 'চক্ষুঃ' হওয়া আবশ্যক।

২২॥ নম ইতি প্রণিপাতেন নিবৃত্তিঃ॥

'নমঃ'—এতে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে॥

প্রণিপাতো নমস্কারঃ সমঞ্জসা পরিক্রমা।
শক্তিনাভিং সমুদ্দিশ্য বৈরাজশ্চ স বামনঃ॥ ২৮১

শক্তির যাহা 'নাভি', সে নাভিকে উদ্দেশ করতঃ সমঞ্জস যে পরিক্রমা, তাকে প্রণিপাতরূপ নমস্কার জানিবে।—Symmetrical turning round a 'Navel of Power'. ইহার বৈরাজ ও বামন—এই দুটি রূপ। গ্রহ সৌর পরিক্রমা করে; এটি বৈরাজ। ইলেক্‌ট্রন নিউক্লিয়াসের পরিক্রমা করে, এটি বামন। জপে নাদ কলাসহ বিন্দুপরিক্রমা করে। এটিকে বৈরাজ ও বামন—দুইভাবেই দেখিবে। লক্ষণায়, বৈরাজ = স্থূল ও macroscopic; বামন = সূক্ষ্ম ও microscopic. সুতরাং, বৈরাজপ্রণাম = কায়প্রণাম। বামনপ্রণাম = প্রাণ-মনের প্রণাম।

কায়প্রাণমনোভির্যা সৌষ্ঠববিন্দুবশ্যতা।
নমোমন্ত্রেণ সাধ্যা সা বিপ্রতীপং মনো নমঃ॥ ২৮২

কায়, প্রাণ, মনঃ—এ সকল 'বিন্দুবশ', 'নাভিনিষ্ঠিত' আছে অথবা নেই, এইতো প্রশ্ন। যদি বা থাকে তো সে বশ্যতায় সৌষ্ঠব আছে কি? সাধারণভাবে সঙ্ঘাত মাত্রেই তার নাভিবশ (subject to its nuclear power) থাকেই। কিন্তু সেরূপ থাকা সত্ত্বেও, যাহা সংহত ও মিলিত, তাদের তির্য্যাক্, পরাক্, অর্ব্বাক্—এ সকল বৃত্তিও অল্পাধিক থাকে (non-allegiance, non-

conformity factors)। এ সব হ্রাস করিয়া তাদের নাভিনিষ্ঠ নিশ্চয়বৃত্তিতায় আনাই সৌষ্ঠব। আক্ষেপক বিক্ষেপকসমূহ বাধিত হইয়া যেগুলি 'সংক্ষেপক', তাদের গৌরবে আসা চাই।

সৌষ্ঠবে বিন্দুবশ্যতাসাধন হয় 'নমঃ' এই মন্ত্রে। এও দেখ যে—'মনঃ' কে বিপ্রতীপ করিলে (by changing the পরাক্, 'worldwise' sign) হয় 'নমঃ'। 'মনঃ' এবং 'নমঃ'—এ দুয়েরি 'ম' = 'আত্মন্'-এর 'ম'। আত্মনের 'মন্' কে যদি কোন তলবিশেষে ফলবিশেষে ('ন'-এ) বিস্পষ্ট করতো হয় 'মনঃ'। যাহা তলবিশেষে ফলবিশেষে সিঞ্চিত হইতেছে, সেটিকে যদি ঘুরাইয়া আত্মাতেই সিঞ্চিত হইতে দাও তো হয় 'নমঃ'।

বষড়্‌বৌষট্‌ শরীরাণি প্রাণান্ স্বাহা তথা স্বধা।
হুঁফড়িতি তয়োঃসন্ধীন্ নিবৃত্তৌ প্রণিপাতয়েৎ॥ ২৮৩

বষট্ বৌষট্ মন্ত্রে, নিবৃত্তিতে, স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরযন্ত্রের প্রণিপাতন সাধিবে। স্বাহা ও স্বধা মন্ত্রে প্রাণের প্রণিপাতন; প্রাণ ও শরীরের যে সব সন্ধি, তাদের হুংফট্ মন্ত্রে। শরীর, প্রাণ, সন্ধি—এই তিন লইয়া সব কিছু সঙ্ঘাত।—Body Principle, Motor Principle, Link Principle. এ তিনের যে নিয়ম-নিশ্চযপূর্ব্বক নিতরাংবৃত্তি, সেটিকে 'নিবৃত্তি' বলা হইতেছে। (আগেকার 'নিবৃত্ত' সূত্রের অনুবন্ধে বিচার কর।) যে স্থলে বৃত্তিব নিষেধ করিতে চাও, সে স্থলে 'নির্বৃত্তি' কথাটার বিশেষ উপযোগ।

মন্ত্র কয়টির সবিশেষ উপযোগ পরীক্ষা এস্থলে হইল না। তবে, কোন শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সমর্থবেধ সংযোগে 'হুম্', এবং তাহা হইতে সমর্থশক্তিপ্রক্ষেপে 'ফট্'—এ ভেদটি ভাবনা করিও। যেমন, nuclear fusion এর জন্য 'হুম্', আর fission এর নিমিত্ত 'ফট্'। ভূতাপসারণাদিতে 'ফট্', কুণ্ডলিনীজাগৃতিতে 'হুম্'; ইত্যাদি।

২৩॥ ব্রহ্মাস্মীত্যুপশমঃ॥

'ব্রহ্মাস্মি'—ইহাতে উপশম (পূর্ব্বসূত্রিত)॥

ব্রহ্মাস্মিতত্ত্বমস্যাদি-মহাবাক্যজপশ্রুতী।
সাক্ষাত্ত্বেনান্যথা বাপি মৃষাজ্ স্তুণভঞ্জনে॥ ২৮৪

মূলাবিদ্যা দ্বারা স্পন্দ-বিক্ষেপ-ক্লেশব্যূহাদি যাহা কিছু বিজৃম্ভিত, তার ভঞ্জনে হয় উপশম। 'অহং-ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'সচ্চিদেকংব্রহ্ম'—ইত্যাদি মহাবাক্য এবং তদুপকারক মন্ত্রশ্রবণ এবং জপদ্বারা, সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে, অবিদ্যাপগম জন্য উপশম হইয়া থাকে। পরোক্ষস্থলে শ্রবণজপনসহ মনন-নিদিধ্যাসনও আবশ্যক। অপরোক্ষস্থলে মন্ত্রের স্বতঃ পাটব বা সামর্থ্য। এই স্বতন্ত্রধর্ম্মটি পরতন্ত্রদ্বারা প্রায়শঃ অবগুণ্ঠিত থাকে। সব কিছুর বৃত্তির পরতন্ত্র কাটাইয়া সেটিকে স্বতন্ত্রে আনয়ননিমিত্তই জপে বিন্দুবিলয়।

গূঢ়ত্বেন গাঢ়ত্বেন কাষ্ঠাকলাংশপাদতঃ।
সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিশ্বং প্রপঞ্চবীজমস্মিতা ॥ ২৮৫

'ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের 'অস্মি'টি কি পদার্থ ?

নিখিল প্রপঞ্চিতের বীজকে 'অস্মিতা' বলিয়া জান। অহংপ্রত্যয় আর অস্মি প্রত্যয়—এ দুয়েই মূল বা প্রকৃতি হইল অস্মিতা। অহং এবং অস্মি—এ দুটিই ভাবপ্রত্যয়—discriminating, reviewing consciousness. অস্মিতায় ভানচৈতন্য আপনাকে বিষয় বিষয়ি সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন ভাবেই জানিতেছে। এরূপ 'জানা' ভানও পূরা নয়, অথচ ভাসও নয়। কাজেই, অনিরূপণযোগ্য। এটি ভানসামগ্রী আর ভাসবিশ্বের মাঝে 'সেতু'। সুষুপ্তির ভঙ্গে, জাগরণের ঠিক সন্ধিতে, এই অস্মিতার সন্ধান অনুভবে মেলে। অস্মিতায় নাদভাব এবং বিন্দুভাব—দুইভাবেরি আধার বীজ চৈতন্যে 'নিহিত' থাকে।

তাই বলা হইল—কলা, অংশ পাদাদিতে এই যে ভাসবিশ্ব (Cognisable Universe) প্রপঞ্চিত, তাতে গাঢ়ত্ব গূঢ়ত্বের একটা ক্রমশ্রেণি (graduated seriality) দেখা যায়। তা হইলেই কাষ্ঠারও জিজ্ঞাসা হয়—কোথা থেকে কোন্ অবধি ? একদিকে 'Continuum' (নাদ), অন্য দিকে 'Point' (বিন্দু)। এ দুটি 'মুখ' বা 'দিক্' এখনও (logically or factually) যাতে দ্বন্দ্বস্থ হয় নাই, হবার উপক্রম করে মাত্র, সেটি অস্মিতা। কাজেই, অস্মিতা Transcendental Logic-এর 'category'.

অসিত্যস্তি হি যৎ কিঞ্চিন্ মীত্যাত্মনি চ বৈন্দবে।
বৃহত্ত্বেন মহত্ত্বেন হবনাদুপশাম্যতি ॥ ২৮৬

অস্+মি=অস্মি। 'অস্' বলিতে যৎকিঞ্চিৎ অস্তি। 'মি' বলিতে বৈন্দব যে আত্মা, তাতে। (বিশেষ করিয়া, জপের অনুবন্ধে 'ব্রহ্মাস্মি' ভাবনা হইতেছে, তাও দেখ)। 'Me' (মি)=আত্মাধিকরণ='Self' as 'Point' of all-reference and all-co-ordination. সেই বৈন্দব আত্মারূপ অগ্নিতে নিখিল 'অস্তি'-কে 'ঋতং-বৃহৎ' এবং 'সত্যং-মহৎ'—এ দুইভাবে হবন করিলে উপশম। এ হবনে আত্মার বৈন্দবভাবনাও নিঃশেষ হয়; সঙ্গে সঙ্গে 'অস্তি'র বৃহৎ-মহদ্ ভাবনারও সমাপন হয়।

বৃহ্+ম্+অন্=ব্রহ্মন্। আত্+ম্+অন্=আত্মন।—এ দুটি সমীকরণ ভাবনা করিও।

ব্রহ্মাত্মানৌ মনিত্যন্তৌ মমাত্রমনিতীত্যতঃ।
আত্মা ব্রহ্মৈব তাদাত্ম্যাদাধারত্ববৃহত্ত্বয়োঃ ॥ ২৮৭

ব্রহ্ম এবং আত্মা—দুয়েরি অন্তে আছে 'মন্'। 'ম্' মাত্র 'অনিতি', বর্ত্তমান, আর কোন বিশেষ নাই—এইটি সূচিত অন্তের ঐ 'মন্' দ্বারা। অর্থাৎ, আত্মার যে 'আৎ'-রূপে অক্ষবাধারত্ব, এবং ব্রহ্মের 'বৃহ' রূপ যে বৃহত্ত্ব, সে দুটি ঐ 'মন্'-এ তাদাত্ম্যপরিনিষ্ঠিত হইল। আত্মা বলে—'আনন্দরূপ আমি সবের আধার হইয়া আছি।' ব্রহ্ম বলে—'সৎরূপে আমি সবকিছু হইয়া ও ব্যাপিয়া আছি।' 'মন্' বলে—'বেশ; আমি চিৎ-রূপে—আধারমানন্দমখণ্ডবোধরূপে—তোমাদের দুটিকেই তাদাত্ম্যে মিলাইতেছি।' এতাদৃশ মিলন—আনন্দ এবং সতের—বোধরূপ চিতে, হইল ব্রহ্মাস্মিহবন। এতে উপশম।

২৪ ॥ সোঽহমিত্যুপরমঃ ॥

'সোঽহম্' এই মন্ত্রে উপরম ॥

শূন্যং সমেতি পূর্ব্বো যঃ শূন্যঞ্চ শিবমদ্বয়ম্।
সর্ব্বকিঞ্চিত্ত্ববীজং যদকিঞ্চিদিতিলক্ষণম্ ॥
ধনর্ণধারয়োঃ সাম্যমুপশমালয়শ্চিরম্ ॥ ২৮৮-২৮৯

এই পাদের ১৭ সূত্রে উপশমের লক্ষণে 'শূন্যংসমেত্য' বোঝা হইয়াছে। 'শূন্য'-কেও দৃষ্টিপ্রকারতায় দেখা হইয়াছে। শূন্যকে 'প্রপঞ্চোপশমং' যে

'শিবমদ্বৈতং'—সে দৃষ্টিতে না দেখা পর্য্যন্ত এ দেখার বিশ্রান্তি হয় না। আর, সেরূপ দেখিতে পারিলেই 'আত্মা'-কে 'শেষ' দেখা হয়, এবং নিখিল প্রপঞ্চের একান্ত উপশমও হয়। কিন্তু ঐ 'শেষ'-এর 'প্রান্তে' অপর এক শূন্য। শেষটিকে 'অনুত্তর' বলাও হইয়াছে আগে। সে শূন্য সর্ব্বকিঞ্চিত্বের বীজমাত্র, এবং নিজে অকিঞ্চিদিতিলক্ষণম্। উপশম-এর 'উপ'-টিকে যদি সামীপ্য অর্থে নাও তো, এই শূন্য অবধি যাও। জপে পরাব্যক্ত বিন্দুতে লয় হওয়া যেমন। সৃষ্টিতে যে ধন-ঋণ ধারা দুটি বিপরীতমুখে বহিতেছে, তাদের যে চির নির্দ্বন্দ্বসমতাস্থল, সে স্থলকে 'উপশমালয়' জানিবে। অর্থাৎ, অনুত্তরস্থলের প্রান্তে যে শূন্যসমেত উপশম, সেটিকে শক্তিসমাহারকাষ্ঠা এবং সংবেগসমতাকাষ্ঠা—এই দুই রকমেই সাধিতে ও পাইতে বলা হইল। একে বিন্দুশূন্যতা-পূর্ণতা, অন্যে নাদসমতাখণ্ডতা।

লক্ষ্য কর যে, 'আলয়' শব্দটি লাগান' হইল।

ওকারান্তস্য দন্ত্যস্য প্রাণস্য মূলবৃত্তিতা।
মহাপ্রাণে হমিত্যস্মিন্নাদবিন্দ্বেকবিগ্রহে ॥
স্থূলে সূক্ষ্মে চ সর্ব্বত্রোপরতিরিতি মন্যতে।
সোঽহমো মূলবৃত্তিত্বমহমো দন্ত্যবৃত্তিতা ॥ ২৯০-২৯১

'হ্' কণ্ঠ্য অথবা মূল-উচ্চার্য্য। 'স' = দন্ত্য। অতএব, 'সো'—ওকারান্ত যে দন্ত্যপ্রাণ, সে প্রাণ যাইতেছে 'হং'-এর পানে। অর্থাৎ, প্রাণের দন্ত্যবৃত্তি, ওষ্ঠ্য যে ওকার, তার সাহায্যে, প্রাণের মূলবৃত্তি যে হকার, তার দিকে চলিল। দন্ত্যবৃত্তিতে সব কিছুর ছেদপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্যাগ হয়। 'স' = সিঞ্চিত শক্তি। 'ও' দ্বারা ঐ ছিন্নসিঞ্চিত প্রাণের, 'হ'—যে মূল এবং মহাপ্রাণ—তাতে আকর্ষণী বৃত্তিতে সংগ্রহ হয়।—Power, distributed and scattered, is unified and drawn back to its source and origin. আবার দেখ, কেবল 'হম্'। হ = প্রাণের নাদরূপ যদি বলতো, 'হম্' বলিতে কি বুঝিবে?—নাদ-বিন্দুর এক বিগ্রহরূপ। অর্থাৎ, 'হমে' নাদবিন্দু দুয়ে সম্মিলিত।

তা হইলে, পাইলে কি? 'সোঽহম্' বলিতে—স্থূলে, সূক্ষ্মে এবং সর্ব্বত্র (কারণেও উপলক্ষণায) উপরতি বুঝাইল। স্থূলে এবং সূক্ষ্মে অতীত্যবৃত্তিতা

উপরমে হওয়া চাই-ই। কারণেও সে অতীত্যবৃত্তিতার ব্যাপ্তি হইলে, নির্ব্যূঢ় শুদ্ধ যে উপরম, সেটিও অধিগত হইল। নাদবিন্দুর ঐ 'একবিগ্রহ' বিশ্বকারণতার মূল 'ঘাঁটি'। ওটিও পার হও।

শেষকালে, সোঽহমের প্রতিযোগিতায় 'অহংসঃ'-কে বলা হইল। এ আকৃতির মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত 'হং' রহিয়াছে বটে, কিন্তু আগের 'অ' যেন তাকে সদাই বলিতেছে—"তুমি অমন নাদবিন্দ্বেকবিগ্রহটি হইয়া থেকো না; নিরন্তর বিসর্জ্জনীয় দন্ত্য-বৃত্তিতে যাও। আর, তা থেকে আবার 'হং'-এ ফের। এই রকম নিরন্তরস্পন্দনাকৃতি হ'য়ে হও—হংসঃ'। এই নিরন্তর বিশ্বপ্রাণের দোলাটি চলিলে, 'অ' বলে—'আমি অন্তরালে থাকি, কি বল?' অন্তরালে মূল-প্রয়োজকরূপে আদি 'স্বর' থাকেই।

২৫ ॥ **সর্ব্বমেব প্রণবেন** ॥

এক প্রণবদ্বারাই (প্রশান্তবাহিতাদি উপরম-উপশম পর্য্যন্ত) সবই হইয়া থাকে ॥

> স্হাবিতি পক্ষযুগ্মত্বে সোঽহমোমেব জানীহি।
> অন্যপক্ষকমাদ্যং স্যাদাত্মপক্ষকমোম্ পরম্ ॥
> আহার্য্যপক্ষকাণি স্যু ধীমহি বিদ্মহে নমঃ।
> ভাগত্যাগপক্ষকন্তু ব্রহ্মাস্মীতি বিচারণা ॥ ২৯২-২৯৩

'স্হৌ' প্রাণের যদি পক্ষযুগ্ম ভাবনা কর, তা হইলে 'সোঽহং' = ওঁকার, ইহাই স্থির জানিবে। তবে দুয়ের মধ্যে এই বিশেষ—প্রথমটি অন্যপক্ষক, আর প্রণব, 'স্-হ' পক্ষদ্বয় নিরপেক্ষ হইয়া আত্মপক্ষক। প্রথমটিতে, 'স্' আর 'হ্' বলিতে যে দুই বিশেষ প্রকারের প্রাণনবৃত্তি বুঝায়, তাদের অপেক্ষা করিতে হয় (dependence on 'other' functions); প্রণবে সে অন্যাপেক্ষা নেই। এইজন্য প্রণব আত্মপক্ষক—আপন কলা-নাদ-বিন্দু পক্ষসহই বৃত্তিমান্, self-dependent. ধীমহি, বিদ্মহে, নমঃ—এসব স্থলে আহার্য্যপক্ষতা থাকে। এদের, আপন আপন পক্ষ ছাড়াও, অনুকূল, উপকারক অন্য অন্য পক্ষের অধ্যাহার করিতে হয়—dependent on accruing or according positive functions. অর্থাৎ, মন্ত্রাদিরূপে এসব স্বতন্ত্র বৃত্তিমৎ প্রায়শঃ হয় না। অঙ্গী

ভাবে নয়, পরন্তু মন্ত্রাদির 'অঙ্গ' ভাবেই প্রায়শঃ বিনিযুক্ত হয়। শেষকালে, 'ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি স্থলে, অঙ্গিত্ব আছে বটে, অর্থাৎ মন্ত্রাদিরূপে পূর্ণাঙ্গ হইলেও, ভাগত্যাগাদির অপেক্ষা থাকে। ভাগত্যাগাদি দ্বারা মহাবাক্যাদির 'শোধন' করা আবশ্যক হয়। কেননা, বীজমন্ত্রাদির মত এ সকলে 'ব্যাহরণের' প্রাধান্য নয়, পরন্তু অনুধ্যানেরই প্রাধান্য। আর, অনুধ্যান ঠিক হইতে গেলে, অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা ত্যাগ হওয়া চাই, এবং হানোপাদান বিরহিত যে তত্ত্বভাবনা, সেইটি হওয়া চাই।—Reduction of non-according factors, and congruence of the according factors.

এই চারি প্রকারের সপক্ষত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নের মধ্যে প্রণবের শ্রেষ্ঠত্ব; কেননা, প্রণব আত্মপক্ষক। সকলের বৃত্তিব্যাপারবত্তা প্রণবেই সংগ্রহ-সমধিকৃত। প্রণব =প্র+'নু', মনে রাখ।

মায়া লক্ষ্মীশ্চ লভ্যেতে ধীমহীত্যস্য মন্থনাৎ।
বিদ্মহ ইত্যতো বীজং বাগ্‌ভবং নমসো নমঃ॥ ২৯৪

'ধীমহি' মন্ত্রের মন্থনে মায়াবীজ হ্রীঁ এবং লক্ষ্মীবীজ শ্রীঁ সাররূপে আবির্ভূত। এইরূপ 'বিদ্মহে'-এর মন্থনে বাগ্‌ভব ঐঁ। 'নমঃ'-এর মন্থনে নমঃ। দুগ্ধাদিতে ঘৃত সূক্ষ্ম ও ব্যাপ্তরূপে থাকে, মন্থনে সংহত হইয়া আবির্ভূত হয়। এই উপমাটি মনে রাখিবে এ সকল স্থলে। 'ধীমহি'-তে মায়াশক্তি এবং শ্রীর সন্নিবেশ তলাইয়া ভাবনা কর। 'বিদ্মহে'-তে বিশেষ বিদ্যাশক্তি।

ব্রহ্মাস্মীতি মহাকামোঽকামোঽকাময়তাখিলম্।
বিহায় কামকামিত্বমকামকামতা শমঃ॥ ২৯৫

'ব্রহ্মাস্মি'-তে মহাকামবীজ ক্লীঁ নিগূঢ় থাকে। কেননা, ব্রহ্ম অকাম হইয়াও অস্মিতারূপে 'অখিলং অকাময়ত'। তুমি যৎকালে এটিকে মহাবাক্যরূপে আশ্রয় কর, তখন, ভাগত্যাগে বিলোমে, তোমায় ব্রহ্মের অকামরূপতায় ফিরিতে হয়। কামকামিত্বরূপ যে 'অস্মি', সেটি ত্যাগ করতঃ অকামকাম হইলেই উপশম।

প্রশান্তবাহিতাঽকারাৎ সম্প্রসাদশ্চ ব্যাপ্যতে।
উপরতিরুকারেণ মকারান্নির্বৃতির্ধৃতা॥ ২৯৬

প্রণবের অকারে প্রশান্তবাহিতা এবং সম্প্রসাদ—দুটিই ব্যাপ্ত। উকারে উপরতি ; মকারে নির্বৃতি ধ্রুতা।

পরমোপশমায় স্যু র্নাদবিন্দ্বাদয়ঃ সনাৎ॥ ২৯৭

এবং নাদ-বিন্দু-পরাপারীণা অর্দ্ধমাত্রা—এগুলি নিত্য যে পরমোপশম, তার নিমিত্ত জানিবে।

সামান্যতো হ্যকারেণ চোকারেণ বিশেষতঃ।
মকারেণ মিথশ্চাপি নাদবিন্দ্বাদিভিঃ স্বতঃ॥ ২৯৮

অকারে প্রপঞ্চপ্রত্যযের সামান্যতঃ অপগম হয়, উকারে সে অপগম বিশেষতঃ হইযা উপরতির উপযোগ হয়, মকারে 'মিথঃ', কিনা, রহসি পরাপরমাভিমুখীন যে সেতু, তার সন্ধান হয় ; এ সকলে (কলায়) সাপেক্ষ উপযোগ (conditional fitness)। অর্থাৎ, পরাদিতে উপযোগ 'ম'-এ আসিযা নাও হইতে পারে। এইজন্য নাদ-বিন্দু-অর্দ্ধমাত্রার সেতু ধরা চাই। সেটির 'স্বতঃ', কিনা, নিরপেক্ষ উপযোগ।

অতঃপর, ন্যাসসূত্র—

২৬॥ **গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃসামান্যাধিকরণ্যেন সামঞ্জস্যং ন্যাসঃ॥**

গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা—এ তিনের সমানাধিকরণে সমঞ্জসতা যাতে হয়, সেটি ন্যাস॥

যৎকিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে বস্তু দেশে কাল উতান্যথা।
তস্য যদ্ গ্রহণং যচ্চ গ্রহীতৃ চিদচিন্ময়ম্।
অধিকরণসাম্যেন তেষাং সৌষ্ঠবসংস্থিতিঃ॥
ভূতো ভাবো ভবো ভাবী ন্যাস ইতি চতুর্বিধঃ।
অধিকরণসাম্যং স্যাৎ ক্রিয়াকারকতুল্যতা॥ ২৯৯-৩০০

দেশাধিকরণে, কালাধিকরণে, অথবা অন্যথা (সম্বন্ধাধিকরণে) যে কোন বস্তু গৃহীত বা গ্রাহ্য হয় (cognised or cognisable), তার যেটি 'গ্রহণ' (apprehension or cognition), এবং তার যেটি চিদচিৎ-ময় গ্রহীতা

(cogniser), এ তিনের অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃর, যদি সমানাধিকরণতায় (in co-planar relation) সৌষ্ঠবপূর্ব্বক (in harmony relation) স্থিতি হয়, তবে বলা যায়—তাদের 'ন্যাস' হইল।

'অধিকরণসমতা' বলিতে এখানে সর্ব্বথা সমব্যাপ্তি অবধি নয়, পরন্তু ক্রিয়াকারকতুল্যতা হইলেই হইবে। ধর, ক্রিয়ার ছন্দঃকে বলা যাক্ 'তন্ত্র', কারকের ছন্দঃকে 'যন্ত্র' এবং 'মন্ত্র', তা হইলে তন্ত্রচ্ছন্দঃ যন্ত্র-মন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে সাম্যে থাকা আবশ্যক; বৈষম্যে থাকিলে অনিষ্টাপত্তি। পুনশ্চ, তন্ত্র-যন্ত্র-মন্ত্র—তিনের ছন্দঃকে অভীষ্টফল বা সিদ্ধিচ্ছন্দে সুসমন্বয়ে নেয়া আবশ্যক। Action suited to the Agent and Means, and these, again, suited to the Desired End. এর নিমিত্ত তিনটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়:—(১) ক্রিয়া এবং কারক শক্তির সমতলে (co-efficiency in the same plane-এ) আসা চাই; (২) তাদের অনুপাতাদি সম্বন্ধের সৌষ্ঠব (concordant relation) থাকা চাই, আর, (৩) তাদের সত্তা, শক্তিমানের এবং ছন্দের লঘিষ্ঠবিসদৃশতা এবং গরিষ্ঠসদৃশতা (বা তুল্যতা) থাকা চাই। এ তিন যোগাযোগ না ঘটা পর্য্যন্ত, গ্রাহ্য-গ্রহণ-গ্রহীতৃর 'কলহ' কাটে না, কাজেই, তারা ফলোদ্দেশ্যে সমূহ-সমবেত হয় না। তাদের 'সংযুক্তি' নেই, কাজেই, অভীষ্টসংযোগও নেই।

ন্যাসদ্বারা এটি সাধিত হয়।

ধর, আণবিকশক্তিকে সৃষ্টিকর্ম্মে লাগাইবে। কেন্দ্রীণ সংযোগ অথবা বিয়োগে যে অতিপ্রচণ্ড শক্তি সঞ্জাত হইল, সে শক্তির এবম্বিধ 'ন্যাস'-টি করিতে পারা চাই, যাতে, তোমার অভীষ্ট 'প্লেনে' (সৃষ্টিকর্ম্মে) যে ক্রিয়াকারকতুল্যতাটি সৌষ্ঠবে পাওয়া আবশ্যক, সে তুল্যতা সৌষ্ঠবে পাওয়া গেল। তোমার সৃষ্টি = মন্ত্র-ও-যন্ত্র কোন এক নিরূপিত শক্তিমানে ও ছন্দোমানে না আসিলে, তোমার সৃষ্টিটি তো ঠিক হয় না। কাজেই সমস্যা—ঐ কেন্দ্রীণ চণ্ডশক্তি তোমার অভীষ্টকর্ম্মানুরূপ হইয়া মেলে কি করিয়া? যাতে মেলে, সেইটি ন্যাস।

গণিতাদি সর্ব্বস্থল থেকেই ন্যাসের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিবে। পূজাজপাদি ক্রিয়ায় যে ন্যাস, সেটিও এই লক্ষণে আসে। It is what establishes a cohesive, concordant disposition of the forces—in apparatus, agent and action—with respect to a given end. লক্ষ্য কর যে,

ন্যাসকর্ম্মমাত্রেই সমতালিকতা, সমসার্থকতা এবং সমচ্ছন্দোগতা—co-planarity, co-efficiency and congruence—এই তিনটি ধর্ম ক্রিয়াঙ্গি-অঙ্গসংস্থায় পাওয়া চাই। মূলতঃ এটি সকল ক্রিয়াকারকাঙ্গগুলির মধ্যে স্পন্দসৌষম্য সংসাধন—যেমন, বহু যন্ত্রের ঐক্যতানে সাধিতে হয়। জপাদিতে, একদিকে তোমার রক্তমাংসের আধিব্যাধিমন্দিব শরীর, অন্যদিকে তোমার মন্ত্রের প্রাণশক্তি এবং চিচ্ছক্তিরূপা গুরুদেবতা আর ইষ্টদেবতা—এ দুয়ের মধ্যে সমর্থ বিনিময় ঐ 'ন্যাস' ব্যতিরেকে হয় কিরূপে ?

ন্যাসবিধান অনেকপ্রকার। বর্ত্তমান সূত্রে চারিটি মূল বিধা বলা হইতেছে—ভূত, ভাব, ভব, ভব্য (ভাবী)। যেটি ন্যস্ত (Effected) রহিয়াছে, তদধিকারে যে পুনর্ন্যাস, সেটি 'ভূত' সংজ্ঞায় আসে। ধর, কোন যন্ত্র বাঁধাই আছে একভাবে ; সেটিকে পরখ করিয়া দেখিলাম—ঠিক অভীষ্টানুরূপ বাঁধা আছে তো ? এতে আবশ্যক শোধনপূরণের অপেক্ষাও থাকে। ভূতনাথেব হাতে বাঁধা যে যন্ত্র, সেটি 'সিদ্ধভূত', বাকি সব 'ভূতগ্রস্ত'। 'ভাবন্যাস' বলিতে যে ন্যাসদ্বারা আমার অভীষ্ট সুষম-সমর্থসংস্থাটি ভাবিত, সম্ভাবিত হইল—Effectual so as to be actual. 'ভবন্যাস' বলিতে—'Effecting'—যাহা দ্বারা অভীষ্ট ন্যাসটি হইতে চলে। এবং 'ভব্যন্যাস' বলিতে—'Effective' or 'Potential'—যেটি উপযোগরূপে রহিয়াছে, কিন্তু এখনও বস্তুতঃ বা কার্য্যতঃ হয় নাই। ধর, তোমার বাগানে কোন ফুলের গাছটি চাও। ফুল-ফোটা এক ফুলগাছই যদি বাগানের মাটিতে বসাও তো ভূতন্যাস। (তবে এতে সাবধান হ'তেও হয়।) যদি বাগানের মাটি তৈয়ারি করিয়া বীজটি পোঁত তো ভব্যন্যাস। গাছটি অঙ্কুরাদিক্রমে বাড়িতে থাকিলে ভবন্যাস। আর, ফুল দিল বা দেবার মত হইল—ভাবন্যাস। সর্ব্বস্থলেই এ ক্রম দেখিয়া লইবে।

তপঃ বা 'ভাব' অপেক্ষা করিয়া যে ঐকতান, সেটি ন্যাস। তারপর,

২৭ ॥ ঋতমপেক্ষ্যৈকতানং প্রাণায়ামঃ ॥

'ঋতম্' কে অপেক্ষা করতঃ যে একতানতা সাধন, সেটি প্রাণায়াম ॥

প্রাণৈঃ প্রণীয়তে সর্ব্বং প্রাণাঃ প্রাণ ইহাসতে।
মহাবায়ৌ বৃত্তিমন্তো যথা স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৩০১

পূর্ব্বে অর্থসূত্রে দেখা হইয়াছে—প্রাণের দ্বারাই নিখিল অর্থ (প্রমেয়) প্রণীত হয়। মুখ্যামুখ্য চতুর্দ্দশ প্রাণই আবার এক প্রাণব্রহ্মে সমাশ্রিত (আসতে)। কিরূপ ? যেমন স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূত মহাবায়ুতেই বৃত্তিমান্ রহিয়াছে। এরদ্বারা প্রাণের কেবল যে ব্যাপত্ব, এমন নয়, পরন্তু সর্ব্বভবণত্বও বলা হইল। ব্রহ্মই প্রাণ—এর প্রমাণ (শ্রৌত) ? 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' ইত্যাদি বহুমন্ত্রে বহুধা এই সমীকরণ করা হইয়াছে। এ গ্রন্থেও যুক্তিদ্বারা এটি প্রতিপাদিত। এবং এও দেখান' হইয়াছে যে হংসবতী ঋকের 'ঋতংবৃহৎ' - প্রাণব্রহ্ম। তাই—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি প্রাণ ঋতং বৃহৎ।
তস্য ছন্দ ঋতচ্ছন্দঃ সপ্তাশ্বো যো গভস্তিমান্।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা জুহুয়াত্তাবৃতার্ণবে॥ ৩০২

ঋতংবৃহৎ স্বরূপ যে প্রাণ বা আদিত্য, সে প্রাণাদিত্যের স্বচ্ছন্দঃ-ই হইল ঋতচ্ছন্দঃ। এই ভুবনব্যবহার-নির্বহণ ঋতচ্ছন্দঃ গভস্তিমান্ (আদিত্য)-এর 'সপ্তাশ্ব' রূপে কল্পিত হইয়াছে। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ—সপ্তকই ঐ সপ্তাশ্ব। বেদের পুরুষাদি সূক্তে পৌরুষযজ্ঞে এই ছন্দঃই হইল মুখ্য নির্ব্বাহক। এর ভাব আমরা আগে বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। এই যে সপ্তবিধ ঋতচ্ছন্দঃ—এর অপেক্ষায় প্রাণাপানাদির (বিশেষতঃ প্রাণ অপানের) যে ঐক্যতানসাধন, তাকে প্রাণায়াম জানিবে।

ঋতংবৃহৎ-রূপ প্রাণব্রহ্মার্ণব। সে অর্ণবে, প্রাণাপান-এ দুটি বৃত্তিকে সমতায় লইয়া হবন কর (জুহুয়াৎ)—ইহাই প্রাণায়াম (আয়াম = পরিণাম। অবধি বিতান)। প্রাণ ও অপানের সমতা ব্যতীত ঐ প্রাণব্রহ্মে লয়টি হয় না। প্রাণব্রহ্ম = ওঁকার = ছন্দোমাতা গায়ত্রী ছন্দঃ। এর সঙ্গে একতানতায় আসে না, যতক্ষণ প্রাণ (+) আর অপান (−), বৃত্তিদ্বয়ের বিষমতা রহিয়াছে ; এই বিষমতা হ্রাস করিয়া ব্যষ্টিপ্রাণকে অপাস্তবিষমবৃত্তি প্রাণব্রহ্মে লয় করাই প্রাণায়াম। লয়কর্ম্মটি 'হবন' রূপে ভাবিত হয়। যাহা হইতে সমস্ত কিছু 'সমুদ্রবন্তি'—সেই অব্যাকৃত প্রাণব্রহ্ম = 'সমুদ্র'। ব্যাচিকীর্ষু হইয়া এতে যে আদি সুষম-অখণ্ড স্পন্দরূপতা, সেটি 'অর্ণব'। পূর্ব্বে এদের প্রসঙ্গ অনেকস্থলে হইয়াছে। অর্ণব = মহাপ্রাণ।

প্রাণো হিরণ্যগর্ভোঽয়ং বৈরাজীং তনুমাশ্রিতঃ।
তদৃতচ্ছন্দসা প্রাণ্যাৎ প্রাণায়ামপরায়ণঃ॥ ৩০৩

বৈরাজতনুতে হিরণ্যগর্ভ প্রাণরূপে আপন ঋতচ্ছন্দে মহাপ্রাণনবৃত্তিপর রহিয়াছেন। প্রাণায়ামপরায়ণ হইতে হইলে ঐ হৈরণ্যগর্ভ ঋতচ্ছন্দে অন্বিত হওয়া আবশ্যক। জপ যে সহজ প্রাণায়ামের সাধন, তাতে কলার উদয়বিলয়ে অপান-প্রাণের সমতা সাধন। কলা নাদলয় পাইলে, পরসূক্ষ্ম বা হৈরণ্যগর্ভলয়। কলা-নাদ দুই-ই এর বৈন্দবলয়ে পরকারণলয়। কলা-নাদ-বিন্দু, এ তিনেরি লয়ে পরমলয়।

২৮॥ সত্যমপেক্ষ্য সামরস্যং মূলশুদ্ধিঃ॥

'সত্যম্' কে উদ্দেশকরতঃ, এবং তৎসম্বন্ধি, যে সামরস্য, সেটি মূলশুদ্ধি॥

আগে 'ঐকতান', এখানে 'সামরস্য'।

যদাস্তি হি মহৎ সত্যং জ্যোতীরসামৃতাভিধম্।
ছন্দসা স্বেন ভাবেন প্রোতং বিশ্বেষ্ববাধিতম্॥ ৩০৪

গায়ত্রীশিরঃ ইত্যাদিতে 'জ্যোতীরসোঽমৃতম্' রূপ যে পরমতত্ত্ব সূচিত, সে পরমতত্ত্ব, আবির্ভাবে, ঋতং বৃহতের সম্বন্ধভাক্ হইয়া হন 'সত্যং মহৎ'। রস বা আনন্দকে মাঝে রাখিয়া, একদিকে জ্যোতিঃ (চিৎ), অন্যদিকে অমৃত (সৎ),—এই দুটি 'পক্ষ' (logical) যেন মেলিয়া দেন। এই পক্ষদুটি 'ঋতম্'-কে ভজনা করে ('ঋতং পিবন্তৌ')। অর্থাৎ, জ্যোতিঃস্বরূপে আসার, অথবা তা থেকে অবতরণের, এক 'ঋতং'; আর, সৎস্বরূপে আর এক ঋত।—The true way of Knowledge, and true way of Realization. Light and Reality কে 'যেন' আলাদা করিয়া বলা—"তোমরা ঠিক এই পথে চলিয়া আবার মিলিত এক হও দেখি। আমি রস-রূপে তোমাদের দুটিকে এক করিয়া লইব।—As final satisfaction, consummation, fulfilment." রস ছাড়া মেলাবার, শোধনপূরণ করার অন্য সামগ্রী নেই। রসপন্থাঃ শ্রদ্ধা-ভাব-ভক্তি।

"কি গো, তোমরা রাজি তো?—বেশ। আচ্ছা, 'সৎ'! তোমাতে

জ্যোতির 'য়' মিলিত হোক্। আর, তোমার অমৃতরূপ থেকে 'অম্' তাতে মিলুক। কি হইল?—সত্যম্।" অমৃতমের 'অম্' লইলে থাকিল 'ঋতম্'। এইভাবে পরম থেকে সত্যম্ আর ঋতমের 'যেন' পৃথকীকরণটি হইল। এই রাহস্যিক কথাগুলোর ব্যঞ্জনা বুঝিয়া লইবে।

জ্যোতির 'হৃদয়' = 'য়' = রস. অমৃতের 'অম্' = রস। সত্যমে এই দুটি রসের সমরসতা। পরের সূত্রে এই সমরসতার প্রসঙ্গ আবার আসিতেছে। এখানে লক্ষ্য কর যে—নিখিল বিশ্বে 'সত্যম্' (ঋতং 'বৃহতের' মত) 'মহৎ'। অর্থাৎ, নিখিল বিশ্বে 'সত্যং মহৎ' আপন স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে 'প্রোত' রহিয়াছে। —As an eternally realized and universally immanent Realm of 'Own' Nature and Pattern. সত্যের সেই 'স্বত্ব' (Ownness of Nature and Pattern) হইল 'শুদ্ধি'। সর্ব্বতঃ ওতপ্রোত বলিয়া 'মহৎ'।—The Principle of Universal Pure Rectitude. সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানের এই 'সত্যং মহৎ' হইল সাধ্য বা লক্ষ্য, আর, 'ঋতং বৃহৎ' হইল সাধন বা উপায়।

ব্যাজবিঘ্নাদিবিদ্ধানাং বৈরস্যস্য নিবর্ত্তনম্।
যন্ত্রাণাং স্থূলসূক্ষ্মাণাং সামরস্যস্য সাধনম্।
মূলস্য বাপি মূলেন শুদ্ধিরিতি নিগদ্যতে॥ ৩০৫

মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্রের ব্যাজবিঘ্নাদি দ্বারা বেধ হইলে যে বৈরস্য ঘটে (এতে বৈরূপ্য-বৈগুণ্যাদিও লক্ষণায় আসে), সে বৈরস্য কাটে কিরূপে? আর, যন্ত্রাদির স্থূল-সূক্ষ্মরূপে সামরস্যই বা সাধিত হয় কিরূপে? বৈরস্য—disagreeable discord; সামরস্য—agreeable concordance. এ দুটি প্রশ্নের একই উত্তর—যদি যন্ত্রাদিকে পূর্ব্বোক্ত 'সত্যং মহতে'র অন্বয়ে আনা যায়, তার স্বভাবে স্বচ্ছন্দে মিলাইতে পারা যায়, তবেই। স্থূলে-সূক্ষ্মে ত' মিলাইলাম; কিন্তু, মূলের (কারণে) মিল না হইলে তো শাশ্বতিক সত্য সামরস্য হইল না। তাই মূলের দ্বারা মূলের শুদ্ধি সর্ব্বপ্রযত্নে সাধিয়া লও। এই মূল শুদ্ধি জ্যোতীর-সোঽমৃতমের সাক্ষাৎ যোগটি বিনা হয় না। পরমপ্রপত্তিব্যতিরেকে হয় না।

সত্যস্য সামরস্যং তচ্ শুদ্ধিকর্ম্ম হ্যপেক্ষতে।
সত্যমুপেক্ষ্য বৈতথ্যং সত্যমপেক্ষ্য শোধনম্॥ ৩০৬

শুদ্ধিকর্ম্মমাত্রই সত্যসামরস্য অপেক্ষা করিয়াই হয়। সত্যকে যেটি উপেক্ষা করে, সেটি 'বিতথ', আর, যেটি অপেক্ষা করে, সেটি শুদ্ধি বা শোধন।

সাধারণ-বিজ্ঞান-অধ্যাত্ম—সকল ব্যবহারেই এই বিতথের শোধনটি বুঝিয়া দেখিবে।

২৯ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি জপঃ॥

'ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'—এটি জপস্বরূপ॥

ওমিতি ন্যাসনৈপুণ্যমৃতঞ্চাসুভিরধ্বরঃ।
সৎসমরসা শুদ্ধিস্ত্রীণ্যেকত্র হি জপঃ॥ ৩০৭

'ওঁ'-এর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যে 'ন্যাস', সেটি নিপুণভাবে সাধিলে। 'ঋতঞ্চ'-এর দ্বারা পূর্ব্বলক্ষিত প্রাণযাগ বা 'প্রাণায়াম'। সৎ-সমরস রূপ যে পূর্ব্বব্যাখ্যাত 'সত্যঞ্চ', তার দ্বারা সাধিলে 'শুদ্ধি'। এই তিন সাধনই যেখানে একত্র হয়, সেটি 'জপ'। পুনশ্চ—

মধুবাতা ইতি ন্যাসো হংস ইতি চ যোঽধ্বরঃ।
তৎসবিতুরিতি ক্লিন্ন-শুদ্ধজ্যোতীরসামৃতৈঃ॥
আপ্যায়স্বিতি বা ন্যাসো বিরজা ইতি চাধ্বরঃ।
অসতো মেতি শুদ্ধিশ্চ জপে সর্ব্বং সমাপ্যতে॥ ৩০৮৩০৯

পুনশ্চ—'মধুবাতা' ইত্যাদি মধুমতী ঋক্ দ্বারা, নিখিলে 'মধু' ওতপ্রোত ভাবনা করতঃ, ন্যাস করিবে। তোমার কায়-বাক্-মনও 'মধুময়'। 'হংসঃ শুচিষৎ···ঋতং বৃহৎ'—দ্বারা প্রাণাধ্বর (প্রাণায়াম) সাধিত হইল, ভাবনা করিবে। এর দ্বারা প্রাণরূপী 'হংসঃ' 'ঋতং বৃহতে' অন্বিত হইল। তারপর, যৎকিঞ্চিৎ বৈরস্যাদি নিমিত্ত 'ক্লিন্ন' এবং 'কষায়', তার শুদ্ধি সাধন করিবে—সেই 'সবিতা'-র যেটি 'বরেণ্যং ভর্গঃ'—তদ্দ্বারা। এর দ্বারা যেটি বিরসক্লিন্ন,

সেটি 'ভৃষ্ট' হইল। আর, জ্যোতীরসামৃতে তার আবার অমৃতায়ন কর। 'ক্লেদ'টি কেবল পোড়াইলে তো হয় না! 'ক্লিন্ন'-কে করিতে হইবে—'ক্লী নঃ'। বুঝিলে তো?

আবারও, 'আপ্যায়ন্তু' শান্তিমন্ত্রে কর 'ব্রহ্ম-যাগ', 'বিরজা' মন্ত্রে কর প্রাণের 'ব্রহ্মাধ্বর'; 'অসতো মা' মন্ত্রে কর 'ব্রহ্মশুদ্ধি'। আর দেখ যে—জপে এই তিনেরি সমাপন। 'ব্রহ্মশুদ্ধি'-তে 'ব্রহ্ম' যদি বাগাদি হয় তো, তারি শুদ্ধি: আর, পরব্রহ্ম হয়তো, 'ব্রহ্মণে শুদ্ধিঃ'। অর্থাৎ, ব্রহ্মভাবায় শুদ্ধিঃ।

৩০ ॥ ওঁ তৎ সদিত্যর্থভাবনম্ ॥

"ওঁ তৎসৎ"—এটি অর্থভাবন ॥

'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'—যে কিভাবে, তা পরপর এই দুটি সূত্রে নির্দ্দেশ করা হইল।

ভাবনভাবনাভেদ আদ্ যাবন্ন হি ভাবনম্।
দৃঢ়া হি ভাবনা তাবদ্ কার্য্যা ভাবনসিদ্ধয়ে ॥ ৩১০

'ভাবন' আর 'ভাবনার' ভেদ ঐ 'আ'-তে। 'আ'-তে ব্যাপ্তি এবং সীমা, দুই-ই বুঝিবে। অর্থাৎ, ভাবনা তার শক্তিসামর্থ্যে ব্যাপ্ত হইয়া একটা কাষ্ঠা অবধি না যাইলে, সেটি 'ভাবন' ('হওয়ান') হয় না। সমর্থ শব্দ বা ভাবের সেই লক্ষণটি আবার স্মরণ কর। সমর্থে বাচ্যবাচকের বস্তুগত্যা ব্যবধান আর থাকে না। শক্তির যেটি শক্য অর্থ, সেটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অবিনাভাবে বস্তুতঃ (as real and actual) মিলিলে, তবে হয় 'অর্থভাবন'। ভাবনা এর সাধন। ব্যাহরণ বিশেষতঃ। এই নিমিত্ত, ব্যাহরণের শুদ্ধি-সমৃদ্ধির সঙ্গে ভাবনা ও বীর্য্যপূর্ত্তি আবশ্যক। 'বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা বীর্য্যবত্তরং ভবতি'—আবারও মনে কর। ভাবনাকে 'দৃঢ়া' করিতে হয়, ভাবনসিদ্ধির নিমিত্ত।

সর্ব্বভাবময়ং বিশ্বং ভাবনয়া বিজৃম্ভিতম্।
পরাঽপরেতি সা জ্ঞেয়া পরা যা পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩১১

এই যে সর্ব্বভাবময় বিশ্ব, ইহা তো ভাবনাবিজৃম্ভিত—ভাবনাময়। ভাবনা ছাড়া নামরূপাদিতে বিশ্বের অস্তিত্ব কোথায়? তোমার 'আপন বিশ্ব' তোমার

আপন ভাবনাময়। সে বিশ্ব 'অপর', সে ভাবনা 'অপরা'। সকলের পক্ষেই যে বিশ্ব, সে বিশ্ব, পূর্ব্বের তুলনায়, পর। তার ভাবনাও 'পরা'। এ পরাভাবনা পরমেষ্ঠীর—বিশ্বস্রষ্টার। ইনি ঈশ্বর।

ওমিতি বাচকং তস্য তস্য সদিতি বাচ্যতা।
ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশে ত্রয়াণামেকলক্ষ্যতা॥ ৩১২

ঈশ্বরের বাচক স্বয়ং ওঁ। 'সৎ' রূপে তিনিই বাচ্য। আর, 'তিনি' = তৎ। অতএব, 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনের দ্বারা এক অদ্বিতীয় 'সৎ'-ই লক্ষিত হইল। ওঁকার যাঁর বাচক, তিনি সৎস্বরূপ, তিনিই অস্তি (ভাতি ও প্রিয়ং); তিনি ছাড়া আর কোন 'সৎ' নেই। এই তাদাত্ম্যসমীকরণটি ঐ ত্রিবিধ নির্দ্দেশে হইল।

এখন ভাবিয়া দেখ—ঐ তাদাত্ম্যসমীকরণটি পরিনিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন জপ্যেরই 'অর্থভাবন' হয় না। ভাবনা হইতে পারে, 'ভাবন' হয় না। একদিকে 'নাম', অন্যদিকে 'নামী'। বাচক আর বাচ্য—ওঁ আর তৎ। এ দুয়ের মাঝে ঐ 'সৎ' ('আছেন', 'নিশ্চয়ই আছেন')—এই ঐকান্তিক সন্ধিটি সন্ধান করিতে পারিলেই তো—'নামেই তিনি আছেন, নাম ছেড়ে তিনি নেই'—এই অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধিটি সাধিত হইল। অতএব, অর্থভাবনের মূল আধার এইটি।

ভূতার্থে ভূয়মানার্থে ভব্যার্থে চাপ্যুতান্যতঃ।
তত্তারূপস্য হ্যর্থস্য সত্তারূপেণ ভাবনম্।
তত্তাঽবিতি চ মাত্রাভ্যাং সত্তামাত্রে হি ম-স্রুবা॥ ৩১৩

অর্থকে ভূতার্থ, ভূয়মানার্থ, ভব্যার্থ—এই প্রকারে, অথবা যে কোন অন্যপ্রকারে লও, অর্থ হইতেছে 'তৎ'— 'সেইটি'—বাচক বা নামের দ্বারা লক্ষিত, উদ্দিষ্ট হয় যেটি। এভাবে, অর্থত্ব তত্তাধর্ম্মাবচ্ছেদকত্ব। 'তত্তা' (Thatness) জাতিটাকে যদি একটা বৃত্ত ভাব তো, অর্থ (বাচকের সম্পর্ক ধরিয়া) ঐ বৃত্তে আসে। বাচককে যদি বল 'এই', তবে অর্থ (বাচ্য) 'সেই'। এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ থাকে, যার ফলে বাচক-বাচ্যের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, তারা অভেদসত্তাক (identical in being or substance) নয়। 'অর্থভাবন' মানে এই অভেদসত্তাকত্বস্থাপন। অর্থাৎ, যাহা তত্তারূপ, সেটিকে সত্তারূপ করা।

এই 'ভাবন'টি হবনরূপে ভাবনাও কর।

প্রণবের অ-উ (=ও)—এই মাত্রা দুটি দ্বারা হবন কর। (ও+ইতি= অবিতি)। কিসে হবন করিবে? আদৌ নাদসত্তায়, ততঃ বিন্দুসত্তায়, ততঃ আদ্যাকলাসত্তায়, অন্তে সত্তামাত্রে। কার দ্বারা হবন করিবে?—'ম', এই স্রুবের দ্বারা। 'ম' এস্থলে অর্দ্ধমাত্রার উপলক্ষণ। কাজেই, অর্দ্ধমাত্রাই স্রুব জানিবে।

ইতি—জপসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে বাচ্যবাচকভাবনং নাম প্রথমঃ পাদঃ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

(জপচতুঃসূত্রী)

১। **জপো যজ্ঞঃ ॥**

জপ যজ্ঞ ॥

> যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি যজ্ঞে বিশ্বজনীনতা।
> যেতি বীজং মহাবায়োর্জকারাজ্জপতো জনিঃ ॥
> জনিজাতিজরাব্যাজং জক্ষিতুং জবনো জপঃ।
> পুনাতি পাতি পুষ্ণাত্যধিযজ্ঞ-ব্রহ্ম বৈ জপঃ ॥
> প্রাণোঽর্পণং হবিঃ প্রাণঃ প্রাণাগ্নৌ প্রাণনৈর্হুতম্।
> প্রাণস্য প্রাণ আগ্রাহ্যঃ প্রাণকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৩১৪-১৬

জপের লক্ষণ পূর্ব্বগ্রন্থেই করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে চারিটি সূত্রে জপের স্বরূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। এতে পাইলাম—সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জপ। যজ্ঞ কি ? বিশ্বজন সৃষ্টিরক্ষাদি কল্পে যাহা সাধু, সেটি বিশ্বজনীন। যজ্ঞে এই বিশ্বজনীনতা ধর্ম্মটি আছে। এটিকে পাল্টাইয়াও বলিতে পার—যাতে বিশ্বজনীনতা (বিশ্বের যোগক্ষেম, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ—পোষকতা ধর্ম্ম) আছে, সেটি যজ্ঞ।

'যজ্ঞ' শব্দের আদিতে 'য'=মহাবায়ুর। যে প্রাণ, তার বীজ। এই বীজকে (অর্থাৎ, প্রাণব্রহ্মকে) 'জানিয়া' (=জ্ঞ), যেটি, তজ্জপদ্বারা 'জনি', কিনা, অর্থভাবন করিতে সমর্থ, সেটি যজ্ঞ।

প্রাণ সৃষ্টিতে 'জাত' হইয়া আদি (জনি), মধ্য (জাতি) এবং অন্ত (জরা) —এই উর্ম্মি আকৃতিটি (Generic Life Curvature Pattern) পরিগ্রহ করে। এ আকৃতিটি আবার শুদ্ধ সুষম না রহিয়া ব্যাজাদিতেও (বৈরূপ্য প্রভৃতিতে) যায়। কাজেই, জাতপ্রাণে ঐ চারিটি 'জ'-এর গ্রন্থি—জনি (মূল),

জাতি (মধ্য), জরা (অন্ত), এবং ব্যাজ। এই চারি প্রাণগ্রন্থিই নিঃশেষমোচন করিতে (জক্ষিতুং = ভক্ষণার্থ) জপ 'জবন', কিনা, মহাসম্বেগবান্। অতএব, জপযজ্ঞদ্বারা আশু জনিগ্রন্থি, জাতিগ্রন্থি, জরাগ্রন্থি এবং ব্যাজগ্রন্থি মোচন কর। জপের আদি অক্ষর 'জ'-এর এইপ্রকার জ-চতুষ্টয়-পাটন-সামর্থ্য ভাবনা করিও। আর, 'প'? পুনাতি, পুষ্ণাতি, পাতি—এই তিন পরম কর্ম্ম। মূলকে শুদ্ধ করে, মধ্যকে পোষণ করে, অন্তকে পালন ও রক্ষা করে। প্রাণ তার মূল-মধ্য-অন্ত—সর্ব্বতঃ কল্যাণ পায়।

অতএব জপ ব্রহ্মের 'অধিযজ্ঞ' স্বরূপ। গীতায় (এবং এই গ্রন্থেও) 'অধিযজ্ঞ' পুনশ্চ ভাবনা কর। জপই যজ্ঞকে অধিকার করতঃ রহিয়াছেন।

অধিযজ্ঞটি প্রাণোপযোগে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—

প্রাণ (মুখ্য)-ই অগ্নি। মুখ্যপ্রাণের সৌরাদিরূপ যে চতুর্বিধ প্রাণন বলা হইয়াছে, সেই প্রাণনের দ্বারাই অগ্নিতে হবন করিবে। হবিঃ কি?—সেটিও প্রাণ = নিখিলপ্রাণসত্তাতে নিগূঢ় যে 'ওজোব্রহ্ম', সেটি। হব্য বা অর্পণটি কি?—সেটিও প্রাণ = প্রাণের প্রাণাপানাদি, বাক্‌চিত্তাদি বিবিধ ভাব। আচ্ছা, এই যে এভাবে প্রাণযজ্ঞকর্ম্ম সমাধান, এর দ্বারা মিলিবে কি (আগ্রাহঃ)? 'প্রাণস্য প্রাণ'—যিনি প্রাণেরও প্রাণ।

জপে বিন্দুব্রহ্ম = অগ্নি। নাদের উদয়, বিততি, বিলয় বৃত্তিদ্বারা হবন। অথবা, অর্দ্ধমাত্রাদ্বারাই হবন। নাদ স্বয়ংই হবিঃ। হব্য = অকারাদি কলা এবং প্রাণমনের বিবিধ বৃত্তি। জপযজ্ঞসমাপ্তি = বিন্দুবিলয় এবং পরাপারীণবিলয়। প্রাণের প্রাণঃ যে পরম অভিন্ন জ্যোতীরস—তাহাই পরম ফল। 'আগ্রাহ' বলিতে—ঐ প্রাণের প্রাণে মিলিবার 'আগ্রহে'ই জপযজ্ঞ করিতে হইবে, এটিও বলা হইল।

তারপর, যজ্ঞসূত্র।

২ ॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ স যজ্ঞঃ ॥

যাহা হইতে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, লয় হইয়া থাকে, তাহা যজ্ঞ ॥

জন্মজাতিজরাধর্ম্মিজগদূর্ম্মিবিচারণা।
যদ্ বৈ নিগময়েত্তত্ত্বং তজ্জলানীতি চ শ্রুতেঃ।
স্থিতং তস্যৈব যজ্ঞত্বং প্রাণ-প্রাণনমৌলিকম্ ॥

যজ্ঞেনাতন্যতে যজ্ঞোঽধিযজ্ঞো যজ্ঞভৃৎ পুমান্।
যজ্ঞো জপো জপো যজ্ঞো জাপ্য-জাপকতা জগৎ ॥
জজ্ঞ ইতি জকারস্য মূলমুদ্দিশ্য যদ্রূপতা।
যত ইতি যকারো যঃ স মূলস্যৈব মৌলিকঃ ॥ ৩১৭-১৯

এই যে জগদ্রূপ মহোর্ম্মি, এর বিচারণায় জন্ম, জাতি, জরা—এই তিনটি ধর্ম্ম পাই। এটি জাত হয়; জন্মিয়া ক্রমধর্ম্মে এক এক জাতি (গুণ ও আকৃতি) রূপ পায়; পুনশ্চ ক্রমধর্ম্মেই জরা ও লয় প্রাপ্ত হয়। এই 'জগৎ'-কে—বাগর্থপ্রত্যয় তিন আকারেই—যেটি তত্ত্বে নিগমন করে;—'তুমি এই থেকে জাত, এতেই স্থিত এবং এতেই আবার লীন'—এভাবে তার আপন তত্ত্বে যেটি তাকে নিশ্চয়রূপে যুঞ্জান যুক্ত করে, সেইটিকেই তাত্ত্বিক 'যজ্ঞ' জানিবে। শ্রুতি 'তজ্জলানীতি' বাক্যে এই যজ্ঞকেই 'শান্ত উপাসীত' ভাবে ইষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জপে উদিত, বিতত নাদকে বিন্দুবিলীন করিয়া এই 'শান্ত উপাসনা' যজ্ঞটি করিতে হয়। এতে জপের তত্ত্বযাগত্ব।

শক্তির সাধারণ নাম যদি দাও 'প্রাণ', তবে প্রাণের (Power) সামান্য গতিবৃত্তি (Function) হইল 'প্রাণন'। এই যে প্রাণ-প্রাণনরূপ বিশ্বজীবন (Cosmic Life), এর 'মৌলিক' (Radical) টি কি,—the Dynamic Root of Cosmic Life? সেই বিশ্বজননাদিমৌলিকে ('যতঃ') যাহা সমর্থ স্বচ্ছন্দভাবে যুঞ্জান-যুক্ত করে, তাকে 'যজ্ঞ' বলা হইতেছে—What links up with the Root of Cosmic Life. বিশ্বকে মূলে 'নিগমন' করে, এবং মূলও তাই দিয়া বিশ্বে 'আগমন' করে, এই অর্থে 'মৌলিক'। অতএব, যজ্ঞ ব্যতীত বিশ্ব তার মৌলিক আগম নিগম সেতুটিই হারাইল। যাতে সেটি না হারায়, এই নিমিত্ত আদি যে পুমান্, তিনি যজ্ঞভৃৎ 'অধিযজ্ঞ' রূপটি হইয়া আছেন। বিশ্বে—সমষ্টিতে, ব্যষ্টিতে; এবং অন্তর্বহিঃ।

যজ্ঞকে এভাবে 'প্রাণ-প্রাণনমৌলিক' সম্বন্ধে দেখাইয়া বলা হইতেছে—'যজ্ঞো জপো জপো যজ্ঞঃ'। এ দ্বিধা সমীকরণের ভাব কি? এ রকম দুইভাবে জপ ও যজ্ঞের সমীকরণ না করিলে, একে অপরের ব্যাবৃত্তি (exclusion)-ও অংশতঃ হইতে পারে। কিন্তু ব্যাবৃত্তি থাকিবে না। জপ ও যজ্ঞকে অসমানবৃত্তিক রূপে দেখিবে না। সুতরাং, বাহ্যযাগাদিতে এবং অন্তরযাগেও

জপভাবনা চাই ; পক্ষান্তরে, সর্ব্ববিধ জপেও যজ্ঞভাবনা। বস্তুতঃ জপে প্রাণপ্রাণনকে অনপিহিত মৌলিক (an unveiled 'Basic')-রূপেই পাইতে হয়। বাকেও অগ্নিকে তদ্রূপে। বাহ্যযাগাদিতে এ প্রাণমৌলিক যেন কথঞ্চিৎ 'উত্তরীয়াবৃত', আর অগ্নিও যেন কথঞ্চিৎ ধূমাদিধূসরিত ! তথাপি, প্রথম সূত্রের কারিকার শেষ শ্লোকটি আবার ভাবিয়া, তবে যজ্ঞের যেটি 'তত্ত্ব', সেটির ধারণা কর—'প্রাণেঽর্পণং' ইত্যাদি।

আচ্ছা, জপই যদি মূল (বীজ) সমাশ্রয়ে মৌলিক প্রাণপ্রাণন রূপ যজ্ঞ হয়, তবে বল—এ জপযজ্ঞ আর জগতের কি সম্বন্ধ ? জগৎ যে 'পুরুষযজ্ঞ', তাতো শ্রুত রহিয়াছে ; কিন্তু সে জগৎ কি জপযজ্ঞ ? জপ যে প্রাণপ্রাণনরূপ, সে প্রাণনের যথার্থ আকৃতিটি কি ?—ছন্দঃ। বিন্দু থেকে ছন্দসা উদয়, ছন্দসা বিততি, ছন্দসা বিলয়। এখন, এই যে মৌলিক ছন্দঃ, এটি যজ্ঞ এবং জগৎ, এ দুয়েরি প্রশাসন করে। 'জ+গদ্'=যেটি 'জাত' হইযাই বলে (গদ্)—'আমি যে ব্যক্ত হইব, তা কোথা আমার ছন্দঃ ; কি আমার আকৃতি ?' এর উত্তরে আদিপুমান্ বলেন—'বেশ, তুমি জাপ্য-জাপক হও।' অর্থাৎ, জগৎ পায় অজপাজপদীক্ষা (the Rhythmic 'Beat' of Nature)। জগৎ এই অজপার জাপক হয়। 'সজ্ঞানে' জপে, এমন নয়। 'জাপি'—জগৎকে (ব্যক্তাব্যক্তরূপে) "কে" যেন এ অজপা জপাইতেছে। আমাদের যেমন হৃৎস্পন্দন। তবে জগতে যেটি 'কারিত', তার 'কারয়িতা' হবার ঝোঁকটি দেয়া আছে। তাই জপকর্ম হয় সাধন।

জগৎ জাত হইয়াছিল—'জজ্ঞে'। এই আদি 'জ' যদি মূলকে ('যতঃ') উদ্দেশ করে, তবে হয় 'য'। 'যতঃ' রূপটি 'যৎ' (মূল) সম্বন্ধে 'মৌলিক'। 'মৌলিক' মানে 'মূলে যাহা', এবং 'মূল হইতে যাহা'। অতএব, মৌলিক সম্বন্ধে যাইয়া 'জজ্ঞে' হইল 'যজ্ঞে'। ভাবিয়া দেখ এই বর্ণান্তর রহস্য !

৩ ॥ ঋতযোনিত্বাৎ ॥

৪ ॥ সত্যসমন্বয়াচ্চ ॥

যেহেতু জপরূপ যজ্ঞ ঋতমের 'যোনি' (অথবা ঋতম্ হইল যোনি যার) ॥৩

এবং যেহেতু জপরূপ যজ্ঞেই সত্যের সমন্বয় হয়, এবং সত্যে সমাবৃত্তি সাধিত হয় ॥৪

জপচতুঃসূত্রীর তৃতীয় এবং চতুর্থ সূত্র এক সঙ্গে কথিত ও বিবৃত হইতেছে—

ঋতং সূত্রং জগজ্জাপেঽক্ষসূত্রং যৎ প্রজাপতেঃ।
অণীয়স্তং ক্বচিদ্দৃষ্টং মহীয়স্তং ক্বচিৎ পুনঃ॥
ঋতেন ছন্দসা জপ্তঃ সৃষ্টিযজ্ঞ-মহাজপঃ।
ঋতেনর্ত্তস্য যোনিত্বমৃতং স্বায়ম্ভবং স্মৃতম্॥
দ্বন্দ্বসম্ভাবনাগর্ভা গম্ভীরগহনা ক্ষপা।
আবিরাবৃণুতে তস্মাদৃতঞ্চাপ্যনৃতায়তে॥
পারস্পরিকতাদাত্ম্যাবগুণ্ঠনাৎ সং প্রসজ্যতে।
ঋতং সত্যমুতাসত্যমিত্থম্ভূতা বিকল্পনা॥ ৩২০-২৩

জগতের যে 'অজপাজাপ', সে জাপে (পূর্ব্বে বহুশঃ আলোচিত) 'ঋতম্' হইতেছে 'সূত্র'। এই ঋতম্-রূপ সূত্রই প্রজাপতির 'অক্ষসূত্র', এবং দ্বিজগণের 'যজ্ঞসূত্র'-ও এই জগদক্ষমালাসূত্রেরি প্রতীক। এই সূত্র কোথাও অণীয়ঃ (microscopic), কোথাও আবার 'মহীয়ঃ' (macroscopic)। অর্থাৎ, আণবসূত্র আর বৈরাজ সূত্র। আণবদেশে যেটি ঋতম্, বিরাটে সে ঋতম্-কে কথঞ্চিৎ অন্যথায়ও দেখি॥ সূক্ষ্ম যে শুধু স্থূলেরি 'বালখিল্য' সংস্করণ, এমন নয়। ঋতমের রীতিও সূক্ষ্মে কিছু বদল হইতে দেখি। যেমন, যে রীতিতে বৈখরী জপ চলে, মধ্যমাদি জপ ঠিক সে রীতিতে চলে না। অর্দ্ধমাত্রা সেতু-সন্ধিতে ঋতমের রীতি বদ্‌লাইয়াও লন। Nuclear Physics-ও General Physics এর সূক্ষ্ম-সংস্করণমাত্র নয়। রীতি ও আকৃতি অদল-বদল হইলেও, ঋতম্-এর অধিকার বিশ্বজাগতিক। এই নিমিত্ত বলা হইতেছে—বিশ্বযজ্ঞরূপ যে আণব-বৈরাজ মহাজপ, সেটি ঋতচ্ছন্দসা জপ্তই হইতেছে।

ঋত বা ঋতচ্ছন্দঃ কোন ব্যাপার-ক্রিয়াদি সম্বন্ধে 'যোনি'—এ কথা বলিতে গেলে প্রশ্ন হয়—ঋতের এভাবে 'যোনি' (cause) হবারই বা 'যোনি' কি? তারির বা আবার কি?—এভাবে অনবস্থযোনিপরম্পরা হইয়া পড়ে, নয় কি? তাই বলা হইতেছে—ঋতম্ 'স্বায়ম্ভবং'—কিনা, নিজেই আপন যোনি (Cause *per se*)। ঋতভিন্ন অথবা অনৃত দ্বারা ঋতের উদ্‌ভব—এ পক্ষ গ্রাহ্য নয়। কেননা, ব্রহ্মই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'। যদি বল—'তপসা' হইল আদিম যোনি। সে

কথা ঠিক। তথাপি ব্রহ্মের 'তপঃ' ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ-গর্ভিত তপঃ। ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ যেখানে সংপরিষ্বক্ত তাদাত্ম্যে অবস্থিত, সেইটি তপঃ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনার সঙ্গে কথাগুলি মিলাইয়া লইও। Primordial Logical Relatedness still covered, as it were, by a 'sheath' of the Fundamental Alogical.

তপঃ-তে এক 'গম্ভীবগহনা' দুরবগাহতা ভাব থাকে। ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ আবির 'কুক্ষি'-তে 'জাত' (manifested) হয়। ঐ গম্ভীবগহনা 'আদি জননী'-কে 'ক্ষপা' বলা হইয়াছে। ক্ষপার প্রসঙ্গ বহুস্থলে হইয়াছে। সেগুলিও অত্রপ্রসঙ্গে মিলাইয়া লইও। পরে রাত্রি এবং আবির সূত্রটিও আছে দেখিও। ক্ষপা দ্বন্দ্বসম্ভাবনাগর্ভা। অর্থাৎ, অহং-ইদম্ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব যে ব্যক্ত হইয়াছে, এমন নয়, ব্যক্ত হবার সম্ভাবনামাত্রই রহিয়াছে ক্ষপায়। যথা, সুষুপ্তি থেকে জাগরের ঠিক উপক্রমে। এটি ক্ষপার 'বেধসী' রূপ। সুষুপ্তিতে 'তামসী'। এ আশ্চর্য্যময়ী তামসী—এতে সুখস্বরূপের অপাবৃতিও ঘটে! পরের সূত্রে এ প্রসঙ্গ পুনশ্চ আসিবে। এখানে দেখ যে—এই ক্ষপা আবিঃ কে আবরণ করে। ফলে, ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চের আদিম আবরণটি ছাড়াও, সৃষ্টিতে এদের সম্পর্কে আবরক পরম্পরা (system of veilers) সম্ভাবিত হইয়াছে। কে যেন সৃষ্টিধারার সর্ব্বস্তরেই বলিতেছে—'তোমাকে পূরা আবির্ভাবে রাখিব না, অংশে কলায়, পাদে মাত্রায় লইব; এবং ঋত-অনৃত, সত্য-অসত্য—এই ভাবে দ্বন্দ্বস্থিতও করিব। কেননা, দ্বন্দ্বস্থিত না হইলে তো সৃষ্টিতে ধন-ঋণ, অনুলোম-বিলোম, পর্ব্ব-পর্য্যায়—এসব সম্ভব হয় না'।

ঋতম্ আর সত্যম্—এ দুয়ের অভিন্ন তাদাত্ম্য অদ্বয়ব্রহ্মেক্ষণরূপতায় নিষ্ঠিত। তপঃ এ দুয়ের সম্পরিষ্বক্ত তাদাত্ম্য। ব্রহ্মকামে এ দুয়ের অনন্যতাদাত্ম্য। 'অভিন্ন' বলিতে, বিশেষ করিয়া, অভিন্নসত্তাকত্ব; 'অনন্য' বলিতে, অভিন্নশক্তিকত্ব লক্ষিত বুঝিবে। ব্রহ্মসঙ্কল্পনে পারস্পরিক তাদাত্ম্য (identity in co-ordination)। আর, ব্রহ্মজায়মানতায় পারম্পরিক তাদাত্ম্য (mutually fulfilling identity)। এই শেষের দুটি স্থলে (পারস্পরিক এবং পারম্পরিকে) ক্ষপা 'অবগুণ্ঠনী'রূপেও বৃত্তিমতী হয়। ফলে, এই পারস্পরিক-পারম্পরিক ধারায় 'পতিত' এবং ব্যাপারবান্ যে কোন 'কেন্দ্র' (re-active centre) সম্পর্কেই ঋত-অনৃত, সত্য-অসত্য—এই প্রকারের বিকল্পনা

প্রসজ্যমানা হয়। সুতরাং, অসত্য-অনৃতাদি থেকে সত্যে ঋতে 'অভ্যারোহণ'-ও প্রযোজ্য হয়। এই নিমিত্ত জপও যজ্ঞ।

তারপর, সত্য সম্বন্ধে বিশেষত :—

সদিতি ব্রহ্মনির্দ্দেশোঽবোধবগাহ্যমেব তৎ।
সতঃ সত্যত্বমায়াতি বোধবগাহ্যতাং প্রতি॥ ৩২৪

'সৎ' রূপে যেটি ব্রহ্মনির্দ্দেশ, সেটি 'বোধগম্য' নয়। যদিও সেটি 'নিজ-বোধরূপ'। 'বগাহ্য' বলিতে কোন মান-মেয়াদ সম্বন্ধ যোগ্যতা আসে। সম্বন্ধ পারস্পরিকাদিভাবে ব্যক্ত না হইলেও তার যোগ্যতাস্থল (the bare possibility of being related)-টিও 'বগাহ্য'-এর ভিতর আসে। 'মাপ এখনও হয় নাই, তবে হবার মতো'—এতেও বগাহ্যতা। সম্ভাবনাবৃত্তিটিও যোগ্যতায় আসে। তা হইলে, মানমেয়াদি হবার যোগ্যতা সহকারে যে বোধ-বগাহ্যতা, 'সৎ'-স্বরূপ ব্রহ্ম তার বিষয় হন না; কিন্তু 'সত্য' বিষয় হয়। বোধ-বগাহ্যতার প্রতিযোগিত্ব হইলে সত্যত্ব। অন্যথা, 'সৎ'। 'বোধ' বলিতে 'মহদ্‌বুদ্ধির' (Cosmic Reason-এর) অথবা (Perfect Logical-এর) যে আপন 'ব্যবসায়' ও 'নিশ্চয়'।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং', তাতে 'সত্য' পদটিকে 'সৎ' বা সত্তান্বয়েই লওয়া হয়, 'য' বা লীলাকৈবল্যশক্তির অন্বয়ে সচরাচর লওয়া হয় না। বর্ত্তমান সূত্রে ঋতঞ্চ-সত্যঞ্চ মিথুনের যে সত্যম্, সুতরাং, যেটি লীলাকৈবল্যশক্ত্যন্বয়-প্রতিযোগি, তার কথাই বলা হইতেছে। কেননা, এস্থলে অনুবন্ধ—জপযজ্ঞ। তাই—

সত্যং যুনক্তি বৈ যোঽর্ণো তৎ সদসদ্‌বিলক্ষণম্।
সচ্চিদেকরসানন্ত্যং লীলাকৈবল্যমৃচ্ছতি॥ ৩২৫

এক দিকে সচ্চিদেকরস-আনন্ত্যরূপ পরব্রহ্ম। অন্য দিকে সৃষ্ট্যাদিরূপে ব্রহ্মের লীলাকৈবল্য (স্বতঃ-স্বতন্ত্র লীলা)। এ দুয়ের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়া 'যুক্তি' আছে, নেই কি? যুক্তির যেটি 'যোজন', সেটি সদসদ্‌বিলক্ষণ—শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ 'সৎ'-ও নয়, আবার একান্ত 'অসৎ'-ও নয়। সব কিছু 'হওয়ার' (Becoming

-এর) গোড়া এইটা। এই যে মূল যুক্তিযোজনা,—যার নিজের কোন যুক্তি-যোজনা করা যায় না,—তার 'য'-টি (অর্থঃ), 'সৎ'-এ যুক্ত হইয়া, 'সৎ'-কে করে 'সত্য'। সে 'সত্য', ঋতের অবিনাভাবে, 'লীলাকৈবল্যমৃচ্ছতি'। 'সত্যের' ঐ 'য'-টিকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—

লীলাচ্ছন্দঃ স্বকীয়ং সত্তেন সত্যস্য সত্যতা।
সম্যগন্বেতি যো যজ্ঞঃ পুরাণস্বিষ্টিকৃৎ-কবেঃ ॥ ৩২৬

বিশ্বস্বিষ্টিযাগকৃৎ সেই পুরাণ কবি যে আদিম যজ্ঞ সমারম্ভ করেন, সে যজ্ঞ তাঁর স্বকীয় লীলাচ্ছন্দঃ-কেই সম্যক্‌রূপে অনুবৃত্তি করিয়াছিল। তাঁর সেই স্বকীয় লীলাচ্ছন্দঃ-ই সত্যের সত্যতা। যে কোন বৃত্তি (থাকা অথবা হওয়া), সেই পুরাণস্বিষ্টিকৃৎ অবাধক্রান্তদর্শী কবির স্বকীয় ছন্দের সাথে সম্যক্ অন্বয় রাখে, সেটি সত্য, যথার্থ সংজ্ঞায় আসে। —Fully conformable to the Basic Reason and Rhyme of the 'Master Epic'. তাঁরি বাণী বাজে যে বীণায়! এ যে শুধু ভাবুকরসিকেরি কথা, এমন ভাবিও না। ভাবুকের দেয়া নাম 'সত্য', বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানেরও তাই। বিজ্ঞানেরও খোঁজ—বিশ্বের সেই 'হৃল্লেখা' (Basic Picture), যার 'বেদীতে' এই অনাদ্যনন্ত বিশ্বশক্তিযাগ ঋতেন ছন্দসা চলিয়াছিল এবং চলিতেছে। শক্তি, ছন্দঃ, আকৃতি—সব সেই মৌলিক হৃল্লেখার সমন্বয়ে মেলে কি করিয়া, ইহাই তো বিজ্ঞানের অন্বেষণ! প্রজ্ঞানের তাই খোঁজ ; তবে বিজ্ঞানের জবনিকা (তিরস্করিণী) সরাইয়া সরাইয়া তাকে চলিতে হয়। তার মন্ত্র—'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।' জবনিকা না সরাইলে 'নিরস্তকুহকং পরং সত্যম্' ধ্যানগোচর হয় না ; আর, তা না হইলে—সে সত্য 'শুদ্ধং অমলং বিশোকং অমৃতম্'-ও হয় না।

সত্যের সত্যতা প্রসঙ্গে যে 'স্বকীয়ং' পদটি আছে, সেটিকে ঠিক ভাবে বুঝিও।

পরমা প্রকৃতিঃ স্বা চ হ্যপরাপরয়োঃ পরা।
ওমিত্যেকং বিনির্দিষ্টং ক্লীমাদিভিঃ সলীলতা ॥ ৩২৭

সৃষ্টিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধেই 'প্রকৃতি'-র প্রসঙ্গ হয়। কাজেই, সৃষ্ট্যাদিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধ বাদ দিলে, প্রকৃতি অনবকাশা হইয়া পড়ে। শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ সৎ বা চিতের 'প্রকৃতি' যদি বলাও হয়, তবে সে 'প্রকৃতি' মানে 'স্বরূপ'। অন্যথা, প্রকৃতি.

প্রত্যয়প্রতিযোগিনী। ভগবত্তা বা মহামায়াতে প্রকৃতির যোজনা হইতে পারে। শুদ্ধা, পরিপূর্ণা ভগবত্তাই পরমা প্রকৃতি। ইহাই সত্যপরিসীমা। ভগবত্তার পরমা প্রকৃতি লীলাকৈবল্যোন্মুখী হইলে 'স্বা' বা 'নিজা' আখ্যা পান। এই স্বা প্রকৃতি থেকেই সত্যম্ এবং ঋতমের দুটি ধারাই অবিনাভাবে প্রবৃত্ত হয়। লীলাকৈবল্যোন্মুখতাই 'প্রাণ'। প্রাণ='বায়ু'='য'। এই 'য' সত্যমে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ, সত্যমে প্রাণপ্রাণনকে মূল-ছন্দ-আকৃতিরূপতায় পাওয়া চাই।

তারপর, 'সত্যম্' পরাপ্রকৃতিতে তার তৃতীয় অবতরণিকা ('third descent') পরিগ্রহ করে। ভগবত্তার স্বা প্রকৃতি লীলাবৈচিত্র্যবিলাসে আসিয়াছেন। সে বৈচিত্র্যে অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ, সঙ্কোচবিস্তারও ঘটিয়াছে। সুতরাং, সে বৈচিত্র্যপ্রবাহে অপরা এবং পরাও প্রসজ্যমানা। এ দুয়ের 'মধ্যস্থা'-ও এক রূপ আছে—অপরাপরা। অপরা এবং অপরাপরা—এ দুয়েরি মূল এবং আদর্শরূপা পরা। অর্থাৎ, পরার আবরণ এবং ক্ষোভেই অপরাদি। সর্ব্ব ব্যবহার-ক্ষেত্রেই সত্যম্-কে এই পরাপ্রকৃতিরূপে অন্বেষণ ও আবিষ্কার করিতে হয়। —the Basic Type, Standard, Norm, Principle. পরমা এবং স্বা প্রকৃতি, এবং তত্তন্নিষ্ঠ যে সত্যম্, সেটি ব্যবহারিকে 'প্রোত' রহিয়াও, এব 'ঊর্দ্ধে'। ব্যবহারকে 'প্রজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' আর 'লোক'—এ তিন পর্ব্বে যদি লই, সত্যও ঐ তিন ভূমিতে তিন প্রকারের। পর বা বর সত্য; পরাবর সত্য, অবর সত্য। শেষের দুটিতে সত্যম্-ঋতমের অবিনাভাবটি বজায় নেই, দুটিতে নিত্যব্যবস্থিত নয়। তবে, বিজ্ঞান এ দুয়ের 'অব্যবস্থান' নিরাকরণে সচেষ্ট। অব্যবস্থানের নিরাকরণ বাধাবহুল, সহজে হয়ও না। ক্ষেত্রবিশেষে অথবা সর্ব্বক্ষেত্রেই, ঋতম্-সত্যমের অ ববস্থাননিরাকরণী যে জ্ঞানবৃত্তি, তাকে বলে প্রমা। প্রমা দুয়ের ব্যবস্থানকেই বিষয় করে। —It is a true cognition of 'fact', both as thing or object and as process.

এইভাবে জপচতুঃসূত্রী সমাপন করা হইল।

জপে পরা-সম্বন্ধী যে সত্য, সেই সত্যের সমন্বয়েই সমাবৃত্ত হইতে হয়। পরার স্থূল বিন্দু। এই নিমিত্ত জপ, নাদে ও কলায়, বিন্দুসমাবৃত্তি এবং সমন্বয়। পরা থেকে পরমায় যাবার 'মুখ'-টিও বিন্দু। ভগবত্তার স্বা প্রকৃতি ঐ বিন্দুকে 'কেন্দ্রে' লইয়া আদিসেতুরূপা অর্দ্ধমাত্রা।

এ স্থলে সত্যমের (এবং পূর্ব্বসূত্রে ঋতমের) যে বিবৃতি দেয়া হইল, সে বিবৃতি বিশেষ করিয়া জপযজ্ঞের প্রাসঙ্গিকতায়। প্রথম খণ্ডে 'অভ্যারোহ'-রূপ জপের ব্যাখ্যানে 'সত্যত্ব'-ও সূত্রিত এবং বিবেচিত হইয়াছে। পুনশ্চ, সপ্তম ব্যাহৃতি যে 'সত্যম্', সেটিরও ব্যাখ্যান যথাসম্ভব বিশদভাবে করা হইয়াছে। এখানে সত্যমের যে পরিচয় লওয়া হইল, তার সঙ্গে সমন্বয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলগুলি বুঝিয়া লইতে হইবে।

নাদবিন্দুর সন্ধানবিরহিত যে সাধারণ জপ, সে জপ 'অবরসত্য'। কলার অন্বয় ও আধাররূপে নাদসন্ধানে 'পরাবর'। অর্দ্ধমাত্রাসহ ততঃ বিন্দুসন্ধানে পরসত্য। এভাবে জপ অমোঘসত্য। পরাপারীণতায় পরমসত্য। আর— পরমসত্যের শুদ্ধসচ্চিদেক-অধিষ্ঠানরূপতা এবং লীলাকৈবল্যরূপতা—দুটিই মহামায়াদি সূত্রে বলা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

সোম ও অজপা

৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১

'হরিং হিন্বন্তি অদ্রিভিঃ', ঋগবেদ নবম মণ্ডলে এই উক্তি পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। সায়ন 'হরি' অর্থে 'হরিতবর্ণ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সোম' অবশ্যই vegetation spirit, সুতরাং হরিৎ-বর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। বৈদেশিক কবিও এই জগৎকে Green fount of Delight বলিয়াছেন।

কিন্তু ইহাই কি একমাত্র অর্থ? 'হরি' এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণে তাৎপর্য্য কি? ইহা ছাড়া অন্য কোন বর্ণ কি আখ্যাত হইতে পারিত না?

মনে কর ঋষি 'অদ্রি', অধিষবণ পাষাণে সোমলতা (যাহা হরিদ্‌বর্ণ) ঘসিতেছেন। জোরে ঘসিতে ঘসিতে তাঁহার মূলাধার হইতে 'হ' বর্ণ বাহির হইতেছে। ঋষির মন যেমন ঘর্ষণের দিকে তেমনি অপর দিকে, অর্থাৎ অনন্ত শক্তির সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা হইতে হইলে মূর্দ্ধায় তাঁহার 'হ' যুক্ত নিশ্বাস উঠিতেছে। তথায় 'ঋ' অর্থাৎ 'র' বর্ণের যোগ হইতেছে। আরও উপরে উঠিল, ও 'ই' কার সংযোগে সহস্রারে পৌছিল। সুতরাং 'হরিম্‌'-এই বর্ণ উৎপন্ন হইল। এই বর্ণ যোগে ঋষি Eternal Stream of Tendency অর্থাৎ *Elan Vital* এর সহিত যুক্ত হইলেন। সুতরাং সোম realised হইল তখন—যখন ঋষি লতা ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের উৎপাদক তত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেন। যদি সেখানেই থাকিতেন তবে তাঁহার পক্ষে আর ঘর্ষণ সম্ভব হইত না। হংএ লাগিয়া যাইতেন। অবশ্য পরে রেচক যোগে 'স' পাইতেন, কিন্তু তাহাতে শান্ত ভাবই উৎপন্ন হইত, সোমলতা ঘর্ষণানুযায়ী শক্তি হয়ত হইত না। সুতরাং 'হরি', অজপা হংসেরই রূপান্তর মাত্র।

এই হরিমন্ত্র ব্রাহ্মণ, পুরাণে 'তাপহরণ', 'পাপহরণ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ও বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাই কলির শ্রেষ্ঠ সাধন এই মত প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল 'হরি' আদ্যের নাম।

২

সোমের সহিত সপ্তস্বর ও সপ্তঋষির সম্বন্ধঃ এই সোম, অজপা বা Elan Vital পাইতে হইলে একটি প্রক্রিয়ার কথা বেদের প্রায় সমস্ত মণ্ডলেই উক্ত হইয়াছে। বোধহয় ইহাই মুখ্য বৈদিক সাধন। দেখা যায় যে সপ্তর্ষি সপ্তচ্ছন্দযোগে সোম পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বে সোম গন্ধর্ব্বলোকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে অবস্থিত ছিল, দেবী গায়ত্রী পক্ষিরূপিণী হইয়া উর্দ্ধে তথায় যান ও সোম আনয়ন করেন; বীণা বাদন করিয়া অর্থাৎ অপান বায়ুর যোগে সহস্রারে উঠিয়া অজপা ঝঙ্কার তুলিলে ইহাতে 'মহিষের' রব হয়, এজন্য নবম মণ্ডলে বলা হইয়াছে 'মহিষা অহেষত'।

যাহা হউক এই সপ্তঋষি বা সপ্তচ্ছন্দ বা 'সপ্তস্বর' কি তাহা দেখা যাউক। প্রণবের সপ্তস্বর শরীরের সপ্তস্থান হইতে অ-উ-ম্ এই যোগে করিতে হয়। এই সপ্তঘাট যথা :—

(১) প্রাণ—কণ্ঠ—অং—উম্ করিলে হইবে **কোকিলের** ন্যায় পঞ্চম ধ্বনি।

(২) অপান—গুহ্যমূল—অং—উম্ করিলে হইবে **ভেকের** মত ধ্বনি হইবে।

(৩) সমান—নাভি—অং-উম্ করিলে **ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ** ধ্বনি নিঃসরণ হইবে।

(৪) উদান—নাভি হইতে একবারে সহস্রারে উঠান—ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত রব হইবে।

(৫) ব্যান—সর্ব্বশরীরের বায়ু স্থির নিশ্চল করিয়া সহস্রারে উঠান—**ঘণ্টার শেষ** বা finale ধ্বনি হইবে।

(৬) শরীরের সমস্ত বায়ু মূলাধার হইতে টানিয়া সহস্রারে উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া 'ওম্' এই উচ্চারণ করা—**ময়ূরের** কেকা ধ্বনিবৎ শব্দ হইবে।

(৭) শরীরের সমস্ত বায়ু মূলাধার হইতে টানিয়া সহস্রারে উঠান—চক্ষু বন্ধ করিয়া ওম্—এই শব্দ করা। **মহিষের** মত শব্দ হইবে।

এক এক ঋষি এক একটি ঘাট অবলম্বনে প্রণব সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই **সপ্তঋষি**। ইহার দ্বারা জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। একথা বলা হইয়াছে যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ, এই ঋকে (১ মণ্ডল) সপ্তলোক, সপ্তধাতু, সপ্তচ্ছন্দ, সপ্তবর্ণ এই সকল পাওয়া যাইবে।

এই বোধহয় 'সোমের' সাধন। অন্যান্য স্থানে ত আছেই, নবমমণ্ডলে একটি ঋক বলিতেছেন যে ঋত্বিক 'সপ্তাস্থে' সোম সাধন করিতেছেন।

অপর মন্ত্রে বলিতেছেন—

হিরণ্ময় রেতসঃ মধ্যে আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণ মধুকুৎ কুলায়ী। ভজন্ আস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্য আসতে হরয়ঃ সপ্ততীরে। স্বধাম্ দুহানাঃ অমৃতস্য ধারাম্।

যখন সাধন করি তখন প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে আকর্ষণ করিয়া সহস্রারে তুলিবার চেষ্টা করি ও যাহাতে ভ্রূ-মূল হইতে সহস্রারে ক্রিয়া জন্মে ও তাহাতেই আবদ্ধ থাকে তাহার চেষ্টা করি। অর্থাৎ দ্বিদলে উম্ ধারণা করি। এই উম্ ধারণা করিতে হইলে—ফল্গুভাবে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ঊর্দ্ধগ ও নিম্নগ মোটামুটি সকল সপ্তবায়ুরই ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, ও আমরা মনে করি যে সপ্তবায়ু বা সপ্তপ্রাণ বা সপ্তঋষি দ্বিদলে অধিষ্ঠিত সত্যকে সেবা করিতেছেন। প্রথমতঃ এই সত্তা তমোবৃত, অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধহয়—কিন্তু উম্ এর 'ম' তে কিছুকাল অবস্থান করার ফলে উহা অন্যভাব ধারণ করে। তখন এক জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, ও সেই হিরণ্ময় জ্যোতির মধ্যে নিঃশ্বাসবায়ু পক্ষীর মত বিহার করিয়া এক পরমানন্দের অনুভব করে—এই হইল বোধহয় হিরণ্ময় রেতস কুঞ্জে মধুকুৎ সুপর্ণের বিহার। তথায় সপ্তপ্রাণ বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ মধু সমগ্র শরীরে সিঞ্চন করেন। এখানে পূর্ব্বের ভীষণ ভাব দূরীভূত হইয়া অভয়জ্যোতির করুণাময় অমৃতময় ভাব ফুটিয়া উঠে—আর এই সুপর্ণাকারা সত্তা কল্পনার চক্ষে মহাকারুণিকা তারা ভাবে প্রকাশিত হন। দেখা যাইবে যে পক্ষী উভয়পক্ষ বিস্তার করিয়া দক্ষিণদিকে ঝুঁকিলে ঠিক তারা অজপার মূর্ত্তি হয়। এই অজপা দেবী পক্ষোচালনার নিবৃত্তভাব ধারণকালে যে ঝঙ্কার উৎপন্ন করেন তাহা হয় **পবমান সোম।**

এই মধুর ভাবে সব Struggle চুকিয়া যায় ও সৌন্দর্য্যের এক শান্তভাব উপলব্ধি হয়। কারণ moralityতে থাকিয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় struggle, কিন্তু এই moralit,ই যখন নিজ স্বরূপ সৌন্দর্য্যভাবে প্রকটিত করে তখন হয় সৌন্দর্য্যের চরম অনুভূতির অবস্থা। এখানে সাধক পরমবক্ষে সংলগ্ন হন ও আত্মারাম হন। ইনিই হন 'রাম'—দেহরূপ গৃহে রমণকারী পরমাত্মা।

৩

যাহা হউক, এখন সোমের প্রতীক কিছু পাওয়া যায় কি? লতার রস ঘুরিয়া পড়িতেছে ইহা দ্বারা সোম-অজপার কোন symbol পাওয়া যায় কি? অজপায় হং-অং-মূলাধার হইতে সহস্রারে উঠিল--তথায় স্থিতিতে circle উৎপন্ন করিল কিন্তু অবশ্য সম্ভাবী বিক্ষেপের ফলে ঘুরিয়া নিম্নে আসিল ও Triangle জন্মাইল। Circle becoming Triangle—জাপানী বৌদ্ধের ইহাই চিন্তামণি মুদ্রা।

সঃ হইয়া Elan vital নিম্নগ হইল ও বোধহয় এই প্রকার একটি figure উৎপন্ন করিল
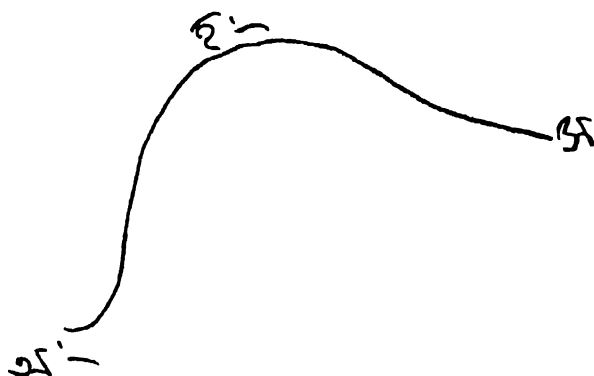
ইহা কি সোম অবিচর্ম্ম-নির্ম্মিত চোঙের উপর দিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে ঘুরিয়া পড়িল এই রূপটি জন্মাইতেছে না? কল্পনায় ইহাকে কি আষ্ঠের তারা-মূর্ত্তি—যাহা Crete, Phrygia, Babylon প্রভৃতি দেশে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান—সূচনা করিতেছে না? প্রাচীন বৌদ্ধেরা এই তারা-মূর্ত্তি পশ্চিম দেশ, বোধহয় Babylon বা Phrygia হইতে আনিয়া ভারত, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন ও আমাদের বোধহয় এই তারা-মূর্ত্তিই পরমব্রহ্ম হইতে আগত ও তাহা হইতে অভেদ শক্তির প্রকৃষ্ট ধ্যান মূর্ত্তি। ইহা খ্রীষ্টান জগৎ মেরির ভাবে কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং, তারাই অজপার প্রকৃষ্ট Symbol—এমন কি চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে পাওয়া যায়—

'অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক—
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক।'

এখন এই Symbol আমরা হৃদয়ে কিরূপে আনিব—কারণ উপাসিতা দেবীর সহিত তন্ময়তা না আসিলে সাধন হয় না। আমাদের দেহ হইতেছে দেবলীলা স্থান, ইহাতেই দেব প্রকাশিত হন। আমরা যখন সাধন করি তখন প্রাণায়াম প্রত্যাহার যোগে দেহকে নির্ম্মল করি ও নিশ্চল করি—তখন দেহ মন স্বচ্ছ নির্ম্মল আদর্শবৎ হয়, তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ ভিতর হয়। মূলাধার হইতে বায়ু যখন সহস্রারে উঠে তখন অন্তরে এক স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দন লিঙ্গমূল হইতে হয় বলিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ও এক অপূর্ব্ব লাবণ্যধারা—অবশ্য কামগন্ধবিহীন হইয়া সহস্রারে উঠে। তখন দেখা যায় ঐ সৌন্দর্য্য দ্বিদলে—ভ্রূমূলে এক মূর্ত্তি সৃষ্টি করে—ঐ মূর্ত্তি সমস্ত শরীর মনের শান্তি সুখ উৎপাদন করিয়া মহাকারুণিকা বলিয়া মনে হয় ও ত্রিতাপ শীতল করে। ভ্রূযুগ-দ্বিদল নাসিকার উপর। নাসিকা হইতেছে মেরু, তাহার পৃষ্ঠ হইতেছে ভ্রূ-ঘ্রাণ-মধ্য (মেরু নাসিকা তস্যাং পৃষ্ঠং ভ্রূঘ্রাণমধ্যম্—নীলকণ্ঠ) আর অজপা নিঃশ্বাস বাম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে চলে—ইহাই হইতেছে মেরুর পশ্চিম ভাগ। এখন দেহরূপ চোলন হ্রদে মায়ের আবির্ভাব ও মেরুর পশ্চিম দিক হইতে তাঁহার প্রথম অভিব্যক্তি ইহা পাওয়া গেল। সপ্তস্বর যোগে অজপা সাধন করিতে হয় সুতরাং তারা সপ্তঋষি দ্বারা সেবিতা—অর্ব্বাগ্ বিল ঊর্দ্ধ চমস, বৃহদারণ্যকের এই মন্ত্র দেখ। সহস্রার যেখানে দেবী অনুভূতা হন এই হইতেছে চমস্ বা সোমের 'অজপার' হাতা—সোমধান।

'চলু হংসা পশ্চিমা দিশা খিরকি খুলবাও ত্রিবেণীকে ঘাটপর হংসা নহবাও'—কবীর
'যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে, বলিবি পুরব মুখে'—চণ্ডীদাস